শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসকৃতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য-মুকুটমণি-

শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠক্কুর-বিরচিত-

'সারার্থবর্ষিণী'-সংজ্ঞ-টীকা-সমেতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁবিষ্ণুপাদ-

শ্রীমৎসচ্চিদানন্দভক্তিবিনোদ-ঠক্কুর-প্রণীত-

'অবতরণিকা'-'রসিকরঞ্জন'-নাম-মর্মানুবাদ-সহিতা চ

শ্রীমায়াপুরস্থাকর-মঠরাজ-শ্রীচৈতন্যমঠস্য তথা তচ্ছাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠানাং

প্রতিষ্ঠাতৃবর-পরমহংসকুল-সংসেব্যপাদ-অষ্টোত্তরশতশ্রী-

প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীগোস্বামি-ঠক্কুর-কৃত-

টীকা-বিবরণ-সহ

অধ্যায়সূচী-বিষয়সূচী-শ্লোকসূচী-অধ্যায়কথাসার-

অনুবাদান্বয়-সহিতা

বর্তমান-শ্রীচৈতন্যমঠাচার্যপাদেন ত্রিদণ্ডি-গোস্বামিনা

শ্রীমতা ভক্তিবিলাসতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতা।

হৃষীকেশাখ্যে মাসি ৪৮৪- শ্রীগৌরাব্দীয়ে শ্রীরাধাষ্টমীবাসরে
শ্রীপরমানন্দবিদ্যারত্নেন শ্রীচৈতন্যমঠতঃ প্রকাশিতা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ,
পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

২। শ্রীচৈতন্যরিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
৭০বি, রাসবিহারী য়্যাভেনিউ, কলিকাতা-২৬।

ভিক্ষা ৮·৫০ মাত্র।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীমায়াপুরস্থ-'নদীয়াপ্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কসে'
শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, সেবাকৌস্তুভকর্তৃক মুদ্রিত।

চিৎতত্ত্বের জড়-সম্বন্ধের অন্য হেতু বা সম্ভাবনা নাই ; তাহা পরিমেয় নরবুদ্ধির সীমান্তর্গত নহে। অতএব উভয়দশা-ভেদে, জীব—দুইপ্রকার 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ'। মুক্তজীব—দুইপ্রকার অর্থাৎ কোন কোন জীব কখনও বদ্ধ হ'ন নাই (অর্থাৎ নিত্যমুক্ত) এবং কোন কোন জীব বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে (অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত)। উভয়বিধ মুক্তজীবই শাস্ত্রাতীত। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির যে পার্থক্য বদ্ধজীবে লক্ষিত হয়, তাহা মুক্তজীবে নাই ; কর্ম ও জ্ঞান—প্রেম-বৃত্তির উপাধি-বিশেষ। সেই উপাধি যে জীবের প্রেমরূপ নিত্যধর্মকে স্পর্শ করে, তাহারই বদ্ধাবস্থা। জীবের বদ্ধাবস্থায় ভগবদ্‌বহির্মুখতারূপ উপাধিসহকারে প্রেমবৃত্তি 'বিকৃত' হইয়া ধর্ম (কর্ম)-রূপ একটী আকার প্রাপ্ত হয় ও স্থল-বিশেষে 'জ্ঞান'-রূপে আর একপ্রকার আকার পাইয়া থাকে ; সাধন-ভক্তিই ঐ বৃত্তির তৃতীয় আকার। তন্মধ্যে 'সাধনভক্তি'-রূপ আকারটীই বদ্ধজীবের স্বাস্থ্য-লক্ষণ, অপর দুইটী আকার—জড়সম্বন্ধরূপ পীড়ার লক্ষণ।

শরীর-সত্ত্বে—কর্ম অপরিহার্য। শরীরযাত্রা-নির্বাহের জন্য যে-সমস্ত কার্য করা যায়, তন্মধ্যে যে-সকল কর্ম—জগতের অমঙ্গলজনক সে-সকলকে 'বিকর্ম' বা 'কুকর্ম' বলে, মঙ্গলজনক কর্ম না করার নামই 'অকর্ম' ; যে-সকল কর্ম—জগন্মঙ্গলজনক, সেই সকলকে, 'কর্ম' বলে। কর্ম—চারিপ্রকার, অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক। কর্মমাত্রেরই একটী একটী অবান্তর ফল আছে ; যথা, আহারের ফল—শরীর-পোষণ ও বিবাহের ফল—সন্তানোৎপত্তি। অবান্তর ফলগুলি সহজেই লক্ষিত হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চক্ষে দৃষ্টি করিলে শান্তিই ঐ সকল ফলের 'চরম ফল' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইবে। বিজ্ঞানকে আর কিছু দূর চালিত করিলেই দেখা যাইবে যে, জড়-যন্ত্রণা হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হইয়া ভগবচ্চরণের সেবা-লাভই পরম-শান্তি। আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা, শৌচ ইত্যাদি শরীর-পালক কর্ম, যজ্ঞ, ব্রত, অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রভৃতি অনেকপ্রকার

সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে অষ্টাঙ্গ-যোগে যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম,—এই চারিটী 'শারীর' যোগ; প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা,—ইহারা 'মানস' যোগ এবং সমাধি—'আধ্যাত্মিক' যোগ। এই সমুদায়ই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম্ম। বেদে ও মন্বাদি বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যজ্ঞ, দান, ব্রত ও বর্ণাশ্রম-বিহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই সেই শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের আপাততঃ অবান্তর ফলসমূহ কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সেই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্তে কোনপ্রকার শান্তি-লক্ষণ ফলেরই উল্লেখ দেখা যায়। অষ্টাঙ্গ-যোগশাস্ত্রে বিভূতি-পাদে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যরূপ 'অবান্তর' ফল কথিত হইয়া, কৈবল্য-পাদে কেবল 'শান্তি'কেই 'ফল' বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। সকল কর্ম্মই প্রথমে সুখভোগরূপ ফলদানের প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু চরমে সমস্ত সুখের অনিত্যতা দেখাইয়া কৈবল্যাদি-শান্তি-সুখকেই 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া তৎপ্রতিই লক্ষ্য বদ্ধ করায়। কৈবল্যাদি-শান্তি—'ভুক্তি' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও দুঃখাভাব-মাত্র, স্বয়ং 'সুখবিশেষ' নহে। তখন কোনপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চিৎসুখের অন্বেষণ হয়। অভেদ-ব্রহ্মসুখ-পর্য্যন্ত সমস্ত অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যখন ভগবৎসেবা-সুখ পরিলক্ষিত হয়, তখনই 'কর্ম্ম' 'ভক্তি'-রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব ভক্তিই জীবের কর্ম্মফলের চরম উদ্দেশ্য। যে কর্ম্মে ঐ চরম উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় নাই সে কর্ম্ম—ভগবদ্-বহির্ম্মুখ, তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলা যায়। ভগবৎসেবাপরায়ণ হইলে তাদৃশ কর্ম্মের নাম 'সাধনভক্তি' হয়, তখন কর্ম্ম নাম থাকে না।

জড়-বদ্ধ হইলেও জীব স্বয়ং স্বরূপতঃ চিন্ময়তত্ত্ব, অতএব তাহার পক্ষে জ্ঞানালোচনা—স্বাভাবিক। জ্ঞানালোচনা—চারিপ্রকার অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞানালোচনা, লৈঙ্গিক জ্ঞানালোচনা; জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানালোচনা ও শুদ্ধজ্ঞানালোচনা। দর্শন শ্রবণাদিময় জড়ীয় 'বিষয়-জ্ঞান'ই

'জড়ীয় জ্ঞান'। ধ্যান-ধারণা-কল্পনা-বিভাবনাময় মানস-জগতের জ্ঞানকেই 'লৈঙ্গিক-জ্ঞান' বলে। জড়ীয় ও লৈঙ্গিক-জ্ঞানকে অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত সমাধি অথবা সাংখ্যযোগীর অতন্নিরসন-প্রক্রিয়াদ্বারা স্থগিত করিলে, জড় ও লিঙ্গের ব্যতিরেক জ্ঞানরূপ 'কূট-সমাধি' হয়। এইস্থলে শঙ্করীয় অভেদ-ব্রহ্মবাদ অথবা পতঞ্জলীয় ঈশ্বর-সাযুজ্যরূপ কৈবল্যবাদ উদিত হয়। নিরুপাধিক চিৎ-তত্ত্বের শুদ্ধাবস্থায় অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গের 'সাক্ষাদ্দর্শন' বা 'কূট-সমাধি'র ব্যতিরেক ভাবনা দূর হইলে, শুদ্ধচিৎ-তত্ত্বের সহজ প্রকাশ হয়; তাহার নাম—'সহজ-সমাধি' বা 'শুদ্ধজ্ঞান'; এই জ্ঞানই ভক্তি-পোষক। জ্ঞানালোচনাদ্বারা বদ্ধজীব প্রথমে জড়-জগতের ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুসকলের জ্ঞান সংগ্রহ করে। পরে ঐসকল বস্তুগত ধর্ম এবং বস্তুসকলের মিলনাবস্থায় সেই সমস্ত ধর্ম উদিত হইলে ঐসকল বিষয় অবগত হইয়া থাকে; কখনও বা ঐসকল বস্তু ও ধর্ম আলোচনা করিয়া সকলের কর্তা ও পালয়িতৃরূপ ঈশ্বরকে নির্দেশ করতঃ তাঁহার প্রতি একপ্রকার হৈতুকী ভক্তি প্রদর্শন করে; কখনও বা এই জগৎকে 'নশ্বর' জানিয়া নিজে বৈরাগ্য-সাধন করে এবং প্রপঞ্চাতীত কোন অনির্বচনীয় তত্ত্বের সহিত আপনাকে মিলিত করিয়া অভেদ-ব্রহ্মবাদের কল্পনা করে; কখনও বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি ঘৃণা করিয়া নাস্তিত্ব ও নির্বাণকেই 'সুখ' বলিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যোগ করে। যেরূপেই আলোচনা করুক না কেন, অভেদ-চিন্তা ও নির্বাণ-চিন্তাকে 'অকিঞ্চিৎকর' জানিয়া জীব অবশেষে কোন পরম-তত্ত্বের আনুগত্য স্বীকার করে। সেই আনুগত্য স্পষ্টীভূত হইলেই 'ভক্তি' হইয়া উঠে। অতএব ভক্তিই জীবের জ্ঞান-ফলের চরম উদ্দেশ্য। কর্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি' ও জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যেস্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্বহির্মুখ এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই

উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধন-ভক্তি' বলা যায়।

অনেকে মনে করেন যে, ভক্তির নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নাই ; কেবল কর্মের বিশুদ্ধাবস্থা ও জ্ঞানের কৈবল্যাবস্থাকেই 'ভক্তি' বলা যায়,—এইরূপ সিদ্ধান্ত—ভ্রমাত্মক। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলেন যে, বিশুদ্ধ আত্মার আস্বাদনবৃত্তির পরিচালনাকে 'কেবলা', 'অকিঞ্চনা' বা 'অনন্যা' ভক্তি বলা যায় ; তাহার অন্যতর নাম—'প্রেম', আর আত্মার বিচার-বৃত্তির পরিচালনাকে 'জ্ঞান' বলে। আস্বাদনশূন্য বিচার চরমে প্রায়ই অভেদ-ব্রহ্মবাদ বা নির্বাণবাদরূপ অনর্থকে আনয়ন করে। জীব—স্বভাবতঃই 'আস্বাদন'-প্রধান। কেবল বিচারময় হইতে গেলে স্ব-স্ব-ভাব হইতে চ্যুত হইতে হয়। জ্ঞান যখন প্রেমের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন 'জ্ঞানমিশ্রা' ভক্তি হয়। জ্ঞান যখন প্রেমপ্রাচুর্যক্রমে বিচার-বৃত্তিকে স্থগিত করে, তখন কেবলা-ভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়।

জীবের সত্তা—'নিত্য', অতএব তাহার আলোচনা-বৃত্তিও 'নিত্যা'। আলোচনা-বৃত্তি নিত্য হইলে তাহার কার্যও সুতরাং নিত্য। মুক্তাবস্থা ও বদ্ধাবস্থাভেদে জীবের কার্য—দুইপ্রকার, অর্থাৎ 'নিরুপাধিক' ও 'সোপাধিক'। জড়-সঙ্গক্রমে জড়াভিমানই জীবের উপাধি, সেই উপাধিক্রমে জড়ীয় শরীরে ও ঐ শরীরের অনুগত সমস্ত ব্যাপারে যে 'অহংতা' ও 'মমতা' জন্মে, তাহাই জীবের 'জড়াভিমান' বা 'দেহাভিমান'। জড়বদ্ধ জীবের কার্য—সোপাধিক ; আর যাঁহারা জড়ে বদ্ধ হ'ন নাই বা যাঁহারা ভগবৎকৃপাবলে জড়মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য—নিরুপাধিক। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক কার্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক কার্যের নামই 'কর্ম', জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য নিরুপাধিক হয়। সোপাধিক অবস্থায় জীবের কর্মানুষ্ঠান—অপরিহার্য। জীবের স্বরূপতত্ত্বে প্রেম-সেবাই 'সহজ ধর্ম' ; সেই ধর্ম বদ্ধাবস্থাতেও

জীবের সঙ্গে সঙ্গে সুতরাং আছে। বহির্মুখ কর্মের প্রবলতাপ্রযুক্ত তাহা লুপ্তপ্রায় থাকে। সৎসঙ্গক্রমে যে-সকল জীবে উক্ত বহির্মুখতা খর্ব হয়, ঐসকল জীবে সেবা-বৃত্তির প্রবলতা হয়; তখন তাহাকে 'কর্মমিশ্রা সাধন-ভক্তি' বলে। সেবা-বৃত্তি প্রচুররূপে বলবতী হইলে কর্ম ক্রমশঃ ভগবদ্বহির্মুখতা-রূপ স্ব-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে; তখন উহা কেবলা-ভক্তিতেই পর্যবসিত হইয়া যায়।

জড়-যন্ত্রের কার্যের ন্যায় মানবদিগের কর্ম জ্ঞানশূন্য নয়। যে কর্ম মানবকর্তৃক কৃত হয়, তাহাতে জ্ঞানের সত্তা লক্ষিত হয়। মানবের জ্ঞানালোচনা কখনও কর্মশূন্যতা লাভ করে না; আলোচনাই জ্ঞানের জীবন। ঐ আলোচনাও একটী কর্মবিশেষ, এজন্য স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির নিকটে কর্ম ও জ্ঞানের ঐক্য প্রতীত হয়। তাত্ত্বিক-বিচারে 'কর্মের-স্বরূপ' ও 'জ্ঞানের স্বরূপ'—পৃথক্; তদ্রূপ, কার্যকালে কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তিকে 'পৃথক্' বলিয়া নির্দেশ করিতে না পারিলেও, তাত্ত্বিক-বিচারে কর্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

নিরুপাধিকী চিন্ময়ী প্রেমসেবাই ভক্তির 'সিদ্ধ স্বরূপ'। যদিও জড়-বদ্ধাবস্থায় তাহার স্পষ্ট নির্দেশ করা সহজ নয়, তথাপি তদ্বিষয়ে জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকটে তাহা—সহজে প্রতীত। যাঁহারা রুচিক্রমে ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাঁহারাই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হ'ন।

ভক্তি—দ্বিবিধা অর্থাৎ 'কেবলা' ও 'প্রধানীভূতা'। কেবলা ভক্তি—স্বতন্ত্রা ও কর্ম-জ্ঞান-গন্ধ-শূন্যা; তাহাকেই 'নিরুপাধিক প্রেম' 'নিরুপাধিক সেবা', 'অনন্যা ভক্তি' 'অকিঞ্চনা ভক্তি' ইত্যাদি নাম দিয়া শাস্ত্রে উক্তি করা হইয়াছে। প্রধানীভূতা ভক্তি—তিন প্রকার অর্থাৎ কর্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ও কর্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা। যে-কর্ম বা যে-জ্ঞানে ভক্তির প্রধানতা ও কর্ম বা জ্ঞানের ভক্তিদাসত্ব লক্ষিত হয়, সেই কর্ম বা জ্ঞানের

সহিত যে ভক্তি-বৃত্তি আছে, তাহাকেই 'প্রধানীভূতা ভক্তি' বলা যায়। যে কর্মে বা জ্ঞানে ভক্তি-বৃত্তির প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ কর্ম বা জ্ঞানেরই প্রভুত্ব লক্ষিত হয় এবং ভক্তি কেবল কর্ম বা জ্ঞানের দাসীর ন্যায় পরিচর্যা করে, সেই কর্মের নামই 'কর্ম' ও সেই জ্ঞানের নামই 'জ্ঞান'; ঐ কর্ম বা জ্ঞানকে 'ভক্তি' নাম দেওয়া যায় না। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন-স্বরূপ। অতএব তত্ত্ববিচারদ্বারা কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

গীতা-শাস্ত্রে আঠারটী অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'কর্ম', দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে 'জ্ঞান' পৃথক্-পৃথক্-রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তির 'শ্রেষ্ঠতা' নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি—অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব; অথচ জ্ঞান ও কর্মের জীবনস্বরূপ ও অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তিবিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

এবম্বিধ বিশুদ্ধভক্তিই গীতা-শাস্ত্রে 'জীবের চরম উদ্দেশ্য' বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবৎ-শরণাপত্তি'ই যে 'সর্বগুহ্যতম' উপদেশ,—ইহা পরিজ্ঞাত হইবে। পাঠকবৃন্দ ভক্তিপূত-অন্তঃকরণে শ্রীল চক্রবর্তি-মহাশয়ের টীকার সহিত গীতা-শাস্ত্র মুহুর্মুহু পাঠ করতঃ জীবন সফল করুন্।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই অভেদ-ব্রহ্মবাদিদিগের রচিত। বিশুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শাঙ্করভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা—সম্পূর্ণ অভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ। শ্রীধর-স্বামীর টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর টীকাটী যেরূপ ভক্তিপোষকবাক্যে পূর্ণ, চরম-উপদেশ-স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরামানুজ-স্বামীর

ভাষ্যটী—সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্মদ্দেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-শিক্ষা-পূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে, বিশুদ্ধ-প্রেমভক্তির আস্বাদকদিগের আনন্দ-বৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে শ্রীগৌরাঙ্গানুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্তি-শিরোমণি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের বিরচিত টীকাটী সংগ্রহপূর্ব্বক তদনুযায়ী **'রসিকরঞ্জন'**-নামক **বঙ্গানুবাদ**-সহকারে গীতা-শাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাসম্মত শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণ-কৃত একটী গীতাভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী—বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের টীকাটী—বিচার ও প্রীতি-রস, এতদুভয়-বিষয়েই পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটী সর্ব্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত হওয়ায়, চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের টীকাটীই আপাততঃ প্রকাশ করিলাম। চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের বিচার—সরল এবং সংস্কৃত ভাষা—প্রাঞ্জল; সাধারণ পাঠক অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

'রসিকরঞ্জন' সাধ্যমত সরল-ভাষায় লিখিত হইল। যে-সমস্ত দুরূহ-শব্দ অপরিহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইল, সে-সকল শব্দের অর্থ টীকাতেই আছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুবাদকগণ, অনুবাদ-মধ্যেই ঐ-সকল শব্দের অর্থ ও সংস্কৃতটীকা-কারের শব্দ-প্রয়োগ-চাতুরী প্রকাশ করিতে গিয়া অনুবাদ-গুলি দুর্ব্বোধ্য করিয়াছেন। আমরা ঐ দোষ-পরিত্যাগের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছি। আমাদের অনুবাদ-সহ গীতা-শাস্ত্র যদি পাঠকবর্গের প্রীতিকর হয়, তবে আমরা অনেক শুদ্ধভক্তিসম্মত বৈদান্তিক-গ্রন্থ বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্য ও উপনিষদ্ভাষ্যও এই প্রণালী-ক্রমে প্রকাশ করিব।

টীকার বিবরণ

[প্রভুপাদ-শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুর-লিখিত।]

শ্রীমন্মহাভারতের ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় পর্যন্ত **অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ** 'উপনিষৎ' নামান্তরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থের অসংখ্য ভাষ্য ও টীকা এবং বহুবিধ ভাষায় অনুবাদসমূহ বর্তমান প্রাচীন টীকা 'শ্রীহনুমদ্ভাষ্য' ব্যতীত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রমুখ প্রাচীন আচার্যকুলের বহু টীকা অদ্যাপি পাওয়া যায় না। ভাষ্যের মধ্যে প্রচলিত শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীবলদেবের ভাষ্যচতুষ্টয়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্যের পূর্ববর্তী আলোয়ার শ্রীযামুন-মুনির 'গীতা-তাৎপর্যে'র কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীধরস্বামীর 'সুবোধিনী-টীকা' এবং শ্রীবল্লভ ও তৎপুত্র শ্রীবিঠ্ঠলের 'গীতার্থ-বিবরণ' ও 'গীতা-তাৎপর্য' এবং তাঁহার সপ্তম অধস্তন শ্রীপুরুষোত্তম-কৃত 'অমৃততরঙ্গিণী' প্রভৃতি টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের শ্রীনিবাসাচার্য হইতে ঊনত্রিংশৎ অধস্তন কেশবকাশ্মীরের 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নাম্নী টীকা দৃষ্ট হয়। কেবলাদ্বৈতবাদী আনন্দগিরির 'গীতাভাষ্যবিবেচন', শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর 'গূঢ়ার্থ-দীপিকা' প্রভৃতি টীকাও বিশেষ প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত অর্জুনমিশ্র, চতুর্ভুজমিশ্র, জনার্দনভট্ট, দেববোধ, দেবস্বামী, নন্দকিশোর, নারায়ণ-সর্বজ্ঞ, নীলকণ্ঠ, চাতুর্ধর, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, যজ্ঞনারায়ণ, রত্নগর্ভ, লক্ষ্মণভট্ট, বিমলবোধ, বৈশম্পায়ন, শ্রীনিবাসাচার্য, মধ্যমন্দির, বরদরাজ, ব্যাসতীর্থ, সত্যাভিনবযতি, অঙ্গেশ্বরপাল, কৃষ্ণাচার্য, কল্যাণভট্ট, কেশবভট্ট, জগদ্ধর, জয়তীর্থ, জয়রাম, রাঘবেন্দ্র, রামানন্দতীর্থ ও বিদ্যাধিরাজ প্রভৃতি টীকাকারগণেরও নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রাগুক্ত গীতোপনিষৎ-সন্দর্ভের বহুলপ্রচার-সত্ত্বেও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের অনুকূলে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর-মহোদয় গৌড়ীয়-রসিক-ভক্তের জন্য 'সারার্থ-বর্ষিণী' নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন। টীকাকারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ব্রজবাসিগোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিস্রোত শ্রীনিবাস-আচার্য, ঠাকুর-নরোত্তম ও শ্যামানন্দপ্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য-পারম্পর্যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর—চতুর্থ অধস্তন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুরের কথা ন্যূনাধিক জানেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতাশাস্ত্রের আলোচনা করেন ও গোস্বামিমতের আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী—গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য। এখনও সাধারণ-বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্তিঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থ-সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহা এই—"কিরণ-বিন্দু-কণা, এ তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা।" তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্বত্র গীত হইতে শুনা যায়,—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥"

শ্রীল বিশ্বনাথ নদীয়া-জেলায় রাঢ়ীয়শ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হ'ন। ইনি 'হরিবল্লভদাস' নামেও খ্যাত ছিলেন। 'রামভদ্র' ও 'রঘুভদ্র' নামে তাঁহার দুইটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ-পাঠ সমাপনপূর্বক মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ-গ্রামে তিনি গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। স্থানীয় 'শ্যামরায়' 'মোহন'রায়ের ঠাকুরবাটী শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুরের নামের সহিত

সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া কথিত। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তিঠাকুর—তাঁহার শ্রীগুরুদেব। এই শ্রীরাধারমণ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন। শ্রীগুরুকৃপাবলে বিশ্বনাথ ব্রজধামে বিভিন্ন-স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান সময়ে দুষ্প্রাপ্য তাঁহার দুই-চারিখানি গ্রন্থ ব্যতীত সমুদয় গ্রন্থই গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমাদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে প্রকটকালে নানাস্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন-গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা স্পষ্টভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুরের উদয়কালনির্ণয়বিষয়ে আমরা তৎকৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃত'-গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন-পূর্ণিমা-দিবসে ঐ গ্রন্থ-রচনা শেষ করেন; আবার তৎকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা 'সারার্থদর্শিনী'র মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকা-লেখার কাল—১৬২৬ শকাব্দার মাঘ মাস। স্তুতরাং ১৫৬০ শকাব্দায় তাঁহার অভ্যুদয়কাল ধরিলে এবং ১৬৩০ শকাব্দায় অপ্রকটকাল অনুমান করিলে সপ্ততি-বর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন, স্থূলতঃ জানা যায়।

শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুর-মহাশয়ের শিষ্য মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত বালুচর-গম্ভিলা-নিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ-চক্রবর্তী মহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন পুত্রসন্তান লাভ করেন নাই তাঁহার একমাত্র কন্যাই 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য'-নামক বারেন্দ্র-শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গানারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণ-চরণই শ্রীচক্রবর্তিঠাকুরের পরমগুরু। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী'-টীকার প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটী দেখিতে পাই—

"শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূনুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীলনরোত্তমনাথশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥"

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম ; শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্‌গুরু—শ্রীগঙ্গাচরণ; নাথ—শব্দে শ্রীনরোত্তমগুরু শ্রীলোকনাথ-গোস্বামিপ্রভু ;—ইহাই তাঁহার স্বগুরু—পারম্পর্য।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত-গ্রন্থরাজির লেখক অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্য লিখিবার পরও গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের দুইটী হিতকর কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন ; সেই দুইটীই প্রচারকার্যমূলে কীর্তনের কার্য। শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্যকন্যা শ্রীহেমলতা-ঠাকুরাণী 'রূপ-কবিরাজ' নামক একটী উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজ হইতে বর্জন করেন। তদবধি সেই রূপ-কবিরাজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 'অতিবাড়ী'-নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হ'ন। তিনি গৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তিই একমাত্র আচার্যের কার্য করিতে সমর্থ; গৃহস্থগণের ভক্ত্যাচার্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খলতা-পূর্ণ রাগমার্গ-প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ-কীর্তনের অসহযোগে স্মরণাদি সম্ভবপর,—এই গোস্বামিপ্রতিকূল-পন্থা কবিরাজ মহাশয় প্রচার করেন। জীবের সৌভাগ্যের বিষয়, শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়-স্কন্ধের সারার্থদর্শিনী-টীকাতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আচার্যবংশে, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্য-বংশে এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ত্যক্তপুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া 'গোস্বামি-উপাধি' প্রদান ও গ্রহণ করা শিষ্যদিগের যে উচিত নহে, এই কথা রূপ-কবিরাজ প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ-সন্তানের পক্ষেও আচার্যের কার্য করা অসঙ্গত নহে বলিয়া প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশ-

পারম্পর্যক্রমে ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্যকুলোৎপন্ন সন্তানগণের নিজ নিজ নামের পশ্চাদ্ভাগে গোস্বামি-শব্দের সংযোজন—সাত্বতশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিতান্ত অবৈধ কার্য বলেন। তজ্জন্য তিনি নিজে আচার্যের কার্য করিলেও নিজ-নামের সহিত স্বয়ং 'গোস্বামী' শব্দ সংযোগ করেন নাই। উহা বর্তমানকালের মূর্খ, বিচারহীন আচার্যসন্তানগণের তত্ত্বানভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

জয়পুরের গল্‌তা-গ্রামে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয়বৈষ্ণব-আচার্যদিগকে শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুগত জানিয়া শ্রীরামানুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের অতিবৃদ্ধ বয়সে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় তাঁহার পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্রপ্রতীম গৌড়ীয়বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য, পণ্ডিতকুলমুকুট মহামহোপাধ্যায় শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ছাত্র শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচারসভায় গমন করেন। জাতি-গোস্বামিগণ আপনাদিগের শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ানুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক-পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণববেদান্তে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার নিরাকরণ-জন্যই শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ-মহোদয় গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য'-রচনা করিতে বাধ্য হ'ন; এবং এই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পারম্পর্যানভিজ্ঞতা-নিরাকরণকার্যে শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এইকার্য—শ্রীচক্রবর্তি-ঠাকুরের বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন; বিশেষতঃ অশৌক্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বৈষ্ণবাচার্যকর্তৃক সংস্কার-বিষয়ে অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

শ্রীচক্রবর্তিঠাকুর নানাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার রচিত-গ্রন্থের তালিকা আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এখানে লিখিলাম,—

১। ব্রজরীতিচিন্তামণি, ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা, ৩। প্রেমসম্পুটম্ (খণ্ডকাব্যম্), ৪। গীতাবলী, ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তভটীকা), ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণিটীকা), ৭। শ্রীগোপালতাপনিটীকা, ৮। স্তবামৃতলহরীধৃত—(ক) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (খ) মন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্, (গ) পরমগুরোরষ্টকম্, (ঘ) পরাৎপরগুরোষ্টকম্, (ঙ) পরমপরাৎপর-গুরোষ্টকম্, (চ) শ্রীলোকনাথাষ্টকম্, (ছ) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (জ) শ্রীরূপচরিতামৃতম্, (ঝ) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (ঞ) শ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (ট) শ্রীমদনমোহনাষ্টকম্, (ঠ) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্, (ড) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্, (ঢ) শ্রীগোকুলানন্দাষ্টকম্, (ণ) স্বয়ংভগবদষ্টকম্, (ত) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, (থ) জগন্মোহনাষ্টকম্, (দ) অনুরাগবল্লী, (ধ) শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্, (ন) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্, (প) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (ফ) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (ব) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (ভ) শ্রীগোবর্ধনাষ্টকম্, (ম) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ, (য) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুৎকাব্য), (র) সুরতকথামৃতম্ (আর্যশতকম্), (ল) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্ ; ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যম্, ১০। শ্রীভাগবতামৃতকণা, ১১। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ, ১২। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দুঃ, ১৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ১৪। ঐশ্বর্যকাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্য), ১৫। মাধুর্যকাদম্বিনী, ১৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা, ১৭। উজ্জ্বল-নীলমণিটীকা, ১৮। দানকেলিকৌমুদীটীকা, ১৯। শ্রীললিতমাধব-নাটক-টীকা, ২০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণা), ২১। ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকা, ২৩। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা।

নিবেদন

বন্দে শ্রীগুরুদেবং তম্ অজ্ঞানধ্বান্ত-হারিণম্।
কৃষ্ণানন্দং কৃপামূর্তিং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনম্॥
নত্বা পার্থং গুড়াকেশং নমামি পার্থসারথীম্।
গীতামৃতপ্রদং কৃষ্ণং সেবারত্নপ্রদং হরিম্॥

তদানীন্তন স্বাধীনবঙ্গের অমাত্যপদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগপূর্বক শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে যথাক্রমে প্রয়াগে ও বারাণসীতে বেদোক্ত সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব উপদেশ করিয়া এই চারিটি কার্যের ভার দিয়াছিলেন— ১। ভক্তিগ্রন্থ-প্রণয়ন, ২। ভক্তিসদাচার-প্রচার, ৩। লুপ্ততীর্থোদ্ধার ও ৪। শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ। ভারতে ও ভারতের বাহিরে শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুর শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র পুরীধামে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সর্বত্র শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান প্রেমধর্ম-প্রচারপূর্বক "হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই শাস্ত্রবাণীর এবং "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" শ্রীগৌরসুন্দরের এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শ্রীরূপানুগ-আচার্য-ভাস্কররূপে উক্ত কার্যচতুষ্টয়ও অতি উজ্জ্বলভাবে করিয়াছেন। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ভক্তিগ্রন্থসমূহ প্রণয়ন ব্যতীত পূর্বাচার্যগণের বহু লুপ্তগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পারমার্থিকগণের যে কল্যাণ করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণীতা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্বত্র সুধীগণ-কর্তৃক সমাদৃতা। বিশ্বের জার্মাণ, ফরাসী, ইংরাজী প্রমুখ ৩৬টী প্রসিদ্ধ

ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। শুধু ভারতীয় ধর্মপ্রাণ মনীষিগণই নহেন, জার্মাণ-মনীষী উইলিয়াম ভন্ হামবোল্ট গীতার প্রশস্তি কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন—"এই গ্রন্থরাজের ন্যায় সুললিত ভাষায় বর্ণিত সুগভীর-গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই।" ভারতের অন্যতম মনীষী বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'গীতারহস্য'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গীতার ন্যায় অপূর্বগ্রন্থ জগতের সকল সাহিত্যেই বিরল। শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে ৮৫ শ্লোকে গীতা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকটী—

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

—উপনিষৎসমূহ ধেনুস্বরূপ। গোপ শ্রীনন্দ মহারাজের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই ধেনু-দোহনকর্তা, অর্জুন বৎস, মহদ্-গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, শুদ্ধভক্তিপরায়ণ সুধিগণ তাহা পান করেন।

ষষ্ঠ শ্লোকটী—

"সারথ্যমর্জুনস্যাদৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥"

—যিনি লোকত্রয়ের উপকারের নিমিত্ত প্রথমে অর্জুনের সারথ্য অঙ্গীকারপূর্বক গীতারূপ অমৃত প্রদান করিয়াছেন, সেই আত্মতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।

সপ্তম শ্লোকটী—

"সংসারসাগরং ঘোরং তর্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥"

—যিনি ঘোর-সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে চাহেন, তিনি গীতারূপ নৌকা আশ্রয় করিয়া সুখে সংসার-সমুদ্রের পারে যাইতে পারেন।

ত্রয়োবিংশ শ্লোক—

"গীতাধীতা চ যেনাপি **ভক্তিভাবেন** চেতসা।
বেদশাস্ত্র-পুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ॥"

—যিনি ভক্তিযুক্ত-চিত্তে গীতা পাঠ করেন, তাঁহার বেদ ও পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ সর্বতোভাবে পাঠ হইয়া থাকে।

গীতার অধ্যায়সমূহে বাহ্যতঃ বিষাদযোগ-সাংখ্যযোগ-কর্মযোগ-জ্ঞানযোগ-সন্ন্যাসযোগ-ধ্যানযোগাদি অষ্টাদশ যোগ বর্ণিত হইলেও ভক্তি-যোগই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। তুলনামূলক-বিচারে ভক্তিযোগের সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনকল্পেই অন্যান্য যোগসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। গীতার গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম উপদেশসমূহ লক্ষ্য করিলেই সুধীপাঠক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ১০৭ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন ন ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

এই শ্লোকটীতে আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহাদের হৃদয়ে সুদৃঢ়া কৃষ্ণভক্তি আছে, দিব্যকিশোরমূর্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা কর্মীর ধর্ম-অর্থ-কামরূপ ত্রিবর্গ এবং জ্ঞানীর মোক্ষরূপ চতুর্থ বর্গের কিছুমাত্র প্রার্থী নহেন। পক্ষান্তরে মুক্তি ভক্তের সম্মুখে দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান-পূর্বক পূর্ব হইতেই আনুষঙ্গিকভাবে অবিদ্যামোচনরূপ অবান্তর ফলদ্বারা ভক্তের সেবা করে, আর ভুক্তি অর্থাৎ কর্মীর কাম্য ধর্ম (পুণ্যকর্ম), অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ যখন যেরূপ প্রয়োজন, তখন সেইরূপভাবে ভগবানের শ্রীচরণ-সেবার নিমিত্ত ভক্তের আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

গীতা পাঠ করিয়া যাঁহারা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি ও ভক্তির ফল এক মনে করিয়া বলেন—যে পথেই যান, একস্থানেই পৌঁছিবেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। কর্মীর ভোগ-ভূমিকা ত' মায়িকমাত্র ; জ্ঞানীর সাযুজ্য-মুক্তিতে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের নিত্যত্বের অভাব ; সুতরাং তাঁহার নিত্য ভগবল্লোক-প্রাপ্তির অযোগ্য। তাঁহাদের সম্বন্ধেই শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক (১০।২।৩২)

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥"

—হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ, আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্য যাহারা নিজদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদ-পদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়।

গীতার টীকা অনেকে লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

—শ্লোকোক্তা উত্তমা ভক্তির অধিকারী, তাঁহাদের টীকাই গীতার তাৎপর্য-জ্ঞাপক ও গ্রহণযোগ্য। শুদ্ধা ভক্তিতেই মাত্র গীতামৃত লভ্য, ভক্তিবিহীন বুদ্ধি বা ভক্তিবিহীন ব্যক্তির লিখিত টীকাদ্বারা তাহা কখনই লভ্য নহে, পক্ষান্তরে তাহা গীতার শিক্ষার বিপরীত দিকেই লইয়া যায়। সুতরাং গীতাপাঠকালে স্মরণ রাখিতে হইবে—সংস্কৃত-সাহিত্যের বাহ্যজ্ঞান এবং বেদাঙ্গ-ষট্‌কের অভিজ্ঞান লাভ হইলেই গীতাপাঠের অধিকারী হওয়া যায় না ; তাহাতে অনেক সময় দম্ভ

আসিয়া ভক্তির বিপরীত-দিকে লইয়া যায়। শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী; তজ্জন্য লক্ষ্য করা উচিত,—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলা-নবম-পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দক্ষিণভারতে পুণ্যতোয়া কাবেরীর তীরে শ্রীরঙ্গমে চাতুর্মাস্য-কাল যাপন করিতেছিলেন, তখন—

সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা-আবর্তন॥

অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে॥

কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হইয়া গীতা পড়ে আনন্দিত-মনে॥

পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ, যাবৎ পঠন।
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন॥

মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে—"শুন, মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয়॥"

বিপ্র কহে,—"মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি'॥

অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে,—যেন শ্যামল সুন্দর॥

অর্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥

যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন॥"

প্রভু কহে,—"গীতাপাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার॥"

এই ঘটনা হইতে আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতেছি যে, উক্ত ব্রাহ্মণ বাহ্যতঃ ভাষাজ্ঞানের অধিকারী না হইলেও সদ্‌গুরুর বচনে সুদৃঢ়-নিষ্ঠা-বশতঃ এবং উত্তমা ভক্তির আলোকে আলোকিত হওয়ায় গীতা-পাঠের আরম্ভ হইতেই উপদেশ-দানরত শ্রীভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া প্রেমের সাত্ত্বিক বিকারে অলঙ্কৃত ছিলেন। ইহার দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, ভাষা-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নাই ; শিক্ষার্থিগণের ভাষা বিশেষতঃ দেবভাষা বিশেষ যত্নের সহিতই অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক। তবে ভাষা-শিক্ষা করিয়া আমরা পাণ্ডিত্যের অভিমানে স্ফীত না হই,—ইহাই লক্ষিতব্য। স্মরণ রাখা আবশ্যক—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"। মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু পরম বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমদ্ভাগবত-অধ্যাপনা করিতেন। তিনি নিষ্ঠার সহিত গীতা পাঠ করিতেন। তিনি বলিতেন,—গীতার প্রতেকটী শ্লোকে শুদ্ধা ভক্তির আলোকই বিদ্যমান। কিন্তু কোন শ্লোকে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিলে বাহ্য ভাষা-জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া উপবাস করিয়া থাকিতেন এবং ভক্তিপর অর্থলাভ করিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতের ভীষ্মপর্বে পঞ্চবিংশ-তম অধ্যায় হইতে দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় পর্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত-বাণীরূপে সুপ্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে গীতার আত্মপ্রকাশ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা ও একান্ত ভক্ত শ্রীঅর্জুন মোহগ্রস্ততার লীলাভিনয়দ্বারা পরিপ্রশ্নমূলে শ্রীভগবানের অধরামৃতরূপে গীতামৃত প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আমরা প্রয়াগধামে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ, দক্ষিণদেশীয় ভক্ত নৃপতি, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শম্ভু, প্রহ্লাদ, হনূমান্ ও পাণ্ডবগণের ভগবদ্ভক্তিতে পর পর শ্রেষ্ঠতা লক্ষ্য করি। এহেন

পাণ্ডবগণের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্জুন কি কখনও মোহগ্রস্ত বা মায়াগ্রস্ত হইতে পারেন? আমাদের শিক্ষাকল্পে মাত্র তাঁহার মোহগ্রস্ততার অভিনয়।

গীতার প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে হইলে গৌড়ীয়াচার্যভাস্কর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের 'সারার্থবর্ষিণী' টীকার আলোক অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। সেই টীকা অবলম্বন করিয়া বর্তমান শুদ্ধভক্তি-প্রচার-প্রবাহের ভগীরথ সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়াচার্য ও গ্রন্থকার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গভাষায় গীতার 'রসিকরঞ্জন-ভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। গীতা-সম্বন্ধীয় তাঁহার লিখিত 'অবতরণিকা' বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শ্রীল চক্রবর্তি-ঠাকুরের সংস্কৃত ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, তাঁহার বিচারও তদ্রূপ সরল ও প্রীতিরসপূর্ণ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'রসিকরঞ্জন'-ভাষ্যও সুযুক্তিপূর্ণ এবং অতীব সরল ভাষাতেই লিখিত। অস্মদীয় গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মূলশ্লোক, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'অবতরণিকা' ও 'রসিক-রঞ্জন-ভাষ্য' এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের 'সারার্থবর্ষিণী-টীকা'-সহ গীতার একটী মনোজ্ঞ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা নিঃশেষ হইলে তাঁহার তিরোধান-লীলার পরে তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাও নিঃশেষ হইলে এই তৃতীয় সংস্করণ ৪৮৪- শ্রীগৌরাব্দীয় শ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য—ইহাতে প্রতি অধ্যায়ের কথাসারও সংযুক্ত হইয়াছে। পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ হৃদয়ানন্দ ব্রহ্মচারী কঠোর পরিশ্রমের সহিত এই সংস্করণের প্রুফ্-সংশোধন করিয়াছেন এবং কয়েকটী সংস্করণ মিলাইয়া টীকাটী যথাসম্ভব নির্ভুল করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। এই কার্য-দ্বারা তিনি বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্বাদভাজন হইবেন সন্দেহ নাই

এবং ইহাই তাঁহার অহৈতুকী সেবার যোগ্য পুরস্কার। গ্রন্থ-সম্পাদনে যাঁহারা আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অন্বয়ের সহিত বাংলা প্রতিশব্দ এমনভাবে সজ্জিত হইয়াছে যে, তাহা পৃথগ্‌ভাবে অধ্যয়ন করিলে সরল বঙ্গানুবাদ পাওয়া যাইবে। অধ্যায়সূচী, বিষয়সূচী এবং শ্লোকসূচী সংযুক্ত হওয়ায় পাঠকগণের অনুশীলনে বিশেষ সুবিধা হইবে।

আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'অবতরণিকা'র উপসংহারে লক্ষ্য করিয়াছি—"শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাসম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত একটী গীতাভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী—বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্তি-মহাশয়ের টীকাটী বিচার ও প্রীতিরস, এতদুভয়-বিষয়েই পরিপূর্ণ।" শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যের নাম 'গীতাভূষণ'। তদনুসরণে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বঙ্গভাষায় গীতার 'বিদ্বদ্রঞ্জন-ভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদনায় 'গীতাভূষণ'-ভাষ্য ও 'বিদ্বদ্রঞ্জন'-ভাষ্যসহ গীতার একটী সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাও বহুদিন হইল নিঃশেষ হইয়াছে। সেই সংস্করণটীর পুনর্মুদ্রণের অভিপ্রায়ও আছে। ভগবদিচ্ছা হইলে তাহা কার্যে পরিণত হইবে।

গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-লিখিত 'টীকার বিবরণ' গ্রন্থসহ সংযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্তী ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তদ্রচিত গ্রন্থসমূহের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

"প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥"

বৈষ্ণবদাসানুদাস

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু—**শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ**।

অধ্যায়-সূচী

অধ্যায়	নাম	শ্লোকসংখ্যা		পত্রাঙ্ক
প্রথম	সৈন্য-দর্শনযোগ	৪৬	...	১
দ্বিতীয়	সাংখ্যযোগ	৭২	...	২৬
তৃতীয়	কর্মযোগ	৪৩	...	৮৮
চতুর্থ	জ্ঞানযোগ	৪২	...	২৭
পঞ্চম	কর্মসন্ন্যাসযোগ	২৯	...	৬৭
ষষ্ঠ	ধ্যানযোগ	৪৭	...	১৮৯
সপ্তম	বিজ্ঞানযোগ	৩০	...	২২৭
অষ্টম	তারকব্রহ্মযোগ	২৮	...	২৫৯
নবম	রাজগুহ্যযোগ	৩৪	...	২৮০
দশম	বিভূতিযোগ	৪২	...	৩১৮
একাদশ	বিশ্বরূপদর্শনযোগ	৫৫	...	৩৪৯
দ্বাদশ	ভক্তিযোগ	২০	...	৩৮৭
ত্রয়োদশ	প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ	৩৫	...	৪০৫
চতুর্দশ	গুণত্রয়-বিভাগযোগ	২৭	...	৪৩৫
পঞ্চদশ	পুরুষোত্তমযোগ	২০	...	৪৫৭
ষোড়শ	দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগ	২৪	...	৪৭৮
সপ্তদশ	শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ	২৮	...	৪৯৩
অষ্টাদশ	মোক্ষযোগ	৭৮	...	৫১২
গীতামাহাত্ম্য	...	...	...	৫৭২

বিষয়-সূচী

(মাতৃকা-ক্রমে)

বিষয়	অঃ-শ্লোঃ
অকর্ম হইতে কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব	৩।৮
অখিল কর্ম	৭।২৯
অচিন্ত্যভেদাভেদ	৯।৪-৬
অচিন্ত্যরূপ	৯।৮
অজত্ব ও জন্মবত্ত্ব	৪।৬
অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা	৪।৪০
অজ্ঞান-স্বরূপ	৫।১৫
অজ্ঞানীর পরিণাম	৪।৪০
অণুচিতের সর্বদেহব্যাপিত্ব	১৩।৩৪
অতীন্দ্রিয়	৬।২১
অধিদৈব	৭।৩০ ; ৮।১, ৪
অধিভূত	৭।৩৯ ; ৮।১, ৪
অধিযজ্ঞ	৭।৩০ ; ৮।১, ৪
অধ্যাত্মচিত্ত	৩।৩০
অধ্যারোপবাদ-খণ্ডন	১৬।৮-৯
অনন্য ভক্ত প্রাকৃতাভাবশূন্য	৯।২২
অনন্য-ভক্তের চরিত্র	১০।৯
অনাবৃত্তি-মার্গ	৮।২৪
অনাসক্তভাবে কর্মাচরণ	৩।১৯, ২
অনিবেদিত-গ্রহণে অপরাধ—	৩।১২-১৩, ৪।৩১
অন্তে ভগবৎস্মৃতি ও তৎফল	৮।৫-৬

বিষয়	অঃ শ্লোঃ
অবতার-তত্ত্ব	৪।৬
অবতারের কারণ	৪।৭-৮
অবিদ্যা-বিনাশের উপায়	৩।৪৩
অব্যক্ত	২।২৫, ২৮ ; ৭।২৪ ; ৮।২০ ২১ ; ৯।৪ ; ১২।৩, ৫ ; ১৩।৬৫
অব্যক্ত মূর্তি	৯ ৪
অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির নিন্দা—	২।৪২-৪৪
অব্যভিচারিণী ভক্তি	১৩।১০ ; ১৪।২৬
অভক্তের বিনাশ	১৮।৫৮
অভ্যাস	৬।৩৫, ৮।৮, ১২।৯-১০
অভ্যাসযোগ	১২ ৯
অর্জুনের বিষাদ	১।২৮ ৪৫
অর্জুনের মোহ ত্যাগ	১৮।৭৩
অর্জুনের স্তুতি	১০।১২-১৮ ১১।১৫-৪৬
অশান্ত	২।৬৬
অশ্রদ্দধানে পরিণাম	৪।৪০
অশ্রদ্ধা	১৭।২৮
অষ্ট প্রকৃতি	৭।৪
অষ্টাঙ্গ-যোগ	৫।২৭-২৮

অসঙ্গ-শস্ত্র ১৫।৩
অসুরস্বভাব ১৬।৬-১৮
অসুরের গতি ১৬।১৯-২০
আচার্যানুগমন ৩।২০-২৪
আত্ম ও অনাত্ম-বিবেক ২।১১-৩০
আত্মতৃপ্ত ৩।১৭
আত্ম-প্রবণা ও বিষয়-প্রবণা ২।৬৯
আত্ম-মায়া ৪।৬
আত্মা (জীবাত্মা) ২।৫৫, ৬৪ ; ৫।৭,১১, ২৫-২৬ ; ৬।৫-৮, ১০-১২, ১৪,১৫, ১৮-২০, ২৫,২৮,২৯, ৩২, ৩৬,৪৭ ; ৭।১৮ ; ৯।৩১,৩৪ ; ১০।১১, ১৮ ; ১৩।২৫, ৩০, ৩৩ ; ১৬।৯ ; ১৮।৫১
আত্মা (পরমাত্মা) ৬।২৯ ; ১০।১৫ ; ১১।৩-৪, ১৩।২৫
আত্যন্তিক সুখ ৬।২১
আদিত্যবর্ণ ৮।৯
আদিদেব ১১।৩৮
আদিপুরুষ ১৫।৪
আরুরুক্ষু ও যোগারূঢ় ৬।৩-৪
আশ্রমোচিত কর্ম ও তৎফল— ১৮।৪৬-৪৯
আসুর নিষ্ঠা ১৭।৫-৬
ঈশ্বর ৪।৬, ১৩ ২৯, ১৫।১৭, ১৬।১৪, ১৮।৬১
উত্তম পুরুষ ১৫।১৭
উপাসনাভেদে তারতম্য ৪।১১
ঐশ্বর্য শিথিল প্রেম ১১।৪১-৪২
ওঁ তৎসৎ নামমাহাত্ম্য ১৭।২৩-২৭
কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম ৪।১৬-১৭
কর্ম ও অকর্মের তত্ত্ববোধ— ৪।১৮-২৩
কর্ম ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ৭।১৬-১৯
কর্মচোদনা— ১৮।১৮
কর্মত্যাগাধিকার ৩।১৭-১৮
কর্মফলাসক্তি ত্যাগ ৫।১০-১১, ১২।১১-১২
কর্মমিশ্রা ভক্তি ৯।২৭
কর্মমুক্তির উপায় ৩।৯, ৩০-৩১ ; ৪।৩৬
কর্মযোগ ৩।৩ ; ৫।২, ৭-১১ ; ১২।৬, ১০-১১ ; ১৩।২৫
কর্মসন্ন্যাস ৫।২, ৬
কর্মসিদ্ধির পঞ্চকারণ ১৮।১৩-১৫
কর্মিগণের পুনরাবৃত্তি ৮।২৫
কর্মী ও জ্ঞানীর কর্মাচরণে পার্থক্য ৩।২৫, ২৭-২৯
কাম ও ক্রোধজনিত বেগ ৫।২৩
কাম ক্রোধাদি ষড়রিপুর উৎপত্তি ২।৬২-৬৩
কাম ও তৎকার্য ৩।৩৭, ৪০

কার্য ও অকার্য ১৮।৩১
কীর্তনাখ্যা ভক্তি ৯।১৪
"কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" ৯।১৪
কৃষ্ণ অখিল বেদবেদ্য ১৫।১৫
কৃষ্ণই গুরু ১০।১০ ; ১৩।২২
কৃষ্ণই নিত্যধর্মের আশ্রয় ১৪।২৭
কৃষ্ণ নির্গুণ ৭।১২
কৃষ্ণই পরমতত্ত্ব ১১।১৫, ১৮, ৩৮-৪০
কৃষ্ণই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ১৪।২৭
কৃষ্ণই সর্বকারণ-কারণ ৭।৮-১২
কৃষ্ণই সর্বভূতাধিবাস ১১।২৬ ২৮
কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্ ১১।৪০
কৃষ্ণের আংশিক বিভূতি ১০।১৬-৪২
কৃষ্ণের জীব-নিয়ামকত্ব ১৮।৬১
কৃষ্ণের জীবান্তর্যামিত্ব ১৮।৬১
কৃষ্ণের মূর্তিমত্ত্ব ও বিভুত্ব ১১।১৬-১৭, ১৯-২০, ২৩-২৫
কৃষ্ণের সনাতনত্ব ৪।৫-৬, ৭।২৬
কৃষ্ণের অদ্বিতীয় সর্বেশ্বরত্ব ৪।৬, ৫।২৯, ৭।৭-১১, ৯।১৬-১৯, ২৪ ; ১০।২, ৮, ২০-৪২ ; ১১।৪৩-৪৪ ; ১৩।২২
কেবলা বা অনন্যা ভক্তি ৮।১৪ ১৫, ২২ ; ৯।১৩-১৪, ২২, ৩৪ ; ১৩।১০ ; ১৪ ২৬ ; ১৮।৬৫-৬৬
কেশব ৩।১, ১০।১৪, ১১।৩৫, ১৮।৭৬
ক্ষর-ভাব ৮।৪
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের ফল ১৩।৩৫
ক্ষেত্রজ্ঞ বিবেক ১৩।১-৩, ২৭।৩৪
গর্ভ ১৪।৩
গীতার অধিকারিনির্ণয় ১৮।৬৭
গীতাপাঠের ফল ১৮।৬৮-৭২
গীতার সারশ্লোক-চতুষ্টয় ১০।৮-১১
গুণকর্মে বর্ণবিভাগ ৪।১৩, ১৮।৪১
গুণত্রয়ের বিবরণ ১৪।৫-২০
গুণাতীত অবস্থায় মুক্তি ১৪।১৯ ২০
গুণাতীতের অবস্থিতি ১৪।২৬
গুণাতীতের আচার ১৪।২৩-২৫
গুণাতীতের লক্ষণ ১৪।২২
গুরু ২।৫
গুরূপসত্তি ২।৭, ৪।৩৪
গুহ্যজ্ঞান ১৮।৬৩
গুহ্যতম জ্ঞান ১৮।৬৪-৬৬, ৬৮
গুহ্যতর জ্ঞান ১৮।৬৩
চতুর্বর্ণের উৎপত্তি ৪।১৩ ; ১৮।৪১
চতুর্বর্ণের স্বভাবজ কর্ম ১৮।৪২-৪৪
চতুর্বিধোপাসক ৭।১৬-১৯
চিত্তবৃত্তি-নিরোধ বা সমাধি ৬।২০
জীব ঈশ্বরে নিত্যসম্বন্ধ ১১।৪৪
জীবে কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ ১৫।৭
জীবস্বরূপাবরক ৩।৩৮-৪০

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ২।১২
জীবাত্মার নিত্যত্ব ২।১৬-৩০
জীবাত্মা ষড়্‌বিকার-রহিত ২।২০
জীবের দেহ ও দেহী ভিন্ন ২।১৩
জীবের বদ্ধাবস্থা ১৫।৭-১১
জ্ঞান ৩।৩৯-৪১ ; ৪।৩৩ ৩৪, ৩৬-৩৯, ৪১ ৪২ ; ৪১ ৪২ ; ৫।১৫-১৬ ; ৭।২ ; ১২।১২, ১৩।১, ২, ১২, ১৮-১৯ ; ১৪।১-২, ৬, ৯, ১১, ১৭ ; ১৫।১৫ ১৮।১৮-২১, ৪২, ৫০, ৬৩, ৭০
জ্ঞান ও জ্ঞেয় ১৩।১
জ্ঞান ও বন্ধন-স্বরূপ ১৪।৬
জ্ঞান-নিষ্ঠের সিদ্ধি ১৮।৫০-৫৪
জ্ঞান-ব্যতীত ভক্তের মুক্তি ১২।৬ ৭
জ্ঞান-মাহাত্ম্য ৪।৩৬ ৩৮
জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ৪।৩৩
জ্ঞানযোগ ৩।৩
জ্ঞানের অধিকারী ৩।৩৯
জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ৩।৩৪
জ্ঞানের ফল ৪।৩৫
জ্ঞানের স্বরূপ ১৩।৭-১১
জ্ঞেয়-স্বরূপ ১৩।১২-১৮
তত্ত্বজ্ঞানের চরম ফল ১০।৭
তত্ত্বদর্শী ৪।৩৪
তপস্বী ও কর্মযোগী ৬।৪৬
তপোযজ্ঞ ৪।২৮
ত্যাগ ১৮।২-১১
ত্রিবিধ আহার ১৭।৭-১০
ত্রিবিধ কর্তা ১৮।২৬-২৮
ত্রিবিধ কর্ম ১৮।২৩-২৬
ত্রিবিধ কর্মের ফল ১৮।১২
ত্রিবিধ জ্ঞান ১৮।২০-২২
ত্রিবিধ জ্ঞানযোগী ৯।১৫
ত্রিবিধ তপস্যা ১৭।১৪-১৯
ত্রিবিধ দান ১৭।২০-২২
ত্রিবিধ ধৃতি ১৮।৩৩-৩৫
ত্রিবিধ নরকের দ্বার ১৬।২১
ত্রিবিধ বুদ্ধি ১৮।৩০-৩২
ত্রিবিধ যজ্ঞ ১৭।১১-১৩
ত্রিবিধ শ্রদ্ধা-বিবরণ ১৭।২-৪
ত্রিবিধ সুখ ১৮।৩৬-৩৯
ত্রৈগুণ্য ও নিস্ত্রৈগুণ্য ২।৪৫
ত্রৈবিদ্যা ৯।২০
দুষ্কৃতি-পুরুষ-চতুষ্টয় ৭।১৫
দেবতান্তর পুজার কারণ ৪।১২
দেবতান্তর পুজা ও ভগবৎপুজা ৭।২৩
দেহ, বুদ্ধি, মন ও আত্মা ৩।৪২
দৈব ও আসুর সম্পদ ১৬।১-৪
দৈবযজ্ঞ ৪।২৫
দৈবী প্রকৃতি ৯।১৩

দৈবী মায়া ৭।১৪
দ্বিবিধ ভক্তিযোগ ১২।১১
দ্বিবিধা নিষ্ঠা ৩।৩
দ্বিভুজ সৌম্যমূর্তি ১১।৫১-৫২
দ্রব্য যজ্ঞ ৪।২৮
ধ্যান যোগক্রম ৮।১০-১৩
ধর্ম ও অধর্ম ১৮।৩১
ধর্মজিজ্ঞাসা ও শরণাপত্তি ২।৭
নরমাত্রেই ভক্ত্যধিকারী ৯।৩০-৩৩
নরলীলার সর্বোত্তমত্ব ৯।১১
নিরপেক্ষত্ব ও পক্ষপাতিত্ব ৯।২৯-৩২
নিরাকারবাদ নিরসন ৭।২৪ ; ৮।৯
নৈষ্কর্ম্য ৩।৫ ; ১৮।৪৯
পঞ্চ যজ্ঞ ৩।১২
পঞ্চসূনা ৩।১৩
পরধর্ম ৩।৩৫, ১৮।৪৭
পরমপুরুষ ৮।৮, ১০ ; ১০-১২
পরমপুরুষের ধ্যান ৮।৯
পরম ব্রহ্ম ৮।৩ ; ১০।১২
পরম ভাব ৭।২৪ ; ৯।১১
পরমাত্মা ৬।৭ ; ১৩।২৩, ৩২ ; ১৫।১৭
পরমাত্মা কৃষ্ণাংশবিভূতি ১০।৪১-৪২
পরমেশ্বর ১১।৩, ১৩।২৮
পরম্পরা প্রাপ্ততত্ত্ব ৪।১-৩
পরা প্রকৃতি ৭।৫
পরা সিদ্ধি ১৪।১
পাপোৎপত্তির হেতু ৩।৩৭
পুরাণপুরুষ ১১।৩৮
পুরুষ ২।১৫, ২১, ৬০ ; ৩।৪, ১৯; ৮।২২ ; ৯।৩ ; ১০।১২ ; ১১।১৮, ৩৮; ১৩।২০-২৪ ; ১৫।৪, ১৬, ১৭
পুরুষের নিমিত্তকারণত্ব ১৪।৩-৪
পুরুষোত্তম ১০।১৫; ১১।৩; ১৫।১৮-১৯
পুরুষোত্তম-জ্ঞানের ফল ১৫।১৯
প্রকৃতি ৩।২৭,২৯,৩৩;৪।৬,৭।৪-৫; ৯।৭-৮,১০,১২, ১৩; ১১।৫১;১৩।১, ২০-২২, ২৪, ৩০; ১৪।৫, ১৫।৭
প্রকৃতির-পুরুষ-বিবেক ১৩।২০-২৪
প্রকৃতির জগৎ-কর্তৃত্ব নিরসন ৯।১০
প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা ৪।৩৪
প্রতিকোপাসকের গতি ৯।২৪-২৫
প্রতীকোপাসনার অনিত্য ফল— ৯।২০-২১, ২৫
প্রধানের উপাদান কারণত্ব ১৪।৩-৪
প্রপত্তি ২।৭ ; ৭।১৪-১৫, ১৯ ; ৯।৩৪, ১৫।৪ ; ১৮।৬২, ৬৬
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ১৬।৭, ১৮।৩০
প্রাণায়াম ৪।২৯, ৫।২৭
প্রিয়ভক্তলক্ষণ ১২।১৩-২৫
বদ্ধ ও মুক্তজীব ১৫।১৬
বন্ধ ও মোক্ষের হেতু ৬।৫-৬
বাধিতানুবৃত্তিখণ্ডন ৪।৩৬-৩৭ ; ৫।১৬
বিজ্ঞান ১৮।৪২
বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান ৭।২ ; ৯।১

বিশ্বরূপ ১১।৫-৭, ১০-১১
বিশ্বরূপোপাসনা ৯।১৬-১৯
বিষয়ীর পরিণাম ২।৬২-৬৩
বীতরাগ, ভয় ও ক্রোধ ৪।১০
বুদ্ধিযোগ ২।৩৯, ৪৯-৫১ ; ১৮।৫৭
বেদের দ্বিবিধ বিষয় ২।৪৫
বৈরাগ্য ৬।৩৫, ১৮।৫২
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি ২।৪১
ব্রহ্ম ২।৭২ ; ৩।১৫ ; ৪।২৪, ২৫, ৩১ ; ৫।৬, ১০, ১৯-২১ ; ৬।৩৮, ৪৪ ; ৭।২৯ ; ৮।১, ৩, ১৩, ২৪ ; ১০।১২, ১৩।১৩, ৩১ ; ১৪।৩-৪, ২৭ ; ১৮।৫০
ব্রহ্মচারিব্রত ৬।১৪
ব্রহ্মজ্ঞতার ফল ৫।২০-২১
ব্রহ্মজ্ঞের আচরণ ৫।২২
ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণ ৫।১৯-২০
ব্রহ্ম-নির্বাণ ২।৭২, ৫।২৪-২৬
ব্রহ্মভূত ৫।২৪, ৬।২৭, ১৮।৫৪
ব্রহ্মলোক-স্বর্গাদ্যনিত্যতা ৮।১৬-১৯
ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত সুখ ৬।২৮
ব্রহ্মসূত্র ১৩।৪
ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি ৮।১৭
ব্রহ্ম ও কৃষ্ণোপাসক-পার্থক্য ১২।৩-৭
ব্রাহ্মী স্থিতি ২।৭২ ; ৫।১৯-২০
ভগবদর্পিত কর্ম ৫।৬
ভক্ত শ্রেষ্ঠযোগী ৬।৪৬-৪৭ ; ১২।২
ভক্তস্বভাব ১০।৪
ভক্তি অনুষ্ঠানের ফল ৯।২৮
ভক্তি বিনা ইন্দ্রিয় জয় অসম্ভব ২।৬০-৬১
ভক্তিযোগই নিরপেক্ষ ৮।২৮
ভক্তিযোগমাহাত্ম্য ২।৪০
ভক্তিযোগে ফল অনায়াস-লভ্য ৮।২৮
ভক্তির সুখসাধ্যত্ব ৯।২৬
ভগবচ্ছিক্ষা ৯।২৭
ভগবৎ-প্রাপ্তির ফল ১৫।৫-৬
ভগবৎ স্বরূপের নিত্যত্ব ৭।২৪ ; ১০।১২
ভগবত্তত্ত্ব অজ্ঞজ্ঞানের অগম্য— ১০।২, ১১।৮, ৪৭-৪৯, ৫৩
ভগবদর্পিত কর্মানুষ্ঠানের ফল ৩।৩১ ; ৪।৩১-৩২ ; ৮।৭ ; ৯।২৮, ১২।৭
ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগ— ২।৪৭-৬১, ৩।৯-১৬, ৩০ ; ৮।৭ ; ৯।২৭ ; ১২।৬ ; ১৮।৫৭
ভগবদাদেশ পালন-জন্য দণ্ড ৩।৩৩
ভগবদুপাসকের বিশেষত্ব ৯।২২, ২৫
ভগবদ্দর্শন ব্রহ্মাদির দুর্লভ ১১।৫১-৫৩
ভগবদ্ধামের নিত্যত্ব ৮।২১, ১৫।৬
ভগবদ্বিগ্রহ অনাদরে গতি ৯।১২
ভগবদ্ভক্তের সুদুর্লভত্ব ৭।৩, ১৯
ভগবদ্ভজন কি প্রকার ৯।১৪
ভগবদ্ভজনের অধিকারী ৭।২৮
ভগবদ্ভাব ৪।১০
ভগবন্নিষ্ঠার ফল ৫।১৭
ভগবল্লীলার নিত্যত্ব ৪।৯

ভগবান্ ১০।১৪, ১৭
ভগবান্ নির্লিপ্ত ৪।১৪
ভগবান্ই গুরু ১০।১০-১১
ভগবানের পক্ষপাতিত্ব দোষাভাব— ৪।১৩ ; ৪।১৫ ; ৯।২৫, ২৯
ভগবানের ভক্তৃত্ব ও প্রভুত্ব ৯।২৪
ভূতভাবন ৯।৫
ভূতভৃৎ ৯।৫
ভূতস্থ ৯।৫
ভূতোদ্ভবকঃ বিসর্গ ৮।৩
ভোগের অনিত্যত্ব ৫।২২
মহদ্ব্রহ্ম ১৪।৩
মহাযোগেশ্বর ১১।৯
মহেশ্বর ৫।২৯ ; ৯।১১ ; ১০।৩ ; ১৩।২৩
মানুষী-তনু ৯।১১
মায়িক বিষয়ের অনিত্যতা ২।১৪
মিথ্যাচারী ৩।৬
মুক্তিতে জীব-ঈশ্বর ভেদ ১৪।২
মুনিচতুষ্টয় ১০।৬
যজ্ঞ ৩।৯-১৫ ; ৪।২৩-৩৩ ; ৮।২৮ ; ৯।১৬, ২০ ; ১৭।১২-১৩, ২৩-২৫, ২৭ ; ১৮।৩
যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা ৩।১৪-১৫
যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল ৪।৩১-৩২
যজ্ঞাকরণে প্রত্যবায় ৩।১২-১৩, ১৬
যজ্ঞের অঙ্গ ৪।২৪
যোগানুষ্ঠানের প্রশংসা ৬।৪০
যোগ-ক্ষেম ২।৪৫ ; ৯।২২
যোগভ্রষ্টের গতি ৬।৩৭-৪৫
যোগমায়া ৭।২৫
যোগমিশ্রাভক্তি ৮।৯-১৩
যোগযজ্ঞ ৪।২৮
'যোগ' শব্দের অর্থ ২।৪৮
যোগ[illegible]র লক্ষণ ৬।১৮, ১৯
যোগাভ্যাস-নিয়ম ৬।১১-১৪, ২৩-২৬
যোগাভ্যাসের ফল ৬।১৫, ২৭।২৮
যোগারূঢ়ের লক্ষণ ৬।৭, ১০
যোগী [illegible]ন্যাসী ৬।১-২
যোগী—সম ৫।১৮ ; ৬।৭-৯
যোগেশ্বর ১১।১৪ ; ১৮।৭৫, ৭৮
যুক্ত-বৈরাগ্য ২।৬১ ; ৬।১৬ ১৮
রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির গতি ১৪।১৫, ১৮
রস ২।৫৯
রতি ৩।১৭
রাজগুহ্য ৯।২
রাজবিদ্যা ৯।২
শক্তিমত্তত্ত্ব ৭।৭-১২

শব্দ ব্রহ্ম ৬।৪৪
শান্তি ২।৬৬, ৭০, ৭১ ; ৪।৩৯, ৫।১২, ২৯ ; ৬।১৫ , ১৬।২
শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ ১৬।২৪
শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনের ফল ১৬।২৩
শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের কর্তব্যতা ৩ ৪-৮
শিষ্য ২।৭
শুক্ল ও কৃষ্ণমার্গ ৮।২৬
শুষ্কবৈরাগ্যের তুচ্ছত্ব ২।৫৯, ৬২-৬৩
শ্রেষ্ঠ আচরণ ৩।২০-২৪
সংশয়াত্মার গতি ৪।৪০
সংসারবৃক্ষছেদনোপায় ১৫।৩-৪
সংসার বৃক্ষের দুইটি ফল ১৬।১
সংসার বৃক্ষের বিবরণ ১৫।১২
সকাম কর্মীর গতি ৯।২০-২১
সকাম কর্মীর নিন্দা ২।৪৯
'সৎ' শব্দের অর্থ ১৭।২৬-২৭
সত্ত্বগুণীর গতি ১৪।১৪, ১৮
সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি ১৪।১৭
সত্ত্ব সংশুদ্ধি ১৬।১
সন্ন্যাস ১৮।১-২
সপ্ত ঋষি ১০।৬
সমদর্শন ও তৎফল ৫।১৮-২১, ৬।২৯
সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর ব্যবহার ৬।২৯-৩২
সর্বদেবৈক্যবাদ নিরসন ৭।২০-২২, ৯।২৩-২৪
সর্বভূত-সুহৃদ্ ৫।২৯
সাংখ্য ২।৩৯ ; ৫।৪-৫ ; ১৩।২৫ ; ১৮।১৩
সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির শ্রেষ্ঠতা ১৭।২৩
সাত্ত্বিকাদি কর্মের ফল ১৪।১
সৃষ্টি ও প্রলয় ৮।১৮-১৯
স্থিতপ্রজ্ঞ ২।৫৪-৭২
স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ ২।৬৪-৬৫
স্থিতপ্রজ্ঞের ভাব (অন্বয়মুখে)— ২।৬৫
(ব্যতিরেক মুখে) ২।৬৭-৬৮
স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ২।৫৬-৬১
স্বতন্ত্র দেবপূজা অবৈধ ৭।২০-২২ ; ৯।২৩-২৪
স্বধর্ম ১।৩১ ৩৩ ; ৩।৩৫ ; ১৮।৪২-৪৭
স্বধর্মাকরণে প্রত্যবায় ২।৩৩-৬৬
স্বধর্মের ফল ২।৩৭-৩৮
স্বাধ্যায়-জ্ঞান-যজ্ঞ ৪।২৮
স্মরণ ৮।৫-৬

বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী

অ

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি ২।৩৪। অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম ৮।৩। অক্ষরাণামকারোঽস্মি ১০।৩৩। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ৮।২৪। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্ ২।২৪। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ৪।৬। অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ ৪।৪০। অত্র শূরা মহেষ্বাসা ১।৪। অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্ ৩।৩৬। অথ চিত্তং সমাধাতুং ১২।৯। অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যম্ ২।৩৩। অথ চৈনং নিত্যজাতম্ ২।২৬। অথবা বহুনৈতেন ১০।৪২। অথবা যোগিনামেব ৬।৪২। অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ১।২০। অথৈতদপ্যশক্তোঽসি ১২।১১। অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি ১১।৪৫। অদেশকালে যদ্দানং ১৭।২২। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্ ১২।১৩। অধর্মং ধর্মমিতি যা ১৮।৩২। অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ ১।৪০। অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ ৮।৪। অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্রঃ ৮।২। অধিষ্ঠানং তথা কর্তা ১৮।১৪। অধশ্চোর্ধ্বপ্রসৃতাঃ ১৫।২। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং ১৩।১২। অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ১৮।৭০। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং ১০।২৯। অনন্তবিজয়ং রাজা ১।১৬। অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং ৮।১৪। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং ৯।২২। অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ ১২।১৬। অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ ১৩।৩২। অনাদিমধ্যান্তমনবীর্যম্ ১১।১৯। অনাশ্রিতকর্মফলং ৬।১। অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ১৮।১২। অনুদ্বেগকরং বাক্যং ১৭।১৫। অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং ১৮।২৫। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা ১৬।১৬। অনেকবক্ত্রনয়নম্ ১১।১০। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং ১১।১৬। অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ ৮।৫। অন্তবত্তু ফলং তেষাম্ ৭।২৩। অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ ২।১৮। অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি ৩।১৪। অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ ১।৯। অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ ১৩।২৬। অপরং

ভবতো জন্ম ৪।৪। অপরে নিয়তাহারাঃ ৪।৩০। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ৭।৫। অপর্যাপ্তং তদস্মাকম্ ১।১০। অপানে জুহ্বতি প্রাণম্ ৪।২৯। অপি চেৎ সুদুরাচারো ৯।৩০। অপি চেদসি পাপেভ্যঃ ৪।৩৬। অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য ১।৩৫। অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ ১৪।১৩। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো ১৭।১১। অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ ১৬।১। অভিসন্ধায় তু ফলম্ ১৭।১২। অভ্যাস-যোগ-যুক্তেন ৮।৮। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি ১২।১০। অমানিত্বমদম্ভিত্বম্ ১৩।৭। অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য ১১।২৬। অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘাঃ ১১।২১। অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো ৬।৩৭। অয়নেষু চ সর্বেষু ১।১১। অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ ১৮।২৮। অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ ৯।১১। অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ ২।৩৬। অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি ২।১৭। অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু ১৩।১৬। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ২।২৮। অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ ৮।১৮। অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তঃ ৮।২১। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং ২।২৫। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং ৭।২৩। অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ১৭।৫। অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং ২।১১। অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ৯।৩। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং ১৭।২৮। অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং ১০।২৬। অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র ১৮।৪৯। অশক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ ১৩।১০। অসত্যপ্রতিষ্ঠং তে ১৬।৮। অসৌ ময়া হতঃ শত্রুঃ ১৬।১৪। অসংযতাত্মনা যোগো ৬।৩৬। অসংশয়ং মহাবাহো ৬।৩৫। অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে ১।৭। অহঙ্কারং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতা ১৬।১৮। অহঙ্কারং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ১৮।৫৩। অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ ৯।১৬। অহমাত্মা গুড়াকেশ ১০।২০। অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা ১৫।১৪। অহং সর্বস্য প্রভবঃ ১০।৮। অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ৯।২৪। অহিংসা সত্যমক্রোধঃ ১৬।২। অহিংসা সমতা তুষ্টিঃ ১০।৫। অহোবত মহৎ পাপং ১।৪৪।

আ

আখ্যাহি মে কো ভবান্ ১১।৩১। আঢ্যোঽভিজনবানস্মি ১৬।১৫।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ১৬।১৭। আত্মৌপম্যেন সর্বত্র ৬।৩২। আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ ১০।২১। আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং ২।৭০। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ ৮।১৬। আয়ুধানামহং বজ্রং ১০।২৮। আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য ১৭।৮। আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং ৬।৩। আবৃতং জ্ঞানমেতেন ৩।৩৯। আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ ১৬।১২। আশ্চর্যবৎ পশ্যতি ২।২৯। আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ ১৬।২০। আহারস্ত্বপি সর্বস্য ১৭।৭। আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে ১০।১৩।

ই

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন ৭।২৭। ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং ১৩।৬। ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং ১৩।১৮। ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রং ১৫।২০। ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং ১৮।৬৩। ইত্যর্জুনং বাসুদেবঃ ১১।৫০। ইত্যহং বাসুদেবস্য ১৮।৭৪। ইদন্তু তে গুহ্যতমং ৯।১। ইদন্তে নাতপস্কায় ১৮।৬৭। ইদমদ্য ময়া লব্ধং ১৬।১৩। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য ১৪।২। ইদং শরীরং কৌন্তেয় ১৩।১। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে ৩।৩৪। ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং ২।৬৭। ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ ৩।৪২। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি ৩।৪০। ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্যং ১৩।৮। ইমং বিবস্বতে যোগং ৪।১। ইষ্টান্ ভোগান্ হি ৩।১২। ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং ১১।৭। ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো ৫।১৯।

ঈ

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ১৮।৬১।

উ

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং ১০।২৭। উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ১৫।১০। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ ১৫।১৭। উৎসন্নকুলধর্মাণাং ১।৪৩। উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ৩।২৪। উদরাঃ সর্ব এবৈতে ৭।১৮। উদাসীনবদাসীনো ১৪।২৩। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং ৬।৫। উপদ্রষ্টানুমন্তা ১৩।২৩।

ঊ

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ ১৪।১৮। ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্ ১৫।১।

ঋ

ঋষিভির্বহুধা গীতম্ ১৩।৪।

এ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য ১১।৩৫। এতদ্যোনীনি ভূতানি ৭।৬। এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ৬।৩৯। এতান্যপি তু কর্মাণি ১৮।৬। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ১৬।৯। এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ ১০।৭। এতৈর্বিমুখঃ কৌন্তেয় ১৬।২২। এবমুক্তো হৃষীকেশঃ ১।২৪। এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ ১১।৯। এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে ১।৪৬। এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং ২।৯। এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং ১১।৩। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম ৪।১৫। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ৪।২। এবং প্রবর্তিতং চক্রং ৩। ১৬। এবং বহুবিধা যজ্ঞা ৪। ৩২। এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা ৩। ৪৩। এবং সততযুক্তা যে ১২। ১। এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে ২। ৩৯। এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ ২। ৭২।

ও

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ৮।১৩। ওঁ তৎসদিতি নির্দেশঃ ১৭। ২৩।

ক

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ১৮। ৭২। কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ ৬। ৩৮। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণ ১৭। ৯। কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ ১। ৩৮। কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে ২। ৪। কথং বিদ্যামহং যোগিন্ ১০। ১৭। কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ২। ৫১। কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ ১৪। ১৬। কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ ৩।২০। কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্ ৪। ১৭। কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ। ৪। ১৮ কর্মণ্যেবাধিকারস্তে ২।৪৭। কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ৩।১৫। কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ৩। ৬। কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ১৭। ৬। কবিং পুরাণম্ ৮।৯। কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ ১১।৩৭। কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং ৪।১২। কাম এষ

ক্রোধ এষঃ ৩।৩৭। কামক্রোধবিমুক্তানাং ৫।২৬। কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং ১৬।১০। কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ ২।৪৩। কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানা ৭।২০। কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং ১৮।২। কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা ৫।১১। কার্পণ্য দোষোপহতস্বভাবঃ ২।৭। কার্যকারণকর্তৃত্বে ১৩।২১। কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম ১৮।৯। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ ১১।৩২। কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ ১।১৭। কিং কর্ম কিমকর্মেতি ৪।১৬। কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং ৮।১। কিং নো রাজ্যেন ১।৩২। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ৯।৩৩। কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্ ১১।৪৬। কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ ১১।১৭। কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং ২।২। কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি ১।৩৯। কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং ১৮।৪৪। কৈর্লিঙ্গৈ-স্ত্রীন্ গুণান্ ১৪।২১। ক্রোধাদ্‌ভবতি সম্মোহঃ ২।৬৩। ক্লেশোঽধিকতর-স্তেষাম্ ১২।৫। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ ২।৩। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা ৯।৩১। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবং ১৩।৩৫। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি ১৩।৩।

গ

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য ৪।২৩। গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী ৯।১৮। গামাবিশ্য চ ভূতানি ১৫।১৩। গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ ১৪।২০। গুরূন্ হত্বা হি মহানুভাবান্ ২।৫।

চ

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণঃ ৬।৩৪। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং ৭।১৬। চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং ৪।১৩। চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ ১৬।১১। চেতসা সর্বকর্মাণি ১৮।৫৭।

জ

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং ৪।৯। জরামরণ-মোক্ষায় ৭।২৯। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ২।২৭। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য ৬।৭। জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে ৯।১৫। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ৬।৮। জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ১৮।১৯। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ১৮।১৮। জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানম্ ৭।২। জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং ৫।১৫। জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি ১৩।১৩। জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী ৫।৩। জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে ৩।১। জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ ১৩।১৮।

ত

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে ১।৩৩। তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য ১৮।৭৭। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং ১৫।৪। ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ ১।১৩। ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে ১।১৪। ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো ১১।১৪। তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ ১৩।৪। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো ৩।২৮। তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং ৬।৪৩। তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ ১৪।৬। তত্রাপশ্যৎ স্থিতাং পার্থঃ ১।২৬। তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং ১১।১৩। তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা ৬।১২। তত্রৈবং সতি কর্তারং ১৮।১৬। তদিত্যনভিসন্ধায় ১৭।২৫। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ৪।৩৪। তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনঃ ৫।১৭। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী ৬।৪৬। তপাম্যহমহং বর্ষং ৯।১৯। তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি ১৪।৮। তমুবাচ হৃষীকেশঃ ১।১০। ত্বমেব শরণং গচ্ছ ১৮।৬২। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে ১৬।২৪। তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় ১১।৪৪। তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ ৩।৪১। তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব ১১।৩৩। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু ৮।৭। তস্মাদসক্তঃ সততং ৩।১৯। তস্মাদজ্ঞানং সম্ভূতং ৪।৪২। তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য ১৭।২৪। তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো ২।৬৮। তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং ১।১২। তং তথা কৃপয়াবিষ্টম্ ২।১। তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ ৬।২৩। তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ ১৬।১৯। তাং সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ ১।২৭। তানি সর্বাণি সংযম্য ২।৬১। তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী ১২।১৯। তেজঃক্ষমাধৃতিঃশৌচম্ ১৬।৩। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং ৯।২১। তেষামহং সমুদ্ধর্তা ১২।৭। তেষামেবানুকম্পার্থম্ ১০।১১। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ ৭।১৭। তেষাং সততযুক্তানাং ১০।১০। ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং ৪।২০। ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে ১৮।৩। ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ ৭।১৩। ত্রিবিধং নরকস্যেদং ১৬।২১। ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা ১৭।২। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ ২।৪৫। ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ ৯।২০। ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্ ১১।১৮। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ১১।৩৮।

দ

দণ্ডো দময়তামস্মি ১০।৩৮। দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ১৬।৪। দংষ্ট্রাকরালানি চ তে ১১।২৫। দাতব্যমিতি যদ্দানং ১৭।২০। দিবি সূর্যসহস্রস্য ১১।১২। দিব্যমাল্যাম্বরধরং ১১।১১। দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম ১৮।৮। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ ২।৫৬। দূরেণ হ্যবরং কর্ম ২।৪৯। দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ১।২। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং ১১।৫১। দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ ১।২৮। দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ ১৭।১৪। দেবান্ ভাবয়তানেন ৩।১১। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে ২।১৩। দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং ২।৩০। দৈবমেবাপরে যজ্ঞং ৪।২৫। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় ১৬।৫। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী ৭।১৪। দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং ১।৪২। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং ১১।২০। দ্যূতং ছলয়তামস্মি ১০।৩৬। দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞাঃ ৪।২৮। দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ ১।১৮। দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ ১১।৩৪। দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ১৫।১৬। দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ ১৬।৬।

ধ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ১।১। ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি ৩।৩৮। ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ৮।২৫। ধৃত্যা যয়া ধারয়তে ১৮।৩৩। ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ ১।৫। ধ্যানেনাত্মনি পশ্যতি ১৩।২৫। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ ২।৬২।

ন

ন কর্তৃত্বং কর্মাণি ৫।১৪। ন কর্মণামনারম্ভাৎ ৩।৪। ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু ১৮।৬৯। ন চ মৎস্থানি ভূতানি ৯।৫। ন চ মাং তানি কর্মাণি ৯।৯। ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ১।৩০। ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি ১।৩১। ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো ২।৬। ন জায়তে ম্রিয়তে বা ২।২০। ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা ১৮।৪০। ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ১৫।৬। ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুম্ ১১।৮। ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ২।১২। ন দ্বেষ্ট্য-

কুশলং কর্ম ১৮।১০। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য ৫।২০। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ ৩।২৬। নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ১১।২৪। নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে ১১।৪০। ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ৪।১৪। ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ ৭।১৫। ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ৩।২২। ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ ১০।২। ন রূপমস্যেহ তথোপ- ১৫।৩। ন বেদ যজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ১১।৪৮। নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ১৮।৭৩। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩।৫। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং ৪।৩৮। ন হি দেহভৃতাং শক্যং ১৮।১১। ন হি প্রপশ্যামি মম ২।৮। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ৬।১৬। নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ৫।১৫। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং ১০।৪০। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং ১৪।১৯। নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য ৪।৩২। নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ ২।১৬। নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ২।৬৬। নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য ৭।২৫। নাহং বেদৈর্ন তপসা ১১।৫৩। নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ ১৮।৭। নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং ৩।৮। নিয়তং সঙ্গরহিতং ১৮।২৩। নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ৪।২১। নির্মাণ-মোহা জিতসঙ্গ ১৫।৫। নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ১৮।৪ নেহাভি-ক্রমনাশোঽস্তি ২।৪০। নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ ৮।২৭। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি ২।২৩। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি ৫।৮। নৈব তস্য কৃতেনার্থো ৩।১৮।

প

পঞ্চৈতানি মহাবাহো ১৮।১৩। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং ৯।২৬। পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ৮।২০। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম ১০।১২। পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ১৪।১। পরিত্রাণায় সাধূনাং ৪।৮। পবনঃ পবতামস্মি ১০।৩১। পশ্য মে পার্থ রূপাণি ১১।৫। পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ ১১।৬। পশ্যামি দেবাংস্তব দেব ১১।১৫। পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ১।৩। পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো ১।১৫। পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ ১।৩৬। পার্থ নৈবেহ নামুত্র ৬।৪০। পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ১১।৪৩। পিতামহস্য জগতো ৯।১৭। পুণ্যো

গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ ৭।৯। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ১৩।২২। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ৮।২২। পুরোধসাঞ্চমুখ্যং মাং ১০।২৪। পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানম্ ১৮।২১। প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ ১৪।২২। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী ১৩।২০। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ১৩।১। প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য ৯।৮। প্রকৃতেগু'ণসংমূঢ়াঃ ৩।২৯। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি ৩।২৭। প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ১৩।৩০। প্রজহাতি যদা কামান্ ২।৫৫। প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু ৬।৪৫। প্রয়াণকালে মনসাচলেন ৮।১০। প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ ৫।৯। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যা ১৮।৩০। প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ১৬।৭। প্রশান্তমনসং হ্যেনং ৬।২৭। প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ৬।১৪। প্রসাদে সর্বদুঃখানাং ২।৬৫। প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং ১০।৩০। প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ ৬।৪১।

ব

বক্তুমর্হস্যশেষেণ ১০।১৬। বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা ১১।২৭। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য ৬।৬। বলং বলবতামস্মি ৭।১১। বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ১৩।১৬। বহূনাং জন্মনামন্তে ৭।১৯। বহূনি মে ব্যতীতানি ৪।৫। বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ ১১।৩৯। বাসাংসি জীর্ণানি যথা ২।২২। বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা ৫।২১। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ৫।১৮। বিধিহীনমসৃষ্টান্নং ১৭।১৩। বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী ১৮।৫২। বিষয়া বিনিবর্তন্তে ২।৫৯। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাৎ ১৮।৩৮। বিস্তরেণাত্মনো যোগং ১০।১৮। বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ ২।৭১। বীজং মাং সর্বভূতানাং ৭।১০। বীতরাগভয়ক্রোধা ৪।১০। বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ ২।৫০। বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ১০।৪। বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব ১৮।২৯। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ ১৮।৫১। বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি ১০।৩৭। বৃহৎসাম তথা সাম্নাম্ ১০।৩৫। বেদানাং সামবেদোঽস্মি ১০।২২। বেদাবিনাশিনং নিত্যং ২।২১। বেদাহং সমতীতানি ৭।২৬। বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব ৮।২৮। বেপথুশ্চ শরীরে মে ১।২৯। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ ২।৪১।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন ৩।২। ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্ ১৮।৭৫। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ১৪।২৭। ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্মাণি ৫।১০। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ১৮।৫৪। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ৪।২৪। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ১৮।৪১।

ভ

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য ১১।৫৪। ভক্ত্যা মামভিজানাতি ১৮।৫৫। ভয়াদ্রণাদুপরতং ২।৩৫। ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ ১।৮। ভয়াপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ১১।২। ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ ১।২৫। ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ৮।১৯। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ ৭।৪। ভূয় এব মহাবাহো ১০।১। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং ৫।২৯। ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং ২।৪৪।

ম

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি ১৮।৫৮। মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ ১০।৯। মৎকর্ম-কৃন্মৎপরমো ১১।৫৫। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ ৭।৭। মদনুগ্রহায় পরমং ১১।১। মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং ১৭।১৬। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু ৭।৩। মন্মনা ভব...... পরায়ণঃ ৯।৩৪। মন্মনা ভব......প্রিয়োঽসি মে ১৮।৬৫। মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ১১।৪। মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম ১৪।৩। মমৈবাংশো জীবলোকে ১৫।৭। ময়া ততমিদং সর্বং ৯।৪। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ ৯।১০। ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং ১১।৪৭। ময়ি চানন্যযোগেন ১৩।১১। ময়ি সর্বাণি কর্মাণি ৩।৩০। ময্যাবেশ্য মনো যে মাং ১২।২। ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ ৭।১। ময্যেব মন আধৎস্ব ১২।৮। মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে ১০।৬। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং ১০।২৫। মহাত্মানস্তু মাং পার্থ ৯।১৩। মহাভূতান্যহঙ্কারো ১৩।৬। মাঞ্চ যোঽব্যভি-চারেণ ১৪।২৬। মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ ১।৩৪। মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ ১১।৪৯। মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় ২।১৪। মানাপমানয়োস্তুল্যঃ ১৪।২৫। মামুপেত্য পুনর্জন্ম ৮।১৫। মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য ৯।৩২। মুক্ত-সঙ্গোঽনহংবাদী ১৮।২৬। মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ ১৭।১৯। মৃত্যুঃ সর্বহর-শ্চাহম্ ১০।৩৪। মোঘাশা মোঘকর্মাণো ৯।১২।

য

য ইমং পরমং গুহ্যং ১৮।৬৮। য এনং বেত্তি হন্তারং ২।১৯। য এবং বেত্তি পুরুষং ১৩।২৪। যচ্চাপি সর্বভূতানাং ১০।৩৯। যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি ১১।৪২। যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ ১৭।৪। যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহম্ ৪।৩৫। যততোহ্যপি কৌন্তেয় ২।৬০। যতন্তো যোগিনশ্চৈনং ১৫।১১। যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং ১৮।৪৬। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ ৫।২৮। যতো নিশ্চলতি ৬।২৬। যৎকরোষি যদশ্নাসি ৯।২৭। যত্তদগ্রে বিষমিব ১৮।৩৭। যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম ১৮।২৪। যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ ১৮।২২। যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ১৭।২১। যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিম্ ৮।২৩। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ১৮।৭৮। যত্রোপরমতে চিত্তং ৬।২০। যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং ৫।৫। যথাকাশস্থিতো নিত্যং ৯।৬। যথা দীপো নিবাতস্থো ৬।১৯। যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ ১১।২৮। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ ১৩।৩৪। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং ১১।২৯। যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাৎ ১৩।৩৩। যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নিঃ ৪।৩৭। যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি ৮।১১। যদগ্রে চানুবন্ধে চ ১৮।৩৯। যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ১৮।৫৯। যদা তে মোহকলিলং ২।৫২। যদাদিত্য গতং তেজঃ ১৫।১২। যদা ভূতপৃথগ্ভাবম্ ১৩।৩১। যদা যদাহি ধর্মস্য ৪।৭। যদা বিনিয়তং চিত্তং ৬।১৮। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু ১৪।১৪। যদা সংহরতে চায়ং ২।৫৮। যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ৬।৪। যদি মামপ্রতিকারং ১।৪৫। যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং ৩।২৩। যদৃচ্ছয়াচোপপন্নং ২।৩২। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো ৪।২২। যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ ৩।২১। যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ ১০।৪১। যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি ১।৩৭। যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং ১৮।৩৫। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ৮।৬। যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ১৮।৩৪। যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ ১৮।৩১। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং ৬।২২। যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ ৬।২। যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে ২।১৫। যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ১৬।২৩। যঃ সর্বত্রানভি-

স্নেহঃ ২।৫৭। যজ্ঞদানতপঃকর্ম ১৮।৫। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো ৩।১৩। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো ৪।৩০। যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র ৩।৯। যজ্ঞে তপসি দানে চ ১৭।২৭। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ ৩ ১৭। যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা ৩।৭। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং ১৫।১৮। যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো ১২।১৫। যস্য নাহংকৃতো ভাবো ১৮।১৭। যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ ৪।১৯। যাতযামং গতরসং ১৭।১০। যা নিশা সর্বভূতানাং ২।৬৯। যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং ২।৪২। যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ ১৩।২৭। যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং ১।২২। যাবানর্থ উদপানে ২।৪৬। যান্তি দেবব্রতা দেবান্ ৯।২৫। যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা ৫।১২। যুক্তাহারবিহারস্য ৬।১৭। যুঞ্জন্নেবং নিয়তমানসঃ ৬।১৫। যুঞ্জন্নেবং বিগতকল্মষঃ ৬।২৮। যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ ১।৬। যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবাঃ ৭।১২। যে তু ধর্মামৃতমিদং ১২।২০। যে তু সর্বাণি কর্মাণি ১২।৬। যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যং ১২।৩। যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো ৩।৩২। যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তা ৯।২৩। যে মে মতমিদং ৩।৩১। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ৪।১১। যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ১৭।১। যেষাং ত্বন্তগতং পাপং ৭।২৮। যে হি সংস্পর্শজা ভোগা ৫।২২। যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ ৫।২৪। যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা ৫।৭। যোগসংন্যস্তকর্মাণং ৪।৪১। যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি ২।৪৮। যোগিনামপি সর্বেষাং ৬।৪৭। যোগী যুঞ্জীত শততম্ ৬।১০। যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং ১।২৩। যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ১২।১৭। যো মামজমনাদিঞ্চ ১০।৩। যো মামেবমসংমূঢ়ো ১৫।১৯। যো মাং পশ্যতি সর্বত্র ৬।৩০। যো যো যাং যাং তনুং ৭।২১। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া-প্রোক্তঃ ৬।৩৩।

র

রজসি প্রলয়ং গত্বা ১৪।১৫। রজস্তমশ্চাভিভূয় ১৪।১০। রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি ১৪।৭। রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় ৭।৮। রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু

২।৬৪। রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুঃ ১৮।২৭। রাজন্ সংস্মৃত্য ১৮।৭৬। রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ ৯।২। রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি ১০।২৩। রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ ১১।২২। রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রম্ ১১।২৩।

ল

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং ৫।২৫। লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ ১১।৩০। লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা ৩।৩। লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ ১৪।১২।

শ

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং ৫।২৩। শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ ৬।২৫। শমোদমস্তপশৌচং ১৮।৪২। শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ ১৮।১৫। শরীরং যদপাপ্নোতি ১৫।৮। শুক্লকৃষ্ণে গতিহ্যেতে ৮।২৬। শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য ৬।১১। শুভাশুভফলৈরেবং ৯।২৮। শৌর্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং ১৮।৪৩। শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং ১৭।১৭। শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ ১৮।৭১। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং ৪।৩৯। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে ২।৫৩। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ ৪।৩৩। শ্রেয়ান্ স্বধর্মোবিগুণঃ......ভয়াবহঃ ৩।৩৫। শ্রেয়ান্ স্বধর্মোবিগুণঃ......কিল্বিষম্ ১৮।৪৭। শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ ১২।১২। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে ৪।২৬। শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ ১৫।৯।

স

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য ৪।৩। সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো ৩।২৫। সখেতি মত্বা প্রসভং ১১।৪১। সঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং ১।১৯। সঙ্করো নরকায়ৈব ১।৪১। সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামান্ ৬।২৪। সততং কীর্তয়ন্তো ৯।১৪। স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ ৭।২২। সৎকারমানপূজার্থং ১৭।১৮। সত্ত্বং রজস্তম ইতি ১৪।৫। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি ১৪।৯। সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং ১৭।১৭। সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য ১৭।৩। সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ ৩।৩৩। সদ্ভাবে সাধুভাবে চ ১৭।২৬। সন্তুষ্টঃ সততং যোগী ১২।১৪। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো ৫।৬। সন্ন্যাসস্য মহাবাহো ১৮।১। সন্ন্যাসং কর্মণাং

কৃষ্ণ ৫।১। সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ ৫।২। সমদুঃখসুখ স্বস্থঃ ১৪।২৪। সমং কায়শিরোগ্রীবং ৬।১৩। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র ১৩।২৯। সমং সর্বেষু ভূতেষু ১৩।২৮। সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ১২।১৮। সমোঽহং সর্বভূতেষু ৯।২৯। সর্গানামাদিরন্তশ্চ ১০।৩২। সর্বকর্মাণি মনসা ৫।১৩। সর্বকর্মাণ্যপি সদা ১৮।৫৬। সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ ১৮।৬৪। সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ ১৩।১৪। সর্বদ্বারাণি সংযম্য ৮।১২। সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ ১৪।১৩। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য ১৮।৬৬। সর্বভূতস্থমাত্মানং ৬।২৯। সর্বভূতস্থিতং যো মাং ৬।৩১। সর্বভূতানি কৌন্তেয় ৯।৭। সর্বভূতেষু যেনৈকং ১৮।২০। সর্বমেতদৃতং মন্যে ১০।১৪। সর্বযোনিষু কৌন্তেয় ১৪।৪। সর্বস্য চাহং হৃদি ১৫।১৫। সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি ৪।২৭। সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং ১৩।১৫। সহজং কর্ম কৌন্তেয় ১৮।৪৮। সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ৩।১০। সহস্রযুগপর্যন্তম্ ৮।১৭। সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং ১২।৪। সাধিভূতাধিদৈবং মাং ৭।৩০। সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ ৫।৪। সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম ১৮।৫০। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা ২।৩৮। সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ ৬।২১। সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং ১৮।৩৬। সুদুর্দর্শমিদং রূপং ১১।৫২। সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন ৬।৯। স্থানে হৃষীকেশ তব ১১।৩৬। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ২।৫৪। স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্ ৫।২৭। স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ২।৩১। স্বভাবজেন কৌন্তেয় ১৮।৬০। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং ১০।১৫। স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ ১৮।৪৫।

হ

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং ২।৩৭। হন্ত তে কথয়িষ্যামি ১০।১৯। হৃষীকেশং তদা বাক্যং ১।২০।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

সৈন্য-দর্শন

কথাসার

শ্রীমন্মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়া ৪২শ অধ্যায়ে এই শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা সমাপ্ত করা হইয়াছে। ঋষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট 'ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক সঞ্জয়সমীপে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রশ্নের প্রসঙ্গ' কীর্তন করেন। সঞ্জয় ব্যাসকৃপায় দিব্যনেত্র লাভ করায় হস্তিনাপুরেই অবস্থানপূর্বক কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ ও কৃষ্ণের উপদেশাদি প্রত্যক্ষ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সকল কথা বলেন।

এই অধ্যায়ে জড়দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই যে বিষাদ-যোগের উৎপত্তি তাহা বর্ণিত হইয়াছে। যখন বদ্ধজীব দেহই 'আমি' এইরূপ মনে করে, তৎকালেই দেহ-ধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম, আর্যধর্ম প্রভৃতিকে সনাতন ধর্ম বলিয়া ধারণা করে এবং দ্বিতীয় বস্তু মায়ায় অভিনিবিষ্ট হইয়া শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ যে ধর্মাধর্মের বিচার, তাহাই 'মনোধর্ম'।

গীতার এই প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের উদ্যোগ-প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলে, সঞ্জয় দুর্যোধনকর্তৃক দ্রোণাচার্যসমীপে স্বপক্ষীয় সৈন্যসমূহের সামর্থ্য-বর্ণন-প্রসঙ্গ বলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনের উৎসাহবর্ধনের জন্য শঙ্খধ্বনি করেন; এদিকে পাণ্ডবসেনাগণেরও যুদ্ধে প্রবল উৎসাহ দৃষ্ট হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই অর্জুন কাহাদিগের সহিত এই যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্য সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উভয় পক্ষের সেনামধ্যে রথ স্থাপন করিতে বলেন। তখন অর্জুন কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে লৌকিক-গুরু—পিতৃব্য, পিতামহ, শ্বশুর ও মাতুল প্রভৃতি এবং পুত্র, পৌত্র, শ্যালক ও সুহৃৎ প্রভৃতি দেহসম্বন্ধী ব্যক্তিগণকে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি (দেহকে 'আত্মা' বুদ্ধি) করিয়া শোক ও মোহগ্রস্ত হইবার অভিনয়ে ধর্ম ও অধর্ম-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশপূর্বক বলেন—'কুলক্ষয়জনিত দোষে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হওয়ায় অধর্ম অবশিষ্টকুলকে অভিভূত করে। ক্রমশঃ পিতৃগণের পিণ্ড ও তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় সনাতন বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম নষ্ট হয়।' অর্জুন দেহাত্মবুদ্ধিজীবের শিক্ষার জন্য তাঁহাদিগের ধর্মাধর্মের বিচার অনুকরণপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইবার অভিনয় প্রকাশ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অন্বয়—ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ (বলিলেন)—[হে] সঞ্জয় ! ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) সমবেতাঃ [সন্তঃ] (সমবেত হইয়া) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক) মামকাঃ (আমার পুত্র দুর্যোধনাদি)

পাণ্ডবাঃ চ (এবং পাণ্ডুপুত্র-যুধিষ্ঠিরাদি) এব (তাহার পর) কিম্ (কি) অকুর্বত (করিয়াছিলেন ?) ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'রসিকরঞ্জন'

মর্মানুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—হে সঞ্জয়, ধর্মভূমি-কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনাদি আমার পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবসকল যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন ? ১ ॥

শ্রীল-বিশ্বনাথচক্রবর্তিঠক্কুর-কৃতা

'সারার্থবর্ষিণী টীকা'

গৌরাংশুকঃ সৎকুমুদপ্রমোদী স্বাভিখ্যয়া গোস্তমসো নিহন্তা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসুধানিধির্মে মনোহধিতিষ্ঠন্ স্ব-রতিং করোতু ॥
প্রাচীনবাচঃ সুবিচার্য সোহহমজ্ঞোহপি গীতামৃতলেশলিপ্সুঃ।
যতেঃ প্রভোরেব মতে তদত্র সন্তঃ ক্ষমধ্বং শরণাগতস্য ॥

ইহ খলু সকলশাস্ত্রাভিমত-শ্রীমচ্চরণসরোজ-ভজনঃ স্বয়ং ভগবান্নরাকৃতি-পরব্রহ্ম শ্রীবসুদেবসূনুঃ সাক্ষাৎ শ্রীগোপালপুর্যামবতীর্যাপারপরমাতর্ক্য-প্রাপঞ্চিক-সকল-লোক-লোচন-গোচরীকৃতো ভবাব্ধিনিমজ্জমানান্ জগজ্জনানুদ্ধৃত্য স্বসৌন্দর্যমাধুর্যাস্বাদনয়া স্বীয়প্রেমমহাম্বুধৌ নিমজ্জয়ামাস। শিষ্টরক্ষা-দুষ্টনিগ্রহব্রতনিষ্ঠা-মহিষ্ঠপ্রতিষ্ঠোহপি ভুবো ভারদুঃখাপহারমিষেণ দুষ্টানামপি স্বদ্বেষ্টৃণামপি মহাসংসারগ্রাহগ্রাসিভূতানামপি মুক্তিদানলক্ষণং পরম-রক্ষণমেব কৃত্বা স্বান্তর্ধানোত্তরকাল-জনিষ্যমানাননাদ্যবিদ্যাবন্ধনিবন্ধন-শোকমোহাদ্যাকুলানপি জীবানুদ্ধর্তুং শাস্ত্রকৃন্মুনিগণগীয়মানযশশ্চ ধর্তুং স্বপ্রিয়সখং তাদৃশস্বেচ্ছাবশাদেব রণমূর্ধ্ন্যদ্ভূতশোকমোহং শ্রীমদর্জুনং লক্ষীকৃত্য কাণ্ডত্রিতয়াত্মকসর্ববেদ-তাৎপর্য-পর্যবসিতার্থরত্নালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রমষ্টাদশাধ্যায়মন্তর্ভূতাষ্টাদশ-

বিত্তং সাক্ষাদ্বিদ্যমানীকৃতমিব পরমপুরুষার্থমাবির্ভাবয়াম্বভূব। তত্রাধ্যায়ানাং ষট্কেন প্রথমেন নিষ্কামকর্মযোগঃ দ্বিতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগস্যাতিরহস্যত্বাদুভয়-সঞ্জীবকত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ সর্বদুর্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্তীকৃতঃ। কর্মজ্ঞানয়োর্ভক্তিরাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাৎ তে দ্বে ভক্তিমিশ্রে এব সম্মতীকৃতে। ভক্তিস্তু দ্বিবিধা—কেবলা, প্রধানীভূতা চ। তত্রাদ্যা—স্বত এব পরমপ্রবলা, তে দ্বে (কর্মজ্ঞানে) বিনৈব বিশুদ্ধ-প্রভাবতী, অকিঞ্চনা, অনন্যাদি-শব্দবাচ্যা। দ্বিতীয়া তু কর্মজ্ঞানমিশ্রেত্যখিলমগ্রে বিবৃতীভবিষ্যতি।

অথার্জুনস্য শোকমোহৌ কথম্ভূতাবিত্যপেক্ষায়াং মহাভারতবক্তা শ্রীবৈশম্পায়নো জন্মেজয়ং প্রতি তত্র ভীষ্মপর্বণি কথামবতারয়তি—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ইতি। কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবো যুদ্ধার্থং সঙ্গতা মামকা দুর্যোধনাদ্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিং কৃতবন্তস্তদ্ব্রূহি। ননু যুযুৎসব ইতি ত্বং ব্রবীষ্যেব, অতো যুদ্ধমেব কর্তুমুদ্যতাস্তে তদপি কিমকুর্বতেতি কেনাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছসীত্যত আহ—ধর্মক্ষেত্র ইতি। "কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্" ইতি শ্রুতেঃ তৎক্ষেত্রস্য ধর্মপ্রবর্তকত্বং প্রসিদ্ধম্। অতস্তৎসংসর্গমহিম্না যদ্যধার্মিকানামপি দুর্যোধনাদীনাং ক্রোধনিবৃত্ত্যা ধর্মে মতিঃ স্যাৎ; পাণ্ডবাস্তু স্বভাবত এব ধার্মিকাঃ ততো বন্ধুহিংসনমনুচিতমিত্যুভয়েষামপি বিবেক উদ্ভূতে সন্ধিরপি সংভাব্যতে। ততশ্চ মমানন্দ এবেতি সঞ্জয়ং প্রতি জ্ঞাপয়িতুং ইষ্টো ভাবো বাহ্যঃ। আভ্যন্তরস্তু সন্ধৌ সতি পূর্ববৎ সকণ্টকমেব রাজ্যং মদাত্মজানামিতি মে দুর্বার এব বিষাদঃ। তস্মাদস্মাকীনো ভীষ্মস্ত্বর্জুনেন দুর্জয় এবেত্যতো যুদ্ধমেব শ্রেয়স্তদেব ভূয়াৎ ইতি তু তন্মনোরথোপযোগী দুর্লক্ষ্যঃ। অত্র 'ধর্মক্ষেত্র' ইতি ক্ষেত্র-পদেন—ধর্মস্য ধর্মাবতারস্য সপরিকর-যুধিষ্ঠিরস্য ধান্যস্থানীয়ত্বং, তৎপালকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃষিবলস্থানীয়ত্বং, কৃষ্ণকৃতনানা-

বিধসাহায্যস্তু জলসেচন-সেতুবন্ধনাদিস্থানীয়ত্বং, শ্রীকৃষ্ণসংহার্য-দুর্যোধনাদের্ধান্যদ্বেষিধান্যাকার-তৃণবিশেষস্থানীয়ত্বঞ্চ বোধিতং সরস্বত্যা ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)—রাজা দুর্যোধনঃ (রাজা দুর্যোধন) তদা (তখন) পাণ্ডবানীকম্ (পাণ্ডব-সৈন্যগণকে) ব্যূঢ়ম্ (ব্যূহ-রচনাপূর্বক অবস্থিত) দৃষ্ট্বা তু (দেখিয়াই) আচার্যম্ উপসঙ্গম্য (দ্রোণাচার্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া) বচনম্ (নিম্নোক্ত বাক্য) অব্রবীৎ (বলিলেন)—[হে] আচার্য! তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (শিষ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহ-রচনাদ্বারা স্থাপিত) পাণ্ডুপুত্রাণাং (পাণ্ডুপুত্রগণের) এতাং মহতীং (এই বিশাল) চমূম্ (সৈন্যগণকে) পশ্য (অবলোকন করুন্) ॥ ২-৩ ॥

মর্মানুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ, পাণ্ডবদিগের সৈন্যসামন্ত-সকলকে ব্যূহনির্মাণপূর্বক অবস্থান করিতে অবলোকন করতঃ রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ;—আচার্য, পাণ্ডবগণের মহতী সেনা নিরীক্ষণ করুন্। তাহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদ-পুত্র ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন-দ্বারা ব্যূহরচনা করাইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২-৩ ॥

টীকা—বিদিত-তদভিপ্রায়স্তদাশংসিতং যুদ্ধমেব ভবেৎ, কিন্তু

তন্মনোরথপ্রতিকূলমিতি মনসি কৃত্বা, দৃষ্ট্বেতি ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াবস্থিতং, রাজা দুর্যোধনঃ সান্তর্ভয়মুবাচ—পশ্যৈতামিতি নবভিঃ শ্লোকৈঃ ॥ ২ ॥

দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন তব শিষ্যেণেতি স্ববধার্থং উৎপন্ন ইতি জানতাপি ত্বয়া অয়মধ্যাপিত ইতি তব মন্দবুদ্ধিত্বম্। ধীমতেতি শত্রোরপি ত্বত্তঃ সকাশাৎ ত্বদ্বধোপায়-বিদ্যা গৃহীতা ইত্যস্য মহাবুদ্ধিত্বং ফলকালেঽপি পশ্যেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্ ।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। অত্র (এই পাণ্ডবগণের মধ্যে) যুধি (যুদ্ধে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধারী) ভীমার্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জুনতুল্য) শূরাঃ (বীরগণ) [সন্তি] (আছেন) [যথা] যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটঃ চ (বিরাট্-রাজ), মহারথঃ দ্রুপদঃ চ (মহারথ দ্রুপদরাজ), ধৃষ্টকেতুঃ (ধৃষ্টকেতু), চেকিতানঃ (চেকিতান), বীর্যবান্ কাশীরাজঃ চ (বলবান্ কাশীরাজ), পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ (পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ), নরপুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ (নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য), বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ (পরাক্রান্ত যুধামন্যু), বীর্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ (বলবান্ উত্তমৌজা), *সৌভদ্রঃ (সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু)*, দ্রৌপদেয়াঃ চ (এবং দ্রৌপদীর প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চপুত্র)—[এতে] সর্বে এব মহারথাঃ (ইহারা সকলেই মহারথ) ॥ ৪-৬ ॥

মর্মানুবাদ—এই সেনা-নিচয়ের মধ্যে মহেষ্বাসা ভীমার্জুন ও

তৎসমকক্ষ বীরসমস্ত উপস্থিত ;—যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট্ ও মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বলবান্ যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজাঃ সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপুত্র,—ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬॥

টীকা—অত্র চম্বাং মহান্তঃ শত্রুভিশ্ছেত্তুমশক্যা ইষ্বাসা ধনূংষি যেষাং তে। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ সৌভদ্রঃ অভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যো জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্র-প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু স এবাতিরথঃ স্মৃতঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যুনোঽর্ধরথঃ স্মৃতঃ ॥" ইতি ॥ ৪-৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়। [হে] দ্বিজোত্তম! (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ!) অস্মাকম্ (আমাদের) [মধ্যে] তু যে বিশিষ্টাঃ (যাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যগণের অধ্যক্ষ) তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন্), তে (আপনার) সংজ্ঞার্থং (অবগতির নিমিত্ত) তান্ ব্রবীমি (তাঁহাদের নাম বলিতেছি) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—হে গুরো, আমাদের যে সমস্ত সেনা-নায়ক আছেন, আপনার জ্ঞানার্থে তাঁহাদের নাম-কীর্তন করিতেছি ॥ ৭ ॥

টীকা—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থম্ ॥ ৭॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। ভবান্ (আপনি দ্রোণ), ভীষ্মঃ চ (ভীষ্ম), কর্ণঃ চ (কর্ণ), সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ (রণবিজয়ী কৃপাচার্য), অশ্বত্থামা (অশ্বত্থামা), বিকর্ণঃ চ (বিকর্ণ), সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তনয় ভূরিশ্রবাঃ), জয়দ্রথঃ (জয়দ্রথ); মদর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী) সর্বে (সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধনিপুণ) অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ (আরও অনেক বীর) [সন্তি] (আছেন) ॥ ৮-৯ ॥

মর্মানুবাদ— রণবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ ; এতদ্ব্যতীত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন অন্যান্য বহুতর যুদ্ধ-বিশারদ বীরপুরুষগণ আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে উদ্যত আছেন ॥ ৮-৯ ॥

টীকা—সৌমদত্তির্ভূরিশ্রবাঃ। ত্যক্তজীবিতা ইতি জীবিত-ত্যাগেনাপি যদি মদুপকারঃ স্যাত্তদা তমপি কর্তুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব, "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" ইতি ভগবদুক্তের্দুর্যোধন-সরস্বতী সত্যমেবাহ স্ম ॥ ৮-৯ ॥

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মকর্তৃক সুরক্ষিত) অস্মাকং (আমাদের) তদ্ বলং (তাদৃশ সৈন্যবল) অপর্যাপ্তং (অপ্রচুর) ; তু (কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমকর্তৃক রক্ষিত) এতেষাং বলং (পাণ্ডবগণের বল) পর্যাপ্তং (প্রচুর) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—ভীষ্মকর্তৃক পরিরক্ষিত আমাদিগের দলবল প্রচুর নহে, কিন্তু ভীমসেন-রক্ষিত পাণ্ডবসেনা প্রচুর ॥ ১০ ॥

টীকা—অপর্যাপ্তম্ অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ যোদ্ধুমক্ষমমিত্যর্থঃ। ভীষ্মেণাতিসূক্ষ্মবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণেনাভিতো রক্ষিতমপি ভীষ্মস্যোভয়-পক্ষপাতিত্বাৎ। এতেষাং পাণ্ডবানান্তু ভীমেন স্থূলবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্রানভিজ্ঞেনাপি রক্ষিতং পর্যাপ্তং পরিপূর্ণম্ অস্মাভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবীণমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ ॥

অন্বয়—ভবন্তঃ (আপনারা) সর্বে এব হি (সকলেই) সর্বেষু অয়নেষু চ (সকল ব্যূহপ্রবেশপথে) যথাভাগং (স্ব-স্ব-বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (সর্বতোভাবে রক্ষা করুন্) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব-স্ব-বিভাগানুসারে ব্যূহদ্বারে অবস্থানপূর্বক পিতামহ-ভীষ্মকে রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

টীকা—তস্মাদ্যুষ্মাভিঃ সাবধানৈর্ভবিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষু ব্যূহ-প্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাঃ স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্যৈবাব-স্থিতা ভবন্তো ভীষ্মমেবাভিতস্তথা রক্ষন্তু। যথান্যৈর্যুধ্যমানোঽয়ং পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যতে, ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবিতমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—প্রতাপবান্ (বিক্রমশালী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম) তস্য (দুর্যোধনের) হর্ষং (আনন্দ) সংজনয়ন্

উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদং বিনত্ত (সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খনাদ করিলেন) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—অতঃপর প্রবল-প্রতাপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ-ভীষ্ম দুর্যোধনের হর্ষোৎপাদনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ-পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২॥

টীকা—ততশ্চ স্বসম্মান-শ্রবণজনিতহর্ষঃ তস্য দুর্যোধনস্য ভয়-বিধ্বংসনেন হর্ষং সংজনয়িতুং কুরুবৃদ্ধো ভীষ্মঃ—সিংহনাদমিতি উপমানে কর্মণি চেতি ণমুন্—সিংহ ইব বিনত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ (শঙ্খসমূহ) চ (এবং) ভের্যঃ (ভেরীসকল) চ পণবানকগোমুখাঃ (মাদল, ঢাক ও রণশিঙ্গাসমূহ) সহসা এব (সহসাই) অভ্যহন্যন্ত (বাজিয়া উঠিল) সঃ শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (প্রবল হইল) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—শঙ্খ, ভেরী, পণব অর্থাৎ মাদল এবং আনক অর্থাৎ পটহ ও গোমুখ-নামক বাদ্যযন্ত্রসকল সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল ॥ ১৩ ॥

টীকা—ততশ্চোভয়ত্রৈব যুদ্ধোৎসাহঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইতি। পণবাঃ মার্দলাঃ আনকাঃ পটহাঃ গোমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—ততঃ (তারপর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেতবর্ণ ঘোটক-যুক্ত) মহতি (পরমোৎকৃষ্ট) স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ

(শ্রীকৃষ্ণ) পাণ্ডবঃ চ (অর্জুন) এব দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব-সংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া দিব্য শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে ।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য-নামক শঙ্খ) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত-নামক শঙ্খ) ভীমকর্মা (ভীতিজনক কর্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র-নামক মহাশঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন), কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয়-নামক শঙ্খ) নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক-নামক শঙ্খদ্বয়) [বাদিতবন্তৌ] (বাজাইলেন), পৃথিবীপতে (পৃথ্বীপতে ধৃতরাষ্ট্র !) পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্ধর) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী), ধৃষ্টদ্যুম্নঃ (ধৃষ্টদ্যুম্ন), বিরাটঃ চ (বিরাড্ রাজ), অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ (অজেয় সাত্যকি), দ্রুপদঃ (দ্রুপদ), দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র), মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (সুভদ্রার পুত্র

মহাবাহু অভিমন্যু) সর্বশঃ (সকলেই) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন) ॥ ১৫-১৮ ॥

মর্মানুবাদ—হৃষীকেশ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ ও অর্জুন 'দেবদত্ত' শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ভীমকর্মা ভীমসেন 'পৌণ্ড্র' নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়', নকুল 'সুঘোষ' এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক'-নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন। হে পৃথ্বীপতে ধৃতরাষ্ট্র, উৎকৃষ্ট ধনুর্ধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট্ এবং অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমন্যু—ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৫-১৮ ॥

টীকা—পাঞ্চজন্যাদয়ঃ শঙ্খাদীনাং নামানি। অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজেতুমশক্যত্বাৎ অথচ চাপেন ধনুষা রাজিতঃ প্রদীপ্তঃ ॥ ১৫-১৭ ॥

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়--সঃ তুমুলঃ ঘোষঃ (সেই তুমুল শঙ্খনাদ) নভঃ চ পৃথিবীম্ চ এব (ধরাতল ও নভোমণ্ডলকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্তরাষ্ট্রাণাং (দুর্যোধনাদির) হৃদয়ানি (হৃদয়কে) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—এই সকল শঙ্খের তুমুল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদারিত করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়—মহীপতে (হে মহারাজ !) অথ (অনন্তর) শস্ত্র-সম্পাতে

(শস্ত্র-নিক্ষেপে) প্রবৃত্তে (উদ্যত হইলে)কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয়) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্ (সমরার্থ অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ধনুঃ উদ্যম্য (শরাসন উত্তোলনপূর্বক) তদা (তৎকালে) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদম্ বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (বলিলেন) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—হে মহারাজ, তৎকালে শস্ত্র-নিক্ষেপে সমুদ্যত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে যুদ্ধযোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উত্তোলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন ॥ ২০ ॥

অর্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—অচ্যুত (হে অচ্যুত !) যাবৎ (যে কাল পর্যন্ত) অহম্ (আমি) এতান্ যোদ্ধু-কামান্ অবস্থিতান্ (যুদ্ধার্থ অবস্থিত এই বীরগণকে) নিরীক্ষে (নিরীক্ষণ করি), অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধোদ্যমে) কৈঃ সহ ময়া (কাহাদিগের সহিত আমাকে) যোদ্ধব্যম্ (যুদ্ধ করিতে হইবে), যুদ্ধে (সমরে)দুর্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্য (দুষ্টমতি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (প্রিয়-কামী) যে এতে (যে-সকল) অত্র সমাগতাঃ (এখানে উপস্থিত হইয়াছেন) [তান্] যোৎস্যমানান্ (সেই যুদ্ধোৎসুকদিগকে) অহং (আমি) [যাবৎ] (যে কাল পর্যন্ত) অবেক্ষে (অবলোকন করি),

[তাবৎ] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (ততক্ষণ উভয়-সেনার মধ্যস্থলে) মে (আমার) রথং স্থাপয় (রথ স্থাপন কর) ॥ ২১-২৩ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত, উভয়-পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর—যতক্ষণ আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত সেনাগণের মধ্যে এই রণসমুদ্যমে কাহার সহিত সংগ্রাম করিব, নিরীক্ষণ করি এবং যতক্ষণ আমি দুর্যোধনের প্রিয়কামনায় যুদ্ধবাসনায় এইস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করি ॥ ২১-২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) ভারত (হে ভরত-বংশাবতংস ধৃতরাষ্ট্র !) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র অর্জুনকর্তৃক) এবম্ উক্তঃ [সন্] (এইরূপ কথিত হইয়া) উভয়োঃ সেনয়োঃ (উভয়পক্ষীয় সেনার) মধ্যে (মধ্যস্থলে) ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাম্ চ মহীক্ষিতাম্ (ভীষ্ম ও দ্রোণাদি এবং সমস্ত নৃপতিগণের সম্মুখে) উত্তমং রথং (উৎকৃষ্ট রথকে) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া) উবাচ (বলিলেন)—পার্থ (হে অর্জুন !) এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ (এই সমবেতকুরুগণকে) পশ্য ইতি (দেখ) ॥ ২৪-২৫॥

মর্মানুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন,—হে ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র), গুড়াকেশ পার্থ কৃষ্ণের নিকট এই কথা কহিলে, তিনি উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের

মধ্যস্থলে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিলেন। কহিলেন,—পার্থ, যুদ্ধার্থ সমবেত ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকা—হৃষীকেশঃ সর্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তাপি এবমুক্তঃ অর্জুনেনাদিষ্টঃ অর্জুন-বাগিন্দ্রিয়মাত্রেণাপি নিয়ম্যোঽভূদিতি অহো প্রেমবশ্যত্বং ভগবত ইতি ভাবঃ। গুড়াকেশেন—গুড়া যথা মাধুর্যমাত্রপ্রকাশকাস্তথা স্বীয়স্নেহ-রসাস্বাদপ্রকাশকাঃ অকেশা বিষ্ণুব্রহ্মশিবা যস্য তেন,—অকারো বিষ্ণুঃ, কো ব্রহ্মা, ঈশো মহাদেবঃ। যত্র সর্বাবতারি-চূড়ামণীন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রেমাধীনঃ সন্ আজ্ঞানুবর্তী বভূব, তত্র গুণাবতার-ত্বাত্তদংশা বিষ্ণুব্রহ্মরুদ্রাঃ কথমৈশ্বর্যং প্রকাশয়ন্তু? কিন্তু স্বকর্তৃকং স্নেহরসং প্রকাশ্যৈব স্বং স্বং কৃতার্থং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভগবতা পরমব্যোমনাথেনাপি—"দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা" ইতি ; যদ্বা, গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণেত্যর্থঃ। অত্রাপি ব্যাখ্যায়াং—সাক্ষান্মায়ায়া অপি নিয়ন্তা যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, স চাপি যেন প্রেম্না বিজিত্য বশীকৃতঃ তেনার্জুনেন মায়াবৃত্তির্নিদ্রা বরাকী জিতেতি কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। ভীষ্মদ্রোণয়োঃ প্রমুখতঃ প্রমুখে সম্মুখে সর্বেষাং মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাঞ্চ। প্রমুখত ইতি—সমাসপ্রবিষ্টেঽপি প্রমুখতঃ-শব্দ আকৃষ্যতে ॥ ২৪-২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অথ (অনন্তর) পার্থঃ অপি (অর্জুনও) তত্র (তথায়) উভয়োঃ সেনয়োঃ [মধ্যে] (উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৄন্ (পিতৃব্য) পিতামহান্ (পিতামহ), আচার্যান্

(আচার্য), মাতুলান্ (মাতুল), ভ্রাতৄন্ (ভ্রাতা), পুত্রান্ (পুত্র), পৌত্রান্ (পৌত্র), সখীন্ (সখা), তথা শ্বশুরান্ (শ্বশুর) সুহৃদঃ চ এব (এবং সুহৃদ্গণকেই) অপশ্যৎ (অবলোকন করিলেন) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—তখন অর্জুন উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, পুত্র, পৌত্র, মিত্র ও উপকারী মানবসকল উপস্থিত আছেন, দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬ ॥

টীকা—দুর্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তান্ ॥ ২৬ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীপুত্র অর্জুন) [তত্র] (রণস্থলে) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ সর্বান্ বন্ধূন্ (সেইসকল বন্ধুকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ [সন্] (অতিশয় কৃপাবিষ্ট হইয়া) বিষীদন্ (বিসাদ করিতে করিতে) ইদম্ অব্রবীৎ (ইহা বলিলেন) ॥২৭

মর্মানুবাদ—কুন্তীপুত্র অর্জুন বন্ধুবান্ধবসকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন ॥ ২৭ ॥

অর্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্ ।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) যুযুৎসূন্ (যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক) ইমান্ (এইসকল) স্বজনান্ (স্বজনকে) সমবস্থিতান্ (সমুপস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম (আমার) গাত্রাণি (হস্তপদাদি) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) মুখম্ চ পরিশুষ্যতি (এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, এইসকল আত্মীয়-স্বজনকে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল অবশ ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥ ২৮ ॥

টীকা দৃষ্ট্বৈত্যত্রস্থিতস্যেত্যধ্যাহার্যম্ ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—মে (আমার) শরীরে (দেহে) বেপথুঃ (কম্প) চ (এবং) রোমহর্ষঃ চ (রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে), হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব-নামক ধনুঃ) স্রংসতে (নিপতিত হইতেছে), ত্বক্ চ এব (চর্মও) পরিদহ্যতে (বিদগ্ধ হইতেছে) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে। হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত হইতেছে এবং ত্বক্ পরিদগ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—কেশব (হে কেশব !), [অহম্] (আমি) অবস্থাতুং চ (আর অবস্থান করিতে) ন শক্নোমি (পারিতেছি না), মে মনঃ চ (আমার চিত্ত) ভ্রমতি ইব (যেন ঘুরিতেছে) ; বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (এবং বিপরীতভাববিশিষ্ট দুর্লক্ষণসমূহ) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে ; হে কেশব, আমি কেবল বিপরীত-ভাব-বিশিষ্ট দুর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥

টীকা—বিপরীতানি নিমিত্তানি ধননিমিত্তকোঽয়মত্র মে বাসঃ

ইতিবন্নিমিত্তশব্দোঽয়ং প্রয়োজনবাচী। ততশ্চ যুদ্ধে বিজয়িনো মম রাজ্যলাভাৎ সুখং ন ভবিষ্যতি, কিন্তু তদ্বিপরীতমনুতাপদুঃখমেব ভাবীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!), আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (স্বজনকে) হত্বা (বিনাশ করিয়া) শ্রেয়ঃ চ (মঙ্গল) ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না), বিজয়ং চ ন কাঙ্ক্ষে (আমি বিজয়ও আকাঙ্ক্ষা করি না) রাজ্যং সুখানি চ ন (রাজ্য এবং সুখ চাহি না) ॥ ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখিতেছি না, হে শ্রীকৃষ্ণ, আমি আর বিজয়-বাসনা ও রাজ্যসুখ ইচ্ছা করি না ॥ ৩১ ॥

টীকা—শ্রেয়ো ন পশ্যামীতি "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্যমণ্ডল-ভেদিনৌ। পরিব্রাড্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ ॥" ইত্যাদিনা হতস্যৈব শ্রেয়োবিধানাৎ, হন্তুস্তু ন কিমপি সুকৃতম্। ননু দৃষ্টং ফলং যশোরাজ্যং বর্ততে যুদ্ধস্যেতি, অত আহ - ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—গোবিন্দ (হে গোবিন্দ!), যেষাম্ অর্থে (যাঁহাদের নিমিত্ত)

নঃ (আমাদের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখাদি) কাঙ্ক্ষিতং (আকাঙ্ক্ষিত), তে ইমে (সেই ইঁহারা) আচার্যাঃ (আচার্য) পিতরঃ (পিতৃব্য), পুত্রাঃ (পুত্র) তথা এব চ পিতামহাঃ (এবং তদ্রূপ পিতামহ), মাতুলাঃ (মাতুল), শ্বশুরাঃ (শ্বশুর), পৌত্রাঃ (পৌত্র), শ্যালাঃ (শ্যালক), তথা সম্বন্ধিনঃ (এবং সম্বন্ধিগণ) প্রাণান্ ধনানি চ (ধন ও প্রাণ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন)। [অতএব] নঃ (আমাদের) রাজ্যেন কিম্ (রাজ্যেই বা কি প্রয়োজন ?), ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ (বিষয়-ভোগ এবং জীবনধারণের বা কি প্রয়োজন ?); মধুসূদন (হে মধুসূদন !), [অস্মান্] ঘ্নতঃ অপি (আমাদিগকে বধ করিলেও) এতান্ হন্তুং (ইঁহাদিগকে বধ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ॥ ৩২-৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—হে গোবিন্দ, আমাদের আর রাজ্যে কি প্রয়োজন ? ভোগ-সুখেরই বা আবশ্যকতা কি ? এবং জীবন-ধারণেরই বা কি ফল আছে ? কারণ, যাঁহাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই এই সময়ে সংগ্রামে উপস্থিত। হে মধুসূদন, যখন আচার্য, পিতা, পুত্র, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধী অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন,—সকলেই জীবন-ধন-পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া এই যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি কোনক্রমে ইঁহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩২-৩৪ ॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—জনার্দন (হে জনার্দন !), মহীকৃতে (পৃথিবীর নিমিত্ত) কিং নু ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি (এমন কি ত্রিভুবনের রাজত্বের

নিমিত্তও) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদিকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ হইবে ?) ॥ ৩৫ ॥

মর্মানুবাদ—হে জনার্দন, পৃথিবীর ত' কথাই নাই, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও ধার্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া কি প্রীতি-লাভ হইবে ? ৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ! ৩৬ ॥

অন্বয়—মাধব (হে মাধব !), এতান্ (এইসকল) আততায়িনঃ (আততায়িগণকে) হত্বা (হত্যা করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে), তস্মাৎ (সেই হেতু) বয়ম্ (আমরা) সবান্ধবান্ (সবান্ধব) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধার্তরাষ্ট্রতনয় দুর্যোধনদিগকে) হন্তুম্ (বধ করিতে) ন অর্হা (সমর্থ নহি), হি (যেহেতু) স্বজনং (নিজজনকে) হত্বা (বিনাশ করিয়া) [বয়ম্] (আমরা) কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব ?) ॥ ৩৬ ॥

মর্মানুবাদ—আততায়ীদিগকে বধ করা রাজনীতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও আচার্যাদি আততায়ীদিগকে হত্যা করিলে ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধতা-হেতু পাপ হইবে বলিয়া আমরা ধার্তরাষ্ট্রগণকে সবান্ধবে সংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে মাধব, আত্মীয়-স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে ? ৩৬ ॥

টীকা—ননু "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥" ইতি, "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত ॥"

ইত্যাদি বচনাদেষাং বধ উচিত এবেতি তত্রাহ—পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্। আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং ধর্মশাস্ত্রাদ্-দুর্বলম্; যদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতম্" ইতি; তস্মাদাচার্যাদীনাং বধে পাপং স্যাদেব। ন চৈহিকং সুখমপি স্যাদিত্যাহ—স্বজনমিতি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন! ৩৮ ॥

অন্বয়—জনার্দন (হে জনার্দন!), যদ্যপি (যদিও) এতে (ইহারা) লোভোপহতচেতসঃ (লোভাক্রান্তচিত্ত হইয়া) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ (এবং মিত্রদ্রোহ-জনিত) পাতকং (পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছে না); [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়-জনিত) দোষং (দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (সম্যক্ দৃষ্টি করিয়া) অস্মাভিঃ (আমরা) অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ (নিবৃত্ত কেন না হইব?) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

মর্মানুবাদ—দুর্যোধন প্রভৃতি লোভ-দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়-জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক অনুভব করিতে পারিতেছে না; কিন্তু জনার্দন, আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দৃষ্টি করিয়াও কি-নিমিত্ত এই পাপকার্য হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৭-৩৮ ॥

টীকা—নন্বেতে তর্হি কথং যুদ্ধে বর্তন্তে তত্রাহ—যদ্যপীতি ॥ ৩৭ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—কুলক্ষয়ে (কুলনাশে) সনাতনাঃ (সনাতন) কুলধর্মাঃ (কুলধর্ম) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়), ধর্মে নষ্টে [সতি] (ধর্ম নষ্ট হইলে) অধর্মঃ (অধর্ম) কৃৎস্নম্ উত কুলম্ (অবশিষ্ট সমগ্র কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে) ॥ ৩৯ ॥

মর্মানুবাদ—কুলক্ষয় হইলে সনাতন-কুলধর্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে, কুলধর্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্মে অভিভূত হয় ॥ ৩৯ ॥

টীকা—কুলক্ষয়ঃ ইতি। সনাতনাঃ কুলপরম্পরা-প্রাপ্তত্বেন বহুকালতঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় ! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !), অধর্মাভিভবাৎ (কুল অধর্মে অভিভূত হইলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয়) ; বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত কৃষ্ণ !), স্ত্রীষু দুষ্টাসু (কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪০ ॥

মর্মানুবাদ—হে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ, অধর্ম প্রবল হইলে কুলস্ত্রীসকল ব্যভিচারিণী হয়, স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

টীকা—প্রদুষ্যন্তীতি অধর্ম এব তা ব্যভিচারে প্রবর্তয়তীতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলস্য কুলঘ্নানাং চ (কুল ও কুলনাশক-দিগের) নরকায় এব (নরক-প্রাপ্তির কারণ হয়)। এষাং (ইহাদিগের)

লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ (পিতৃগণ পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ পাওয়ায়) পতন্তি হি (নিশ্চয় পতিত হয়) ॥ ৪১ ॥

মর্মানুবাদ—বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া কুল ও কুলঘাতকদিগকে নরকগামী করিয়া থাকে। সেই কুলে পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ পাওয়ায় পিতৃলোক পতিত হয় ॥ ৪১ ॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—কুলঘ্নানাম্ (কুলনাশকদিগের) এতৈঃ (এইসকল) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষে) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাঃ চ (বর্ণধর্ম ও কুলধর্ম) উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন হইয়া যায়) ॥ ৪২ ॥

মর্মানুবাদ—বর্ণসঙ্করকারী পূর্বোক্ত দোষ-দ্বারা কুলনাশকদিগের সনাতন কুলধর্ম ও জাতিধর্ম উৎসন্ন হইয়া যাইবে ॥ ৪২ ॥

টীকা—দোষৈরিতি উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন !
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—জনার্দন (হে জনার্দন !), উৎসন্নকুলধর্মাণাং (যাহাদের কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায়) মনুষ্যাণাং (সেইসকল মনুষ্যের) নরকে নিয়তং বাসঃ ভবতি (নরকে নিয়ত বাস হয়) ইতি অনুশুশ্রুম (ইহা শুনিয়াছি) ॥ ৪৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে জনার্দন, শুনিয়াছি, যে-সকল মনুষ্যের কুলধর্ম উৎসন্ন হইয়া যায়, তাহারা নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—অহো বত (হায়! কি দুঃখের বিষয়!) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ) কর্তুং (করিতে) ব্যবসিতাঃ (কৃতসঙ্কল্প); যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখের লোভে) স্বজনং হন্তুম্ (স্বজনবধ করিতে) উদ্যতাঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) ॥ ৪৪ ॥

মর্মানুবাদ—হা! কি দুঃখের বিষয়! আমরা রাজ্যসুখ লোভে স্বজন-বধে সমুদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ (যদি অস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ) অপ্রতীকারম্ (প্রতীকার-পরাঙ্মুখ) অশস্ত্রং (অস্ত্রবিহীন) মাং (আমাকে) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (নিহত করে), তৎ (তাহা) মে (আমার) ক্ষেমতরং (অত্যন্ত শ্রেয়স্কর) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৪৫ ॥

মর্মানুবাদ—আমি অস্ত্রহীন ও প্রতীকার-পরাঙ্মুখ হইলেও যদি অস্ত্রধারী ধার্তরাষ্ট্রগণ আমাকে রণে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে ॥ ৪৫ ॥

বেদ-বর্ণিত যাবতীয় ফল বিদ্যমান। যাহারা শুদ্ধা ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া ফলানুসন্ধিৎসু, তাহারাই কৃপণ।

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

১। স্থিতপ্রজ্ঞ—অন্যাভিলাষ-রহিত ব্যক্তি, ২। তাহার (স্থিত-প্রজ্ঞের) আচরণ—জাগতিক শুভাশুভ কর্মের প্রতি নিরপেক্ষতা, ৩। তাহার অধিষ্ঠান—কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্তি ও রসাত্মিকা হরিভক্তিতে অনুরক্তি, ৪। তাহার বিচরণ—প্রত্যগ্ গতিতে অবস্থান। মায়াবদ্ধ জীবের কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি, আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে কার্যাকার্যবিবেক-রাহিত্য, তাহা হইতে শাস্ত্র ও আচার্য-উপদেশ-বিস্মৃতি, তৎফলে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশের পরিণামে মৃততুল্য-অবস্থা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয়-ভোগ হইতে সর্বপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা সুপ্রতিষ্ঠিতা। আত্মনিষ্ঠা মায়াবদ্ধ জীবগণের নিকটে নিশাস্বরূপ, কিন্তু সংযমী ব্যক্তি তাহাতে (আত্মনিষ্ঠায়) জাগরিত থাকেন। মায়াবদ্ধ জীবগণ বিষয়নিষ্ঠায় জাগ্রত, আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির নিকটে তাহা নিশাস্বরূপ। যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্বক নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হ'ন। এই অবস্থা-প্রাপ্তিকে ব্রাহ্মী-স্থিতি বলে। এই অবস্থা-প্রাপ্ত মানব কখনও মোহগ্রস্ত হ'ন না। দীর্ঘ সময়ের কথা কি, মৃত্যুকালেও ব্রাহ্মী-স্থিতি-প্রাপ্তিতে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয়।

এই দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রীগীতাসূত্র-নামে কথিত, কারণ ইঁহাতে সুস্পষ্টরূপে কর্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে ভক্তি উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মধর্মই জীবের নিত্য স্বরূপ-ধর্ম, দেহধর্ম অনিত্য ও নৈমিত্তিক।

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ ।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)—তথা (সেইরূপ) কৃপয়া আবিষ্টম্ (কৃপা-পরবশ) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ (অশ্রুপূর্ণ-ব্যাকুল-নয়ন), বিষীদন্তং (বিষাদযুক্ত) তং (অর্জুনকে) মধুসূদনঃ (মধুসূদন) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন,—তখন কৃপাপরবশ অশ্রুপূর্ণনয়ন বিষণ্ণ-বদন অর্জুনকে অবলোকন করিয়া ভগবান্ বাসুদেব কহিলেন ॥ ১ ॥

টীকা - আত্মানাত্মবিবেকেন শোকমোহতমো নুদন্ ।
দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রোঽত্র প্রোচে মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—অর্জুন (হে অর্জুন !), কুতঃ (কি হেতু) বিষমে (এই যুদ্ধসঙ্কটে) ইদম্ (এই) অনার্যজুষ্টম্ (অনার্যসেবিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গপ্রতিবন্ধক) অকীর্তিকরম্ (অখ্যাতিকর) কশ্মলং (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হইল ?) ২ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ বলিলেন—অর্জুন এই বিষম সমরে কি জন্য তোমার ঈদৃশ অনার্যজনোচিত স্বর্গ-প্রতিষেধক অকীর্তিকর মোহ উপস্থিত হইল ? ॥ ২ ॥

টীকা—কশ্মলং মোহঃ। বিষমেঽত্র সংগ্রামসঙ্কটে। কুতো হেতোঃ।

উপস্থিতং ত্বাং প্রাপ্তমভূৎ ? অনার্যজুষ্টং সুপ্রতিষ্ঠিতলোকৈরসেবিতম্ অস্বর্গ্যম্ অকীর্তিকরমিতি পারত্রিকৈহিকসুখ-প্রতিকূলমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ ! নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে পার্থ), ক্লৈব্যং (কাতরতা) মাস্ম গমঃ (প্রাপ্ত হইও না), এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপযুক্ত হয় না)। পরন্তপ (হে শত্রুতাপন !), ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌর্বল্যং (হৃদয়-দুর্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে কুন্তীপুত্র পার্থ, তুমি ঈদৃশ ক্লীবধর্ম অবলম্বন করিও না,—ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ, তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থান কর ॥ ৩ ॥

টীকা—ক্লৈব্যং ক্লীবধর্মং কাতর্যং ; হে পার্থেতি ত্বং পৃথাপুত্রঃ সন্ অপি গচ্ছসি তস্মান্মাস্ম গমঃ মা প্রাপ্নুহি অন্যস্মিন্ ক্ষত্রবন্ধৌ বরমিদমুপ-পদ্যতাং ত্বয়ি মৎসখ্যৌ তু নোপযুজ্যতে। নন্বিদং শৌর্যাভাবলক্ষণং ক্লৈব্যং মা শঙ্কিষ্ঠাঃ কিন্তু ভীষ্মদ্রোণাদিগুরুষু ধর্মদৃষ্ট্যা বিবেকোঽয়ং ধার্তরাষ্ট্রেষু তু দুর্বলেষু মদস্ত্রাঘাতমাসাদ্য মর্তুমুদ্যতেষু দয়ৈবেয়মিতি তত্রাহ—ক্ষুদ্রমিতি। নৈতে তব বিবেকদয়ে কিন্তু শোকমোহাবেব। তৌ চ মনসো দৌর্বল্যব্যঞ্জকৌ। তস্মাৎ হৃদয়-দৌবল্যমিদং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ, পরান্ শত্রূন্ তাপয়ন্ যুধ্যস্ব ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—অরিসূদন মধুসূদন (হে শত্রুনাশন মধুসূদন !), অহং (আমি) কথং (কিপ্রকারে) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ (পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণের প্রতি) ইষুভিঃ (বাণসমূহদ্বারা) প্রতিযোৎস্যামি (প্রতিযুদ্ধ করিব ?) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—হে অরিনিসূদন মধুসূদন আমি কিপ্রকারে রণে প্রবৃত্ত হইয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণ-গুরুর প্রতি বাণ যোজনা করিব ? ৪ ॥

টীকা—ননু প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রম ইতি ধর্মশাস্ত্রম্ ; অতোঽহং যুদ্ধান্নিবর্ত্তে ইত্যাহ—কথমিতি। প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎস্যে। নন্বেতৌ যুধ্যেতে তর্হি অনয়োঃ প্রতিযোদ্ধা ভবিতুং ত্বং কিং ন শক্নোষি ? সত্যং, ন শক্নোম্যেবেত্যাহ—পূজার্হাবিতি। অনয়োশ্চরণেষু ভক্ত্যা কুসুমান্যেব দাতুমর্হামি, ন তু ক্রোধেন তীক্ষ্ণশরানিতি ভাবঃ। ভো বয়স্য, কৃষ্ণ, ত্বমপি শত্রূনেব যুদ্ধে হংসি, ন তু সান্দীপনিং স্বগুরুং, নাপি বন্ধূন্ যদূনিত্যাহ—হে মধুসূদনেতি। ননু মধবো যদব এব তত্রাহ—হে অরিসূদন, মধুর্নাম দৈত্যো যস্তবারিরিতি ব্রবীমীতি ॥ ৪ ॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—মহানুভাবান্ (মহানুভাব) গুরূন্ (গুরুবর্গকে) অহত্বা (বধ না করিয়া) হি (নিশ্চয়) ইহ লোকে (এই জগতে) ভৈক্ষ্যম্

অপি (ভিক্ষালব্ধ অন্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল); তু (কিন্তু) গুরূন্ (গুরুবর্গকে) হত্বা (বধ করিয়া) ইহ এব (ইহলোকেই) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (রক্তলিপ্ত) অর্থকামান্ ভোগান্ (অর্থ ও কামাদি-ভোগ্যবস্তুসমূহ) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—মহানুভব গুরুগণকে বধ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ করাই ভাল। গুরুহত্যা করিলে রুধিরাক্ত কাম ও অর্থ উপভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

টীকা—নন্বেবং তে যদি স্বরাজ্যেঽস্মিন্নাস্তি জিঘৃক্ষা, তর্হি কয়া বৃত্ত্যা জীবিষ্যসীত্যত্রাহ—গুরূন্ অহত্বা গুরুবধং অকৃত্বা ভৈক্ষ্যং ক্ষত্রিয়ৈর্বিগীতমপি ভিক্ষয়া প্রাপ্তমন্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। ঐহিক-দুর্যশোলাভেঽপি পারত্রিকমঙ্গলং তু নৈব স্যাদিতি ভাবঃ। ন চৈতে গুরবোঽবলিপ্তাঃ কার্যাকার্যমজানন্তশ্চাধার্মিকদুর্যোধনাদ্যনুগতাস্ত্যাজ্যা এব ; যদুক্তং—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥" ইতি বাচ্যম্, ইত্যাহ—মহানুভাবানিতি। কালকামাদয়োঽপি যৈর্বশীকৃতাস্তেষাং ভীষ্মাদীনাং কুতস্তদ্দোষসম্ভব ইতি ভাবঃ। নন্থ "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥" ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণৈবোক্তম্, অতঃ সাম্প্রতমর্থকামত্বাদেতেষাং মহানুভাবত্বং প্রাক্তনং বিগলিতম্? সত্যম্; তদপ্যেতান্ হতবতো মম দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ—অর্থকামান্ অর্থলুব্ধান্ অপ্যেতান্ গুরূন্ হত্বা অহং ভোগান্ ভুঞ্জীয় কিন্ত্বেতেষাং রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রলিপ্তানেব। অয়মর্থঃ—এতেষাম্ অর্থলুব্ধত্বেঽপি মদ্গুরুত্বমস্ত্যেব ; অতএব এতদ্বধে সতি গুরুদ্রোহিণো মম খলু ভোগো দুষ্কৃতিমিশ্রঃ স্যাদিতি ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্বা (যদ্যপি) [বয়ং] জয়েম (আমরা জয় করি), যদি বা (অথবা) [এতে] (ইহারা) নঃ (আমাদিগকে) জয়েয়ুঃ (জয় করুক্), নঃ (আমাদের) এতৎ কতরৎ (ইহার মধ্যে কোন্‌টী) গরীয়ঃ (অধিক মঙ্গলকর) ন চ বিদ্মঃ (জানি না); যান্ এব (যাঁহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (বাঁচিতে ইচ্ছা করি না), তে (সেই) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ) প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (উপস্থিত) ॥৬॥

মর্মানুবাদ—ফলতঃ এই সমরে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টি গৌরবান্বিত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না ; কেননা, যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে অবস্থিত ॥ ৬ ॥

টীকা—কিঞ্চ, গুরুদ্রোহে প্রবৃত্তস্যাপি মম জয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদিত্যপি ন জ্ঞায়তে ইত্যাহ—ন চৈতদিতি। তথাপি নোঽস্মাকং কতরৎ জয়পরাজয়য়োর্মধ্যে কিং খলু গরীয়ঃ অধিকতরং ভবিষ্যতি, এতন্ন বিদ্মঃ, তদেব পক্ষদ্বয়ং দর্শয়তি—এতান্ বয়ং জয়েম, নোঽস্মান্ বা এতে জয়েয়ুঃ ইতি। কিঞ্চ, জয়োঽপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানেবেতি ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (স্বাভাবিক-ধারণা-পরিত্যাগরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত-স্বভাব) ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্মাধর্ম-বিষয়ে সন্দিগ্ধ-চিত্ত) [অহং] (আমি) ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি), মে (আমার পক্ষে) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) স্যাৎ (হইবে), তৎ (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চয় করিয়া) ব্রূহি (বলুন)। অহং (আমি) তে (আপনার) শিষ্যঃ (শিষ্য) [অতঃ] (অতএব) ত্বাং প্রপন্নং (আপনার শরণাগত), মাং (আমাকে) শাধি (শিক্ষাপ্রদান করুন্) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—এক্ষণে আমি ধর্মবিমূঢ়চিত্ত এবং স্বাভাবিক বীরভাব-পরিত্যাগরূপ কার্পণ্যদোষে অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহাই নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দিউন। আমি আপনার শিষ্য, আপনারই শরণাপন্ন হইলাম ॥ ৭ ॥

টীকা—ননু তর্হি সোপপত্তিকং শাস্ত্রার্থং ত্বমেব ব্রুবাণঃ ক্ষত্রিয়ো ভূত্বা ভিক্ষাটনং নিশ্চিনোষি, তর্হ্যলং মদুক্ত্যেতি তত্রাহ—কার্পণ্যেতি। স্বাভাবিকস্য শৌর্যস্য ত্যাগ এব মে কার্পণ্যম্। ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিরিত্যতো ধর্মব্যবস্থায়ামপ্যহং মূঢ়বুদ্ধিরেবাস্মি। অতস্ত্বমেব নিশ্চিত্য শ্রেয়ো ব্রূহি। ননু মদ্বাচস্ত্বং পণ্ডিতমানিত্বেন খণ্ডয়সি চেৎ, কথং ব্রূয়াম্? তত্রাহ—শিষ্যস্তেঽহমস্মি, নাতঃ পরং বৃথা খণ্ডয়ামীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভূমৌ (ভূমণ্ডলে) অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টক) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরাণাম্ আধিপত্যং চ (এবং দেবগণের উপর আধিপত্য)

অপি অবাপ্য (পাইয়াও) যৎ (যে-কর্ম) মম (আমার) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উচ্ছোষণং (অতিশোষণকর) শোকম্ (শোক) অপনুদ্যাৎ (অপনোদন করিবে) [তৎ] (তাহা) [অহং] ন হি প্রপশ্যামি (আমি সম্যগ্ দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—পৃথিবীর নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য ও দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও এই যে-শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে পরিশোষণ করিবে, তাহা অপনোদনের আমি কোন উপায় দেখিতে পাই না ॥ ৮ ॥

টীকা—নন্থ ময়ি তব সখ্যভাব এব, ন তু গৌরবম্, অতস্ত্বাং কথমহং শিষ্যং করোমি, তস্মাদ্ যত্র তব গৌরবং তং কমপি দ্বৈপায়নাদিকং প্রপদ্যস্বেত্যত আহ—ন হীতি। মম শোকমপনুদ্যাৎ দূরীকুর্যাদেবং জনং **ন** প্রকর্ষেণ পশ্যামি ত্রিজগত্যেকং ত্বাং বিনা। স্বস্মাদধিকবুদ্ধিমন্তং বৃহস্পতিমপি **ন** জানামীত্যতঃ শোকার্ত এব খলু কং প্রপদ্যেয় ইতি ভাবঃ। যদ্ যতঃ শোকাদীন্দ্রিয়াণাম্ উৎশোষং মহা-নিদাঘাং ক্ষুদ্র-সরসামিব উৎকর্ষেণ শোষো ভবতি। নন্থ তর্হি সাম্প্রতং ত্বং শোকার্ত এব খলু যুধ্যস্ব, ততশ্চৈতান্ জিত্বা রাজ্যং প্রাপ্তবতস্তব রাজ্যভোগাভিনিবেশেনৈব শোকোহপযাস্যতীত্যত আহ—অবাপ্যেতি। ভূমৌ নিষ্কণ্টকং রাজ্যং স্বর্গে সুরাণামাধিপত্যং বা প্রাপ্যাপি স্থিতস্য মমেন্দ্রিয়াণামেতদুচ্ছোষণমেবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)—পরন্তপঃ (শত্রুতাপন), গুড়াকেশঃ (জিতেন্দ্রিয় অর্জুন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) এবম্ উক্ত্বা

(এইরূপ বলিবার পর) [অহং] (আমি) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং (মৌনী) বভূব হ (হইলেন) ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন,—অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ অর্জুন "গোবিন্দ, আমি যুদ্ধ করিব না" হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র !) হৃষীকেশঃ (হৃষীকেশ) প্রহসন্ ইব (প্রসন্নমুখ হইয়া) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয়সেনার মধ্যে) বিষীদন্তং (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (অর্জুনকে) ইদং বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুবাদ—হে ধৃতরাষ্ট্র, তখন উভয়-পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত পার্থকে হৃষীকেশ সহাস্যে এই কথা কহিলেন ॥ ১০ ॥

টীকা—অহো তবাপ্যেতাবান্ খল্ববিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অনৌচিত্যপ্রকাশেন লজ্জাম্বুধৌ নিমজ্জয়ন্, ইবেতি তদানীং শিষ্যভাবং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাস্যমনুচিতমিত্যধরোষ্ঠনিকুঞ্চনেন হাস্যমাবৃণ্বংশ্চেত্যর্থঃ। হৃষীকেশ ইতি পূর্ব্বং প্রেম্নৈবার্জুন-বাঙ্নিয়ম্যোঽপি সাম্প্রতমর্জুন-হিতকারিত্বাৎ প্রেম্নৈবার্জুনমনো-নিয়ন্তাপি ভবতীতি ভাবঃ। সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে ইত্যর্জুনস্য বিষাদো ভগবতা প্রবোধশ্চ, উভাভ্যাং সেনাভ্যাং সামান্যতো দৃষ্ট এবেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ (যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহাদের জন্য) অন্বশোচঃ (শোক করিতেছ), প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে (পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ); [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) গতাসূন্ (মৃত) অগতাসূন্ চ (ও জীবিত বন্ধুগণের নিমিত্ত) ন অনুশোচন্তি (অনুশোচনা করেন না) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ বলিলেন,—অর্জুন, তুমি জ্ঞানবান্‌দিগের ন্যায় বাক্য বলিয়াও অশোচ্য-বিষয়ে শোক করিতেছ; কেননা, পণ্ডিতগণ কি মৃত, কি জীবিত, কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না ॥ ১১ ॥

টীকা—ভো অর্জুন, তবায়ং বন্ধুবধহেতুকঃ শোকো ভ্রমমূলক এব; তথা কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে ইত্যাদিকো বিবেকশ্চাপ্রজ্ঞা-মূলক এবেত্যাহ—অশোচ্যান্ শোকানর্হানেব ত্বমন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি। তথা ত্বাং প্রবোধয়ন্তং মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ ভাষসে, প্রজ্ঞায়াং সত্যামেব যে বাদাঃ 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদীনি বাক্যানি তান্ ভাষসে; ন তু তব কাপি প্রজ্ঞা বর্ততে ইতি ভাবঃ। যতঃ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ গতাসূন্ গতা নিঃসৃতা ভবন্ত্যসবো যেভ্যঃ তান্ স্থূলদেহান্ ন শোচন্তি, তেষাং নশ্বরস্বভাবত্বাদিতি ভাবঃ। অগতাসূন্ অনিঃসৃতপ্রাণান্ সূক্ষ্ম-দেহানপি ন শোচন্তি, তে হি মুক্তেঃ পূর্বং নশ্বরা এব, উভয়েষামপি তথা তথা স্বভাবস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। মূর্খাস্তু পিত্রাদিদেহেভ্যঃ প্রাণেষু নিঃসৃতেষ্বেব শোচন্তি, সূক্ষ্মদেহাংস্তু ন, তে প্রায়ঃ পরিচিন্বন্ত্যতস্তৈরলম্। এতে হি সর্বে ভীষ্মাদয়ঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতা আত্মান এব। আত্মনাস্তু

নিত্যত্বাত্তেষু শোক-প্রবৃত্তিরেব নাস্তীত্যতস্ত্বয়া যৎপূর্বমর্থ-শাস্ত্রাৎ ধর্মশাস্ত্রং বলবদিত্যুক্তং, তত্র ময়া তু ধর্মশাস্ত্রাদপি জ্ঞানশাস্ত্রং বলবদিত্যুচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্ (ছিলাম না), [ইতি] (ইহা) তু (কিন্তু) ন এব (নহে), ত্বং ন [আসীঃ] (তুমি ছিলে না) [ইতি ন] (ইহা নহে), ইমে (এই) জনাধিপাঃ (নরপতি-গণ) ন [আসন্] (ছিলেন না) [ইতি ন] (ইহা নহে), অতঃপরং চ (এবং অতঃপর) বয়ং সর্বে (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি] ন এব (ইহাও নহে) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ - আত্মা—অবিনাশী, অতএব শোকের কোন কারণ নাই। আত্মা দ্বিবিধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। আমি—পরমাত্মা, তুমি ও এই নৃপতিবর্গ সকলেই—জীবাত্মা। আমি, তুমি ও এইসকল রাজা পূর্বে যে ছিল না, এমন নয় ; পরে যে থাকিবে না, তাহাও নয় অর্থাৎ আমরা সকলেই এখনও আছি, পূর্বে ছিলাম, পরেও থাকিব ॥ ১২ ॥

টীকা—অথবা সখে ত্বামহমেবং পৃচ্ছামি ; কিঞ্চ, প্রীত্যাস্পদস্য মরণে দৃষ্টে সতি শোকো জায়তে তত্রেহ প্রীত্যাস্পদমাত্মা দেহো বা। "সর্বেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভ" ইতি শুকোক্তেরাত্মৈব প্রীত্যাস্পদমিতি চেত্তর্হি জীবেশ্বরভেদেন দ্বিবিধস্যৈবাত্মনো নিত্যত্বাদেব মরণাভাবাদাত্মা শোকস্য বিষয়ো নেত্যাহ—ন ত্বেবাহমিতি। অহং পরমাত্মা জাতু কদাচিদপি পূর্বং নাসমিতি ন, অপি ত্বাসমেব। তথা ত্বমপি জীবাত্মা আসীরেব। তথেমে জনাধিপা রাজানশ্চ জীবাত্মানঃ

আসন্নেব ইতি প্রাগভাবাভাবে দর্শিতঃ। তথা সর্বে বয়ম্ অহং ত্বম্ ইমে জনাধিপাশ্চ অতঃপরং ন ভবিষ্যামঃ ন স্থাস্যামঃ ইতি ন ; অপি তু স্থাস্যাম এবেতি ধ্বংসাভাবশ্চ দর্শিতঃ ইতি পরাত্মনো জীবাত্মনাঞ্চ নিত্যত্বাদাত্মা ন শোকবিষয় ইতি সাধিতম্। অত্র শ্রুতয়ঃ—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইত্যাদ্যাঃ ॥ ১২ ॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহাভিমানী জীবের) অস্মিন্ দেহে (এই স্থূলদেহে) [ক্রমাৎ] (ক্রমে) কৌমারং (কৌমার) যৌবনং (যৌবন) জরা (বৃদ্ধ-অবস্থা) [ভবতি] (ঘটে), তথা (তেমন) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (অন্য দেহপ্রাপ্তি) [ভবতি] (হয়) ; ধীরঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) তত্র (তাহাতে) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হ'ন না) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—যেমন দেহধারণ করিয়া এই দেহেই ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন ও জরাগ্রস্ত হইতে হয়, অথচ দেহীর অস্তিত্ব থাকে, তেমনই দেহান্তর হইলেও দেহীর অস্তিত্বের লোপ হয় না। বরং, যেমন কৌমারাবস্থান্তে যৌবন-প্রাপ্তিতে হর্ষ ও সুখের উদয় হয়, তেমনি জরাগ্রস্ত-দেহ-ত্যাগে ভগবদ্ভক্ত-আত্মার উৎকর্ষ ও হর্ষই হইয়া থাকে ; সুতরাং দেহনাশে কেহ অর্থাৎ ধীর ব্যক্তিরা শোক করেন না ॥ ১৩ ॥

টীকা—ননু চাত্মসম্বন্ধেন দেহোঽপি প্রীত্যাস্পদং স্যাৎ, দেহসম্বন্ধেন পুত্রভ্রাতাদয়োঽপি, তৎসম্বন্ধেন ন পুত্রাদয়োঽপি, অতস্তেষাং নাশে শোক স্যাদেবেতি চেদত আহ,—দেহিন ইতি। দেহিনো জীবস্যাস্মিন্ দেহে কৌমারং কৌমার-প্রাপ্তির্ভবতি ; ততঃ কৌমার-নাশানন্তরং যৌবন-

প্রাপ্তির্যৌবন-নাশানন্তরং জরাপ্রাপ্তির্যথা, তথা এব দেহান্তরপ্রাপ্তিরিতি। ততশ্চাত্মসম্বন্ধিনাং কৌমারাদীনাং প্রীত্যাস্পদানাং নাশে যথা শোকো ন ক্রিয়তে, তথা দেহস্যাপ্যাত্মসম্বন্ধিনঃ প্রীত্যাস্পদস্য নাশে শোকো ন কর্তব্যঃ। যৌবনস্য নাশে জরাপ্রাপ্তৌ শোকো জায়তে ইতি চেৎ কৌমারস্য নাশে যৌবনপ্রাপ্তৌ হর্ষোঽপি জায়তে ইতি। অতো ভীষ্মদ্রোণাদীনাং জীর্ণদেহনাশে খলু নব্যদেহান্তর-প্রাপ্তৌ তর্হি হর্ষঃ ক্রিয়তামিতি ভাবঃ; যদ্বা, একস্মিন্নপি দেহে কৌমারাদীনাং যথা প্রাপ্তিস্তথৈবৈকস্যাপি দেহিনো জীবস্য নানাদেহানাং প্রাপ্তিরিতি ॥ ১৩ ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় ! শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন !), মাত্রাস্পর্শাঃ তু (বিষয়সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংস্পর্শ) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখপ্রদান করে), [তে] (তাহারা) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশশীল) [অতএব] অনিত্যাঃ (অনিত্য) ; ভারত (হে ভারত !) তান্ (সেই সকলকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য কর) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অনুভব-বিষয় সুখদুঃখদায়ক শীত-গ্রীষ্ম—অনিত্য। হে কুন্তীপুত্র, এই সকল সহ্য করাও শাস্ত্র-বিহিত ধর্ম। যুদ্ধ—ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ ধর্ম ; তাহা পরিত্যাগ করিলে কালে মহান্ অনর্থের সংঘটন হইতে পারে ॥ ১৪ ॥

টীকা—ননু সত্যমেব তত্ত্বং, তদপ্যবিবেকিনো মম মন এবানর্থকারি বৃথৈব শোকমোহব্যাপ্তং দুঃখয়তীতি ; তত্র ন কেবলম্ একং মন এব, অপি তু মনসো বৃত্তয়োঽপি সর্বাস্ত্বগাদীন্দ্রিয়রূপাঃ স্ব-স্ববিষয়ানুভাবা অনর্থকারিণ্য ইত্যাহ—মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াস্তেষাং স্পর্শাঃ অনুভবাঃ।

শীতোষ্ণেতি, আগমাপায়িন ইতি,—যদেব শীতলজলাদিকমুষ্ণকালে সুখদং, তদেব শীতকালে দুঃখদমতোঽনিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চ ; তান্ বিষয়ানুভবান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব ; তেষাং সহনমেব শাস্ত্রবিহিতো ধর্মঃ। ন হি মাঘে মাসি জলস্য দুঃখদত্ব-বুদ্ধ্যৈব শাস্ত্রে বিহিতঃ স্নানরূপো ধর্মস্ত্যজ্যতে। ধর্ম এব কালে সর্বানর্থনিবর্তকো ভবতি ; এবমেব যে পুত্রভ্রাত্রাদ্যাঃ উৎপত্তিকালে ধনাদ্যুপার্জনকালে চ সুখদাস্ত এব মৃত্যুকালে দুঃখদা আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তানপি তিতিক্ষস্ব ; ন তু তদনুরোধেন যুদ্ধরূপঃ শাস্ত্রবিহিতঃ স্বধর্মস্ত্যাজ্যঃ। বিহিতধর্মানাচরণং খলু কালে মহানর্থকৃদেব ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ !), এতে (এই সকল মাত্রাস্পর্শ) সমদুঃখসুখং (দুঃখে সুখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যে-ধীর ব্যক্তিকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করিতে পারে না) সঃ (তিনি) হি (নিশ্চয়ই) অমৃতত্বায় (অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভের) কল্পতে (যোগ্য হ'ন) ॥১৫ ॥

মর্মানুবাদ—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যে-পুরুষ শীতোষ্ণাদিদ্বারা ব্যথিত না হন, সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, সেই ধীর ব্যক্তি অমৃতত্বে অর্থাৎ মোক্ষত্বে নীত হইবার যোগ্য ॥ ১৫ ॥

টীকা—এবং বিচারেণ তত্তৎসহনাভ্যাসে সতি তে বিষয়ানুভবাঃ কালে কিল নাপি দুঃখয়ন্তি। যদি চ ন দুঃখয়ন্তি, তদাত্মমুক্তিঃ স্বপ্রত্যাসন্নৈবেত্যাহ—যমিতি। অমৃতত্বায় মোক্ষায় ॥ ১৫ ॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অসতঃ (অনাত্মধর্মত্বহেতু অসৎ অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্যতে (নাই) সতঃ (নিত্য বস্তুর আত্মার) অভাবঃ (বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই)। তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বদর্শিগণকর্তৃক) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (অনিত্য ও নিত্য এতদুভয়েরই) তু (কিন্তু) অন্তঃ (তত্ত্ব) দৃষ্টঃ (পর্যালোচিত হইয়াছে) ॥ ১৬

মর্মানুবাদ—শোক-মোহাদি অনাত্ম-ধর্ম কেবল দেহকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ; আত্মস্বরূপ জীবে তাহাদের সত্তা নাই। সৎস্বরূপ জীবের নাশ হইতে পারে না। অতএব তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎকে এইরূপ পৃথক্ করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন জীবাত্মাস্বরূপ ভীষ্মাদির দেহমাত্র—নশ্বর ; তাঁহাদের স্বরূপতঃ নাশ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

টীকা—এতচ্চ বিবেকদশানধিরূঢ়ান্ প্রতি উক্তম্ ; বস্তুতস্তু "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতেঃ, জীবাত্মনশ্চ স্থূলসূক্ষ্মদেহাভ্যাং তদ্ধর্মৈঃ শোকমোহাদিভিশ্চ সম্বন্ধো নাস্ত্যেব ; তৎসম্বন্ধস্যাবিদ্যা-কল্পিতত্বাদিত্যাহ —নেতি। অসতঃ অনাত্মধর্মত্বাদাত্মনি জীবে অবর্তমানস্য, শোকমোহাদেস্তদাশ্রয়স্য দেহস্য চ ভাবঃ সত্তা নাস্তি। তথা সতঃ সত্যরূপস্য জীবাত্মনোঽভাবো নাশো নাস্তি। তস্মাদুভয়োরেতয়োরসৎসতোরন্তো-নির্ণয়োঽয়ং দৃষ্টঃ। তেন ভীষ্মাদিষু ত্বদাদিষু চ জীবাত্মসু সত্যত্বাদ-নশ্বরেষু দেহদৈহিক-বিবেকশোকমোহাদয়ো নৈব সন্তীতি। কথং ভীষ্মাদয়ো নঙ্ক্ষ্যন্তি, কথং বা তাংস্ত্বং শোচসীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং সর্বং [শরীরং] (এই সকল শরীর) ততং (ব্যাপ্ত), তৎ (সেই আত্মাকে) তু অবিনাশি (বিনাশ-রহিত) বিদ্ধি (জানিও) ; কশ্চিৎ (কেহই) অব্যয়স্য অস্য (এই অব্যয় আত্মার) বিনাশং (বিনাশ) কর্তুং (করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ নহে)॥ ১৭॥

মর্মানুবাদ - যিনি—অবিনাশী জীব, তিনি আত্মরূপে মনুষ্যের সকল শরীর ব্যাপিয়া আছেন এবং অতি-সূক্ষ্ম পরমাণু-পরিমাণ হইলেও সম্পূর্ণ-দেহ-পুষ্টিকারক মহৌষধের ন্যায় তাঁহার সর্বশরীরে ব্যাপকতা-শক্তি আছে। তিনি স্বর্গ, নরক ও নানা যোনি পরিভ্রমণ করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে 'সর্বগ' বলা যায়। তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য ; তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না॥ ১৭॥

টীকা—নাভাবো বিদ্যতে সত ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি—অবিনাশীতি। তৎ জীবাত্মস্বরূপং যেন সর্বমিদং শরীরং ততং ব্যাপ্তম্। ননু শরীরমাত্রব্যাপী চৈতন্যত্বে জীবাত্মনো মধ্যমপরিমাণত্বেনানিত্যত্ব-প্রসক্তিঃ নৈবং, "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ ; "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণং পঞ্চধা সংবিবেশ" ইতি, "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" ইতি। "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরেঽপি দৃষ্টঃ" ইতি শ্রুতিভ্যশ্চ তস্য পরমাণু-পরিমাণত্বমেব। তদপি সম্পূর্ণদেহব্যাপিশক্তিমত্ত্বং জতুজটিতস্য মহামণের্মহৌষধখণ্ডস্য বা শিরস্যুরসি বা ধৃতস্য সম্পূর্ণদেহপুষ্টিকরণশক্তি-মত্ত্বমিব নাসমঞ্জসম্। স্বর্গ নরক-নানাযোনিষু গমনঞ্চ তস্যোপাধিপার-বশ্যাদেব। তদুক্তং প্রাণমধিকৃত্য দত্তাত্রেয়েণ—"যেন সংসরতে পুমান্"

ইতি। অতএবাস্য সর্বগতত্বমপ্যগ্রিম-শ্লোকে বক্ষ্যমাণং নাসমঞ্জসম্। অতএবাব্যয়স্য নিত্যস্য—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতেঃ; যদ্বা, নম্থ দেহো জীবাত্মা পরমাত্মেত্যেতদ্বস্তুত্রিকং মনুষ্যতির্যগাদিষু সর্বত্র দৃশ্যতে, তত্রাদ্যয়োর্দেহজীবয়োস্তত্বং "নাসতো বিদ্যতে ভাব" ইত্যনেনোক্তম্; তৃতীয়স্য পরমাত্মবস্তুনঃ কিং তত্ত্বমিত্যত আহ—অবিনাশি ত্বিতি। তু—ভিন্নোপক্রমে; পরমাত্মনো মায়াজীবাভ্যাং স্বরূপতঃ পার্থক্যাৎ ইদং জগৎ ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যস্য (নিত্য) অনাশিনঃ (অবিনাশী,) অপ্রমেয়স্য (অপরিমেয়) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (সুখদুঃখধর্মযুক্ত এই দেহসমূহ) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে); ভারত (হে অর্জুন!), তস্মাৎ (সেই হেতু) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—এইসকল শরীর—অনিত্য, কিন্তু শরীর-জীবাত্মা—অবিনাশী। সেই জীব বা জীবাত্মা—অতিসূক্ষ্মত্ব-হেতু অপরিমেয়। অতএব হে ভারত, তুমি শাস্ত্র-বিহিত স্বধর্ম পরিত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

টীকা—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি—অন্তবন্ত ইতি। শরীরিণো জীবস্য অপ্রমেয়স্য অতি-সূক্ষ্মত্বাদ্দুর্জ্ঞেয়স্য। তস্মাদ্ যুধ্যস্বেতি শাস্ত্রবিহিতস্য স্বধর্মস্য ত্যাগোঽনুচিত ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (নাশ-কর্তা) বেত্তি (জানেন) যঃ চ (এবং যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হতং (হত বলিয়া) মন্যতে (মনে করেন), তৌ উভৌ (তাঁহারা উভয়েই) [আত্মতত্ত্ব] ন বিজানীত (জানেন না) , [যস্মাৎ] (যেহেতু) অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না) ন হন্যতে (অথবা হত হন না)১৯॥

মর্মানুবাদ—যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মাকে হনন করেন এবং যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মকর্তৃক হত হন, তিনি কিছুই জানেন না। জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্তৃক হত হন না। বয়স্য অর্জুন ! তুমি আত্মা ; তুমি হনন-কর্তা নও এবং হতও হইতে পার না ; অজ্ঞজনকর্তৃক গুরুজনহন্তা বলিয়া তুমি যে অযশঃ লাভ করিবে, এরূপ ভয়েরও প্রয়োজন নাই ॥ ১৯ ॥

টীকা—ভো বয়স্য অর্জুন, ত্বমাত্মা, ন হন্তেঃ কর্তা, নাপি হন্তেঃ কর্ম ইত্যাহ—য ইতি। এনং জীবাত্মানং হন্তারং বেত্তি ; ভীষ্মাদীনর্জুনো হন্তীতি যো বেত্তীত্যর্থঃ। হতমিতি ভীষ্মাদিভিরর্জুনো হন্যতে ইতি যো বেত্তি, তাবুভাবপ্যজ্ঞানিনৌ। অতোঽর্জুনোঽয়ং গুরুজনং হন্তীতি অজ্ঞানিলোকগীতাদ্ দুর্যশসঃ কা তে ভীতিরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জন্মেন না) বা ন ম্রিয়তে (বা মরেন না), ভূত্বা বা (কিম্বা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনর্বার) ন ভবিতা (উৎপন্ন হ'ন না)। অয়ং (এই

আত্মা) অজঃ (জন্মরহিত), নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ), শাশ্বতঃ (ক্ষয়-বিহীন), পুরাণঃ (রূপান্তররহিত), শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (আত্মা বিনষ্ট হ'ন না) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ-জীবাত্মা—অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল-কালেই বর্তমান ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয় তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারে না ; তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই ; অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি হয় না ; তিনি—পুরাতন, অথচ নিত্য নবীন ; তিনি হত হ'ন না ; জন্ম-মরণশীল শরীরের সহিত তাঁহার কোন স্বরূপ-সম্বন্ধ নাই ॥ ২০ ॥

টীকা—জীবাত্মনো নিত্যত্বং স্পষ্টতয়া সাধয়তি—'ন জায়তে, ম্রিয়তে' ইতি জন্মমরণয়োর্বর্তমানত্ব-নিষেধঃ। 'নায়ং ভূত্বা ভবিতেতি তয়োর্ভূতত্ব-ভবিষ্যত্ব-নিষেধঃ। অতএব 'অজঃ' ইতি কালত্রয়েঽপ্যজস্য জন্মাভাবাৎ নাস্য প্রাগভাবঃ। শাশ্বতঃ শশ্বৎ সর্বকাল এব বর্ততে ইতি নাস্য কালত্রয়েঽপি ধ্বংসঃ ; অতএবায়ং নিত্যঃ। তর্হি বহুকালস্থায়িত্বাৎ জরাগ্রস্তোঽয়মিতি চেন্ন, পুরাণঃ পুরাপি নবঃ প্রাচীনোঽপ্যয়ং নবীন ইবেতি ষড়্ভাববিকারাভাবাদিতি ভাবঃ। নন্থ শরীরস্য মরণাদৌপ-চারিকন্তু মরণমস্যাস্তু ? তত্রাহ—নেতি। শরীরেণ সহ সম্বন্ধাভাবা-ন্নোপচারঃ ॥ ২০ ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে পার্থ!), যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই আত্মাকে নিত্যম্ (নিত্য), অজম্ (জন্মরহিত), অব্যয়ম্ (অক্ষয়), অবিনাশিনং (অবিনাশী) বেদ (জানেন), সঃ পুরুষঃ (সেই ব্যক্তি) কথং (কি-

প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান্) [বা] কং হন্তি (কাহাকে বধ করেন ?) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—জীবকে যে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ! সে পুরুষ কি কাহাকেও হত্যা করে ? না, হত্যা করিতে আজ্ঞা করে ? ২১ ॥

টীকা—অত এবম্ভূতজ্ঞানে সতি ত্বং যুধ্যমানোঽপি অহং যুদ্ধে প্রেরয়ন্নপি দোষভাজৌ নৈব ভবাব ইত্যাহ—বেদেতি। নিত্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ; অবিনাশিনমিতি, অজমিতি অব্যয়মিতি, এতৈর্বিনাশজন্মাপক্ষয়াঃ নিষিদ্ধাঃ। স পুরুষো মল্লক্ষণঃ কং ঘাতয়তি, কথং বা ঘাতয়তি, তথা স পুরুষস্ত্বল্লক্ষণঃ কং হন্তি, কথং বা হন্তি ? ২১ ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

অন্বয় নরঃ (মানব) যথা (যেরূপ) জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণ বস্ত্রসমূহ) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অপরাণি (অপর) নবানি [বস্ত্রাণি] (নূতন বস্ত্রসকল) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে), তথা (তদ্রূপ) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি (জীর্ণ দেহসকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (অন্য নূতন দেহসকল) সংযাতি (প্রাপ্ত হয়) ॥২২॥

মর্মানুবাদ—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব-বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

টীকা—নন্থ মদীয়যুদ্ধাৎ ভীষ্মসংজ্ঞক-শরীরস্ত জীবাত্মা ত্যক্ষত্যেব ইত্যতস্তঞ্চাহঞ্চ তত্র হেতু ভবাব এবেত্যত আহ—বাসাংসীতি। নবীনং বস্ত্রং পরিধাপয়িতুং জীর্ণবস্ত্রস্ত ত্যাজনে কশ্চিৎ কিং দোষো ভবতীতি ভাবঃ; তথা শরীরাণীতি,—ভীষ্মো জীর্ণশরীরং পরিত্যজ্য দিব্যং নব্যমন্যৎ শরীরং প্রাপ্স্যতীতি কস্তব বা মম বা দোষো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শস্ত্রাণি (অস্ত্রশস্ত্রসমূহ) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করিতে পারে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং (ইঁহাকে) ন দহতি (দগ্ধ করিতে পারে না), আপঃ (জল) এনং (ইঁহাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (ক্লেদযুক্ত করিতে পারে না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) [এনং] ন শোষয়তি (ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হ'ন না, অগ্নিতে দগ্ধ হ'ন না, জলে ক্লেদিত হ'ন না এবং বায়ুদ্বারাও শুষ্ক হ'ন না ॥ ২৩ ॥

টীকা—ন চ যুদ্ধে ত্বয়া প্রযুক্তেভ্যঃ শস্ত্রাস্ত্রেভ্যঃ কাপ্যাত্মনো ব্যথা সম্ভবেদিত্যাহ—নৈনমিতি। শস্ত্রাণি খড়গাদীনি পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রমপি যুষ্মদাদিপ্রযুক্তম্। আপঃ পার্জন্যাস্ত্রমপি মারুতো বায়ব্যমস্ত্রম্ ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছেদনের অযোগ্য), অয়ম্ (আত্মা) অদাহ্যঃ (দগ্ধ হইবার অযোগ্য), অক্লেদ্যঃ (ক্লিন্ন হইবার অযোগ্য), অশোষ্যঃ এব চ (এবং অশোষণীয়) । অয়ম্ (এই আত্মা) নিত্যঃ (নিত্য), সর্বগতঃ (সর্বব্যাপক), স্থাণুঃ (স্থিরস্বভাব), অচলঃ (অচল), সনাতনঃ (অনাদি) । অয়ম্ (আত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অয়ম্ (আত্মা) অচিন্ত্যঃ (চিন্তার অতীত) অয়ম্ (আত্মা) অবিকার্যঃ (বিকাররহিত) উচ্যতে (কথিত হয়); তস্মাৎ (তজ্জন্য) এনম্ (এই আত্মাকে) এবং (এইরূপ) বিদিত্বা (অবগত হইয়া) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (অনুশোচনা করা উচিত নহে) ॥ ২৪-২৫ ॥

মর্মানুবাদ—এই জীবাত্মা – অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য ; ইনি—নিত্য, সর্বগত, স্থাণু ও অচল অর্থাৎ স্থিরতর ; ইনি—সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ; ইনি—অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে 'অব্যক্ত' বলি ; তথাপি দেহব্যাপি-ধর্মবশতঃ তাঁহাকে 'অচিন্ত্য' বলা যায়। জন্মাদি ষড়্‌বিকারের অযোগ্য বলিয়া তাঁহাকে 'অবিকার্য' বলা যায়। জীবাত্মাকে এই-প্রকারে অবগত হইয়া তোমার শোক পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকা—তস্মাদাত্মায়মেবমুচ্যত ইত্যাহ—অচ্ছেদ্য ইতি। অত্র প্রকরণে জীবাত্মনো নিত্যত্বস্য শব্দতোঽর্থতশ্চ পৌনরুক্ত্যং নির্ধারণপ্রয়োজকং সন্দিগ্ধধীষু জ্ঞেয়ম্। যথা কলাবস্মিন্ ধর্মোঽস্তি ধর্মোঽস্তীতি ত্রিচতুর্ধা-প্রয়োগাৎ ধর্মোঽস্ত্যেবেতি নিঃসংশয়া প্রতীতিঃ স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। সর্বগতঃ স্বকর্মবশাৎ দেবমনুষ্যতির্যগাদি-সর্বদেহগতঃ। স্থাণুরচল ইতি পৌনরুক্ত্যং স্থৈর্যনির্ধারণার্থম্। অতিসূক্ষ্মত্বাদব্যক্তস্তদপি দেহব্যাপিচৈতন্যত্বাদচিন্ত্যঃ অতর্ক্যঃ। জন্মাদিষড়্‌বিকারানর্হত্বাদ-বিকার্যঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো! নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো (হে বীরবর!), অথ চ (আর যদিও) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যজাতং (সর্বদা দেহের জন্মের সহিত উৎপন্ন) বা (অথবা) নিত্যং মৃতং (সর্বদা দেহের মৃত্যুর সহিত মৃত) মন্যসে (মনে কর), তথাপি (তাহা হইলেও) ত্বং (তুমি) এনং (ইঁহার নিমিত্ত) শোচিতং (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—হে মহাবাহো, জীবকে যদি নিত্য-জাত ও নিত্য-মৃত বলিয়াই মান, তাহা হইলেও ত' তোমার আর এ-প্রকার শোক করিবার কারণ নাই ॥ ২৬ ॥

টীকা—তদেবং শাস্ত্রীয় তত্ত্বদৃষ্ট্যা ত্বামহং প্রবোধয়ামি। ব্যবহারিক-তত্ত্বদৃষ্ট্যাপি প্রবোধয়াম্যবধেহীত্যাহ—অথেতি। নিত্যজাতং দেহে জাতে সত্যেব নিত্যং নিয়তং জাতং মন্যসে। তথা দেহ এব মৃতে মৃতং নিত্যং নিয়তং মন্যসে। মহাবাহো ইতি পরাক্রমবতঃ ক্ষত্রিয়স্য তব তদপি যুদ্ধমাবশ্যকং স্বধর্মঃ। যদুক্তং (ভাঃ ১০।৫৪।৪০)—"ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্মঃ প্রজাপতিবিনির্মিতঃ। ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্ যেন ঘোরতরস্ততঃ ॥" ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) জাতস্য (জাত-ব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্য চ (মৃতব্যক্তিরও) জন্ম (জন্ম) ধ্রুবম্ (নিশ্চিত), তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) অপরিহার্যে অর্থে (অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (যোগ্য নহ) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—যখন জন্ম হইলেই কর্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কর্মফল ভোগ করিবার জন্য আবার নিশ্চিত জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তখন এমত অপরিহার্য-বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্তব্য নহে ॥ ২৭ ॥

টীকা—হি যস্মাত্তস্য স্বারম্ভক-কর্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। মৃতস্য তদ্দেহকৃতেন কর্মণা জন্মাঽপি ধ্রুবমেব। অপরিহার্যেঽর্থে ইতি মৃত্যুর্জন্ম চ পরিহর্তুমশক্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত (হে ভরতবংশাবতাংস অর্জুন !), ভূতানি (প্রাণিসমূহ) অব্যক্তাদীনি (জন্মের পূর্বাবস্থা অব্যক্ত), ব্যক্তমধ্যানি (জন্ম-মৃত্যুর মধ্যকালসময়ে ব্যক্ত) অব্যক্তনিধনানি এব (মৃত্যুর পরবর্তী-কালও অব্যক্ত) তত্র (তদ্বিষয়ে) কা পরিদেবনা (শোক-নিমিত্ত বিলাপ কেন ?) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—হে ভারত ! অপ্রকাশিত ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয়, জন্ম ও মরণ—এই অব্যবহিত-কালমধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধনপ্রাপ্ত হইলেই অব্যক্ত হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য পরিবেদনা কি ? যদিও উক্ত মতটী সাধুসম্মত নয়, তথাপি, বিচারস্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে ক্ষত্রিয়ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই কর্তব্য ॥ ২৮ ॥

টীকা—তদেবং 'জীবপক্ষে'—"ন জায়তে ন ম্রিয়তে" ইত্যাদিনা, 'দেহপক্ষে' চ "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" ইত্যনেন শোকবিষয়ং নিরাকৃত্য ইদানীমুভয়পক্ষেঽপি নিরাকরোতি—অব্যক্তেতি। ভূতানি—দেবমনুষ্য-তির্যগাদীনি ; অব্যক্তানি ন ব্যক্তং ব্যক্তিরাদৌ জন্মপূর্বকালে

যেষাং, কিন্তু তদানীমপি লিঙ্গদেহঃ স্থূলদেহশ্চ স্বারম্ভক-পৃথিব্যাদি-দ্রব্যসত্ত্বাৎ কারণাত্মনা বর্তমানোঽস্পষ্টমাসীদেবেত্যর্থঃ। ব্যক্তং ব্যক্তির্মধ্যে যেষাং তানি; ন ব্যক্তি নিধনাদনন্তরং যেষাং তানি। মহাপ্রলয়েঽপি কর্মমাত্রাদীনাং সত্ত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ ভূতানি সন্ত্যেব; তস্মাৎ সর্বভূতান্যাদ্য-ন্তরয়োরব্যক্তানি মধ্যে ব্যক্তানীত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রুতিভিঃ (ভাঃ ১০।৮৭। ২৯)—"স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো" ইতি। কা পরিদেবনা—কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ? তথাচোক্তং নারদেন (ভাঃ ১।১৩।৪৪)—"যন্মন্যসে ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন বোভয়ম্। সর্বথা হি ন শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ" ইতি ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ (বিস্ময়জনক-ভাবে) পশ্যতি (অবলোকন করেন), তথা এব চ (সেই প্রকার) অন্যঃ (অপরে) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ (আশ্চর্যভাবে) বদতি (বর্ণন করেন), অন্যঃ চ (এবং অন্য কেহ) এনম (এই আত্মাকে) আশ্চর্যবৎ (বিস্মিতভাবে) শৃণোতি (শ্রবণ করেন), কশ্চিৎ চ (আবার কেহ) শ্রুত্বা অপি (শ্রবণ করিয়াও) এনং (এই আত্মাকে) ন বেদ (জানিতে পারেন না) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্যবৎ দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্যজ্ঞানে শ্রবণ করেন, আর কেহ কেহ জানিয়া শুনিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না।

জীবাত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে এইপ্রকার ভ্রম হইতে 'জড়বাদ', 'অনিত্য-চৈতন্যবাদ' ও 'কেবলাদ্বৈতবাদ'-রূপ অনর্থ প্রসূত হইয়াছে ॥ ২৯॥

টীকা—ননু কিমিদং আশ্চর্যং ব্রূষে? কিঞ্চৈতদপ্যাশ্চর্যং যদেব প্রবোধ্যমানস্যাপ্যবিবেকো নাপযাতি ইতি তত্র সত্যমেবমেবেত্যাহ—আশ্চর্যবদিতি। এনম্ আত্মানং দেহঞ্চ তদুভয়রূপং সর্বলোকম্ ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত (হে অর্জুন!) অয়ং (এই) দেহী (আত্মা) সর্বস্য (সর্বপ্রাণীর) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ (সর্বদা) অবধ্যঃ (অবধ্য) তস্মাৎ (অতএব) সর্বাণি ভূতানি (সকল ভূতের নিমিত্ত) ত্বং শোচিতুং ন অর্হসি (তোমার শোক করা উচিত নহে) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—বস্তুতঃ দেহধারী এই জীবাত্মা নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত থাকেন, অতএব ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা অকর্তব্য ॥ ৩০ ॥

টীকা—তর্হি নিশ্চিত্য ব্রূহি,—কিমহং কুর্যাং কিংবা ন কুর্যামিতি, তত্র শোকং মা কুরু, যুদ্ধং তু কুর্বিত্যাহ—দেহীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩০ ॥

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অপি (পুনঃ) স্বধর্মম্ (স্বধর্মের প্রতি) অবেক্ষ্য চ (দৃষ্টিপাত করিয়াও) [ত্বং] বিকম্পিতুং ন অর্হসি (তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নহে)। হি (যেহেতু) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ন্যায়যুদ্ধ অপেক্ষা) অন্যৎ (অন্য) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর কর্ম) ন বিদ্যতে (নাই) ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—স্বধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, তুমি আর এ-প্রকার ভীত হইতে পার না ; কেননা, ধর্মযুদ্ধব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কর্ম আর নাই। 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ' দশাদ্বয়-ভেদে জীবের স্বধর্ম—দ্বিবিধ ; মুক্ত অবস্থায় জীবের স্বধর্ম উপাধিরহিত ; জীব জড়বদ্ধ হইলে সেই স্বধর্ম কিয়ৎপরিমাণে উপাধিযুক্ত হয়। বদ্ধ-অবস্থায় জীবের নানাবিধ অবান্তর অবস্থা আছে ; সেই অবান্তর অবস্থায় স্বধর্মেরও আকার-ভেদ অপরিহার্য। জীব যে অবস্থায় মানবশরীরে অবস্থিত। সেই অবস্থায় তাঁহার স্বধর্মটী বর্ণাশ্রম-ধর্মরূপী হইলেও সুষ্ঠু হয়। অতএব বর্ণাশ্রম-ধর্মেরই অন্য নাম —'স্বধর্ম'। ক্ষত্রিয়স্বভাব-প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ঃ হইতে পারে ? ৩১ ॥

টীকা—আত্মনো নাশাভাবাদেব বধাদ্বিকম্পিতুং ভেতুং নার্হসি। স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৩১ ॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ পার্থ (হে অর্জুন !) যদৃচ্ছয়া (অপ্রার্থিতভাবে) উপপন্নং (উপস্থিত) অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং চ (এবং উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ) ঈদৃশং (এইরূপ) যুদ্ধং (যুদ্ধ) সুখিনঃ (ভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ [এব] (ক্ষত্রিয়-গণই) লভন্তে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৩২ ॥

মর্মানুবাদ—হে পার্থ। যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অনাবৃত স্বর্গদ্বাররূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যে সকল ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী ॥ ৩২ ॥

টীকা—কিঞ্চ, জেতৃভ্যঃ সকাশাদপি ন্যায়যুদ্ধে মৃতানামধিকং সুখমতো ভীষ্মাদীন্ হত্বা তান্ প্রত্যুত স্বতোঽপ্যধিকসুখিনঃ কুর্বিত্যাহ—

যদৃচ্ছয়েতি। স্বর্গসাধনং কর্মযোগমকৃত্বাপীত্যর্থঃ। অপাবৃতম্ অপগতাবরণম্ ॥ ৩২ ॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বং (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্মযুক্ত) সংগ্রামং (যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর), ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্মং কীর্তিং চ (স্বধর্ম ও কীর্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপং (পাপ) অবাপ্স্যসি লাভ করিবে) ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ—ফলতঃ তুমি এই ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে স্বীয় ধর্ম ও কীর্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপভাগী হইবে ॥ ৩৩ ॥

টীকা—বিপক্ষে দোষানাহ—অথেতি চতুর্ভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানি চ (সকল লোকও) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (চিরকাল) অকীর্তিম্ অপি (অকীর্তিও) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে) সম্ভাবিতস্য চ (আর সম্মানিত ব্যক্তির) অকীর্তিং (অখ্যাতি) মরণাৎ (মৃত্যু অপেক্ষা) অতিরিচ্যতে (অধিক ক্লেশকর) ॥ ৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—তাহা হইলে লোকে চিরকাল তোমার অকীর্তির কথা ঘোষণা করিবে। অতি-প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্তি মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর ॥ ৩৪ ॥

টীকা—অব্যয়ামনশ্বরাম্। সম্ভাবিতস্য অতিপ্রতিষ্ঠিতস্য ॥ ৩৪ ॥

ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫॥

অন্বয়ঃ—মহারথাঃ (দুর্যোধনাদি মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়হেতু) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (প্রতিনিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবে); চ (অধিকন্তু) যেষাং (যাহাদিগের নিকট) ত্বং (তুমি) বহুমতঃ (বহু সম্মানের পাত্র) ভূত্বা (হইয়া) [সম্প্রতি যুদ্ধোপরমে] (সম্প্রতি যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে) [তেষাং] (তাহাদিগের নিকট) লাঘবং যাস্যতি (লঘুতা প্রাপ্ত হইবে)॥ ৩৫ ॥

মর্মানুবাদ—যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমানন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাকে 'লঘু' জ্ঞান করিবেন। তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছ॥ ৩৫ ॥

টীকা—যেষাং ত্বং বহুমতঃ অস্মচ্ছত্রুরর্জুনস্ত মহাশূর ইতি বহুসম্মানবিষয়ো ভূত্বা সম্প্রতি যুদ্ধাদুপারমে সতি লাঘবং যাস্যসি, তে দুর্যোধনাদয়ঃ মহারথাস্ত্বাং ভয়াদেব রণাদুপরতং মংস্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ। ক্ষত্রিয়াণাং হি ভয়ং বিনা যুদ্ধোপরতিহেতুর্বন্ধুস্নেহাদিকো নোপপদ্যত ইতি মত্বেতি ভাবঃ॥ ৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—তব (তোমার) অহিতাঃ (শত্রুগণ) তব (তোমার) সামর্থ্যং (সামর্থ্য-সম্বন্ধে) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করিয়া) বহূন্ (বহুবিধ) অবাচ্যবাদান্ চ (অকথ্য কথাসমূহও) বদিষ্যন্তি (বলিবে)। নু (ওহে !) (তোমার পক্ষে) ততঃ (তাহা হইতে) দুঃখতরং (অধিকতর দুঃখ) কিম্ (কি আছে ?) ৩৬॥

মর্মানুবাদ—তোমার বৈরিবর্গ তোমাকে কত অবক্তব্য কটু কথা

কহিবে, তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ;--তোমার পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে ? ৩৬ ॥

টীকা—অবাচ্যবাদান্ ক্লীব ইত্যাদি কটূক্তিঃ ॥ ৩৬ ॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—[ত্বং] (তুমি) হতঃ বা (যদি হত হও) স্বর্গং (স্বর্গ) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে), জিত্বা বা (অথবা জয়লাভ করিয়া) মহী (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে)। তস্মাৎ (অতএব) কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন !) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) কৃতনিশ্চয় [সন্] (কৃতনিশ্চয় হইয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥ ৩৭ ॥

মর্মানুবাদ—হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থান কর ॥ ৩৭ ॥

টীকা—নন্থ যুদ্ধে মম জয় এব ভাবীত্যপি নাস্তি নিশ্চয়ঃ। ততশ্চ কথং যুদ্ধে প্রবর্তিতব্যমিত্যত আহ—হত ইতি ॥ ৩৭ ॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখকে), লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে), জয়াজয়ৌ (জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃত্বা (সমান জ্ঞান করিয়া) ততঃ (তৎপরে) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (উদ্যোগী হও) ; এবং (এই প্রকারে) পাপং (পাপ) ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে না)॥৩৮

মর্মানুবাদ—সুখ-দুঃখ, লাভালাভ ও জয়পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে না ॥ ৩৮ ॥

টীকা—তস্মাত্তব সর্বথা যুদ্ধমেব ধর্মস্তদপি যদীমং পাপকারণমাশঙ্কসে, তর্হি মত্তঃ পাপানুৎপত্তিপ্রকারং শিক্ষিত্বা যুধ্যস্বেত্যাহ—সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তদ্ধেতু লাভালাভৌ রাজ্যলাভ-রাজ্যচ্যুতৌ অপি, তদ্ধেতু জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা বিবেকেন তুল্যৌ বিভাব্য ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবম্ভূত-সাম্যলক্ষণে জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেৎ, যদ্বক্ষ্যতে—"লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি ॥ ৩৮ ॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু ।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে পার্থ!) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে (তোমাকে) অভিহিতা (কথিত হইল), তু (কিন্তু) [অধুনা] যোগে (এক্ষণে ভক্তিযোগে) ইমাং (এই করণীয় বুদ্ধিযোগের কথা) শৃণু (শ্রবণ কর), যয়া বুদ্ধ্যা (যে ভক্তিবিষয়িণী বুদ্ধির দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হইলে) কর্মবন্ধং (কর্মবন্ধনরূপ সংসারকে) প্রহাস্যসি (প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করিতে পারিবে) ॥ ৩৯ ॥

মর্মানুবাদ—সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞান-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা কথিত হইল। এক্ষণে ভক্তিযোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি ভক্তিবিষয়িণী-বুদ্ধি-যুক্ত হইলে সংসার ক্ষয়করণে সমর্থ হইবে। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, বুদ্ধিযোগ—একটী মাত্র; যখন সেই বুদ্ধিযোগ কর্মের অবধিকে সীমা করিয়া লক্ষিত হয়, তখন তাহাকে 'কর্মযোগ' বলে; যখন কর্মসীমাকে অতিক্রম করিয়া 'জ্ঞান-সীমার' অবধি পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে 'জ্ঞানযোগ' বা 'সাংখ্যযোগ' বলে;

যখন তত্ত্বভয়-সীমা অতিক্রম করতঃ ভক্তিকে স্পর্শ করে, তখন তাহাকে 'ভক্তিযোগ' বা 'বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগ' বলে ॥ ৩৯ ॥

টীকা—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরতি—এষেতি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনেনেতি সাংখ্যং সম্যক্জ্ঞানম্। তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা কথিতা। অধুনা যোগে ভক্তিযোগে ইমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং করণীয়াং শৃণু, যয়া ভক্তিবিষয়িণ্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সহিতঃ। কর্মবন্ধং সংসারম্॥ ৩৯ ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (এই ভক্তিযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভমাত্রের নাশ) ন অস্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ [চ] ন বিদ্যতে (প্রত্যবায়ও নাই); অস্য ধর্মস্য (এই ধর্মের অর্থাৎ ভক্তিযোগের) স্বল্পমপি (অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও) মহতঃ ভয়াৎ (সংসাররূপ মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (পরিত্রাণ করিয়া থাকে) ॥ ৪০ ॥

মর্মানুবাদ—ভক্তিযোগের অভিক্রম [আরম্ভ মাত্র ও] ব্যর্থ হয় না ও তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই। তাহার স্বল্পানুষ্ঠানই অনুষ্ঠাতাকে সংসার-রূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ৪০ ॥

টীকা—অত্র যোগো দ্বিবিধঃ—শ্রবণকীর্তনাদিভক্তিরূপঃ, শ্রীভগবদর্পিতনিষ্কামকর্মরূপশ্চ। তত্র 'কর্মণ্যেবাধিকারঃ' ইত্যতঃ প্রাগ্ ভক্তিযোগ এব নিরূপ্যতে; "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন" ইত্যুক্তেঃ ভক্তেরেব ত্রিগুণাতীতত্বাৎ তয়ৈব পুরুষো নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতীত্যেকাদশস্কন্ধে প্রসিদ্ধেঃ। জ্ঞানকর্মণোস্তু সাত্ত্বিকত্ব-রাজসত্বাভ্যাং নিস্ত্রৈগুণ্যত্বানুপপত্তের্ভগবদর্পিতলক্ষণা ভক্তিস্তু কর্মণো বৈফল্যাভাবমাত্রং প্রতিপাদয়তি;

ন তু স্বস্য ভক্তিব্যপদেশং প্রাধান্যাভাবাদেব। যদি চ ভগবদর্পিতং কর্মাপি ভক্তিরেবেতি মতং তদা কর্ম কিং স্যাৎ? যদ্‌ভগবদনর্পিতং কর্ম, তদেব কর্ম ইতি চেন্ন? "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥" ইতি নারদোক্ত্যা তস্য বৈয়র্থ্যপ্রতিপাদনাৎ। তস্মাদত্র ভগবচ্চরণমাধুর্যপ্রাপ্তিসাধনীভূতা কেবলশ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণৈব ভক্তির্নিরূপ্যতে। যথা নিষ্কাম-কর্মযোগোঽপি নিরূপয়িতব্যঃ। উভাবপ্যেতৌ বুদ্ধিযোগ-শব্দবাচ্যৌ জ্ঞেয়ৌ—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইতি, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" ইতি চোক্তেঃ। অথ নির্গুণশ্রবণকীর্তনাদি-ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যমাহ—নেহেতি। ইহ ভক্তিযোগে অভিক্রমে আরম্ভমাত্রে কৃতেঽপ্যস্য ভক্তিযোগস্য নাশো নাস্তি; ততঃ প্রত্যবায়শ্চ ন স্যাৎ,—যথা কর্মযোগে আরম্ভং কৃত্বা কর্মাননুষ্ঠিতবতঃ কর্মনাশপ্রত্যবায়ৌ স্যাতামিতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি তস্য ভক্ত্যনুষ্ঠাতুঃ কামস্য সমুচিতভক্ত্যকরণাৎ ভক্তিফলং তু নৈব স্যাৎ, তত্রাহ—স্বল্পমিতি। অস্য ধর্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভসময়ে যা কিঞ্চিন্মাত্রী ভক্তিরভূৎ সাপীত্যর্থঃ, মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়ত এব। "যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদিশ্রবণাৎ, অজামিলাদৌ তথা দর্শনাচ্চ। "ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্‌ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ॥" ইতি ভগবতো বাক্যেন সহ অস্য বাক্যস্যৈকার্থমেব দৃশ্যতে। কিন্তু তত্র নির্গুণত্বাৎ ন হি গুণাতীতং বস্তু কদাচিৎ ধ্বস্তং ভবতীতি হেতুরুপন্যস্তঃ। স চেহাপি দ্রষ্টব্যঃ। ন চ নিষ্কাম-কর্মণোঽপি ভগবদর্পণমহিম্না নির্গুণত্বমেবেতি বাচ্যং, "মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ" ইতি বাক্যেন তস্য সাত্ত্বিকত্বোক্তেঃ॥ ৪০॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।

বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন !) ইহ (এই ভক্তিযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা [এব] (এক-নিষ্ঠাই) ; হি (কিন্তু) অব্যবসায়িনাং (ঈশ্বরারাধনবিমুখকামিগণের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিসমূহ) বহুশাখাঃ (বহুশাখাময়ী) অনন্তাঃ চ (এবং অনন্ত-কামনালক্ষিণী) ॥ ৪১ ॥

মর্মানুবাদ—ভক্তিযোগ দুই প্রকার— (১) শ্রবণকীর্তনাদিরূপ মুখ্য ভক্তিযোগ এবং (২) কৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম-কর্মরূপ গৌণ-ভক্তিযোগ। মুখ্য-ভক্তিযোগের আমিই একমাত্র লক্ষ্য ; অতএব তৎসম্বন্ধিনী বুদ্ধি—ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা। মদেকনিষ্ঠতা-রহিত অব্যবসায়ী লোকেরই কর্মযোগসম্বন্ধিনী বুদ্ধি হয় ; তাহা অনেক-বিষয়-নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্তকামনা-লক্ষিণী, তাহাতে কর্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে ॥ ৪১ ॥

টীকা—কিঞ্চ, সর্বাভ্যোঽপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগবিষয়িণ্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টা ইত্যাহ—ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্গুরূপদিষ্টং ভগবৎকীর্তনস্মরণচরণপরিচরণা-দিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য দশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্যমেতদন্যং ন মে কার্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু, বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতব-ভক্তাবেব সম্ভবেৎ ; যদুক্তং—"ততো ভজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইতি। ততোঽন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকেত্যাহ—বহ্বিতি। বহ্বঃ শাখা যাসাং তাঃ। তথাহি কর্মযোগে কামানামানন্ত্যাদ্ ;

বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ ; তৎসাধনানাং কর্মণামানন্ত্যাৎ তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ। তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং নিষ্কামকর্মণি বুদ্ধিস্ততস্তস্মিন্ শুদ্ধে সতি কর্মসংন্যাসে বুদ্ধিঃ ; তদা জ্ঞানে বুদ্ধিঃ । জ্ঞানবৈফল্যাভাবার্থং ভক্তৌ বুদ্ধিঃ। 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ' ইতি ভগবদুক্তের্জ্ঞান-সংন্যাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ । কর্মজ্ঞানভক্তীনামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তত্তৎশাখা অপ্যনন্তাঃ ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে পার্থ!) [যে] অবিপশ্চিতঃ (যে মূঢ়গণ) বেদবাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে রত), অন্যৎ ন অস্তি (জগদ্ব্যতীত কোন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ উক্তিকারী), যাম্ ইমাং (যে সমস্ত) পুষ্পিতাং বাচং (পুষ্পিত বিষলতার ন্যায় আপাততঃ রমণীয় বাক্য) প্রবদন্তি (ইহাই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বেদবাক্য—এইরূপ বলে), [তে] কামাত্মানঃ (সেই সকল কামদ্বারা অস্থিরচিত্ত), স্বর্গপরাঃ (স্বর্গপ্রার্থী) জন্মকর্মফলপ্রদাং (জন্মকর্মফলপ্রদানকারী) ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি (ভোগ ও ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি-সাধনীভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়া-বাহুল্য-বিশিষ্ট) [বাচং প্রবদন্তি] (বাক্য বলিয়া থাকে) ॥ ৪২-৪৩ ॥

মর্মানুবাদ—সেই অব্যবসায়ী লোকেরা—অনভিজ্ঞ, সর্বদা বেদ-বাদে রত (অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য না জানিয়া অর্থবাদে রত), সামান্য-কর্মফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্মকর্মফলপ্রদ-ক্রিয়াবাহুল্যদ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখলাভের সাধনীভূত আপাত-মনোরম, শ্রবণ-রমণীয় (পরিণামে বিষময়) পুষ্পিত-বাক্যে অনুরক্ত ॥ ৪২-৪৩ ॥

টীকা—তস্মাদব্যবসায়িনঃ সকামকর্মিণস্ত্বতিমন্দা ইত্যাহ—যামিমামিতি। পুষ্পিতাং বাচং পুষ্পিতা-বিষলতামিবাপাততো রমণীয়াং প্রবদন্তি প্রকর্ষেণ সর্বতঃ প্রকৃষ্টা ইয়মেব বেদবাগিতি যে বদন্তি, তেষাং তয়া বাচা অপহৃতচেতসাঞ্চ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নবিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। তেষু তস্যা অসম্ভবাৎ সা তেষু নোপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। কিমিতি তে তথা বদন্তি, যতোঽবিপশ্চিতো মূর্খাঃ। তত্র হেতুঃ—বেদেষু যেঽর্থবাদাঃ—"অক্ষয্যং বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", "অপাম সোমমমৃতা অভূমঃ" ইত্যাদ্যাঃ। অন্যদীশ্বরতত্ত্বং নাস্তিতি প্রজল্পিনম্ ॥ ৪২॥

তে কীদৃশীং বাচং প্রবদন্তি ? জন্মকর্মফলপ্রদায়িনীং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষাস্তান্ বহু যথা স্যাৎ, তথা লাতি দদাতি প্রতিপাদয়তীতি তাম্ ॥ ৪৩ ॥

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—তয়া (সেই পুষ্পিতবাক্যের দ্বারা) অপহৃতচেতসাং (বিমোহিতচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাং (ভোগ ও ঐশ্বর্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে একনিষ্ঠতায়) ন বিধীয়তে (বিহিত হয় না) ॥ ৪৪ ॥

মর্মানুবাদ—যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য-সুখে একান্ত আসক্ত, সেই অবিবেকী মূঢ়জনগণের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করে না ॥ ৪৪ ॥

টীকা—ততশ্চ ভোগৈশ্বর্যয়োঃ প্রসক্তানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতম্ আকৃষ্টং চেতো যেষাং তে, তথা তেষাং সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং

পরমেশ্বরৈবোন্মুখত্বং 'তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে। (কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ) সা নৈবোপপদ্যতে' ইতি স্বামিচরণাঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন (হে অর্জুন!) বেদাঃ (বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক); [পক্ষান্তরে] [ত্বং] (তুমি) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণাতীত), নির্দ্বন্দ্বঃ (গুণময়-মানাপমান-রহিত), নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্যসত্ত্বে অবস্থিত), নির্যোগক্ষেমঃ (যোগ [অলব্ধবস্তুর লাভ] ও ক্ষেম-[লব্ধবস্তুর রক্ষণ-] রহিত), আত্মবান্ [চ] (এবং মদ্দত্ত ভক্তিযোগাত্মিক-বুদ্ধিযুক্ত) ভব (হও) ॥ ৪৫ ॥

মর্মানুবাদ—শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ও 'নির্দিষ্ট' বিষয়। যে-বিষয়টী—যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার 'উদ্দিষ্ট' বিষয়; যে বিষয়কে নির্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম 'নির্দিষ্ট' বিষয়। 'অরুন্ধতী' যে-স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে-স্থলে উহার নিকটে প্রথমে যে স্থূল তারাটী লক্ষিত, তাহাই 'নির্দিষ্ট' বিষয় হয়। বেদসমূহে নির্গুণতত্ত্বকে 'উদ্দিষ্ট' বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নির্গুণ-তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ-তত্ত্বকে নির্দেশ করিয়া থাকে। সেইজন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথমদৃষ্টিক্রমে বেদসকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জুন! তুমি সেই নির্দিষ্ট-বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণ-তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ-শাস্ত্র কোনস্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম, কোনস্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ-বিশেষ-স্থলে নির্গুণ-ভক্তি উপদিষ্ট

হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্যসত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ-করতঃ জ্ঞান-কর্ম-মার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধিযোগ-সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর ॥ ৪৫ ॥

টীকা—ত্বং তু চতুর্বর্গসাধনেভ্যঃ সর্বেভ্যো বিরজ্য কেবলং ভক্তিযোগমেবাশ্রয়স্বেত্যাহ—ত্রৈগুণ্যেতি । ত্রৈগুণ্যাস্ত্রিগুণাত্মকাঃ কর্মজ্ঞানাদ্যাঃ প্রকাশ্যত্বেন বিষয়া যেষাং তে ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ—স্বার্থে ষ্যঞ্ ; এতচ্চ 'ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তি'-ইতি ন্যায়েনোক্তম্ । কিন্তু 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি' ইতি, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ, পঞ্চরাত্রাদিস্মৃতয়শ্চ, গীতোপনিষদ্-গোপালতাপ-ন্যাদ্যুপনিষদশ্চ নির্গুণাং ভক্তিমপি বিষয়ীকুর্বন্ত্যেব ; বেদোক্তত্বাভাবে ভক্তেরপ্রামাণ্যমেব স্যাৎ। ততশ্চ বেদোক্তা যে ত্রিগুণময়া জ্ঞানকর্মবিষয়ঃ তেভ্য এব নির্গতো ভব--তান্ ন কুরু। যে তু বেদোক্তা ভক্তিবিষয়ঃ, তাংস্তু সর্বথৈবানুতিষ্ঠ। তদনুষ্ঠানে "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে" ইতি দোষো দুর্বার এব। তেন সগুণানাং গুণাতীতানামপি বেদানাং বিষয়াস্ত্রৈগুণ্যা নিস্ত্রৈগুণ্যাশ্চ। তত্র ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব। নির্গুণয়া মদ্ভক্ত্যৈব ত্রিগুণাত্মকেভ্যঃ তেভ্যো নিষ্ক্রান্তো ভব ; তত এব নির্দ্বন্দ্বঃ গুণময় মানাপমানাদি-রহিতঃ । অতএব নিত্যৈঃ সত্ত্বৈঃ প্রাণিভির্মদ্ভক্তৈরেব সহ তিষ্ঠতীতি তথা সঃ নিত্যং সত্ত্বগুণস্থো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং বিরোধঃ স্যাৎ। অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ। মদ্ভক্তিরসাস্বাদবশাদেব তয়োরননুসন্ধানাৎ, "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" ইতি ভক্তবৎসলেন ময়ৈব তদ্ভারবহনাৎ । আত্মবান্ মদ্দত্তবুদ্ধিযুক্তঃ। অত্র নিস্ত্রৈগুণ্য-ত্রৈগুণ্যয়োর্বিবেচনম্ ; যদুক্তমেকাদশে—

"মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ। রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥" নিষ্ফলং বেতি নৈমিত্তিকং নিজকর্মফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতমিত্যর্থঃ। "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিতঞ্চ যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥ সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ। সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা॥ পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। রাজসঞ্চেন্দ্রিয়-প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্তিদাশুচি॥" ("চ-কারান্মন্নিবেদিতন্তু নির্গুণম্" ইতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যানম্)। "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহ-দৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন ত্রৈগুণ্যবস্তূন্যপি প্রদর্শ্য নির্গুণস্য সম্যঙ্ নিস্ত্রৈগুণ্যতা-সিদ্ধ্যর্থং নির্গুণয়ৈব ভক্ত্যা স্বস্মিন্ কথঞ্চিৎ স্থিতস্য ত্রৈগুণ্যস্য নির্জয়োঽপ্যুক্তস্তদনন্তরমেব; যথা—"দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ। শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি॥ সর্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ। দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ॥ এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥" ইতি। তস্মাদ্ভক্ত্যৈব নির্গুণয়া ত্রৈগুণ্যজয়ো নান্যথা। অত্রাপ্যগ্রে "কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে" ইতিপ্রশ্নে বক্ষ্যতে—"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" ইতি। স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা চ—"চ-কারোঽত্রাব-ধারণার্থঃ; মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে" ইত্যেষা॥ ৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—উদপানে (ক্ষুদ্রজলাশয়ে) যাবান্ (যে-যে) অর্থঃ (প্রয়োজন) [ভবতি—সিদ্ধ হয়], সর্বতঃ (সর্বতোভাবে) সংপ্লুতোদকে (মহাজলাশয়ে বা সরোবরে) তাবান্ [এব অর্থঃ] (সেই সমস্ত প্রয়োজনই) [ভবতি—সিদ্ধ হয়]। [তদ্বৎ—তদ্রূপ] সর্বেষু বেদেষু (সমস্ত বেদে) [যাবন্তোঽর্থাস্তাবন্তঃ—যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সকল] বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (বেদজ্ঞ ভক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণের) [ভবতি—সিদ্ধ হয়] ॥ ৪৬ ॥

মর্মানুবাদ—কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে 'উদপান' বলে, এবং অতিবৃহৎ জলাশয়কে 'সংপ্লুতোদক' বলে । একটী একটী কূপে স্নান, বস্ত্র-প্রক্ষালন ইত্যাদি কর্ম পৃথক্ পৃথক্ কৃত হয়, কিন্তু সংপ্লুতোদকে সমস্ত কার্যই সুন্দররূপে হইয়া থাকে । বেদ-শাস্ত্রের এক-দেশে এক-একটী দেবতার বিষয় লিখিত হইয়া তদ্দ্বারা যে কার্য পাওয়া যায়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু সমস্ত বেদ বিচার করিলে, একমাত্র ভগবান্ যে আমি, আমারই উপাসনা-দ্বারা সমস্ত ফল লাভ করা যায়, এইরূপ বেদ-তাৎপর্যবিৎ ব্রাহ্মণেরা স্থির করিয়াছেন। যাঁহাদের একনিষ্ঠ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহারা স্বভাবতঃই একমাত্র ভগবদুপাসনাই করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

টীকা—হন্ত, কিং বক্তব্যং নিষ্কামস্য নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যং যস্যৈবারম্ভনমাত্রেঽপি নাশপ্রত্যবায়ৌ ন স্তঃ। স্বল্পমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ইত্যেকাদশেঽপুদ্ধবায়াপি বক্ষ্যতে—"ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ ॥" ইতি। কিন্তু সকামো ভক্তিযোগোঽপি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-শব্দেনোচ্যতে

ইতি দৃষ্টান্তেন সাধয়তি - যাবানিতি। উদপানে ইতি জাত্যা একবচনম্, উদপানেষু কূপেষু যাবানর্থ ইতি। কশ্চিৎ কূপঃ শৌচকর্মার্থকঃ, কশ্চিৎ দন্তধাবনার্থকঃ, কশ্চিদ্বস্ত্রধাবনাদ্যর্থকঃ, কশ্চিৎ কেশাদিমার্জনার্থকঃ, কশ্চিৎ স্নানার্থকঃ, কশ্চিৎ পানার্থকঃ ইত্যেবং সর্বতঃ সর্বেষূদপানেষু যাবানর্থঃ। যাবন্তি প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। সংপ্লুতোদকে মহাজলাশয়ে সরোবরেঽপি তাবানেবার্থঃ; তস্মিন্ একস্মিন্নেব শৌচাদিকর্মসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ, তত্তৎকূপেষু পৃথক্ পৃথক্ পরিভ্রমণশ্রমেণ, সরোবরে তু তং বিনৈব; তথা কূপেষু বিরস-জলেন, সরোবরে তু সুরস-জলেনৈবেত্যপি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। এবং সর্বেষু বেদেষু তত্তদ্দেবতারাধনেন যাবন্তোঽর্থাস্তাবন্ত একস্য ভগবদারাধনেন বিজানতো বিজ্ঞস্য। ব্রাহ্মণস্যেতি ব্রহ্মবেদং বেত্তীতি ব্রাহ্মণস্তস্য বিজানতঃ। বেদজ্ঞত্বেঽপি বেদতাৎপর্যং ভক্তিং বিশেষতো জানতঃ। যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে,—"ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্। ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥ দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্বা—"অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" ইতি। মেঘাদ্যমিশ্রস্য সৌরকিরণস্য তীব্রত্বমিব ভক্তিযোগস্য জ্ঞানকর্মাদ্যমিশ্রত্বং তীব্রত্বং জ্ঞেয়ম্। অত্র বহুভ্যো বহুকামসিদ্ধিরিতি সর্বথা বহুবুদ্ধিত্বমেব। একস্মাদ্ভগবত এব সর্বকামসিদ্ধিরিত্যংশেনৈকবুদ্ধিত্বাদেকবুদ্ধিত্বমেব বিষয়সাদ্গুণ্যাজ্ জ্ঞেয়ম্॥ ৪৬॥

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥ ৪৭॥

অন্বয়ঃ—কর্মণি এব (কর্মেই) তে (তোমার) অধিকারঃ (অধিকার); কদাচন (কখনও) ফলেষু (কর্মফলে) [অধিকারঃ—

অধিকার] মা [অস্তি] (নাই)। [ত্বং—তুমি] কর্মফলহেতুঃ (কর্মফলের হেতু বা উৎপাদক) মা ভূঃ (হইও না)। অকর্মণি (স্বধর্মের অকরণে) তে (তোমার) সঙ্গঃ (নিষ্ঠা) মা অস্তু (না হউক)॥৪৭

মর্মানুবাদ—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম,—এই তিনপ্রকার কর্মসম্বন্ধী বিচার। বিকর্ম অর্থাৎ পাপাচরণ এবং অকর্ম অর্থাৎ স্বধর্মোত্তেজিত কর্ম না করা—এই দুইটী নিতান্ত অমঙ্গলজনক। তদুভয়ের প্রতি তোমার যেন সঙ্গ অর্থাৎ অভিলাষ না হয়। অকর্ম ও বিকর্ম পরিত্যাগ করিয়াও তুমি কর্মকে সাবধানপূর্বক আচরণ করিবে। কর্ম তিন প্রকার—অর্থাৎ নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিককর্ম ও কাম্যকর্ম। তন্মধ্যে কাম্য-কর্মও অমঙ্গলজনক ; যাঁহারা কাম্যকর্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্মফলের হেতু হ'ন। অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি যে, তুমি কাম্য-কর্মাশ্রয় করতঃ কর্মফলের হেতু হইও না, স্বধর্ম-বিহিত কর্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পক্ষে শরীরযাত্রা-নির্বাহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম স্বীকৃত ॥ ৪৭ ॥

টীকা—এবমেকমেবার্জুনং স্বপ্রিয়সখং লক্ষ্যীকৃত্য জ্ঞানভক্তিকর্ম-যোগান চিখ্যাসুর্ভগবান্ জ্ঞানভক্তিযোগৌ প্রোচ্য তয়োরর্জুনস্যানধিকারং বিমৃশ্য নিষ্কামকর্মযোগমাহ—কর্মণীতি। মা ফলেষিতি— ফলাকাঙ্ক্ষিণোঽপি অত্যন্তাশুদ্ধচিত্তা ভবন্তি ; ত্বন্ত প্রায়ঃ শুদ্ধচিত্ত ইতি ময়া জ্ঞাত্বৈবোচ্যসে ইতি ভাবঃ। ননু কর্মণি কৃতে ফলমবশ্যং ভবিষ্যত্যেবেতি তত্রাহ—মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ ফলকামনয়া হি কর্ম কুর্বন্ ফলস্য হেতুরুৎপাদকো ভবতি। ত্বন্ত তাদৃশো মা ভূরিত্যাশীর্ময়া দীয়ত ইত্যর্থঃ। অকর্মণি স্বধর্মাকরণে বিকর্মণি পাপে বা সঙ্গস্তব মাস্তু, কিন্তু দ্বেষ এবাস্ত্বিতি পুনরপ্যাশীর্দীয়ত ইতি। অত্রাগ্রিমাধ্যায়ে—"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।" ইত্যর্জুনোক্তিদর্শনাদত্রাধ্যায়ে

পূর্বোত্তরবাক্যানাম্ অবতারিকাভির্নাতীবসঙ্গতিঃ বিধিৎসিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। কিন্তু ত্বদাজ্ঞায়াং সারথ্যাদৌ যথাহং তিষ্ঠামি, তথা ত্বমপি মদাজ্ঞায়াং তিষ্ঠেতি কৃষ্ণার্জুনয়োর্মনোঽনুলাপোঽয়মত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) যোগস্থঃ (ভক্তিযোগস্থ হইয়া), সঙ্গং (আসক্তি বা কর্তৃত্বাভিনিবেশ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগপূর্বক), সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কর্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমভাব) ভূত্বা (হইয়া) কর্মাণি (কর্মসমূহ) কুরু (কর)। [যতঃ—যেহেতু] সমত্বং [এব] (সমত্বই) যোগঃ (যোগ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৪৮ ॥

মর্মানুবাদ—ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিযোগস্থ হইয়া স্বকর্ম-বিহিত কর্মাচরণ কর। কর্মের ফল-সিদ্ধি ও ফলের অসিদ্ধি—এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি, তাহাকে যোগ বলে ॥ ৪৮ ॥

টীকা—নিষ্কামকর্মণঃ প্রকারং শিক্ষয়তি—যোগস্থ ইতি। তেন জয়াজয়য়োস্তুল্যবুদ্ধিঃ সন্ সংগ্রামমেব স্বধর্মং কুর্বিতি ভাবঃ। অয়ং নিষ্কামকর্মযোগ এব জ্ঞানযোগত্বেন পরিণমতীতি। জ্ঞানযোগোঽপ্যেবং পূর্বোত্তরগ্রন্থার্থতাৎপর্যতো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) হি (যেহেতু) বুদ্ধিযোগাৎ (পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কামকর্মযোগ হইতে) কর্ম (কাম্যকর্ম) দূরেণ অবরম্ (অতি নিকৃষ্ট)। [অতঃ—অতএব] বুদ্ধৌ (নিষ্কাম কর্মে)

শরণম্ (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (গ্রহণ কর)। ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষিগণ) কৃপণাঃ (কৃপণ) ॥ ৪৯ ॥

মর্মানুবাদ—বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা ভক্তির অনুশীলন করতঃ কাম্যকর্ম দূর কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী, তাহারা কৃপণ; অতএব বুদ্ধিযোগকে আশ্রয় কর ॥ ৪৯ ॥

টীকা—সকামকর্ম নিন্দতি—দূরেণেতি। অবরমতিনিকৃষ্টং কাম্যং কর্ম। বুদ্ধিযোগাৎ পরমেশ্বরার্পিত-নিষ্কামকর্মযোগাৎ। বুদ্ধৌ নিষ্কাম-কর্মণ্যেব, বুদ্ধিযোগো নিষ্কামকর্মযোগী ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিযুক্তঃ (নিষ্কামকর্মযোগযুক্ত ব্যক্তি) ইহ (এই জন্মে) উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপ উভয়কেই) জহাতি (ত্যাগ করে); তস্মাৎ (অতএব) যোগায় (নিষ্কাম-কর্মযোগের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (যত্ন কর)। কর্মসু (সকাম ও নিষ্কাম-কর্মমধ্যে) যোগঃ (উদাসীন-ভাবে কর্মকরণই) কৌশলম্ (নৈপুণ্য) ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) বুদ্ধিযুক্তাঃ মনীষিণঃ (বুদ্ধিযোগযুক্ত মনীষিগণ) কর্মজং ফলং (কর্মজাত ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া), জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ (জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া), অনাময়ং (সর্বোপদ্রব-রহিত) পদং (বিষ্ণুপদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ৫১ ॥

মর্মানুবাদ—বুদ্ধিযোগই কর্মের কৌশল। অতএব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সুকৃত অর্থাৎ পুণ্যপাপকে এই সংসার-অবস্থায় দূর কর। বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিতসকল কর্মজাত ফলসমূহকে ত্যাগ করতঃ জন্মবন্ধ

হইতে মুক্ত হ'ন। অতএব অনাময় পদ যে ভক্তদিগের চরম অবস্থা, তাহা লাভ করেন ॥ ৫০-৫১ ॥

টীকা—যোগায় উক্তলক্ষণায়। যুজ্যস্ব ঘটস্ব ; যতঃ কর্মস্থ সকাম-নিষ্কামেষু মধ্যে যোগ এব উদাসীনত্বেন কর্মকরণমেব। কৌশলং নৈপুণ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) মোহকলিলং (দুর্গমমোহকে) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করিবে), তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রবণযোগ্য ও শ্রুতিবিষয়ে) নির্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫২ ॥

মর্মানুবাদ—এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম-কর্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন মোহরূপ গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্তশাস্ত্র হইতে নিরপেক্ষ হইয়া বিশুদ্ধ-ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

টীকা—এবং পরমেশ্বরার্পিত-নিষ্কামকর্মাভ্যাসাৎ তব যোগো ভবিষ্যতীত্যাহ—যদেতি। তব বুদ্ধিরন্তকরণং মোহকলিলং মোহরূপং গহনং বিশেষতোঽতিশয়েন তরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রোতব্যেঽর্থেষু শ্রুতস্য শ্রুতেঽপ্যর্থেষু নির্বেদং প্রাপ্স্যসি। অসম্ভাবনা-বিপরীত-ভাবনয়োর্নষ্টত্বাৎ কিং মে শাস্ত্রোপদেশবাক্যশ্রবণেন? সাম্প্রতং মে সাধনেষ্বেব প্রতিক্ষণমভ্যাসঃ সর্বথোচিত ইতি মংস্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (বেদের নানাপ্রকার অর্থবাদদ্বারা অবিচালিত হইয়া) সমাধৌ (পরমেশ্বরে) নিশ্চলা (অচলা) স্থাস্যতি (থাকিবে), তদা (তখন) যোগং (যোগফল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫৩ ॥

মর্মানুবাদ—যে-সময়ে তোমার বুদ্ধি বেদের নানাপ্রকার অর্থদ্বারা আর বিচলিত হইবে না, তখন সহজ-সমাধিতে অচল হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

টীকা—ততশ্চ শ্রুতিষু নানা-লৌকিক-বৈদিকার্থ-শ্রবণেষু বিপ্রতিপন্না অসম্মতা বিরক্তেতি যাবৎ। তত্র হেতুঃ—নিশ্চলা তেষু তেষ্বর্থেষু চলিতুং বিমুখীভূতেত্যর্থঃ। কিন্তু সমাধৌ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ-লক্ষণে অচলা স্থৈর্যবতী। তদা যোগমপরোক্ষানুভবপ্রাপ্ত্যা জীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥

অর্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন),—কেশব (হে কেশব !) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের)—সমাধিস্থস্য (সমাধিতে অবস্থিত বা জীবন্মুক্তের) কা ভাষা (কি লক্ষণ ?) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ ব্যক্তি) কিং প্রভাষেত (সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা, স্নেহ-দ্বেষ প্রভৃতি সমুপস্থিত হইলে স্পষ্ট বা স্বগত কি বলেন ?) কিম্ আসীত (কি ভাবে অবস্থান করেন ?) [এবং] কিং ব্রজেত (কি ভাবে গমন করেন ?) ॥৫৪॥

মর্মানুবাদ—এতাবৎ শ্রবণ করতঃ অর্জুন-মহাশয় কহিলেন,—হে কেশব ! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলা-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি ? এবং সেই স্থিতপ্রজ্ঞ, সমাধিস্থ বা জীবন্মুক্ত পুরুষগণ, মানাপমান, স্তুতিনিন্দা, স্নেহদ্বেষ উপস্থিত হইলে কি বলেন এবং বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ করেন ?—সে সমুদয় জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৪ ॥

টীকা—সমাধাবচলা বুদ্ধিরিতি শ্রুত্বা তত্ত্বতো যোগিনো লক্ষণং পৃচ্ছতি—স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি স্থিতা স্থিরা অচলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্যেতি। কা ভাষা ?—ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষালক্ষণং কিং লক্ষণমিত্যর্থঃ। কীদৃশস্য সমাধিস্থস্য ইতি সমাধৌ স্থাস্যতীতি। অস্যার্থঃ—এবঞ্চ স্থিতপ্রজ্ঞ ইতি সমাধিস্থ ইতি জীবন্মুক্তস্য সংজ্ঞাদ্বয়ম্। কিং প্রভাষেতেতি সুখদুঃখয়োর্মানাপমানয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োর্বা সমুপস্থিতয়োঃ কিং প্রভাষেত ? স্পষ্টং স্বগতং বা কিং বদেদিত্যর্থঃ। কিমাসীত ? তদিন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চলনাভাবঃ কীদৃশঃ ? ব্রজেত কিম্ ? তেষু চলনং বা কীদৃশমিতি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—পার্থ (হে পার্থ !) যদা (যখন) [জীবঃ—জীব] সর্বান্ মনোগতান্ কামান্ (সমস্ত মনোগত কামনা) প্রজহাতি (প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করেন), আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ (প্রত্যাহৃত মনে প্রাপ্ত যে আত্মা অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ তদ্দ্বারা তুষ্ট) তদা (তখন) [সঃ—তিনি] স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৫৫ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ, যে-সময়ে জীব সমস্ত

মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় অর্থাৎ প্রত্যাহৃতমনে আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বরূপদর্শনে পরিতুষ্ট হ'ন, তখন তাঁহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলি ॥ ৫৫ ॥

টীকা—চতুর্ণাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি যাবদধ্যায়-সমাপ্তিঃ। সর্বানিতি কস্মিন্নপ্যর্থে যস্য কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি নাভিলাষ ইত্যর্থঃ। মনোগতানিতি কামানামনাত্ম-ধর্মত্বেন পরিত্যাগে যোগ্যতা দর্শিতা। যদি তে হ্যাত্মধর্মাঃ স্যুস্তদা তাংস্ত্যক্তুমশক্যেরন্ বহ্নেরৌষ্ণ্য-বদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি প্রাপ্তো য আত্মা আনন্দরূপস্তেন তুষ্টঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যো মৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" ইতি ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—[যঃ—যিনি] দুঃখেষু (আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উপস্থিত হইলে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অনুদ্বিগ্নচিত্ত), সুখেষু (সুখ উপস্থিত হইলে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহারহিত), [চ—এবং] বীতরাগভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত) [সঃ—সেই] মুনিঃ (মুনি) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ৫৬ ॥

মর্মানুবাদ—শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে (যিনি) বিমুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

টীকা—কিং প্রভাষেতেত্যস্য উত্তরমাহ—দুঃখেষ্বিতি দ্বাভ্যাম্।

দুঃখেষু ক্ষুৎপিপাসা-জ্বর-শিরোরোগাদিম্বাধ্যাত্মিকেষু, সর্পব্যাঘ্রাদ্যুত্থিতেম্বাধিভৌতিকেষু, অতিবাতবৃষ্ট্যাদ্যুত্থিতেম্বাধিদৈবিকেষু, উপস্থিতেম্বনুদ্বিগ্নমনাঃ প্রারব্ধং দুঃখমিদং ময়াবশ্যং ভোক্তব্যমিতি স্বগতং কেনচিৎ পৃষ্টঃ সন্ স্পষ্টঞ্চ ব্রুবন্ ন দুঃখে উদ্বিজতে ইত্যর্থঃ। তস্য তাদৃশ মুখবিক্রিয়াভাব এবানুদ্বেগলিঙ্গং সুধিয়া গম্যম্। কৃত্রিমানুদ্বেগলিঙ্গবাংস্তু কপটী,—সুধিয়া পরিচিতো ভ্রষ্ট এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। এবং সুখেম্বপ্যুপস্থিতেষু বিগতস্পৃহ ইতি প্রারব্ধমিদমবশ্যভোগ্যমিতি স্বগতং স্পষ্টঞ্চ ব্রুবাণস্য তস্য সুখস্পৃহা-রাহিত্য-লিঙ্গং সুধিয়াগম্যমেবেতি ভাবঃ। তত্তল্লিঙ্গমেব স্পষ্টীকৃত্য দর্শয়তি—বীতো বিগতো রাগোঽনুরাগঃ সুখেষু। বীতং ভয়ং স্বভোক্তৃভ্যো ব্যাঘ্রাদিভ্যঃ বীতঃ ক্রোধঃ স্বহন্তৃষু বন্ধুজনেষু যস্য সঃ। যথৈবাদি-ভরতস্য দেব্যাঃ পার্শ্বং প্রাপিতস্য স্বচ্ছেদচিকীর্ষোর্বৃষলরাজাৎ ন ভয়ং নাপি তত্র ক্রোধোঽভূদিতি ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) সর্বত্র (পুত্রমিত্রাদিতে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য) তত্তৎ (সেই সেই) শুভাশুভং (অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হ'ন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ)॥ ৫৭ ॥

মর্মানুবাদ—তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি সমস্ত জড়বিষয়ে স্নেহশূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন না। শরীর যে-পর্যন্ত থাকিবে, সে-পর্যন্ত জড় ও জড়সম্বন্ধী লাভালাভ—অনিবার্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সেইসকল লাভালাভে অনুরাগ বা বিদ্বেষ করেন না, যেহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিত হইয়া থাকে ॥৫৭॥

টীকা—অনভিস্নেহঃ সোপাধিস্নেহশূন্যঃ দয়ালুত্বান্নিরুপাধিরীযন্মাত্র-স্নেহস্তু তিষ্ঠেদেব। তত্তৎ প্রসিদ্ধং সম্মান-ভোজনাদিভ্যঃ স্বপরিচরণং শুভং প্রাপ্য অশুভমনাদরণং মুষ্টিপ্রহারাদিকঞ্চ প্রাপ্য ক্রমেণ নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি। ত্বং ধার্মিকঃ পরমহংস-সেবী সুখী ভবেতি ন ব্রূতে। ন দ্বেষ্টি ত্বং পাপাত্মা নরকে পতেতি নাভিশপতি। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা সমাধিং প্রতি স্থিতা, সুস্থিতপ্রজ্ঞা উচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদা চ (আর যখন) অয়ং (এই মুনি) কূর্মঃ অঙ্গানি ইব (কচ্ছপ যেমন স্বীয় অঙ্গসমূহকে সঙ্কোচ করে), [তদ্রূপ] সর্বশঃ (সর্বতোভাবে) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংহরতে (সম্যগ্‌রূপে প্রত্যাহার অর্থাৎ ফিরাইয়া আনেন) [তদা—তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥ ৫৮ ॥

মর্মানুবাদ—ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যবিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে, কিন্তু পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না, বুদ্ধির অনুজ্ঞা-মত কার্য করে। কূর্ম যেরূপ অঙ্গসকল ইচ্ছাপূর্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখন স্থির হইয়া থাকে, কখন বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয় ॥ ৫৮ ॥

টীকা—কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি সংহরতে। স্বাধীনানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু

চলনং নিষিদ্ধ্যান্তরেব নিশ্চলতয়া স্থাপনং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—কূর্মোঽঙ্গানি মুখনেত্রাদীনি যথা স্বান্তরেব স্বেচ্ছয়া স্থাপয়তি ॥ ৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়-অগ্রহণকারী) দেহিনঃ (দেহাভিমানী অজ্ঞ জীবের) বিষয়াঃ (বিষয়সমূহ) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়) ; [কিন্তু] রসবর্জ্জং (বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না), [পরন্তু] অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তির) পরং (পরমাত্মাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) রসঃ অপি (বিষয়ানুরাগও) [স্বতঃ—আপনা হইতে] নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥ ৫৯ ॥

মর্মানুবাদ—দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহার-দ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির যে-বিধান দেখা যায়, উহা অত্যন্ত মূঢ়লোক-সম্বন্ধী বিধান। অষ্টাঙ্গ-যোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারদ্বারা বিষয়-নিবৃত্তির অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা—ঐ-প্রকার লোকসম্বন্ধী বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ-পুরুষগণ-সম্বন্ধে সেই বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরম-তত্ত্বের সৌন্দর্য দর্শনপূর্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয়বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতি মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরাহারদ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও, জীবের রাগমার্গ ব্যতীত নিত্যমঙ্গললাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে ॥ ৫৯ ॥

টীকা—নন্বু মূঢ়স্যাপ্যুপবাসতো রোগাদি-বশাদ্বা ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বচলনং সম্ভবেত্তত্রাহ—বিষয়া ইতি। রসবর্জ্জং রসো রাগঃ

অভিলাষস্তু বর্জয়িত্বা ; অভিলাষস্তু বিষয়েষু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা বিষয়েষ্বভিলাষো নিবর্ত্তত ইতি ন লক্ষণব্যভিচারঃ। আত্মসাক্ষাৎকার-সমর্থস্য তু সাধকত্বমেব, ন তু সিদ্ধত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ--কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন !) হি (যেহেতু) যততঃ (মোক্ষের নিমিত্ত যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য অপি (বিবেকী পুরুষেরও) প্রমাথীনি (ক্ষোভকারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রসভং (বলপূর্বক) মনঃ (মনকে) হরন্তি (হরণ করে) ॥ ৬০ ॥

মর্মানুবাদ—কেননা, যাঁহারা বিধি-মার্গদ্বারা চিত্তকে-জড়ীয় রাগ-রহিত করিবার যত্ন করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত ক্ষোভকারী ইন্দ্রিয়সকল মনকে সময়ে সময়ে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে ; রাগমার্গে সেরূপ পতনের আশঙ্কা নাই ॥ ৬০ ॥

টীকা—সাধকাবস্থায়ান্তু যত্ন এব মহান্, ন হিন্দ্রিয়াণি পরাবর্তয়িতুং সর্বথা শক্তিরিত্যাহ—যতত ইতি। প্রমাথিনী প্রমথনশীলানি ক্ষোভকরাণীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—মৎপরঃ (মৎপরায়ণ) যুক্তঃ (ভক্তিযোগী) [সন্—হইয়া] তানি সর্বণি (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) আসীত (অবস্থান করিবেন) ; হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি

(ইন্দ্রিয়সমূহ) বশে (বশীভূত), তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥ ৬১ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব পূর্বোক্ত যুক্ত-বৈরাগ্যরূপ যোগমার্গস্থিত পুরুষ আমার প্রতি উত্তমা ভক্তি আচরণ করতঃ ইন্দ্রিয়সকলকে যথা-স্থানে নিয়মিত করেন ; অতএব তাঁহার প্রজ্ঞা—প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬১ ॥

টীকা—মৎপরো মদ্ভক্ত ইতি মদ্ভক্তিং বিনা নৈবেন্দ্রিয়জয় ইত্যগ্রিম-গ্রন্থেঽপি সর্বত্র দ্রষ্টব্যং ; যদুক্তমুদ্ধবেন—"প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ। বিষিদন্ত্যসমাধানান্মনো-নিগ্রহকর্শিতাঃ। অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্" ইতি। বশে হীতি স্থিতপ্রজ্ঞস্যে-ন্দ্রিয়াণি বশীভূতানি ভবন্তীতি সাধকাদ্বিশেষ উক্তঃ ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥

অন্বয়ঃ—বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহ) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের) তেষু (সেই সমস্ত বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (জন্মে)। সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (অভিলাষ) সংজায়তে (সমুৎপন্ন হয়) ; কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ৬২ ॥

মর্মানুবাদ—পক্ষান্তরে, বিধিমার্গগত ফল্গুবৈরাগ্য-যোগের অনর্থ আলোচনা কর। বৈরাগ্য-চেষ্টা করিতে করিতেও যে-সময় বিষয়-ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৬২ ॥

টীকা—স্থিতপ্রজ্ঞস্য মনোবশীকার এব বাহ্যেন্দ্রিয়বশীকার-কারণং সর্বথা মনোবশীকারাভাবে তু যৎ স্যাত্তৎ শৃণু ইত্যাহ—ধ্যায়ত ইতি।

সঙ্গ আসক্তিঃ, আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামোঽভিলাষঃ ; কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (কার্যাকার্যবিবেক-রহিত) ভবতি (হয়), সম্মোহাৎ (সম্মোহ হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিনাশ), স্মৃতিভ্রংশাদ্ (স্মৃতিভ্রংশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ), বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) প্রণশ্যতি (সর্বনাশ অর্থাৎ সংসারকূপে পতন হয়) ॥ ৬৩ ॥

মর্মানুবাদ—ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, স্মৃতি-বিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। বিধি-মার্গ-গত ফল্গু-বৈরাগ্য-যোগের অনেক স্থলে এরূপ গতি ; অতএব ঐ যোগ—বিঘ্নযুক্ত ॥ ৬৩ ॥

টীকা—ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্যাকার্য-বিবেকাভাবঃ ; তস্মাচ্চ শাস্ত্রোপদিষ্ট-স্বার্থস্য স্মৃতিনাশঃ, তস্মাচ্চ বুদ্ধেঃ সদ্ব্যবসায়স্য নাশঃ, ততঃ প্রণশ্যতি সংসার-কূপে পততি ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগ ও দ্বেষরহিত) আত্মবশ্যৈঃ (নিজবশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ [অপি] (উপভোগ করিয়াও) বিধেয়াত্মা তু (কিন্তু, নিগৃহীতচিত্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তি) প্রসাদম্ (চিত্তপ্রসাদ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৬৪ ॥

মর্মানুবাদ—যুক্তবৈরাগ্য-যোগ অবলম্বন করিলে স্থিতপ্রজ্ঞাদ্বারা রাগ-দ্বেষ ত্যাগপূর্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে যথা-যোগ্য সমস্ত জড়-বিষয়ে চালিত করিয়াও বিধেয়াত্ম পুরুষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তি চিত্ত-প্রসাদ লাভ করেন ॥ ৬৪ ॥

টীকা—মানস-বিষয়গ্রহণাভাবে সতি স্ববশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণেঽপি ন দোষ ইতি বদন্ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রজেত কিমিত্যস্যোত্তরমাহ—রাগেতি। বিধেয়ো বচনে-স্থিত আত্মা মনো যস্য সঃ। "বিধেয়ো বিনয়গ্রাহী বচনে-স্থিত আশ্রবঃ। বশ্যঃ প্রণেয়ো নিভৃতবিনীতপ্রশ্রিতাঃ সমাঃ ॥" ইত্যমরঃ। প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যেতাদৃশস্যাধিকারিণো বিষয়গ্রহণমপি ন দোষ ইতি কিং বক্তব্যম্ ?—প্রত্যুত গুণ এবেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ত্যাগ-স্বীকারাবেব আসনব্রজনে তে উভে অপি তস্য ভদ্রে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রসাদে [সতি] (চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে) অস্য (ইঁহার—নিগৃহীতচিত্ত ব্যক্তির) সর্বদুঃখানাং (সকল দুঃখের) হানিঃ (নাশ) উপজায়তে (হয়), হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আশু (শীঘ্র) পর্যবতিষ্ঠতে (সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়) ৬৫॥

মর্মানুবাদ—চিত্তপ্রসাদ অর্থাৎ ভক্তি উপস্থিত হইলে, সমস্ত দুঃখের হানি হয়। ভক্তগণের বুদ্ধি সর্বতোভাবে স্বীয় অভীষ্টের প্রতি স্থির থাকে ॥ ৬৫ ॥

টীকা—বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে সর্বতোভাবেন স্বাভীষ্টং প্রতি স্থিরীভবতীতি বিষয়গ্রহাণাভাবাদপি সমুচিতবিষয়গ্রহণং তস্য সুখমিতি ভাবঃ। প্রসন্ন-

চেতস ইতি চিত্তপ্রসাদো ভক্ত্যেবেতি জ্ঞেয়ম্। তয়া বিনা তু ন চিত্তপ্রসাদ ইতি প্রথমস্কন্ধে এব প্রপঞ্চিতং, কৃতবেদান্তশাস্ত্রস্যাপি ব্যাসস্যাপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপদিষ্টয়া ভক্ত্যৈব চিত্তপ্রসাদ-দৃষ্টেঃ ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—অযুক্তস্য (অবশীকৃতচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি) ন অস্তি (নাই) ; অযুক্তস্য চ (এবং তাদৃশ বুদ্ধিরহিতের) ভাবনা (পরমেশ্বর-ধ্যান) ন [অস্তি] (নাই), অভাবয়তঃ চ (এবং পরমেশ্বর-ধ্যানরহিত ব্যক্তির) শান্তিঃ (বিষয়ের নিবৃত্তি) ন [অস্তি] নাই, অশান্তস্য (অশান্ত ব্যক্তির) সুখং (আত্মানন্দ) কুতঃ (কোথায়) ? ৬৬॥

মর্মানুবাদ—আরও দেখ, যাহাদের পরমরস-ধ্যান নাই, নিকৃষ্ট রস হইতে তাহাদের শান্তি কিরূপে হইতে পারে ? অশান্ত ব্যক্তির বা পরম-সুখ কিরূপে লাভ হয় ? অতএব অযুক্ত লোকের বুদ্ধি এবং পরম-রস-ভাবনারূপ ভগবদ্ধ্যান কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৬৬ ॥

টীকা—উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন দৃঢ়য়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতমনসো বুদ্ধিরাত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা নাস্তি। অযুক্তস্য তাদৃশপ্রজ্ঞারহিতস্য ভাবনা পরমেশ্বরধ্যানঞ্চ। অভাবয়তঃ অকৃতধ্যানস্য শান্তির্বিষয়োপরামো নাস্তি। অশান্তস্য সুখম্ আত্মানন্দো ন ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—[প্রতিকূলঃ] বায়ুঃ (প্রতিকূল বায়ু) অম্ভসি (সমুদ্রে) নাবম্ ইব (যেমন [প্রমত্ত কর্ণধারের] নৌকাকে) হি (নিশ্চয়ই)

[হরতি—বিচলিত করে], [তদ্রূপ] যৎ মনঃ (যে মন) চরতাম্ ইন্দ্রিয়াণাং (স্ব-স্ব-বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের) অনুবিধীয়তে (অনুবর্তী হইয়া থাকে), তৎ (সেই মন) অস্য (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) প্রজ্ঞাং (বুদ্ধিকে) হরতি (হরণ করে) ॥ ৬৭ ॥

মর্মানুবাদ—প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ে বিচরণকারী মন ইন্দ্রিয়ানুবর্তী হইয়া অযুক্ত লোকের প্রজ্ঞাকে হরণ করে ॥ ৬৭ ॥

টীকা—অযুক্তস্য বুদ্ধির্নাস্তীত্যুপপাদয়তি—ইন্দ্রিয়াণাং স্ব-স্ব-বিষয়েষু চরতাং মধ্যে মন্নন একমিন্দ্রিয়মনুবিধীয়তে পুংসা সর্বেন্দ্রিয়ানুবর্তিঃ ক্রিয়তে তদেব মন অস্য প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং হরতি, যথাম্ভসি নীয়মানাং নাবং প্রতিকূলো বায়ুঃ ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো (হে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন!) তস্মাৎ (অতএব) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয় হইতে) সর্বশঃ (সর্বতোভাবে) নিগৃহীতানি (নিগৃহীত হইয়াছে), তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥ ৬৮ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব, হে মহাবাহো, যাঁহার ইন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে যুক্তবৈরাগ্য-যোগদ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞাকে 'প্রতিষ্ঠিত' বলিয়া জানিবে ॥ ৬৮ ॥

টীকা—যস্ত নিগৃহীতমনসঃ হে মহাবাহো ইতি যথা শত্রূন্ 'নগৃহ্লাসি তথা মনোঽপি নিগৃহ্ণাণেতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—যা (যে আত্মপ্রবণা বুদ্ধি) সর্বভূতানাং (সর্বজীবগণের পক্ষে) নিশা (নিশাস্বরূপ), তস্যাং (তাহাতে) সংযমী (স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) জাগর্তি (জাগ্রত থাকেন) ; যস্যাং (যে বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে) ভূতানি (জীবগণ) জাগ্রতি (জাগ্রত থাকে), সা (সেই বিষয়প্রবণা বুদ্ধি) পশ্যতঃ (তত্ত্বদর্শী) মুনেঃ (মুনির নিকট) নিশা (রাত্রিস্বরূপ)৬৯॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন! বুদ্ধি দুই প্রকার—অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি—সর্বভূতের অর্থাৎ জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রিবিশেষ। জড়মুগ্ধ জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহাতে প্রাপ্য-বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয় শোক-মোহাদি সাক্ষাৎ অনুভব করে, কিন্তু তাহাই স্থিত-প্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তাহাতে সংসারি-লোকের সুখ-দুখ-প্রদ বিষয়সকল ঔদাসীন্যভাবে দেখিতে দেখিতে স্বভোগ্য বিষয়সকল যথোচিত নির্লেপভাবে স্বীকার করেন ॥ ৬৯ ॥

টীকা—স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু স্বতঃসিদ্ধ এব সর্বেন্দ্রিয়-নিগ্রহ ইত্যাহ—যেতি। বুদ্ধির্হি দ্বিবিধা ভবতি—আত্মপ্রবণা, বিষয়প্রবণা চ। তত্র যা আত্ম-প্রবণা বুদ্ধিঃ, সা সর্বভূতানাং নিশা। নিশায়াং কিং কিং স্যাদিতি তস্যাং স্বপন্তো জনাঃ যথা ন জানন্তি, তথৈবাত্মপ্রবণবুদ্ধৌ প্রাপ্যমানং

বস্তু সর্বভূতানি ন জানন্তি। কিন্তু তস্যাং সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞো জাগর্ত্তি, ন তু স্বপতি ; অত আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠমানন্দং সাক্ষাদনুভবতি। যস্যাং বিষয়প্রবণায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি, তন্নিষ্ঠং বিষয়সুখশোকমোহাদিকং সাক্ষাদনুভবতি, ন তু তত্র স্বপন্তি। সা মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা তন্নিষ্ঠং কিমপি নানুভবতীত্যর্থঃ। কিন্তু পশ্যতঃ সাংসারিকাণাং সুখদুঃখপ্রদান্ বিষয়ান্ তত্রৌদাসীন্যেনাবলোকয়তঃ স্বভোগ্যান্ বিষয়ানপি যথোচিতং নির্লেপমাদদানস্যেত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥৭০॥

অন্বয়ঃ—যদ্বৎ (যেমন) আপূর্য্যমাণম্ [অপি] (বর্ষাকালে নদীর জলদ্বারা পূর্ণ হইলেও) অচলপ্রতিষ্ঠং (স্থিরভাবে অবস্থিত) সমুদ্রম্ (সমুদ্রে) আপঃ (অন্য জলরাশি) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) সর্বে কামাঃ (সমস্ত কাম্যবিষয়) যং (যে মুনিতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন), কামকামী (ভোগকামনাশীল ব্যক্তি) ন (শান্তি পান না) ॥ ৭০ ॥

মর্মানুবাদ—কামী কখনও শান্তি লাভ করে না। অন্যান্য জল যেরূপ আপূর্য্যমাণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কামসকল সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনিতে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না, অতএব তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥ ৭০ ॥

টীকা—বিষয়গ্রহণে ক্ষোভরাহিত্যমেব নির্লেপতেত্যাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। যথা বর্ষাসু ইতস্ততো নাদেয়া আপঃ সমুদ্রং প্রবিশন্তি, কীদৃশম্ ? আ—ঈশদপি আপূর্য্যমাণং তাবতীভিরপ্যদ্ভিঃ পূরয়িতুং ন শক্যম্। অচলপ্রতিষ্ঠম্ অনতিক্রান্তমর্যাদং তদ্বদেব কামা বিষয়া যং

প্রবিশন্তি ভোগ্যত্বেনায়ান্তি। যথা অপাং প্রবেশে অপ্রবেশে বা সমুদ্রো ন কমপি বিশেষমাপদ্যতে এবমেব যঃ কামানাং ভোগে অভোগে চ ক্ষোভরহিত এব স্যাৎ স স্থিতপ্রজ্ঞঃ। শান্তিং জ্ঞানম্॥ ৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১॥

অন্বয়ঃ—যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার-রহিত) নির্মমঃ [সন্] (এবং মমতাবিহীন হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন), সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)॥৭১॥

মর্মানুবাদ—কামসকল পরিত্যাগপূর্বক যিনি সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন॥ ৭১॥

টীকা—কশ্চিত্তু কামেষ্ববিশ্বসন্ নৈব তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যাহ—বিহায়েতি। নিরহঙ্কারো নির্মম ইতি দেহ দৈহিকেষ্বহংতা-মমতাশূন্যঃ॥৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে পার্থ!) এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মপ্রাপিকা নিষ্ঠা এই প্রকার), এনাং (ইহাকে) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) [নরঃ—

মানব] ন বিমুহ্যতি (সংসার-মোহ প্রাপ্ত হন না)। অন্তকালে অপি (মৃত্যু সময়েও) অস্যাং (ইহাতে) স্থিত্বা ([ক্ষণকাল] অবস্থান করিয়া) ব্রহ্ম নির্বাণম্ (ব্রহ্মনির্বাণ) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭২ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—এই-প্রকার স্থিতিকেই 'বাহ্মী স্থিতি' বলে। হে পার্থ, যিনি ঐ স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হ'ন না। অন্তকালে খট্টাঙ্গ-রাজার ন্যায় ঐ স্থিতি লাভ করিলেও তাঁহার ব্রহ্মনির্বাণ লব্ধ হয়। ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকে 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলে। ব্রহ্মপ্রাপক জড়মুক্তিকে 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলে। জড় হইতে বিলক্ষণ-তত্ত্বের নাম 'ব্রহ্ম'; সেই তত্ত্বে অবস্থিত হইলে অপ্রাকৃত-রস-লাভ হয় ॥ ৭২ ॥

এই অধ্যায়কে গীতা-সূত্র বলা যায়, যেহেতু ইহাতে বিশিষ্টরূপে 'কর্ম' ও 'জ্ঞান' এবং অস্পষ্টরূপে 'ভক্তি' উক্ত হইয়াছে।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—উপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা। অন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি কিং পুনরাবাল্যম্ ॥ ৭২ ॥

জ্ঞানং কর্ম চ বিস্পষ্টম্ অস্পষ্টং ভক্তিমুক্তবান্।
অতএবায়মধ্যায়ঃ শ্রীগীতাসূত্রমুচ্যতে ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
শ্রীগীতাসু দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগঃ

কথাসার। এই অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম ও তৎসাধ্য জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বাধ্যায়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা শ্রবণ করিয়া শ্রীঅর্জুন এই অধ্যায়ে প্রশ্ন করিতেছেন—"হে কৃষ্ণ, তাহা হইলে আপনি আমাকে কর্মে প্ররোচিত করিতেছেন কেন?" শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিতেছেন— শুদ্ধান্তঃকরণ ও অশুদ্ধান্তঃকরণ-ভেদে সাধনবিষয়িণী নিষ্ঠা দুই প্রকার। শুদ্ধান্তঃকরণ জনগণের সাংখ্য-জ্ঞান-যোগে নিষ্ঠা, আর অশুদ্ধান্তঃকরণ জনগণ ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণপূর্বক ভক্তির অনুগ্রহে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রীয় কর্ম না করিলে নৈষ্কর্মরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। কর্ম না করিয়া কেহই ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। প্রকৃতির গুণত্রয়ের বশীভূত হইয়া মায়াবদ্ধ জীবমাত্রকেই কর্ম করিতে হয়। বাহ্যতঃ কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অন্তঃকরণে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের স্মরণকারী জনগণ মিথ্যাচারী। অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কর্ম বিষ্ণুর আরাধনাপর না হইলে বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যে যাবতীয় কার্য করা কর্তব্য। যাঁহাদের নিষ্কাম হইবার সামর্থ্য নাই, তাঁহারা সকাম হইয়াও ভগবদর্পিত কর্ম করিবেন। পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি-দ্বারা দেবগণকে তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদি প্রদান করিয়া যজ্ঞাবশেষ গ্রহণ করিলে পাপ হইতে মুক্তি হয়। যজ্ঞে দেবগণকে অন্ন প্রদান না করিলে চৌর্যাপরাধ হয়। কর্মাধিকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিলে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া বৃথা জীবন-যাপন করে। জনকাদি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণও

কর্মদ্বারা সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অনুকরণ করিয়া থাকেন। অতএব হে অর্জুন! লোকশিক্ষার্থও তোমার নিষ্কাম-কর্ম করা আবশ্যক অজ্ঞ কর্মসঙ্গীদের বুদ্ধিভেদ জন্মান উচিত নহে। পক্ষান্তরে বিষ্ণুসেবাপর যাবতীয় কর্মে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সকল কর্ম সর্বতোভাবে সম্পাদিত হয়; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি নিজকে কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে। তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি কখনও এরূপ কর্তৃত্বাভিমান্ করেন না। হে অর্জুন! তুমি আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণপূর্বক অধ্যাত্মচিত্তে অর্থাৎ অন্তর্যামী যে আমি (শ্রীকৃষ্ণ), আমার অধীনে কর্ম করিতেছ এইরূপ বুদ্ধিতে কামনা ও মমতাশূন্য এবং শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়াশূন্য হইয়া সর্বদা আমার এই মতের অনুবর্তন করে, তাহারা কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যাহারা অসূয়াগ্রস্ত হইয়া অনুবর্তন করে না, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম অর্থাৎ নিজের অধিকারোচিত ধর্ম শ্রেয়ঃ; তাহাতে মৃত্যু হইলেও তাহাই শ্রেয়ঃ, পক্ষান্তরে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পরধর্ম অর্থাৎ নিজের অধিকার বহির্ভূত ধর্ম ভয়াবহ।" শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জুন পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন,—"হে কৃষ্ণ! স্বীয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহা-কর্তৃক কেন বলপূর্বকই প্রেরিত হইয়া মানব পাপাচরণ করিয়া থাকে?" শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"রজোগুণসম্ভূত কাম ও ক্রোধই মানবকে পাপ-কর্মে প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকে। মোক্ষপ্রাপ্তির পথে কাম ও ক্রোধ প্রবল শত্রু। এই কাম ও ক্রোধদ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়। বদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে 'আত্মা' বলিয়া ভ্রম হয়। জড়াবস্থা হইতে ইন্দ্রিয়-সকল শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; আর যিনি বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনিই 'আত্মা'। হে অর্জুন! তুমি এই তত্ত্ব

অবগত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুর্দমনীয় শত্রুকে বিনাশ কর।”

এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কৃষ্ণভক্তিবিহীন কর্মসন্ন্যাস পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কামভাবে কৃষ্ণসেবার্থ অখিলচেষ্টাপর হইলেই ভীষণ কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি হয়। কাম ও ক্রোধই যাবতীয় অনর্থের মূল, কৃষ্ণসেবায়ই তাহা বিনষ্ট হয়।

অর্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন),—জনার্দন (হে জনার্দন!) কেশব (হে কেশব!) চেৎ (যদি) কর্মণঃ (কর্মাদি অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তিবিষয়িণী বুদ্ধি) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) তে (তোমার) মতা (অভিমত হয়), তৎ (তবে) কিং (কি জন্য) মাং (আমাকে) ঘোরে (হিংসাত্মক) কর্মণি (যুদ্ধ-কর্মে) নিযোজয়সি (নিযুক্ত করিতেছ ?) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—হে জনার্দন, হে কেশব, কর্মাদি অপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তিবিষয়িণী বুদ্ধি যদি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কিজন্য আমাকে ঘোর-যুদ্ধরূপ কর্মে নিযুক্ত হইবার অনুমতি প্রদান করিতেছ ? ১ ॥

টীকা—নিষ্কামমর্পিতং কর্ম তৃতীয়ে তু প্রপঞ্চ্যতে।
কাম-ক্রোধ-জিগীষায়াং বিবেকোঽপি প্রদর্শ্যতে ॥

পূর্ববাক্যেষু জ্ঞানযোগাৎ নিষ্কামকর্মযোগাচ্চ নিস্ত্রৈগুণ্যপ্রাপকস্য গুণাতীত-ভক্তিযোগস্য উৎকর্ষমাকলয্য তত্রৈব স্বৌৎসুক্যমভিব্যঞ্জয়ন্ স্বধর্মে সংগ্রামে প্রবর্তকং ভগবন্তং সখ্যভাবেনোপালভতে, জ্যায়সী

শ্রেষ্ঠা বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তিরিত্যর্থঃ। ঘোরে যুদ্ধরূপে কর্মণি কিং নিযোজয়সি প্রবর্তয়সি? হে জনার্দন! জনান্ স্বজনান্ স্বাজ্ঞয়া পীড়য়সীত্যর্থঃ। ন চ তবাজ্ঞা কেনপ্যন্যথা কর্তুং শক্যত ইত্যাহ—হে কেশব! কো ব্রহ্মা, ঈশো মহাদেবঃ, তাবপি বয়সে বশীকরোষি ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ব্যামিশ্রেণ (কখন কর্মের প্রশংসা, কখন বা জ্ঞানের প্রশংসারূপ নানাবিধার্থমিশ্রিত) বাক্যেন ইব (বাক্যে যেন) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (বিমোহিতপ্রায় করিতেছ); [অতঃ—অতএব] যেন (যদ্দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াং (লাভ করিতে পারি) তৎ একং (একমাত্র তাহাই) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) বদ (বল) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—তুমি আমাকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিলে, শ্রবণ করিবা-মাত্র তাহা পরস্পর অমিলিতার্থ-বোধক বলিয়া বোধ হয়। কোনস্থলে বা তুমি ভক্তকৃপা-লভ্য নির্গুণ-ভক্তির উপদেশ করিলে এবং স্থানান্তরে আবার আমার কর্মাধিকার প্রকাশ করতঃ আমার কর্মানুষ্ঠানে অনুজ্ঞা করিলে। ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে, রাজস-কর্ম হইতে সাত্ত্বিক কর্ম—শ্রেষ্ঠ এবং তাহা অপেক্ষা জ্ঞান—শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানও সাত্ত্বিক কর্মবিশেষ। যদি আমার নির্গুণ-ভক্তিলাভের অধিকার না হইয়া থাকে, তবে আমাকে সাত্ত্বিক কর্ম অর্থাৎ জ্ঞানশিক্ষা দাও, যাহাতে সেই জ্ঞানদ্বারা আমি সংসারবন্ধ হইতে মুক্ত হই। কর্মাধিকারীকে কর্ম শিক্ষা দেওয়াই ভাল; অতএব নিশ্চিত-বাক্যদ্বারা উপদেশ প্রদান কর ॥ ২ ॥

টীকা—ভো বয়স্য অর্জুন, সত্যং গুণাতীতা ভক্তিঃ সর্বোৎকৃষ্টৈব, কিন্তু সা যাদৃচ্ছিক-মদেকান্তিক-মহাভক্তকৃপৈকলভ্যত্বাৎ পুরুষোত্তম-সাধ্যা

ন ভবতি। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব, গুণাতীতয়া মদ্ভক্ত্যা ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভূয়া ইত্যাশীর্বাদ এব দত্তঃ। স চ যদা ফলিষ্যতি তদা তাদৃশ-যাদৃচ্ছিকৈকান্তিক-ভক্তকৃপয়া' প্রাপ্তামপি লপ্স্যসে। সাম্প্রতন্তু 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' ইতি ময়োক্তমেবেতি চেৎ, সত্যং; তর্হি কর্মৈব নিশ্চিত্য কথং ন ব্রূষে কিমিতি সন্দেহ-সিন্ধৌ মাং ক্ষিপসীত্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি। বিশেষতঃ আ—সম্যক্তয়া মিশ্রণং নানাবিধার্থমিলনং যত্র তেন বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি। তথাহি 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে' ইত্যুক্ত্বাপি "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।" "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥" ইতি যোগ-শব্দবাচ্যং জ্ঞানমপি ব্রবীষি। "যদা তে মোহকলিলম্" ইত্যনেন জ্ঞানং কেবলমপি ব্রবীষি। কিঞ্চাত্র ইব-শব্দেন ত্বদ্বাক্যস্য বস্তুতো নাস্তি নানার্থমিশ্রিতত্বং, নাপি কৃপালোস্তব মন্মোহনেচ্ছা, নাপি মম তত্তদর্থানভিজ্ঞত্বং, কিন্তু স্পষ্টীকৃত্য এব তব কথনমুচিতমিতি ভাবঃ। অয়ং গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ—রাজসাৎ কর্মণঃ সকাশাৎ সাত্ত্বিকং কর্ম শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তচ্চ সাত্ত্বিকমেব। নির্গুণভক্তিশ্চ তস্মাদতিশ্রেষ্ঠৈব। তত্র সা যদি ময়ি ন সম্ভবেদিতি ব্রূষে, তদা সাত্ত্বিকং জ্ঞানমেবৈকং মামুপদিশ। তত এব দুঃখময়াৎ সংসারবন্ধনান্মুক্তো ভবেয়মিতি॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—অনঘ (হে নিষ্পাপ!) অস্মিন্ লোকে (এই লোকে) দ্বিবিধা (দুই প্রকার) নিষ্ঠা

(নিষ্ঠা) ময়া (মৎকর্তৃক) পুরা প্রোক্তা (পূর্বাধ্যায়ে প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইয়াছে)। সাংখ্যানাং (শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানিগণের) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগের দ্বারা) [এবং] যোগিনাং (অশুদ্ধান্তঃকরণ যোগিগণের) কর্মযোগেন (আমাতে অর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা) [নিষ্ঠা ভবতি—নিষ্ঠা হয়] ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—আমি পূর্বাধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আমার এরূপ উপদেশ নয় যে, সাংখ্য-যোগ ও কর্ম-যোগ—পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষসাধনোপায়। ভক্তি-যোগ ব্যতীত মোক্ষ-সাধনোপায় আর কিছুই নয়। সেই ভক্তিযোগ-সাধন-বিষয়ে নিষ্ঠা—দুই প্রকার। যে সকল ব্যক্তি—শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহারা জ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ়, তাঁহাদের সাংখ্যজ্ঞান-যোগেই নিষ্ঠা (বর্তমান)। অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য যে কর্মযোগ-নিষ্ঠা, তাহা তাঁহাদের আদরণীয় নয়। তাঁহারা সাংখ্য-যোগে নিষ্ঠাদ্বারাই ভক্তিযোগে অধিরূঢ় হন। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাহারা ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা জ্ঞান-ভূমিতে আরোহণপূর্বক অবশেষে ভক্তিদ্বারা মোক্ষ লাভ করে। বস্তুতঃ ভক্তিভূমি লাভ করিবার যে সোপান, তাহা একই মাত্র। আরোহীদিগের অবস্থা-ক্রমে নিষ্ঠাই কেবল দুই প্রকার হয় ॥ ৩ ॥

টীকা—অত্রোত্তরং—যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষাবেব মোক্ষসাধনত্বেন কর্মযোগ-জ্ঞানযোগাবুক্তৌ স্যাতাং, তদা তদেকং বদ নিশ্চিত্য ইতি ত্বৎ-প্রশ্নো ঘটতে। ময়া তু কর্মনিষ্ঠা-জ্ঞাননিষ্ঠাবত্ত্বেন যদ্দ্বৈবিধ্যমুক্তং, তৎ খলু পূর্বোত্তরদশাভেদাদেব, ন তু বস্তুতো মোক্ষং প্রত্যধিকারী দ্বৈধমিত্যাহ—লোকে ইতি দ্বাভ্যাম্। দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতির্মর্যাদা ইত্যর্থঃ। পুরা প্রোক্তা পূর্বাধ্যায়ে কথিতা। তামেবাহ—সাংখ্যানাং সাংখ্যং জ্ঞানং তদ্বতাম্। তেষাং শুদ্ধান্তঃ-করণত্বেন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়ানাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা তেনৈব মর্যাদা

স্থাপিতা ; অত্র লোকে তে জ্ঞানিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ—"তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। তথা শুদ্ধান্তঃকরণত্বাভাবেন জ্ঞানভূমিকামধিরোঢ়ুমসমর্থানাং যোগিনাং তদারোহণার্থমুপায়বতাং কর্মযোগেন মদর্পিত-নিষ্কামকর্মণা নিষ্ঠা মর্যাদা স্থাপিতা ; তে খলু কর্মিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ—"ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। তেন 'কর্মিণো' 'জ্ঞানিন' ইতি নামমাত্রেণৈব দ্বৈবিধ্যম্। বস্তুতস্তু কর্মিণ এব কর্মভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞানিনো ভবন্তি ; জ্ঞানিন এব ভক্ত্যা মুচ্যন্তে ইতি মদ্বাক্যসমুদায়ার্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ (পুরুষ) কর্মণাম্ (শাস্ত্রীয়কর্মসমূহের) অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠান হেতু) নৈষ্কর্ম্যং (নৈষ্কর্ম্যরূপ জ্ঞান) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারে না) ; চ (এবং) সন্ন্যসনাৎ এব (অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কর্মত্যাগের দ্বারাও) সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি (সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্যরূপ জ্ঞান লব্ধ হয় না। শাস্ত্রীয় কর্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ কিরূপে সিদ্ধি লাভ করিবে ? ৪ ॥

টীকা—চিত্তশুদ্ধ্যভাবে জ্ঞানানুৎপত্তিমাহ—নেতি। শাস্ত্রীয়কর্মাণামনারম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্যং জ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি ন চাশুদ্ধচিত্তঃ সংন্যসনাৎ শাস্ত্রীয়কর্মত্যাগাৎ ॥ ৪ ॥

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালমাত্রও) অকর্মকৃৎ (কর্ম না করিয়া) নহি তিষ্ঠতি (থাকিতে পারে না)। সর্বঃ হি (সকলেই) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (রাগদ্বেষাদি গুণদ্বারা) অবশঃ [সন্] (অস্বতন্ত্র হইয়া) কর্ম কার্যতে (কর্মে প্রবৃত্ত হয়) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম পরিত্যাগ করিয়াও প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম-সকল করিতে থাকে। অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দিষ্ট চিত্ত-শোধক কর্ম ত্যাগ করা কর্তব্য নয় ॥ ৫ ॥

টীকা—কিন্তু অশুদ্ধচিত্তঃ কৃতসংন্যাসঃ শাস্ত্রীয়ং কর্ম পরিত্যজ্য ব্যবহারিকে কর্মণি নিমজ্জতীত্যাহ—নহীতি। নন্থ সংন্যাস এব তস্য বৈদিক-লৌকিক-কর্মপ্রবৃত্তিবিরোধী ? তত্রাহ—কার্যত ইতি। অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ ॥ ৫ ॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যে ব্যক্তি) কর্মেন্দ্রিয়াণি (কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে) মনসা (মনে মনে) স্মরন্ (স্মরণপূর্বক) আস্তে (অবস্থান করে), সঃ বিমূঢ়াত্মা (সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচার বা দাম্ভিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্মেন্দ্রিয়

সংযম করিলে কি হইবে ? সেই ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয়সমুদয় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে। অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায় ॥ ৬ ॥

টীকা—নন্থ তাদৃশোঽপি সংন্যাসী কশ্চিৎ কশ্চিদিন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্যো মুদ্রিতাক্ষো দৃশ্যতে ? তত্রাহ—কর্মেন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণ্যাদীনি নিগৃহ্য যো মনসা ধ্যানচ্ছলেন বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে, স মিথ্যাচারো দাম্ভিকঃ ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন (হে অর্জুন !) যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (নিয়মনপূর্বক) অসক্তঃ [সন্] (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা) কর্মযোগম্ (শাস্ত্রবিহিত কর্মযোগ) আরভতে (অনুষ্ঠান করেন), সঃ (সেই ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হন) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া কর্মেন্দ্রিয়দ্বারা গৃহস্থ-ধর্মে কর্মযোগ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি তাহাতে অশক্ত হইলেও মিথ্যাচারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; যেহেতু আপাততঃ অশক্ত হইলেও কর্মযোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগপূর্বক শক্ত হইবেন ॥ ৭ ॥

টীকা—এতদ্বিপরীতঃ শাস্ত্রীয়কর্মকর্তা গৃহস্থস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ - যস্ত্বিতি। কর্মযোগং শাস্ত্রবিহিতম্। অসক্তোঽফলাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্যতে। "অসম্ভাবিত-প্রমাদত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠাদপি পুরুষাদ্বিশিষ্ট" ইতি শ্রীরামানুজাচার্যচরণাঃ ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম (সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম) কুরু (কর); হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (কর্মত্যাগ অপেক্ষা) কর্ম (কর্মানুষ্ঠান) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। চ (আরও) অকর্মণঃ (সর্বকর্মশূন্য হইলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রা অপি (শরীরনির্বাহও) ন প্রসিধ্যেৎ (সিদ্ধ হইবে না) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—অনধিকারী ব্যক্তির কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মই শ্রেষ্ঠ। তোমার কর্মত্যাগদ্বারা যখন শরীরযাত্রা-নির্বাহ হয় না, তখন কর্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয় ? অতএব কাম্যকর্ম ত্যাগপূর্বক সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্য-কর্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি অতিক্রম করতঃ নির্গুণ-ভক্তি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

টীকা—তস্মাত্ত্বং নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি, অকর্মণঃ কর্ম-সংন্যাসাৎ সকাশাৎ জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্। সংন্যস্ত-সর্বকর্মণস্তব শরীর-নির্বাহোঽপি ন সিধ্যেৎ ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) যজ্ঞার্থাৎ (বিষ্ণুতে অর্পিত নিষ্কামকর্মরূপ যজ্ঞের নিমিত্ত) কর্মণঃ অন্যত্র (কর্মব্যতীত) অয়ং লোকঃ (এই মনুষ্যলোক) কর্মবন্ধনঃ (কর্মদ্বারা আবদ্ধ) [ভবতি—হয়]; [তস্মাৎ ত্বং—অতএব তুমি] মুক্তসঙ্গঃ [সন্] (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া) তদর্থং (তাদৃশ ধর্মসিদ্ধির নিমিত্ত) কর্ম সমাচর (কর্ম সম্যগ্রূপে আচরণ কর) ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুবাদ—ভগবদর্পিত নিষ্কাম-ধর্মকে 'যজ্ঞ' বলে; সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম, সে সমুদায়কেই 'কর্মবন্ধন' বলিয়া জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থে সমুদায় কর্ম আচরণ কর। কামনার উদ্দেশ্যে ভগবদর্পিত কর্মও বন্ধন-হেতু হয়, অতএব কর্ম-ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া ভগবদর্পিত কর্ম কর। এবম্বিধ কর্মই ভক্তি-যোগের সাধক-স্বরূপ হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন-করতঃ নির্গুণভক্তি লাভ করাইবে ॥ ৯ ॥

টীকা—নন্ু তর্হি "কর্মণা বধ্যতে জন্তু" ইতি স্মৃতেঃ, কর্মণি কৃতে বন্ধঃ স্যাদিতি চেন্ন; পরমেশ্বরার্পিতং কর্ম ন বন্ধকমিত্যাহ—যজ্ঞার্থা-দিতি। বিষ্ণ্বর্পিতো নিষ্কামো ধর্ম এব যজ্ঞ উচ্যতে। তদর্থং যৎ কর্ম ততোঽন্যত্রৈব অয়ং লোকঃ কর্মবন্ধনঃ কর্মণা বধ্যমানো ভবতি। তস্মাৎ ত্বং তদর্থং তাদৃশধর্মসিদ্ধার্থং কর্ম সমাচর। নন্ু বিষ্ণ্বর্পিতোঽপি ধর্মঃ কামনামুদ্দিশ্য কৃতশ্চেৎ বন্ধকো ভবত্যেব ইত্যাহ—মুক্তসঙ্গঃ ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতঃ। এবমেবোদ্ধবং প্রত্যাপি শ্রীভগবতোক্তং—"স্বধর্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যৎ ন সমাচরেৎ ॥ অস্মিন্ লোকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি" ইতি ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট-কামধুক্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—পুরা (সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—অনেন (এই যজ্ঞরূপ ধর্মদ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্

(উত্তরোত্তর-বৃদ্ধি লাভ কর); এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদের) ইষ্ট-কামধুক্ (অভীষ্ট-ভোগপ্রদ) অস্তু (হউক) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির নিষ্কাম-কর্মই কর্তব্য, কর্ম-সন্ন্যাস তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ নয়। যদি নিষ্কাম-কর্ম আচরণ করিতেও কোন ব্যক্তির শক্তি না হয়, তিনি সকাম হইয়াও ভগবদর্পিত কর্ম আচরণ করিবেন ; কোন মতেই কর্ম ত্যাগপূর্বক অকর্ম ও বিকর্মকে বরণ করিবেন না। ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, 'তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও ; এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত কাম প্রদান করুন' ॥ ১০ ॥

টীকা—তদেব অশুদ্ধচিত্তো নিষ্কামং কর্মৈব কুর্যাৎ, ন তু সন্ন্যাস-মিত্যুক্তম্। ইদানীং যদি চ নিষ্কামোঽপি ভবিতুং ন শক্নুয়াৎ, তদা সকামমপি ধর্মং বিষ্ণ্বর্পিতং কুর্যাৎ, ন তু কর্মত্যাগমিত্যাহ—সহেতি সপ্তভিঃ। যজ্ঞেন সহিতাঃ সহযজ্ঞাঃ—"বোপসর্জনস্য" ইতি 'সহ'স্য সাদেশা-ভাবঃ। পুরা বিষ্ণ্বর্পিতধর্মকারিণীঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ব্রহ্মা উবাচ—অনেন ধর্মেণ প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তাসাং সকামত্বমভিলক্ষ্যাহ—এষ যজ্ঞো ব ইষ্টকামধুক্ অভীষ্টভোগ-প্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) দেবান্ (দেবতাগণকে) ভাবয়ত ([ঘৃতাহুতিদ্বারা] প্রসন্ন কর), তে দেবাঃ [অপি] (সেই দেবতাগণও) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু ([ইষ্টফলদানে] সুখী করুন); [এবম্—

এইরূপে] পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (প্রীতিসম্পাদনপূর্বক) পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—এই যজ্ঞদ্বারা দেবতাসকল তোমাদের প্রতি প্রীত হউন। দেবতাসকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল দান করিয়া প্রীতি প্রদান করুন ॥ ১১ ॥

টীকা—কথমিষ্টকামপ্রদো যজ্ঞো ভবেত্তত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন দেবান্ ভাবয়ত, ভাববতঃ কুরুত,—ভাবঃ প্রীতিস্তদ্‌যুক্তান্ কুরুত প্রীণয়ত ইত্যর্থঃ। তে দেবা অপি ব প্রীণয়ন্তু ॥ ১১ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ॥
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—দেবাঃ (দেবগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ [সন্] (যজ্ঞে প্রীত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ (অভীষ্ট ভোগ্যবস্তুসমূহ) দাস্যন্তে (প্রদান করিবেন)। হি (অতএব) তৈঃ দত্তান্ (তাঁহাদের প্রদত্ত) [বৃষ্ট্যাদিদ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি] এভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) [পঞ্চমহাযজ্ঞাদিভিঃ—পঞ্চমহাযজ্ঞাদিদ্বারা] অপ্রদায় (প্রদান না করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) স্তেন এব (চোরই) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—পঞ্চ মহাযজ্ঞাদিদ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদিদ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

টীকা—এতদেব স্পষ্টীকুর্বন্ কর্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। তৈর্দত্তান্ বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণান্নাদীন্ উৎপাদ্য ইত্যর্থঃ। এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স তু চৌর এব ॥ ১২ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ--যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশিষ্ট-অন্ন-ভোজনকারী) সন্তঃ (সাধুগণ) সর্বকিল্বিষৈঃ (সর্বপ্রকার পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। যে তু (কিন্তু যাহারা) আত্মকারণাৎ (নিজের ভোজনের নিমিত্ত) পচন্তি (পাক করে) তে পাপাঃ (সেই দুরাচারগণ) অঘম্ (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করিয়া থাকে) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উদ্যম-জন্য অপরিহার্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, তাহারা পাপাচরণপূর্বক সমস্ত পাপ ভোগ করে ॥ ১৩ ॥

টীকা—বৈশ্বদেবাদি-যজ্ঞাবশিষ্টমন্নং যেঽশ্নন্তি, তে পঞ্চসূনা-কৃতৈঃ সর্বৈঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃত্যুক্তাঃ—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥" ইতি ॥ ১৩ ॥

[গৃহস্থের পঞ্চ সূনা—উদূখল, যাঁতা, চুল্লী, কলসীপিড়ী, ঝাঁটা]

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানি (প্রাণিগণ) অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়), পর্জন্যাৎ (মেঘ বা বৃষ্টি হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্ন উৎপন্ন হয়), যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) পর্জন্যঃ (বৃষ্টিপ্রদানকারী মেঘ) ভবতি (উৎপন্ন হয়), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কর্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—অন্ন হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়; বৃষ্টিদ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞদ্বারাই পর্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয়; কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয় ॥ ১৪ ॥

টীকা—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি যজ্ঞং কুর্যাদেবেত্যাহ—অন্নাদ্ ভূতানি প্রাণিনো ভবন্তীতি ভূতানাং হেতুরন্নম্। অন্নাদেব শুক্রশোণিত-রূপেণ পরিণতাৎ প্রাণিশরীরসিদ্ধেঃ। তস্যান্নস্য হেতুঃ পর্জন্যঃ, বৃষ্টিভি-রেবান্নসিদ্ধেঃ। তস্য পর্জন্যস্য হেতুর্যজ্ঞঃ, লোকৈঃ কৃতেন যজ্ঞেনৈব সমুচিতবৃষ্টিপ্রদমেঘসিদ্ধেঃ। তস্য যজ্ঞস্য হেতুঃ কর্ম, ঋত্বিগ্‌যজমান-ব্যাপারাত্মকত্বাৎ কর্মণ এব যজ্ঞসিদ্ধেঃ ॥ ১৪ ॥

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ম (কর্ম) ব্রহ্মোদ্ভবং (ব্রহ্ম বা বেদ হইতে উদ্ভূত) বিদ্ধি (জানিও), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবং (অচ্যুত হইতে সমুৎপন্ন); তস্মাৎ (অতএব) সর্বগতং (সর্বব্যাপক) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) নিত্যং (নিত্যকাল) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—ব্রহ্ম হইতে কর্ম উদ্ভূত ; অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে ব্রহ্ম যে বেদ, তাহা উৎপন্ন। অতএব জগচ্চক্র-প্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ, তাহা অনুষ্ঠান করা তদধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য ; তাহাতে সর্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ১৫ ॥

টীকা—তস্য কর্মণো হেতুর্ব্রহ্ম বেদঃ, বেদোক্তবিধিবাক্যশ্রবণাদেব যজ্ঞং প্রতি ব্যাপারোৎপত্তেঃ। তস্য বেদস্য হেতুরক্ষরং ব্রহ্ম, ব্রহ্মত এব বেদোৎপত্তেঃ ; তথাচ শ্রুতিঃ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথাঙ্গিরসঃ" ইতি।। তস্মাৎ সর্বগতং সর্বব্যাপকং ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমিতি যজ্ঞেন ব্রহ্মাপি প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ। অত্র যদ্যপি কার্যকারণভাবেনান্নাদ্যা ব্রহ্মপর্যন্তাঃ পদার্থা উক্তাস্তদপি তেষু মধ্যে যজ্ঞ এব বিধেয়ত্বেন শাস্ত্রেণোচ্যতে ইতি। স এব প্রস্তুতঃ,

'অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ' ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৫ ॥

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে পার্থ !) এবং প্রবর্তিতং (এইরূপ প্রবর্তিত) চক্রং (কর্মাদি চক্রকে) যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই সংসারে) ন অনুবর্তয়তি (অনুবর্তন না করে), সঃ (সেই) অঘায়ুঃ (পাপপূর্ণজীবন) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ) মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—হে পার্থ, কাম্যকর্মাধিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি এই জগচ্চক্র-প্রবর্তকরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেন, তিনি পাপ-জীবনযুক্ত ইন্দ্রিয়-সেবক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করেন। তাৎপর্য এই যে, ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগে পাপ-পুণ্যের অধিকার নাই ; কেননা, সেই পন্থা নির্গুণ ভক্তিলাভের প্রশস্ত পন্থা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। সেই পন্থাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে, কষায়-নাশরূপ চিত্তশুদ্ধি—অনায়াস-লভ্য। যে-সকল ব্যক্তি ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগের অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সর্বদা কামনা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বশীভূত, অতএব পাপ-রত। তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিবার জন্য পুণ্যকর্মই একমাত্র উপায়। পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয়। যজ্ঞ-ব্যবস্থাই ধর্ম অথবা পুণ্যকর্ম। যাহাতে সমষ্টি-জীবের শুভ এবং জগচ্চক্রের গতি সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়, তাহাই 'পুণ্য'। পুণ্য-ব্যবস্থাদ্বারা 'পঞ্চসূনা' প্রভৃতি অপরিহার্য পাপসকল নষ্ট হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠাতার স্বীয় সুখ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষাপূর্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, ততটুকু 'যজ্ঞাঙ্গ' হইয়া পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত হয়। যে সকল অলক্ষিত

বিধিদ্বারা জগন্মঙ্গলরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা ভগবচ্ছক্তি-জাত দেবতা-বিশেষ। সেই বিধিরূপ দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া তাঁহাদের অনুকম্পা-দত্ত প্রীতি লাভ করিলে আর কোন পাপ থাকে না; ইহাকেই 'কর্মচক্র' বলে। এইরূপ দেবতা-পূজার দ্বারা যে কর্ম-স্বীকার, তাহাকে 'ভগবদর্পিত কাম্যকর্ম' বলে। সেই বিধিসকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য করে, তাহারা কেবল নৈতিক বিষ্ণ্বর্পিত-কর্মাচারী নয়। অতএব সেরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত কাম্য-কর্মাচার করাই তদধিকারী জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক ॥ ১৬ ॥

টীকা—এতদনন্থষ্ঠানে প্রত্যবায়মাহ—এবমিতি। চক্রং পূর্ব-পশ্চাদ্ভাগেন প্রবর্তিতং—যজ্ঞাৎ পর্জন্যঃ, পর্জন্যাদন্নম্‌, অন্নাৎ পুরুষঃ, পুরুষাৎ পুনর্যজ্ঞো, যজ্ঞাৎ পর্জন্য ইত্যেবং চক্রং যো নানুবর্তয়তি যজ্ঞানুষ্ঠানেন ন পরিবর্তয়তি, স অঘায়ুঃ পাপব্যাপ্তায়ুঃ। কো নরকে ন মজ্জতি ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে মানব) আত্মরতি (আত্মারাম), আত্মতৃপ্তঃ এব চ (এবং আত্মাতেই তৃপ্ত), আত্মনি এব (আত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ চ (সন্তুষ্ট) স্যাৎ (হন), তস্য (তাঁহার) কার্যং (কর্তব্যরূপে কোন কর্ম) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—এবম্ভূত কর্মচক্রে বর্তমান জীবসকল 'কর্তব্য' বলিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু যিনি আত্মরতি অর্থাৎ অনাত্ম ও আত্ম-তত্ত্বকে পৃথগ্‌রূপে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়া আত্ম-বস্তুতেই রত, তিনি আত্মতৃপ্ত এবং আত্ম-বস্তুতেই সন্তুষ্ট। তিনি 'কর্তব্য'

বলিয়া কর্মানুষ্ঠান করেন না, কেবলমাত্র শরীরযাত্রা-নির্বাহের জন্য কর্ম করিয়া কর্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপ শান্তিকে অনুসন্ধান করেন। অতএব সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি নিত্য ও কাম্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন না; এইজন্য তাঁহার কর্মকে 'কর্ম' নামে অভিহিত করা যায় না। তাঁহার কর্মসকলকে অবস্থা-ভেদে, হয় 'জ্ঞান', নয় 'ভক্তি' বলা যায় ॥১৭॥

টীকা—তদেবং নিষ্কামত্বাসামর্থ্যে সকামোঽপি কর্ম কুর্যাদেবেত্যুক্তম্। যস্তু শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ঃ স তু নিত্যং কাম্যঞ্চ ন করোতীত্যাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মরতিঃ আত্মারামঃ যত আত্মতৃপ্ত আত্মানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ। ন স্বাত্মনি নির্বৃতো বহির্বিষয়ভোগেঽপি কিঞ্চিন্নির্বৃতো ভবতু তত্র নৈবেত্যাহ—আত্মন্যেব, ন তু বহির্বিষয়ভোগে তস্য কার্যং কর্তব্যত্বেন কর্ম নাস্তি ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (এই জগতে) কৃতেন (অনুষ্ঠিত কর্মের দ্বারা) তস্য (সেই আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির) অর্থঃ ন এব (পুণ্যফল নাই), অকৃতেন চ (কর্মের অনুষ্ঠানদ্বারাও) কশ্চন ন (কোন প্রত্যবায় নাই), অস্য (ইহার) সর্বভূতেষু (ব্রহ্মাণ্ডস্থিত স্থাবরাদি প্রাণিগণের মধ্যে) কশ্চিৎ অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ (স্বপ্রয়োজনের নিমিত্ত কেহই আশ্রয়ণীয়) ন [বিদ্যতে] (নাই) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির কর্তব্যানুষ্ঠানের জন্য পুণ্য এবং কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান-জন্য পাপ সম্ভব হয় না। আব্রহ্ম-স্থাবর পর্যন্ত ভূতসকলের মধ্যে যে-সকল স্বার্থ আছে, তাহা তাঁহার আশ্রয়ণীয় নয়। আত্মরতিদ্বারা সংতৃপ্ত হইয়া তাঁহার পাপ-পুণ্যের উদ্দেশ থাকে না। তিনি স্বভাবতঃ যাহা করেন বা না করেন, সমস্তই মঙ্গলময় ॥ ১৮ ॥

টীকা—কৃতেনানুষ্ঠিতেন কর্মণা নার্থঃ ন ফলম্। অকৃতেন কশ্চন প্রত্যবায়োঽপি ন; যস্মাদস্য সর্বভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডস্থাবরাদিষু মধ্যে কশ্চিদপ্যর্থায় স্ব-প্রয়োজনার্থং ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ো ন ভবতি। পুরাণাদিষু ব্যপাশ্রয়-শব্দেন তথৈবোচ্যতে; যথা—"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্। জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ॥" ইতি, তথা "যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি" ইতি, "সংস্থা-হেতুরপাশ্রয়ঃ" (ভাঃ ২।৪।১৮) ইত্যাদাবপ্যপেতুপসর্গস্যানধিকার্থং দৃষ্টম্॥ ১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (কর্মফলে অনাসক্ত) [সন্—হইয়া] সততং (সর্বদা) কার্যং কর্ম (কর্তব্য কর্ম) সমাচর (সম্যগ্রূপে আচরণ কর), হি (যেহেতু), অসক্তঃ [সন্—হইয়া] (অনাসক্ত) কর্ম আচরন্ (কর্ম করিলে) পুরুষঃ (পুরুষ) পরম্ (মোক্ষ অর্থাৎ পরমা ভক্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—কর্মফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সর্বদা কর্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু অনাসক্তভাবে কর্ম করিতে করিতে জীবের মোক্ষলাভ হয়। মোক্ষ আর কিছুই নয়,—কেবল কর্মসকলের চরম পরিপাকাবস্থায় যে পরমা ভক্তি, তাহাই মাত্র ॥ ১৯ ॥

টীকা—তস্মাৎ তব জ্ঞানভূমিকারোহণে নাস্তি যোগ্যতা। কাম্যকর্মণি তু সদ্বিবেকবতস্তব নৈবাধিকারঃ। তস্মান্নিষ্কাম-কর্মৈব কুর্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। কার্যমবশ্যকর্তব্যত্বেন বিহিতং পরং মোক্ষম্ ॥ ১৯ ॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—জনকাদয়ঃ (জনকাদি জ্ঞানিগণ) কর্মণা এব হি (কর্মদ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (ভক্তিরূপ সম্যক্‌সিদ্ধি) আস্থিতাঃ (লাভ করিয়াছিলেন) লোকসংগ্রহম্ অপি সংপশ্যন্ (লোকে শিক্ষা গ্রহণ করিবে এই বিবেচনা করিয়াই) [কর্ম] কর্তুম্ অর্হসি (তোমার কর্ম করা উচিত) ॥২০॥

মর্মানুবাদ—জনক প্রভৃতি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্মদ্বারা ভক্তিরূপ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব লোক-শিক্ষার্থেও তুমি কর্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২০ ॥

টীকা—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্মণেতি। যদি বা ত্বমাত্মানং জ্ঞানাধিকারিণং মন্যসে, তদপি লোকে শিক্ষাগ্রহণার্থং কর্মৈব কুর্বিত্যাহ—লোকেতি ॥ ২০ ॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন), ইতরঃ জনঃ (সাধারণ ব্যক্তি) তৎ তৎ এব [কর্ম] (সেই সেই কর্ম) [আচরতি—আচরণ করিয়া থাকে] সঃ (শ্রেষ্ঠব্যক্তি) যৎ (যাহা) প্রমাণং কুরুতে (প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন), লোকঃ (সাধারণ লোক) তৎ [এব] (তাহাই) অনুবর্ততে (অনুসরণ করে) ॥২১॥

মর্মানুবাদ—শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতেই অনুবর্তী হয় ॥ ২১ ॥

টীকা—লোকসংগ্রহপ্রকারমেবাহ—যদ্‌যদিতি ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে অর্জুন!) মে (আমার) কর্তব্যং (করণীয়) ন অস্তি ([কিছু] নাই); [যতঃ—যেহেতু] ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোকে) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) [বা] অবাপ্তব্যং [পাইবার যোগ্য] কিঞ্চন [কিছুমাত্র] ন [অস্তি] (নাই), [তথাপি অহং—তথাপি আমি] কর্মণি (কর্মে) বর্তে এব চ (প্রবৃত্ত আছি) ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ—হে পার্থ! আমি—পরমেশ্বর ; এই ত্রিলোক-মধ্যে আমার কিছুই কর্তব্য নাই ; তথাপি আমি কর্মাচরণ করিতেছি ॥ ২২ ॥

টীকা—অত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মমবর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে পার্থ!) যদি অহং (যদি আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ [সন্] (আলস্যশূন্য হইয়া) কর্মণি (কর্মে) ন বর্তেয়ং (প্রবৃত্ত না থাকি) [তর্হি—তাহা হইলে] হি (নিশ্চয়ই) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম [এব] (আমারই) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করিবে) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—অতন্দ্রিত হইয়া যদি আমি কর্ম পরিত্যাগ করি, তবে আমার অনুবর্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কর্ম ত্যাগ করিবে ॥ ২৩ ॥

টীকা—অনুবর্তন্তে অনুবর্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম ন কুর্যাং (কর্ম না করি), [তর্হি—তবে] ইমে লোকাঃ (এই-সকল লোক) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন অর্থাৎ ধর্মলোপবশতঃ বিনষ্ট হইবে), চ (এবং) [অহং—আমি] সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্তা স্যাম্ (প্রবর্তক হইব) ; [এবম্ অহমেব—এইরূপে আমি] ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রজাগণকে) উপহন্যামি (বিনষ্ট করিব) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—আমি কর্ম না করিলে কর্ম ত্যাগপূর্বক সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে এবং আমার দ্বারা বিধি-সাঙ্কর্য উৎপত্তি হইলে, সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে ॥ ২৪ ॥

টীকা—উৎসীদেয়ুর্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্মমকুর্বাণা ভ্রংশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ বর্ণসঙ্করো ভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্তা স্যামেবমহমেব প্রজা হন্যাং মলিনাঃ কুর্যাম্ ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত (হে ভারত !) কর্মণি সক্তা (কর্মে আসক্ত) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞব্যক্তিগণ) যথা (যেরূপ) [কর্মাণি] কুর্বন্তি (কর্ম করিয়া থাকে), লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকসংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক) বিদ্বান্ [অপি] (জ্ঞানী ব্যক্তিও) অসক্তঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া) তথা (সেইরূপ) [কর্ম] কুর্যাৎ (কর্ম করিবেন) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব লোকসংগ্রহের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্ত-ভাবে সেইরূপ কার্য করুন, যেমত অবিদ্বান্ ব্যক্তি আসক্ত হইয়া কর্ম করেন। অতএব বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের কর্মের প্রকার পৃথক্ নয়, কেবল তাহাদের আসক্তি ও অনাসক্তি-সম্বন্ধিনী নিষ্ঠাই পৃথক্,—ইহাই জানিবে ॥ ২৫ ॥

টীকা—তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতেন জ্ঞানিনাপি কর্ম কর্তব্যমিত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কর্মসঙ্গিনাম্ (কর্মাসক্তচিত্ত) অজ্ঞানাং (অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের) বুদ্ধিভেদং ([কর্ম পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানাভ্যাস করিয়া কৃতার্থ হও]—এইরূপ বুদ্ধিভেদ) ন জনয়েৎ (জন্মাইবে না), অপিতু—বিদ্বান্ (পরন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি) যুক্তঃ [সন্] (অবহিত হইয়া) সর্বকর্মাণি (নিষ্কাম কর্মসমূহ) সমাচরন্ (সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া [অজ্ঞান্—অজ্ঞগণকে] জোষয়েৎ (কর্মে নিযুক্ত রাখিবে) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—কর্মের তাৎপর্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান, তাহা যিনি না জানেন, তিনি 'অজ্ঞ'। সেই অজ্ঞতাবশতঃ তিনি কর্মের অবান্তর ফল-রূপ ইতর কামকে স্বীকার করেন, অতএব তিনি কর্মসঙ্গী। 'অজ্ঞ' ও 'কর্মসঙ্গী' পুরুষকে তত্ত্বজ্ঞান-তাৎপর্য বলিলে সে শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। অতএব তাহাকে কর্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ লোক নিষ্কাম-কর্মযোগ-সহকারে স্বয়ং কর্মাচরণপূর্বক তাহাকে চিত্ত-শুদ্ধির জন্য কর্মের উপদেশ দিবেন। সহসা তাহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে, তাহার মঙ্গল হইবে না। জ্ঞানোপদেষ্টৃদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে। যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয় ; যেহেতু ভক্তি-সম্বন্ধে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি পর্যন্ত অপেক্ষা নাই। ইহা পরে বিশেষরূপে বিচার করিব ॥ ২৬ ॥

টীকা—অলং কর্মজড়িম্না, ত্বং কর্মসন্ন্যাসং কৃত্বা জ্ঞানাভ্যাসেনাহমিব কৃতার্থী ভবেতি ; বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ কর্মসঙ্গিনামশুদ্ধান্তঃকরণত্বেন

কর্মস্বেবাসক্তিমতাম্; কিন্তু ত্বং কৃতার্থীভবিষ্যন্ নিষ্কামকর্মৈব কুর্বিতি কর্মাণ্যেব যোজয়েৎ জোষয়েৎ কারয়েৎ। অত্র কর্মাণি সমাচরন্ স্বয়মেব দৃষ্টান্তীভবেৎ। নন্থ "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি। ন রাতি রোগিনোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥" (ভাঃ ৫।৯।৫০) ইত্যজিত-বাক্যেনৈতদ্বিরুধ্যতে, সত্যং; তৎ খলু ভক্ত্যুপদেষ্টৃক-বিষয়মিদন্তু জ্ঞানোপ-দেষ্টৃক-বিষয়মিত্যবিরোধঃ, জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যাধীনত্বাৎ তচ্ছুদ্ধেস্তু নিষ্কাম-কর্মাধীনত্বাৎ; ভক্তেস্তু স্বতঃ প্রাবল্যাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধিপর্যন্তান-পেক্ষত্বাৎ। যদি ভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুং শক্নুয়াৎ, তদা কর্মিণাং বুদ্ধিভেদমপি জনয়েৎ, ভক্তৌ শ্রদ্ধাবতাং কর্মানধিকারাৎ—"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" ইতি, "ধর্মান্ সংত্যজ্য য সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" ইতি, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি, "ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি" ইত্যাদিবচনেভ্য ত বিবেচনীয়ম্॥ ২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) কর্মাণি (কর্মসকল) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হয়), [কিন্তু] অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারে বিমুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি) 'অহং কর্তা' (আমি করিতেছি) ইতি (এই প্রকার) মন্যতে (মনে করে)॥ ২৭॥

মর্মানুবাদ—বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য মনে করিয়া 'আমি কর্তা'—এইরূপ অভিমান করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ॥২৭॥

টীকা—নন্থ যদি বিদ্বানপি কর্ম কুর্যাত্তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্য তয়োর্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগুর্ণৈর্কার্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বশঃ সর্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্মাণি, তান্যহমেব কর্তা করোমীতি অবিদ্বান্ মন্যতে ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো (হে মহাবীর অর্জুন!) গুণকর্মবিভাগয়োঃ তত্ত্ববিৎ (গুণ ও কর্ম হইতে আত্মার পার্থক্য যিনি তত্ত্বতঃ জানেন), গুণাঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ) গুণেষু (রূপাদি বিষয়েতে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) [সঃ] তু (তিনি কিন্তু) ন সজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—হে মহাবাহো, তত্ত্ববিৎ বিদ্বান্ পুরুষ প্রাকৃত গুণ-কর্মকে 'আত্মা' হইতে পৃথক্ জানিয়া তাহার সঙ্গ করেন না ; এই মাত্র মনে করেন যে, 'আমি পৃথক্ ; ঘটনাবশতঃ প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণ-কর্মদ্বারা কার্য করিতেছি' ॥ ২৮ ॥

টীকা—গুণকর্মণো যৌ বিভাগৌ তয়োস্তত্ত্বং বেত্তীতি সঃ। তত্র গুণবিভাগঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। কর্ম-বিভাগং সত্ত্বাদি-কার্যভেদা দেবতে-ন্দ্রিয়বিষয়াঃ। তয়োস্তত্ত্বং স্বরূপং তজ্‌জ্ঞস্তু তত্ত্ববিৎ। গুণাঃ দেবতাঃ প্রযোজ্যানীন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি গুণেষু রূপাদিষু বিষয়েষু বর্তন্তে। অহন্তু ন গুণঃ, নাপি গুণকার্যঃ কোঽপি, নাপি গুণেষু গুণকার্যেষু তেষু কোঽপি মে সম্বন্ধঃ ইতি মত্বা বিদ্বাংস্তু ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (প্রকৃতির গুণসমূহে আবিষ্ট জীবগণ) গুণকর্মসু (ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়ক কার্যসমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়); কৃৎস্নবিৎ (সর্বজ্ঞব্যক্তি) তান্ (সেই সকল) অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ (অল্পজ্ঞ মন্দমতিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ সেরূপ বুদ্ধি না করিয়া প্রাকৃত বলিয়া আপনাকে বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণ-কর্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন। সেই অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট মন্দ ব্যক্তিদিগকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচলিত করেন না। তাহাদিগকে ক্রমশঃ অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারস্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন ॥ ২৯ ॥

টীকা ননু যদি জীবা গুণেভ্যো গুণকার্যেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতাস্তদসম্বন্ধাস্তর্হি কথং তে বিষয়েষু সজ্জন্তো দৃশ্যন্তে? তত্রাহ—প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সংমূঢ়াস্তদাবেশাৎ প্রাপ্তসংমোহাঃ যথা ভূতাবিষ্টো মনুষ্য আত্মানং ভূতমেব মন্যতে, তথৈব প্রকৃতিগুণাবিষ্টাঃ জীবাঃ স্বান্ গুণানেব মন্যন্তে। অতো গুণকর্মসু গুণকার্যেষু বিষয়েষু সজ্জন্তে। তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্বজ্ঞঃ। ন বিচালয়েৎ ত্বং গুণেভ্যঃ পৃথগ্ভূতো জীবঃ, ন তু গুণ ইতি বিচারং প্রাপয়িতুং ন যততে; কিন্তু গুণাবেশনিবর্তকং নিষ্কামকর্মৈব কারয়েৎ। ন হি ভূতাবিষ্টো মনুষ্যস্ত্বং ন ভূতঃ; কিন্তু মনুষ্য এবেতি শতকৃত্বোঽপ্যুপদেশেন স্বাস্থ্যমাপদ্যতে কিন্তু তন্নিবর্তকৌষধমণিমন্ত্রাদিপ্রয়োগেনৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৯

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ--অধ্যাত্মচেতসা (আত্মনিষ্ঠ চিত্তদ্বারা) ময়ি (আমাতে) সর্বাণি কর্মাণি (সমস্ত কর্ম) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) নিরাশীঃ (নিষ্কাম), নির্মমঃ (সর্বত্র মমতাশূন্য), [চ—এবং] বিগতজ্বরঃ ভূত্বা (শোকরহিত হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব হে অর্জুন, তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাত্মচেতা হইয়া প্রাকৃত-অহঙ্কার ও ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ কর এবং চিন্তা ও সন্দেহ পরিত্যাগপূর্বক, তোমার স্বধর্ম যে যুদ্ধ, তাহা অবলম্বন কর ॥ ৩০ ॥

টীকা—তস্মাত্ত্বং ময়ি অধ্যাত্মচেতসা আত্মনীত্যর্থঃ। এবমধ্যাত্মমব্যয়ীভাবসমাসাৎ, ততশ্চ আত্মনি যচ্চেতস্তদধ্যাত্মচেতস্তেন আত্মনিষ্ঠেনৈব চেতসা ন তু বিষয়নিষ্ঠেনেত্যর্থঃ। ময়ি কর্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য নিরাশীর্নিষ্কামঃ নির্মমঃ সর্বত্র মমতাশূন্যো যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যে মানবাঃ (যে সকল মানব) [মদ্বাক্যে—আমার বাক্যে] শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (ও অসূয়াশূন্য হইয়া) মে (আমার ইদং মতং (এই মতের অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগের) নিত্যং (সর্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করেন) তে অপি (তাঁহারাও) কর্মভিঃ (কর্মবন্ধন হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন) ॥ ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—এই নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্মযোগ যিনি সর্বদা অনুষ্ঠান করেন এবং অসূয়াশূন্য হইয়া আমার প্রতি শ্রদ্ধা করেন, তিনি কর্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩১ ॥

টীকা—স্বকৃতোপদেশে প্রবর্তয়িতুমাহ—যে মে ইতি ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু (কিন্তু যাহারা) অভ্যসূয়ন্তঃ (অসূয়াবশতঃ) মে (আমার) এতৎ মতম্ (এই মত) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করে না)

তান্ (সেই সকলকে) অচেতসঃ (বিবেকশূন্য), সর্বজ্ঞান-বিমূঢ়ান্ (সর্ববিধজ্ঞানে বিমূঢ় ও) নষ্টান্ (সর্বপুরুষার্থ-ভ্রষ্ট বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ৩২ ॥

মর্মানুবাদ—যাহারা এই উপদেশের প্রতি অসূয়া প্রকাশপূর্বক আমার এই উপদেশ পালন করে না, তাহাদিগকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, নষ্ট ও নির্বোধ বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বিতি ॥ ৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (স্বীয় প্রকৃতির [বহুকালের পাপাভ্যাসজনিত দুঃস্বভাবের] সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (চেষ্টা করে), [তস্মাৎ—সুতরাং] ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের অনুগমন করে), [তত্র—সে স্থলে] নিগ্রহঃ (শাস্ত্রদ্বারা আমার কৃত বা রাজকৃত শাসন) কিং করিষ্যতি (কি করিবে ?) ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ—এরূপ মনে করিবে না যে, বিদ্বান্ পুরুষ অনাত্ম ও আত্ম-বিচারপূর্বক প্রাকৃত গুণ-কর্মকে সহসা ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসধর্ম আশ্রয় করিলেই তাহার মঙ্গল হইবে। জ্ঞানবান্ হইলেও বদ্ধজীব স্বীয় বহুকালাশ্রিত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে; সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলেই যে প্রকৃতি-পরিত্যাগ হয়, তাহা নহে; বদ্ধজীবসকল সহজেই বহুকালাভ্যস্ত-চেষ্টারূপা প্রকৃতিকেই অবলম্বন করিবে। সেই প্রকৃতি-ত্যাগের উপায় এই যে, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া তদনুযায়ী কর্মসকল একটু সতর্কতার সহিত করিতে থাকিবে। ভক্তিযোগ-লক্ষণ-

যুক্ত বৈরাগ্য যে পর্যন্ত হৃদ্গত না হয়, সে পর্যন্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্মযোগেই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা, যেহেতু তাহাতে স্বধর্ম-পালন ও স্বধর্ম-সংস্কার, উভয় ফলই যুগপৎ সম্ভব। স্বধর্ম ত্যাগ করিলে উৎপথ-গমনই চরম ফল হয়। যে স্থলে মৎকৃপা বা ভক্তকৃপাদ্বারা ভক্তিযোগ হৃদ্গত হয়, সে-স্থলে মদর্পিত নিষ্কামকর্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা লাভবশতঃই এরূপ স্বধর্ম-পালন-বিধির অবসর হয় না। তদ্ব্যতীত সর্বত্রই এই মদর্পিত নিষ্কামকর্মযোগই শ্রেয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকা—নন্থ রাজ্ঞ ইব তব পরমেশ্বরস্য মতমননুষ্ঠন্তঃ রাজকৃতাদিব তৎকৃতান্নিগ্রহাৎ কিং ন বিভ্যতি ? সত্যম্ ; যে খল্বিন্দ্রিয়াণি চারয়ন্তো বর্তন্তে তে বিবেকিনোঽপি রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরস্য চ শাসনং মন্তুং ন শক্নুবন্তি। তথৈব তেষাং স্বভাবোঽভূদিত্যাহ—সদৃশমিতি। জ্ঞানবানপ্যেবং পাপে কৃতে সত্যেবং নরকো ভবিষ্যত্যেবং রাজদণ্ডো ভবিষ্যতি। এবং দুর্যশশ্চ ভবিষ্যতীতি বিবেকবানপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেশ্চিরন্তনপাপাভ্যাসোত্থ দুঃখভারস্য সদৃশমনুরূপমেব চেষ্টতে। তস্মাৎ প্রকৃতিং স্বভাবং যান্তি অনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ তৎশাস্ত্রদ্বারা মৎকৃতো রাজকৃতো বা তেনাশুদ্ধচিত্তান্ উক্তলক্ষণো নিষ্কামকর্মযোগঃ শুদ্ধচিত্তান্ জ্ঞানযোগশ্চ সংস্কর্তুং প্রবোধয়িতুং চ শক্নোতি। ন ত্বত্যন্তাশুদ্ধচিত্তান্ ; কিন্তু তানপি পাপিষ্ঠস্বভাবান্ যাদৃচ্ছিক-মৎকৃপোত্থভক্তিযোগ এব উদ্ধর্তুং প্রভবেৎ ; যদুক্তং স্কান্দে—"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ। নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে" ॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব বিষয়ে) রাগ-দ্বেষৌ (রাগ ও দ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (বিশেষভাবে অবস্থিত); [তথাপি] তয়োঃ (রাগ ও দ্বেষের) বশং ন আগচ্ছেৎ (বশ বা অধীনতা প্রাপ্ত হইবে না); হি (যেহেতু) তৌ (রাগ ও দ্বেষ) অস্য (পুরুষার্থ-সাধকের) পরিপন্থিনৌ (পরম শত্রু) ॥ ৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—যদি বল, ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিষয়-বন্ধনই সম্ভব, কর্মমুক্তি সম্ভব হইবে না, তবে শ্রবণ কর। বিষয়সকলই যে জীবের বিরোধী, তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বেষকে বশীভূত করিবে ; তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। যে-পর্যন্ত প্রাকৃত দেহ আছে, সে পর্যন্ত বিষয়-স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেই সেই কার্যে দেহাত্মাভিমান-বশতঃ যে সকল রাগদ্বেষ ঘটিয়া থাকে, তাহা খর্ব করিতে করিতে তুমি বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করিবে। বিষয়-সম্বন্ধে যে ভগবৎসম্বন্ধী রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুতে বা কার্যে রাগ ও ভক্তিবিঘাতক বস্তু বা কার্যে দ্বেষ, তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না, কিন্তু আত্মসুখসম্বন্ধী রাগ ও দ্বেষকে বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম মাত্র, জানিবে ॥ ৩৪ ॥

টীকা—যস্মাদ্দুঃস্বভাবেষু লোকেষু বিধিনিষেধশাস্ত্রং ন প্রভবতি, তস্মাৎ যাবৎ পাপাভ্যাসোত্থ-দুঃস্বভাবো নাভূত্তাবদ্ যথেষ্টমিন্দ্রিয়াণি ন চারয়েদিত্যাহ—ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সা প্রত্যেকং সর্বেন্দ্রিয়াণামর্থে স্ব-স্ব-বিষয়ে পরস্ত্রীমাত্রগাত্রদর্শনস্পর্শন-তৎসম্প্রদানক-দ্রব্যদানাদৌ শাস্ত্র-নিষিদ্ধেঽপি রাগঃ তথা গুরুবিপ্রতীর্থাতিথিদর্শনস্পর্শনপরিচরণ-তৎ-সম্প্রদানক-ধনবিতরণাদৌ শাস্ত্রবিহিতেঽপি দ্বেষ ইত্যেতৌ বিশেষেণা-

বস্থিতৌ বর্তেতে; তয়োর্বশমধীনত্বং ন প্রাপ্নুয়াৎ; যদ্বা, ইন্দ্রিয়ার্থে স্ত্রীদর্শনাদৌ রাগঃ তৎপ্রতিঘাতে কেনচিৎ কৃতে সতি দ্বেষ ইতি অস্য পুরুষার্থসাধকস্য কচিত্তু মনোঽনুকূলেঽর্থে স্বরস-স্নিগ্ধান্নাদৌ রাগঃ; মনঃ প্রতিকূলেঽর্থে বিরস-রুক্ষান্নাদৌ দ্বেষঃ; তথা স্বপুত্রাদি-দর্শনশ্রবণাদৌ রাগঃ, বৈরিপুত্রাদি-দর্শনশ্রবণাদৌ দ্বেষঃ;—তয়োর্বশং ন গচ্ছেদিতি ব্যাচক্ষতে ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরধর্ম অপেক্ষা) বিগুণঃ [অপি] (কিঞ্চিৎ দোষ বা অঙ্গহীন হইলেও) স্বধর্ম (স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ধর্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্মে (ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্মে) নিধনং (মরণও) শ্রেয়ঃ (ভাল) পরধর্মঃ (পরধর্ম) ভয়াবহঃ (ভয়ঙ্কর)॥৩৫॥

মর্মানুবাদ—অতএব মদর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগ-বিচারে বদ্ধজীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্মও ভাল; উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পরধর্ম ভাল নয়। স্বধর্ম পালন করিতে করিতে উচ্চ ধর্ম লাভ করিবার পূর্বেই যদি মরণ হয়, তাহাও মঙ্গলজনক, যেহেতু পরধর্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় হয় না। তবে নির্গুণভক্তি উপস্থিত হইলে আর স্বধর্ম-ত্যাগে কোন আপত্তি হয় না; যেহেতু তখন জীবের নিত্যধর্মই স্বধর্মরূপে প্রকাশ পায়, ঔপাধিক স্বধর্ম তখন পরধর্ম হইয়া পড়ে ॥ ৩৫ ॥

টীকা—ততশ্চ যুদ্ধরূপস্য ধর্মস্য যথাবদ্রাগদ্বেষাদিত্যেন কর্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাৎ ধর্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণঃ কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠাতুমশক্যোঽপি পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাধ্বেবানুষ্ঠাতুং শক্যাদপি সর্বগুণ-

পূর্ণাদপি সকাশাৎ শ্রেয়ান্। তত্র হেতুঃ—স্বধর্ম ইত্যাদি; "বিধর্মঃ পরধর্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ। অধর্ম-শাখাঃ পঞ্চেমা ধর্মজ্ঞোঽধর্মবৎ ত্যজেৎ॥" (ভা ৭।১৫।১২) ইতি সপ্তমোক্তেঃ॥ ৩৫॥

অর্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন—), অথ (অতঃপর) বার্ষ্ণেয়! (হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভূত কৃষ্ণ!) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না করিলেও) অয়ং পুরুষঃ (এই পুরুষ) কেন (কাহার দ্বারা) প্রযুক্তঃ [সন্] (প্রেরিত হইয়া) বলাৎ (বলপূর্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিয়োজিত হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে?) ॥ ৩৬॥

মর্মানুবাদ—এতাবৎ শ্রবণ করতঃ অর্জুন কহিলেন—হে বার্ষ্ণেয়, কাহাকর্তৃক নিযুক্ত হইয়া জীব স্বীয় ইচ্ছার বিপরীত হইলেও বাধ্য হইয়া পাপ আচরণ করে? আপনি কহিয়াছেন যে, জীব—নিত্য শুদ্ধ চিৎস্বরূপ, সমস্ত জড়গুণ ও জড়সম্বন্ধ হইতে পৃথক্। তবে জড়জগতে পাপাচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নয়; কিন্তু দেখা যায় যে, সর্বদাই জীবগণ পাপাচরণ করিতেছে। অতএব আপনি আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন যে, কে জীবকে পাপে রত করে? ॥ ৩৬॥

টীকা—যদুক্তং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাবিত্যত্র শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপীন্দ্রিয়ার্থে পরস্ত্রীসম্ভোগাদৌ রাগ ইত্যত্র পৃচ্ছতি—অথেতি। কেন প্রয়োজক-কর্ত্রা অনিচ্ছন্নপি বিধিনিষেধশাস্ত্রার্থজ্ঞানবত্ত্বাৎ পাপে প্রবর্তিতুমিচ্ছা-রহিতোঽপি বলাদিবেতি প্রয়োজক-প্রেরণবশাৎ প্রযোজ্যস্যাপি ইচ্ছা সম্যগুৎপদ্যত ইতি ভাবঃ॥ ৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত) এষঃ কামঃ (এই কাম) [এবং রাজসাৎ কামাৎ তমোগুণ-সমুদ্ভবঃ—এবং রাজস কাম হইতে তমোগুণসমুদ্ভূত] এষঃ ক্রোধঃ (এই ক্রোধ) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়), মহাপাপ্মা (অত্যুগ্র); ইহ (এই মোক্ষপথে) এনং (ইহাকে অর্থাৎ কাম ও ক্রোধকে) বৈরিণং বিদ্ধি (শত্রু বলিয়া জানিবে) ॥ ৩৭ ॥

মর্মানুবাদ—এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন—অর্জুন, রজোগুণ-সমুদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। 'কাম'—বিষয়াভিলাষ-স্বরূপ। কামই অবস্থাভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'ক্রোধ' হয়। কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং যখন অভিলাষ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন তমোগুণ আশ্রয় করিয়া তাহাই 'ক্রোধ' হইয়া পড়ে। কাম অতিশয় উগ্র এবং সর্বভুক্; কামকেই জীবের 'প্রধান শত্রু' বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

টীকা—এষ কাম এব বিষয়াভিলাষাত্মকঃ পুরুষং পাপে প্রবর্তয়তি; তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ। এষ কাম এব পৃথক্ত্বেন দৃশ্যমান এষ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধো ভবতি। কাম এব কেনচিৎ প্রতিহতো ভূত্বা ক্রোধাকারেণ পরিণমতীত্যর্থঃ। কামো রজোগুণসমুদ্ভব ইতি রাজসাৎ কামাদেব তামসঃ ক্রোধো জায়তে ইত্যর্থঃ। কামস্যাপেক্ষিত-পূরণেন নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ—মহাশনঃ মহদশনং যস্য সঃ। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎ সর্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥" ইতি স্মৃতেঃ, কামস্যাপেক্ষিতং পূরয়িতুমশক্যমেব।

নমু দানেন সন্ধাতুমশক্যশ্চেৎ সামভেদাভ্যাং স স্ববশীকর্তব্যঃ ? তত্রাহ—মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেরূপ) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমদ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত থাকে), যথা (যেরূপ) আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (ময়লার দ্বারা) চ (এবং) গর্ভঃ (গর্ভ) উল্বেন (জরায়ুদ্বারা) আবৃতঃ (আবৃত থাকে) তথা (সেইরূপ) ইদম্ (এই জগৎ) তেন ([ক্রোধপ্রসবকারী] কাম-দ্বারা) আবৃতম্ (আবৃত থাকে) ॥ ৩৮ ॥

মর্মানুবাদ—সেই কামই এই জগৎকে কোন-স্থলে কিঞ্চিৎ শিথিলরূপে, কোন স্থলে গাঢ়রূপে এবং কোন স্থলে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে। উদাহরণস্থল দিয়া বলি, শ্রবণ কর। ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় জীব-চৈতন্য কামকর্তৃক কিয়ৎ পরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায়, ভগবৎ-স্মরণাদি কার্য করিতে পারে। এস্থলে মুকুলিত-চেতন-রূপে নিষ্কাম-কর্মযোগাশ্রিত জীবের অবিস্থিতি। ময়লাচ্ছন্ন আদর্শের ন্যায় জীব-চৈতন্য কামকর্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া নররূপে অবস্থিতি-কালেও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। এস্থলে সংকোচিত-চেতনস্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি। তাহারা—পশু পক্ষীর তুল্য। উল্বদ্বারা আবৃত গর্ভের ন্যায় জীব-চৈতন্য কামকর্তৃক অতি গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষাদি-ভাবে অবস্থিতি করে ॥ ৩৮ ॥

টীকা—ন চ কস্যচিদেবায়ং বৈরী ; অপি তু সর্বস্যৈবেতি সদৃষ্টান্তমাহ—ধূমেনেতি। কামস্যাগাঢ়ত্বে গাঢ়ত্বেঽতিগাঢ়ত্বে চ ক্রমেণ দৃষ্টান্তাঃ—

ধূমেনাবৃতোঽপি মলিনো বহ্নির্দাহাদিলক্ষণং স্বকার্যন্তু করোতি। মলেনাবৃতো দর্পণস্তু স্বচ্ছতা-ধর্ম-তিরোধানাৎ বিম্বগ্রহণং স্বকার্যং ন করোতি, স্বরূপতস্তু উপলভ্যতে। উল্বেন জরায়ুনা আবৃতো গর্ভস্তু স্বকার্যং করচরণাদি-প্রসারণং ন করোতি, ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি। এবং কামস্যাগাঢ়ত্বে পরমার্থস্মরণং কর্তুং শক্নোতি গাঢ়ত্বেন শক্নোত্যতি-গাঢ়ত্বেন ত্বচেতনমেব স্যাদিদং জগদেব ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় (হে অর্জুন!) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণের) নিত্য-বৈরিণা (চিরশত্রু) অনলেন চ (অগ্নিসদৃশই) এতেন (এই) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) কামরূপেণ (কামরূপ অজ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান—বিবেক) আবৃতম্ (আবৃত থাকে) ॥ ৩৯ ॥

মর্মানুবাদ—সেই কামই জীবের অবিদ্যা, তাহাই জীবের নিত্য বৈরী। তাহা দুর্বারিত অগ্নির ন্যায় জীব-চৈতন্যকে আবরণ করে। আমি ভগবান্ যেমন চিৎপদার্থ, জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ। আমাতে ও জীবেতে স্বরূপভেদ এই যে, আমি—পূর্ণস্বরূপ সর্বশক্তিমান্; জীব—অণুচৈতন্য এবং মদ্দত্ত-শক্তিদ্বারা ক্রিয়া-সমর্থ হয়। আমার নিত্যদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম; তাহারই নাম 'প্রেম' বা নিষ্কাম জৈবধর্ম। চেতন পদার্থমাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। শুদ্ধজীবও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, অতএব স্বেচ্ছাপূর্বক আমার নিত্যদাস। 'কাম' বা 'অবিদ্যা' যাহাকে বলি, তাহা সেই বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি। যে-সকল জীব স্বতন্ত্র-ইচ্ছাদ্বারা আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে, তাহারা সুতরাং সেই পবিত্র তত্ত্বের অপগত-ভাবরূপ কামকেই বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ

আবৃত হইতে হইতে আচ্ছাদিত-চেতনস্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম জীবের 'কর্মবন্ধ' বা 'সংসার-যাতনা' ॥ ৩৯ ॥

টীকা—কাম এব হি জীবস্যাবিদ্যা ইত্যাহ—আবৃতমিতি। নিত্যবৈরিণা ইত।তোঽসৌ সর্বপ্রকারেণ হন্তব্য ইতি ভাবঃ। কামরূপেণ কামাকারেণাজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। চকারঃ—ইবার্থে; অনলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যস্তথা কামোঽপি ভোগেনেত্যর্থঃ। যদুক্তং—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্ধতে ॥" ইতি ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ), মনঃ (মন) (এবং) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে (আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়)। এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবরণ করিয়া) দেহিনং (জীবকে) বিমোহয়তি (বিমোহন করিতেছে) ॥ ৪০ ॥

মর্মানুবাদ—বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ জীব দেহধারণপূর্বক 'দেহী' নামে বিখ্যাত। সেই কাম তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠানদ্বারা জৈব-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে। বিশুদ্ধ অহঙ্কারস্বরূপ অণুচৈতন্য জীবকে, কামের সূক্ষ্মতত্ত্ব যে অবিদ্যা, তাহা প্রথমে প্রাকৃত-অহঙ্কাররূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃত-বুদ্ধিই অধিষ্ঠানরূপে কার্য করে। পরে প্রাকৃত-অহঙ্কার পরিপক্ক হইয়া মনরূপী দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদান করে। মন বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান প্রস্তুত করে। এই অধিষ্ঠানত্রয়কে আশ্রয় করতঃ কাম জীবকে জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে। (জীবের সম্বন্ধে) স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-বশতঃ আমার সাম্মুখ্যকে 'বিদ্যা' বলিয়া

উক্ত করা এবং স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-বশতঃ আমার প্রতি বৈমুখ্যকে 'অবিদ্যা' বলা যায় ॥ ৪০ ॥

টীকা—ক্কাসৌ তিষ্ঠত্যত আহ—ইন্দ্রিয়াণীতি। অস্য বৈরিণঃ কামস্য, অধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধান্যঃ, শব্দাদয়ো বিষয়াস্তু তস্য রাজ্ঞো দেশা ইতি ভাবঃ। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ। দেহিনং জীবম্ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ! (হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ অর্জুন!) তস্মাৎ (তজ্জন্য) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (সর্বাগ্রে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ (জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশক) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহি (বিনাশ কর) ॥ ৪১ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব, হে ভরতর্ষভ, তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধ্বংসকারী মহাপাপরূপ কামকে প্রথমে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া জয় কর; অর্থাৎ তাহার অপগত ভাবকে নাশ করতঃ তাহাকে স্ব-স্বভাবে আনয়ন-পূর্বক তাহার প্রেমাত্মক স্বরূপকে অবলম্বন কর। জড়বদ্ধ জীবের প্রশস্ত কর্তব্য এই যে, প্রথমে যুক্তবৈরাগ্য ও স্বধর্ম-পালন; ক্রমে সাধন-ভক্তিলাভ করতঃ প্রেম-ভক্তি সাধন করিবে। মৎকৃপা বা ভক্ত-কৃপাদ্বারা যে নিরপেক্ষ ভক্তিলাভ, তাহা নিতান্ত বিরল ও কোন কোন স্থলে আকস্মিকী প্রথারূপে উদিত হয় ॥ ৪১ ॥

টীকা—বৈরিণঃ খল্বাশ্রয়ে জিতে সতি বৈরী জীয়তে ইতি নীতিরতঃ; কামস্যাশ্রয়েষু ইন্দ্রিয়াদিষু যথোত্তরং দুর্জয়ত্বাধিক্যম্। অতঃ প্রথম-প্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি দুর্জয়ান্যপি উত্তরাপেক্ষয়া সুজয়ানি প্রথমং তে জীয়ন্তামিত্যাহ—তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্যেতি যদ্যপি পরস্ত্রীপর-দ্রব্যাদ্যপহরণে দুর্নিবারং মনো গচ্ছত্যেব, তদপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকর-

চরণাদীন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগণনাৎ ইন্দ্রিয়াণি ন গময় ইত্যর্থঃ। পাপ্মানমত্যুগ্রং কামং জহীতি ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগণনমতিকালেন মনোঽপি কামাদ্বিচ্যুতং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণি পরাণি আহুঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়)। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) মনঃ (মন) পরম্ (শ্রেষ্ঠ)। মনসঃ তু (মন হইতেও) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠা)। বুদ্ধেঃ তু (বুদ্ধি হইতেও) যঃ (যাহা) পরতঃ (শ্রেষ্ঠ) সঃ (তিনি আত্মা) ॥ ৪২ ॥

মর্মানুবাদ—সংক্ষেপতঃ বলি, তুমি যে জীব, তোমার নিজ তত্ত্ব এই। আপাততঃ জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম। জড় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। আত্মা যিনি জীব, তিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥ ৪২ ॥

টীকা—ন চ প্রথমমেব মনোবুদ্ধি-জয়ে যতনীয়মশক্যত্বাদিত্যাহ—ইন্দ্রিয়াণি পরাণীতি। দশ-দিগ্বিজয়িভিরপি বীরৈর্দুর্জয়ত্বাদতিবলত্বেন শ্রেষ্ঠানীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ সকাশাদপি প্রবলত্বান্মনঃ পরং স্বপ্নে খল্বিন্দ্রিয়েষ্বপি নষ্টেষ্বনশ্বরত্বাদিতি ভাবঃ। মনসঃ সকাশাদপি পরা প্রবলা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপা। সুষুপ্তৌ মনস্যপি নষ্টে তস্যাঃ সামান্যাকারায়া অনশ্বরত্বাদিতি ভাবঃ। তস্যা বুদ্ধেঃ সকাশাদপি পরতো বলাধিক্যেন যো বর্ততে, তস্যামপি জ্ঞানাভ্যাসেন নষ্টায়াং সত্যাং যো বিরাজতে ইত্যর্থঃ। স তু প্রসিদ্ধো জীবাত্মা কামস্য জেতা। তেন বস্তুতঃ সর্বতোঽপ্যতিপ্রবলেন জীবাত্মনা ইন্দ্রিয়াদীন্ বিজিত্য কামো বিজেতুং শক্য এবেতি নাত্রাসম্ভাবনা কার্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—মহাবাহো (হে বলিষ্ঠ অর্জুন!) এবং (এই প্রকারে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি অপেক্ষা) পরং (শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধা (জানিয়া) আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা) আত্মানং (মনকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুর্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (বিনাশ কর) ॥ ৪৩ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—এইরূপ আপনার অপ্রাকৃত-তত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্বিশেষ চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানিয়া, আপনাকে চিৎশক্তিদ্বারা নিশ্চল করতঃ দুর্জয় কামকে ক্রমমার্গ অবলম্বনপূর্বক নাশ কর ॥ ৪৩ ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেঃ পরং জীবাত্মানং বুদ্ধা সর্বোপাধিভ্যঃ পৃথগ্ভূতং জ্ঞাত্বা আত্মনা স্বেনৈব আত্মানং স্বং সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা দুরাসদং দুর্জয়মপি কামং জহি নাশয় ॥ ৪৩ ॥

অধ্যায়েঽস্মিন্ সাধনস্য নিষ্কামস্যৈব কর্মণঃ।
প্রাধান্যমূচে তৎসাধ্যজ্ঞানস্য গুণতাং বদন্ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ঃ খলু গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগঃ

কথাসার। শ্রীকৃষ্ণ সূর্যকে, সূর্য মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে জ্ঞানযোগ উপদেশ করিয়াছেন। এই প্রকারে পরম্পরায় আগত নিষ্কাম-কর্ম-সাধ্য জ্ঞানযোগ রাজর্ষিগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে তাহা লুপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক অর্জুনের নিকটে এই জ্ঞানযোগ বর্ণিত হইয়াছে। যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়া দুষ্কৃতগণের বিনাশ ও সাধুগণের সংরক্ষণপূর্বক ধর্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া সচ্চিদানন্দ-তনু প্রকট করেন। তাঁহার আবির্ভাবাদি যাবতীয় লীলা অতিমর্ত্য। এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া সম্বন্ধজ্ঞান ও প্রেমাত্মিকা ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হন।

কর্মফলাকাঙ্ক্ষিগণ সত্বর ফললাভের জন্য অন্য দেবতার পূজা করেন। বর্ণচতুষ্টয় গুণ ও কর্মের বিভাগক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ ইহার কর্তা হইয়াও অকর্তা। কামগ্রস্ত জীবগণ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারেই গুণত্রয়জাত কর্মফল ভোগ করে। নিষ্কাম কর্মিগণ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্ম দগ্ধ করেন। ভগবৎসেবার জন্য শরীর-রক্ষার নিমিত্ত-মাত্র কর্মকারিগণ পাপ ও পুণ্য কর্ম হইতে মুক্ত। অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল— যজ্ঞের এই পঞ্চ-অঙ্গ যখন ব্রহ্মভাবময় হয়, তখনই যথার্থ যজ্ঞ হইয়া থাকে। এইরূপ যজ্ঞকারীই যোগী। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ আগত স্নিগ্ধ শিষ্যকে তত্ত্বদর্শী শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞান উপদেশ করেন।

জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্ম দগ্ধ হয়। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্, হরিসেবায় তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। সংশয়াত্মার বিনাশ হয়। অতএব সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছিন্নসংশয় হইয়া ভগবানের অভিপ্রেত সেবায় আত্মনিয়োগই বিনীত শিষ্যের একান্ত কর্তব্য।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন,—) অহম্ (আমি) ইমম্ (এই) অব্যয়ং (অব্যয়) যোগং (যোগ) (পুরাকালে) বিবস্বতে (সূর্যকে) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম), বিবস্বান্ (সূর্য) (ইহা) মনবে ([স্বীয় পুত্র] মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন) (এবং) মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে ([স্বীয় পুত্র] ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—আমি পূর্বে সূর্যকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য-জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম। সূর্য তাহাই মনুকে বলেন এবং মনু তাহাই ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

টীকা—তুর্যে স্বাবির্ভাবহেতোর্নিত্যত্বং জন্মকর্মণোঃ।
স্বস্তোক্তং ব্রহ্মযজ্ঞাদিজ্ঞানোৎকর্ষপ্রপঞ্চনম্ ॥
অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং নিষ্কামকর্মসাধ্যং জ্ঞানযোগং স্তৌতি—ইমমিতি ॥১॥

এবং পরম্পরা-প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ ! (হে শত্রুতাপন জিতেন্দ্রিয় অর্জুন !) এবং (এই প্রকারে) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পরম্পরায় প্রাপ্ত) ইমং (এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (অবগত হইয়াছিলেন)। স যোগঃ (সেই

যোগ) মহতা কালেন (অনেক কাল গত হওয়ায় অর্থাৎ কালক্রমে) ইহ (বর্তমান সময়ে) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—এই প্রকার পরম্পরা-প্রাপ্ত যোগ রাজর্ষিসকল অবগত হন। হে পরন্তপ, সেই যোগ অনেক কাল গত হওয়ায় আপাততঃ নষ্টপ্রায় হইয়াছে ॥ ২ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে অর্জুন ! ত্বম্—তুমি) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) সখা চ (ও সখা) ; ইতি (এই নিমিত্ত) অয়ং স এব (এই সেই) পুরাতনঃ (পুরাতন) যোগঃ (যোগ) অদ্য (আজ) ময়া (আমাকর্তৃক) তে (তোমার নিকটে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল), হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমং (উত্তম) রহস্যম্ (রহস্য) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—সেই সনাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম, যেহেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা ; অতএব এই উত্তম যোগ অত্যন্ত রহস্য হইলেও তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম। সমস্ত বেদশাস্ত্রে ইহাই আমার উপদেশ বলিয়া তুমি এই যোগ অবলম্বন-পূর্বক যুদ্ধ কর ॥৩॥

টীকা—ত্বাং প্রত্যেবাস্য প্রোক্তত্বে হেতুঃ ভক্তো দাসঃ সখা চেতি ভাবদ্বয়ম্ অন্যন্ত্বর্বাচীনং প্রত্যেবাবক্তব্যত্বে হেতুঃ রহস্যমিতি ॥ ৩ ॥

অর্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন,—) (হে কৃষ্ণ) ভবতঃ জন্ম (তোমার জন্ম) অপরং (পরে—ইদানীন্তন হইয়াছে), বিবস্বতঃ জন্ম

(সূর্যের জন্ম) পরং (পূর্বে হইয়াছে) ; (অতএব) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (পূর্বে) প্রোক্তবান্ ([সূর্যকে] বলিয়াছিলে), ইতি (এই যে কথা)—এতৎ (ইহা) কথং (কি প্রকারে) বিজানীয়াম্ (বুঝিব) ? ৪ ॥

মর্মানুবাদ—বিবস্বান্ পূর্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তুমি ইদানীন্তন জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে এই যোগ পূর্বে বিবস্বান্‌কে অর্থাৎ সূর্যকে উপদেশ করিয়াছিলে, এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায় ? ৪ ॥

টীকা—উক্তমর্থমসম্ভবং পৃচ্ছতি। অপরম্ ইদানীন্তনম্, পরং পুরাতনম্, অতঃ কথমেতৎ প্রত্যেমীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন,—) অর্জুন ! (হে অর্জুন !) মে (আমার) চ (এবং) তব (তোমার) বহূনি জন্মানি (বহু জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে)। অহং (আমি) তানি সর্বাণি (সেই-সকল) বেদ (অবগত আছি), (কিন্তু) পরন্তপ (হে শত্রু-তাপন !) [মদীয়-লীলা-সিদ্ধির জন্য আমাকর্তৃক তোমার জ্ঞান আবৃত হওয়ায়] ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (তাহা অবগত নহ) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জুন, আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্ব-হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি। তুমি অণুচৈতন্য জীব, সে সমুদায় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখন যখন জগতে অবতীর্ণ হই, তোমরা সিদ্ধভক্ত, আমার লীলাপুষ্টির জন্য আমার সহিত জন্মলাভ কর, কিন্তু আমি একমাত্র সর্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি ॥ ৫ ॥

টীকা—অবতারান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণাহ—বহূনীতি। তব চেতি যদা যদৈব মমাবতারস্তদা মৎপার্ষদত্বাত্তবাপ্যাবির্ভাবোঽভূদেবেত্যর্থঃ। বেদ বেদ্মি সর্বেশ্বরত্বেন সর্বজ্ঞত্বাৎ। ত্বং ন বেত্থ ময়ৈব স্বলীলাসিদ্ধ্যর্থং ত্বজ্জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ। অতএব হে পরন্তপ, সম্প্রতিক কুন্তীপুত্রত্বাভিমানমাত্রেনৈব পরান্ শত্রূংস্তাপয়সি ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অহম্—আমি) অজঃ (জন্মরহিত), সন্ অপি (হইয়াও) (এবং) অব্যয়াত্মা (অব্যয়স্বরূপ) (ও) ভূতানাম্ (সর্বভূতের) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাং প্রকৃতিম্ (নিজ প্রকৃতিকে অর্থাৎ স্বকীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে) অধিষ্ঠায় (অবলম্বনপূর্বক) আত্মমায়য়া (স্বীয় যোগমায়ার আশ্রয়ে) সম্ভবামি (আবির্ভূত হইয়া থাকি) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—যদিও আমি এবং তোমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ। স্বীয়-চিচ্ছক্তি আশ্রয়-পূর্বক তদ্দ্বারা সম্ভূত হই। কিন্তু জীবসকল আমার মায়া-শক্তিপ্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্বজন্ম-স্মৃতি থাকে না। জীবের কর্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেবতির্যগাদি-রূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন-ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে। জীবের ন্যায় আমার বিশুদ্ধ চিৎশরীর লিঙ্গ ও স্থূল-শরীরদ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ-অবস্থায় আমার যে নিত্য শরীর, তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল, প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে

প্রকাশ হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর; আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব তদ্দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমরা যুক্তিদ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজ জ্ঞানদ্বারা এইমাত্র তোমাদের জানা কর্তব্য যে, অবিচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হ'ন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড় জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সেই স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চ-বিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও যে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়াদ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার প্রকৃতি বটে, কিন্তু আমার স্বীয়-প্রকৃতি বলিলে চিৎ-শক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি এক, কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্মবদ্ধ জীবের নিকট মায়া-শক্তি—এবংপ্রকার নানাবিধ প্রভাবযুক্ত ॥ ৬ ॥

টীকা—স্বস্য জন্মপ্রকারমাহ—অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্ সম্ভবামি, দেব-মনুষ্যতির্যগাদিষু আবির্ভবামি। ননু কিমত্র চিত্রং? জীবোঽপি বস্তুতোঽজ এব স্থূলদেহনাশানন্তরং জায়ত এব তত্রাহ—অব্যয়াত্মা অনশ্বরশরীরঃ। কিঞ্চ জীবস্য স্বদেহভিন্নস্বস্বরূপেণ অজত্বমেব আবিদ্যকেন দেহসম্বন্ধেনৈব তস্য জন্মবত্বং মম তু ঈশ্বরত্বাৎ স্বদেহাভিন্নস্য অজত্বং জন্মবত্বম্ ইত্যুভয়মপি স্বরূপ-সিদ্ধম্। তচ্চ দুর্ঘটত্বাৎ চিত্রম্ অতর্ক্যমেব। অতঃ পুণ্যপাপাদিমতো জীবস্যেব সদসদ্যোনিষু ন মে জন্মাশঙ্কামিত্যাহ—ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ কর্ম-পারতন্ত্র্যরহিতোঽপি ভূত্বা ইত্যর্থঃ। ননু জীবো হি লিঙ্গশরীরেণ স্ববন্ধকেন কর্মপ্রাপ্যান দেবাদি-দেহান্ প্রাপ্নোতি। ত্বং পরমেশ্বরো লিঙ্গরহিতঃ সর্বব্যাপকঃ কর্মকালাদি-নিয়ন্তা। "বহু স্যাম্" ইতি শ্রুতেঃ সর্বজগদ্রূপো ভবস্যেব তদপি যদ্বিশেষত এবম্ভূতোঽপ্যহং সম্ভবামীতি ব্রূষে তন্মন্যে সর্বজগদ্বি-

লক্ষণান্ দেহবিশেষান্ নিত্যানেব লোকে প্রকাশয়িতুং ত্বজ্জন্ম ইত্যবগম্যতে। তৎ খলু কথমিত্যত আহ—প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়েতি। অত্র প্রকৃতিশব্দেন যদি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরুচ্যতে, তদা তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরস্তদ্দ্বারা জগদ্রূপো ভবত্যেবেতি ন বিশেষোপলব্ধিঃ। তস্মাৎ "সংসিদ্ধিপ্রকৃতী ত্বিমে স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ" ইত্যভিধানাৎ অত্র প্রকৃতি-শব্দেন স্বরূপমেবোচ্যতে। ন তু স্বরূপভূতা মায়াশক্তিঃ, স্বরূপঞ্চ তস্য সচ্চিদানন্দ এব; অতএব স্বাং শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ—ইতি শ্রীরামানুজাচার্যচরণাঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দঘনৈকরসম্; মায়াং ব্যাবর্তয়তি স্বামিতি, নিজ-স্বরূপমিত্যর্থঃ। "স ভগবতঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বমহিম্নি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্ব্যবহরামীতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ। ননু যদব্যয়াত্মা অনশ্বরমৎস্যকূর্মাদিস্বরূপ এব ভবসি তর্হি তব প্রাদুর্ভবৎস্বরূপং পূর্বপ্রাদুর্ভূতস্বরূপাণি চ যুগপদেব কিং নোপলভ্যন্তে তত্রাহ—আত্মভূতা যা মায়া, তয়া। স্বস্বরূপাবরণ-প্রকাশন-কর্ম চ যয়া চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়েত্যর্থঃ। তয়া হি পূর্বকালাবতীর্ণস্বরূপাণি পূর্বমেব আবৃত্য বর্তমানস্বরূপং প্রকাশ্য সংভবামি। আত্মমায়য়া সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্যাদিশক্ত্যৈব ভবামীতি স্বামিচরণাঃ। আত্মমায়য়া আত্মজ্ঞানেন। মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি জ্ঞান-পর্যায়োঽত্রমায়াশব্দঃ। তথাচাভিযুক্তপ্রয়োগঃ। মায়য়া সততং বেত্তি প্রাচীনানাং শুভাশুভমিতি শ্রীরামানুজাচার্যচরণাঃ। ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতিঃ মায়ামাত্রমিতি শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদাঃ ॥ ৬ ॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত ! (হে ভরতবংশ্য অর্জুন !) যদা যদা হি (যখন যখনই) ধর্মস্য গ্লানিঃ (ধর্মের গ্লানি), অধর্মস্য চ অভ্যুত্থানং (এবং অধর্মের অভ্যুত্থান) ভবতি (হয়), তদা (তখন) অহম্ (আমি) আত্মানম্ (নিজকে অর্থাৎ স্বীয় সচ্চিদানন্দ-তনু) সৃজামি (সৃজন অর্থাৎ প্রকট করি—আবির্ভূত হই) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—আমার আবির্ভাবের এইমাত্র নিয়ম যে, আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি স্বেচ্ছা-পূর্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার-নির্বাহক বিধিসকল অজেয়। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ-সকল বিধি কোন অনির্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কাল-দোষক্রমে অধর্ম প্রবল হয়। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তিসহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্মগ্লানি নিবৃত্ত করি। এই ভারত-ভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয়। আমি দেবতির্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যক মত ইচ্ছা-পূর্বক উদিত হই, অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্মকে স্বধর্ম বলিয়া স্বীকার করে ততটুকু ধর্মের গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম-ধর্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় বলিয়াই তদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম-সংস্থাপন-করণার্থে আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার, অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার,

তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরম ফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণমধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী প্রথা-সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

টীকা—কদা সংভবামি ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। ধর্মস্য গ্লানির্হানিরধর্মস্য অভ্যুত্থানং বৃদ্ধিস্তে দ্বে সোঢ়ুমশক্নুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কর্ত্তুমিতি ভাবঃ। আত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যাসিদ্ধমেব তং সৃষ্টমিব দর্শয়ামি মায়য়েতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সাধূনাং (সাধুগণের—আমার একনিষ্ঠ ভক্তগণের) পরিত্রাণায় ([আমার অদর্শন-জনিত দুঃখ হইতে] রক্ষণার্থ), দুষ্কৃতাং (দুষ্কৃতগণের—আমার ভক্তগণের প্রতি দ্রোহাচরণকারিগণের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) চ (এবং) ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় ([মদীয়-ধ্যান-যজন-পরিচর্যা-সঙ্কীর্তনাত্মক পরম] ধর্ম সম্যগ্রূপে স্থাপনের জন্য) যুগে যুগে (প্রতিযুগে) সম্ভবামি (আমি অবতীর্ণ হই) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে-সকল ভক্ত—তাঁহাদের সত্তায় আমি শক্ত্যাবেশ করতঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরম ভক্ত সাধুগণের অভক্ত-ব্যক্তিগণ হইতে সংরক্ষণার্থ আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে রক্ষা করি, অসাধুদিগকে পৃথক্ করিয়া নাশ্য-ধর্মে ব্যবস্থাপিত করি এবং শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য-স্বধর্ম

সংস্থাপন করি। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই এই কথাদ্বারা, কলিকালেও আমার অবতার হয়—ইহা স্বীকার করিবে। কলিকালের অবতার কেবল কীর্তনাদিদ্বারা পরম দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অন্য তাৎপর্য না থাকায়, সেই অবতার সর্বাবতার-শ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতারকর্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজননিস্তারকাবতারকর্তৃক দুষ্কৃত-জনের দুষ্কৃতি-বিনাশ ব্যতীত অসুর-বিনাশ কার্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য ॥ ৮ ॥

টীকা—নন্থ ত্বদ্ভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োঽপি বা ধর্মহান্যধর্মবৃদ্ধী দূরীকর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎ সত্যম্। অন্যদপি অন্যদুষ্করং কর্ম কর্ত্তুং সম্ভবামীত্যাহ—পরীতি। সাধূনাং পরিত্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদ্দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্তানাং যদ্বিয়োগাক্রপং দুঃখং তস্মাৎ ত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্ভক্তলোক-দুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংসকেশ্যাদীনাং বিনাশায় তথা ধর্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়ধ্যানযজনপরিচর্যা-সংকীর্তনলক্ষণং পরমধর্মং মদন্যৈঃ প্রবর্তয়িতুম্ অশক্যং সম্যক্ প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। যুগে যুগে প্রতিযুগং প্রতিকল্পং বা। ন চৈবং দুষ্ট-নিগ্রহকৃতো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং, দুষ্টানামপি অসুরাণাং স্বকর্তৃক-বধেন বিবিধদুষ্কৃতফলান্নরকসহ প্রণিপাতাৎ সংসারাচ্চ পরিত্রাণতস্তস্য স খলু নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহ এব নির্ণীতঃ ॥ ৮ ॥

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন! (হে অর্জুন!) মে (আমার) জন্ম কর্ম চ (আবির্ভাব ও লীলা) দিব্যম্ (অলৌকিক—অপ্রাকৃত) এবং (এইরূপ অর্থাৎ ইহা) যঃ (যিনি) তত্ত্বতঃ (তত্ত্ববিচারক্রমে) বেত্তি (অবগত আছেন), সঃ (তিনি) দেহং ত্যক্ত্বা ([এই পাঞ্চভৌতিক] দেহ পরিত্যাগ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) জন্ম ন এতি (জন্মপ্রাপ্ত হ'ন না), মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুবাদ—অচিন্ত্য-চিৎশক্তিদ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম আমি স্বীকার করি, তাহা পূর্বোক্তমতে তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হ'ন, তিনি দেহত্যাগপূর্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু আমার চিচ্ছক্তি-প্রকাশরূপ-হ্লাদিনী-শক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্যসেবা প্রাপ্ত হ'ন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান-অভাবে আমার জন্ম, কর্ম ও প্রপঞ্চ-প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। কর্ম-জড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্তদ্বারা কর্মজড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধু-কৃপা ব্যতীত তাহাদের বিমল-ভক্তি উদিত হয় না ॥ ৯ ॥

টীকা—উক্তলক্ষণস্য মজ্জন্মনঃ তথা জন্মানন্তরং মৎকর্মণশ্চ তত্ত্বতো জ্ঞানমাত্রেণৈব কৃতার্থং স্যাদিত্যাহ—জন্মেতি। দিব্যম্ অপ্রাকৃতমিতি শ্রীরামানুজাচার্যচরণাঃ শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ। দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ। লোকানাং প্রকৃতিস্পৃষ্টত্বাৎ অলৌকিকং শব্দস্যাপ্রাকৃতত্ব-মেবার্থস্তেষামপ্যভিপ্রেতঃ। অতএব অপ্রাকৃতত্বেন গুণাতীতত্বাদ্-ভগবজ্জন্মকর্মণো নিত্যত্বম্। তচ্চ ভগবৎসন্দর্ভে—"ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা" ইত্যত্র শ্লোকে শ্রীজীব-গোস্বামিচরণৈরুপপাদিতম্; যদ্বা, যুক্ত্যা অনুপপন্নমপি শ্রুতিস্মৃতি-বাক্যবলাদতর্ক্যমেবেদং মন্তব্যম্। তত্র পিপ্পলাদিশাখায়াং পুরুষবোধনী শ্রুতিঃ—"একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা" ইতি। তথা জন্ম-

কর্মণোর্নিত্যত্বম্ শ্রীভাগবতামৃতে বহুশ এব প্রপঞ্চিতম্। 'এবং যো বেত্তি তত্ত্বত' ইতি অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মেতি অস্মিংস্তথা জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমিত্যস্মিংশ্চ মদ্‌বাক্যে এবাস্তিকতয়া মজ্জন্মকর্মণোর্নিত্যত্বমেব যো জানাতি ন তু তয়োর্নিত্যত্বে কাঞ্চিদ্‌যুক্তিমপ্যপেক্ষমাণো ভবতীত্যর্থঃ ; যদ্বা, তত্ত্বতঃ 'ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ' ইত্যগ্রিমোক্তেস্তচ্ছব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। তস্য ভাবস্তত্ত্বং তেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যো বেত্তীত্যর্থঃ। স বর্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম নৈতি কিন্তু মামেবৈতি। অত্র দেহং ত্যক্ত্বা ইত্যস্য আধিক্যাদেবং ব্যাচক্ষতে স্ম। স দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম নৈতি কিন্তু দেহমত্যক্ত্বৈব মামেতি। মদীয়দিব্যজন্মচেষ্টিতযাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্ত-সমস্তমৎসমাশ্রয়ণবিরোধি-পাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি মামাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়ো মামেব প্রাপ্নোতি ইতি শ্রীরামানুজাচার্যচরণাঃ ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ ([কৃষ্ণেতর-বিষয়ে] অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ-রহিত) মন্ময়াঃ (আমাতে [শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-লীলাদি-শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণে] নিবিষ্টচিত্ত), মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমার একান্ত আশ্রিত) বহবঃ (বহু ব্যক্তি) জ্ঞান-তপসা (সম্বন্ধজ্ঞানানুশীলন ও তদুত্থ ভজনরূপ তপস্যাদ্বারা) পূতাঃ (শুদ্ধ) [সন্তঃ—হইয়া] মদ্ভাবম্ (আমার প্রেম—কৃষ্ণপ্রেম) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—আমার জন্ম, কর্ম ও শরীরের চিন্ময়ত্ব ও বিশুদ্ধত্ব-বিচার-সম্বন্ধে মূঢ় লোকেরা তিনটী প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়, যথা—ইতর রাগ, ভয় ও ক্রোধ। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়-বদ্ধ, তাহারা

জড়তত্ত্বে এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করে যে, চিত্তত্ত্ব বলিয়া কোন নিত্যবস্তু আছে তাহা স্বীকার করে না। ইহারা স্বভাবকেই পরমতত্ত্ব বলে, ইহাদের মধ্যে কেহ বা জড়কেই নিত্যকারণ বলিয়া চিত্তত্ত্বের জনকরূপে নির্দিষ্ট করে। ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী বা চৈতন্যহীন বিধিবাদিগণ ইতর রাগদ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্বরূপ চিদ্রাগ হইতে কাজে কাজেই বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিচারক চিত্তত্ত্বকে একটী নিত্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করতঃ সর্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে, জড়ে যত প্রকার গুণ ও কর্ম-দৃষ্টি করেন, সে-সকলকে সতর্কতার সহিত অসৎ বলিয়া পরিত্যাগ করতঃ অস্ফুট, জড়বিপরীত বলিয়া কল্পিত একটী অনির্দেশ্য ব্রহ্মকে কল্পনা করেন। তাহা আর কিছুই নয়, কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক-প্রকাশ-মাত্র। তাহা আমার নিত্য-স্বরূপ নয়। পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায় কোনপ্রকার জড়ধর্ম আশ্রয় করে, এই ভয়ে আমার স্বরূপ-ধ্যান ও স্বরূপ-লিঙ্গপূজা হইতে বিরত হ'ন। সেই ভয়দ্বারা তাঁহারা পরমতত্ত্বের স্বরূপ হইতে বঞ্চিত। কেহ বা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে শূন্য ও নির্বাণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। বৌদ্ধ-জৈনাদি মত তাহা হইতেই হয়। এই প্রকার রাগ, ভয়, ক্রোধশূন্য হইয়া আমাকেই সর্বত্র দর্শন ও আমাকে সম্যক্ আশ্রয়-পূর্বক পূর্বোক্ত জ্ঞান অঙ্গীকার করতঃ এবং পূর্বোক্ত কুযুক্তি বিষদাহ-সহনরূপ তাপদ্বারা পূত হইয়া আমার পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

টীকা—ন কেবলমেক এব আধুনিক এব মজ্জন্মকর্মতত্ত্বজ্ঞানমাত্রেণৈব মাং প্রাপ্নোতি অপি তু প্রাক্তনা অপি পূর্বপূর্বকল্পাবতীর্ণস্য মম জন্মকর্মতত্ত্ব-জ্ঞানবন্তো মাম্ আপুরেব ইত্যাহ—বীতেতি। জ্ঞানম্ উক্তলক্ষণং মজ্জন্ম-কর্মণোস্তত্ত্বতোঽনুভবরূপমেব তপস্তেন পূতা ইতি শ্রীরামানুজাচার্যচরণাঃ। যদ্বা জ্ঞানে মজ্জন্মকর্মণোর্নিত্যত্বনিশ্চয়ানুভবে যন্নানাকুমতকুতর্ককুযুক্তিসর্পী-

বিষদাহসহনরূপং তপস্তেন পূতাঃ। তথা চ রামানুজভাষ্যধৃতা শ্রুতিঃ— "তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্" ইতি। ধীরাঃ ধীমন্ত এব তস্য যোনিং জন্মপ্রকারং জানন্তীত্যর্থঃ। বীতাস্ত্যক্তাঃ কুমতপ্রজল্পিতেষু জনেষু রাগাদ্যা যৈস্তেন তেষু রাগঃ প্রীতির্নাপি তেভ্যো ভয়ং নাপি তেষু ক্রোধা মদ্-ভক্তানামিত্যর্থঃ। কুতো মন্ময়া মজ্জন্মকর্মানুধ্যানমননশ্রবণকীর্তনাদি-প্রচুরাঃ। মদ্ভাবং ময়ি প্রেমাণম্ ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে অর্জুন!) যে (যাঁহারা) যথা (যেভাবে) মাং (আমার প্রতি) প্রপদ্যন্তে (প্রপত্তি স্বীকার করেন), অহং (আমি) তান্ (তাঁহাদিগকে) তথৈব (সেই ভাবেই) ভজামি (ভজন করি)। মনুষ্যাঃ (মানবগণ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (ভজনপথ) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করে) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—যে ব্যক্তি আমার প্রতি যেভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজন করি। সকল মতেরই চরম উদ্দেশ্যস্বরূপ আমি সকলেরই প্রাপ্য। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নিত্যকাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাঁহারা নির্বিশেষবাদী, তাঁহাদের আত্ম-বিনাশদ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ আমি নির্বাণ-মুক্তি প্রদান করি। আমার সচ্চিদানন্দ-মূর্তির নিত্যত্ব স্বীকার না করায়, তাঁহাদের চিদানন্দ-স্বরূপের লোপ হয়। তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও নশ্বর জন্ম প্রদান করি। যাহারা শূন্যবাদী, আমি শূন্যস্বরূপ হইয়া তাহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি। যাহারা জড়, জড়কর্ম

বা জড়বিধিবাদী, তাহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাহাদের প্রাপ্য হই। যাহারা কর্মী, তাহাদিগের নিকট কর্মফলদাতা ঈশ্বররূপে প্রাপ্য হই। যাহারা যোগী, তাহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বররূপে বিভূতি প্রদান করি, অথবা কৈবল্য দান করি। এই প্রকার সর্বস্বরূপ হইয়া আমি সর্ববাদীর পক্ষে প্রাপ্য হইয়া থাকি। এই সমুদায় প্রাপ্তির মধ্যে আমার সেবাপ্রাপ্তিই সর্বপ্রধান বলিয়া জানিবে। সমস্ত মনুষ্যই আমার বিবিধ বর্ত্মের অনুবর্তমান ॥ ১১ ॥

টীকা—নন্থ ত্বদেকান্তভক্তাঃ কিল ত্বজ্জন্মকর্মণোর্নিত্যত্বং মন্যন্ত এব কেচিত্তু জ্ঞানাদিসিদ্ধ্যর্থং ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ত্বজ্জন্মকর্মণোর্নিত্যত্বং নাপি মন্যন্তে ইতি তত্রাহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাংস্তেনৈব প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি অয়মর্থঃ। যে মৎপ্রভোর্জন্মকর্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃত-মনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্মণোর্নিত্যত্বং কর্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্ধম্ এব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্ণন্নেব তদ্ভজন-ফলং প্রেমাণমেব দদামি। যে জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো মজ্জন্মকর্মণোর্নশ্বরত্বং মদ্বিগ্রহস্য মায়াময়ত্বঞ্চ মন্যমানাঃ মাং প্রপদ্যন্তে অহমপি তান্ পুনঃ পুনর্নশ্বরজন্মকর্মবতো মায়াপাশপতিতানেব কুর্বাণঃ তৎপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি। যে তু মজ্জন্মকর্মণোর্নিত্যত্বং মদ্বিগ্রহস্য চ সচ্চিদানন্দত্বং মন্যমানা জ্ঞানিনঃ স্বজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মাং প্রপদ্যন্তে তেষাং স্বদেহদ্বয়-ভঙ্গমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষূণাম্ অনশ্বরং ব্রহ্মানন্দমেব সম্পাদয়ন্ ভজনফলমাবিদ্যক-জন্মমৃত্যুধ্বংসম্ এব দদামি, তস্মান্ন কেবলং মদ্ভক্তা এব মাং প্রপদ্যন্তে, অপি তু সর্বশঃ সর্বেঽপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কর্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতান্তরোপাসকাশ্চ

মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে ;—মম সর্বস্বরূপত্বাৎ জ্ঞানকর্মাদিকং সর্বং মামকমেব বর্ত্মেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ মানুষে লোকে (এই নশ্বর মর্ত্যলোকে) কর্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (কর্মসমূহের সাফল্য-কামনা-কারী জনগণ) দেবতাঃ (দেবতাগণকে) যজন্তে (যজন করিয়া থাকেন), হি (যেহেতু) কর্মজা সিদ্ধিঃ (কর্মজনিত [স্বর্গাদিপ্রাপ্তিরূপ] ফল) ক্ষিপ্রং ভবতি (শীঘ্র লাভ হয়) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্বীয় স্বরূপ ও সাম্বন্ধিক তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বলিয়া ভগবান্ পুনরায় পূর্ব-প্রস্তাবিত ক্রমানুসারে কর্মতত্ত্বের বিচার উপদেশ করিতে লাগিলেন। হে অর্জুন, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, কর্মতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কর্মবন্ধ দূর হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিকর্ম ও অকর্ম পরিত্যাজ্য। কর্মই কেবল অবস্থানুসারে গ্রাহ্য। সেই কর্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকর্ম ও বিকর্ম অপেক্ষা কাম্যকর্মও ভাল। তাহাতে কর্মসিদ্ধির জন্য মানবগণ ফলকামী হইয়া বহু দেবতা উপাসনা করেন। তদ্দ্বারা মনুষ্যলোকে কর্মজ ফল অতিশীঘ্র সিদ্ধ হয়। এই নশ্বর সংসারের উন্নতি-কামনায় মনুষ্যগণ যেসকল কর্ম করেন, তাহাতে সেই সেই কর্মফলদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। সে-সকল দেবতা কে, তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বলিব ॥ ১২ ॥

টীকা—তত্রাপি মনুষ্যেষু মধ্যে কামিনস্তু মম সাক্ষাদ্ভূতমপি

ভক্তিমার্গং পরিহায় শীঘ্রফলসাধকং কর্মবর্ত্ম এবানুবর্তন্তে ইত্যাহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্মজা সিদ্ধিঃ স্বর্গাদিময়ী ॥ ১২ ॥

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া স্পষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ময়া (আমাকর্তৃক) গুণকর্মবিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগক্রমে) চাতুর্বর্ণ্যং (ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়) স্পষ্টম্ (স্পষ্ট হইয়াছে)। তস্য (সেই বর্ণচতুষ্টয়ের) কর্তারম্ অপি (কর্তা বা স্রষ্টা হইলেও) মাম্ (আমাকে) অকর্তারম্ ([বস্তুতঃ আমি প্রাকৃত-গুণাতীত-স্বরূপ বলিয়া] অকর্তা বা অস্রষ্টা) অব্যয়ং (অব্যয়-সনাতন) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—গুণ-কর্ম-বিভাগ-পূর্বক বর্ণচতুষ্টয় আমিই স্বজন করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কর্তা নাই, অতএব বর্ণধর্মের ও বর্ণসকলের কর্তা আমি বই আর কেহই নয়। কিন্তু আমাকে বর্ণধর্মের কর্তা বলিয়াও অকর্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের অদৃষ্টবশতঃ আমার মায়াশক্তিদ্বারা আমি এই বর্ণধর্ম স্পষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর যে আমি—আমার কর্মমার্গ-স্পষ্টর দ্বারা বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য-ধর্মের অপব্যবহারই ইহার কারণ ॥ ১৩ ॥

টীকা—নন্থ ভক্তিজ্ঞানমার্গৌ মোচকৌ কর্মমার্গস্তু বন্ধক ইতি সর্বমার্গস্রষ্টরি ত্বয়ি পরমেশ্বরে বৈষম্যং প্রসক্তং, তত্র নহি নহীত্যাহ—চাতুর্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এব চাতুর্বর্ণ্যং—স্বার্থে ষ্যঞ্। অত্র সত্ত্বপ্রধানাঃ ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্মাণি; রজঃসত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্যযুদ্ধাদীনি কর্মাণি, তমঃরজঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং

কৃষিগোরক্ষাদীনি কর্মাণি ; তমঃ-প্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং পরিচর্যাত্মকং কর্ম ইত্যেবং গুণকর্ম-বিভাগশঃ গুণানাং কর্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চত্বারো বর্ণাঃ ময়া কর্মমার্গাশ্রিতত্বেন সৃষ্টাঃ। কিন্তু তেষাং কর্তারং স্রষ্টারমপি মাম্ অকর্তারম্ অস্রষ্টারম্ এব বিদ্ধি ; তেষাং প্রকৃতিগুণসৃষ্টত্বাৎ প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিত্বাৎ, স্রষ্টারমপি মাং বস্তুতস্ত্বস্রষ্টারং, মম প্রকৃতিগুণাতীতস্বরূপত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব অব্যয়ং—স্রষ্টৃত্বেঽপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিদ্ব্যেতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কর্মাণি (কর্মসমূহ) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (লিপ্ত করিতে পারে না), কর্মফলে (কর্মফলেও) মে (আমার) স্পৃহা (স্পৃহা) ন [অস্তি] (নাই) ; ইতি (এইরূপে) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (সম্যগ্‌রূপে জানেন), সঃ (তিনি) কর্মভিঃ (কর্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হ'ন না) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—জীবের অদৃষ্টবশতঃ যে কর্মতত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কর্মফলেও আমার স্পৃহা নাই, যেহেতু অতি তুচ্ছ কর্মফল আমি যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্—আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জীবের কর্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচার-পূর্বক যিনি আমার অব্যয়-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি কখনই কর্মদ্বারা বদ্ধ হ'ন না। শুদ্ধভক্তি আচরণ করতঃ আমাকেই লাভ করেন ॥ ১৪ ॥

টীকা—নন্বেতত্তাবদাস্তাং, সম্প্রতি ত্বং ক্ষত্রিয়কুলেঽবতীর্ণঃ ক্ষত্রিয়জাত্যুচিতানি কর্মাণি প্রত্যহং করোষ্যেব, তত্র কা বার্তেত্যত

আহ—ন মামিতি। ন লিম্পন্তি জীবমিব ন লিপ্তীকুর্বন্তি। নাপি জীবস্যেব কর্মফলে স্বর্গাদৌ স্পৃহা। পরমেশ্বরত্বেন স্বানন্দপূর্ণত্বেঽপি লোকপ্রবর্তনার্থমেব মে কর্মাদি-করণমিতি ভাবঃ। ইতি—মামিতি; যস্তু ন জানাতি, স কর্মভির্বধ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—পূর্বৈঃ (পূর্ব পূর্ব) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণও) এবং (এই তত্ত্ব) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [সকাম কর্ম পরিত্যাগপূর্বক] কর্ম (মদর্পিত কর্ম) কৃতম্ (করিয়াছেন)। তস্মাৎ (সুতরাং) ত্বং (তুমি) পূর্বৈঃ (পূর্ব মহাজনগণকর্তৃক) পূর্বতরং (পূর্ব পূর্ব যুগে) কৃতং (কৃত) কর্ম এব (নিষ্কাম কর্মই) কুরু (কর) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—পূর্ব পূর্ব মুমুক্ষুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকাম কর্ম পরিত্যাগ-পূর্বক নিষ্কাম মদর্পিত কর্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব তুমিও জনকাদি পূর্ব পূর্ব মহাজন-অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন কর ॥ ১৫ ॥

টীকা—এবম্ এবম্ভূতমেব মাং জ্ঞাত্বা পূর্বৈ জনকাদিভিরপি লোকপ্রবর্তনার্থমেব কর্ম কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—কিং কর্ম (কর্ম কি?), কিম্ অকর্ম (অকর্ম কি?)—ইতি অত্র (এই তত্ত্ব-নিরূপণে) কবয়ঃ অপি (সর্ব-শাস্ত্রজ্ঞগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হ'ন); [অতএব] যৎ (যে বিষয়) জ্ঞাত্বা

(জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ—অনর্থ হইতে) [ত্বং—তুমি] মোক্ষ্যসে (মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে), [অহং—আমি] তৎ কর্ম (সেই কর্ম) তে (তোমার নিকটে) প্রবক্ষ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে বলিতেছি) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ – কাহাকে কর্ম ও কাহাকে অকর্ম বলে, তাহা স্থিরীকরণ-সম্বন্ধে কবিদিগেরও মোহ হয়। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষলাভ কর ॥ ১৬ ॥

টীকা—কিঞ্চ, কর্মাপি ন গতানুগতিকন্যায়েনৈব কেবলং বিবেকিনা কর্তব্যং, কিন্তু তস্য প্রকারবিশেষং জ্ঞাত্বৈব ইত্যতস্তস্য প্রথমং দুর্জ্ঞেয়ত্বমাহ ॥ ১৬ ॥

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—কর্মণঃ অপি (কর্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য), বিকর্মণঃ চ (বিকর্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য), অকর্মণঃ চ (অকর্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য) [তত্ত্বম অস্তি—তত্ত্ব আছে]। কর্মণঃ (কর্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) হি (নিশ্চয়ই) গহনা (দুর্গম) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ – কর্মের গতি, বিকর্মের গতি ও অকর্মের গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জানা কর্তব্য। কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব—অতিশয় দুর্গম। কর্তব্যাচরণই 'কর্ম', নিষিদ্ধাচরণই 'বিকর্ম' এবং তাহা—দুর্গতিপ্রাপক। কর্মের অকরণই 'অকর্ম'; কর্মের অকরণ-দ্বারা সন্ন্যাসিদিগের কিরূপ নিঃশ্রেয়সলাভ হয়, ইহার তত্ত্ব জানা উচিত ॥ ১৭ ॥

টীকা—নিষিদ্ধাচরণং দুর্গতিপ্রাপকম্ ইতি তত্ত্বম্; তথা **অকর্মণঃ** **কর্মাকরণস্যাপি** **সন্ন্যাসিনঃ** কীদৃশং **কর্মাকরণং** **শুভদমিতি** **অন্যথা**

নিঃশ্রেয়সং কথং হস্তগতং স্যাদিতি ভাবঃ। কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণং কর্মাকর্মবিকর্মণাং গতিস্তত্ত্বং—গহনা দুর্গমা ॥ ১৭ ॥

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) কর্মণি (কর্মে) অকর্ম (অকর্ম), চ (এবং) অকর্মণি (অকর্মে) কর্ম (কর্ম) পশ্যেৎ (দর্শন করেন), সঃ (তিনিই) মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিত), সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগী) [এবং] কৃৎস্নকর্মকৃৎ (সমস্তকর্মের কর্তা) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি কর্মে অকর্ম ও অকর্মে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্মানুষ্ঠাতা। তাৎপর্য এই যে, নিকাম কর্মযোগীর সমস্ত কর্মই কর্মসন্ন্যাসরূপ 'অকর্ম' এবং কর্মত্যাগই তাঁহার নিষ্কাম-কর্মানুষ্ঠান; অর্থাৎ সমস্তকর্ম করিয়াও তিনি 'কর্মী' ন'ন, অকর্ম ও কর্ম তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে ॥ ১৮ ॥

টীকা—তত্র কর্মাকর্মণোস্তত্ত্ববোধমাহ কর্মণীতি। শুদ্ধান্তঃকরণস্য জ্ঞানবত্ত্বেঽপি জনকাদেরিবাকৃত-সন্ন্যাসস্য কর্মণ্যনুষ্ঠীয়মানে নিষ্কাম-কর্মযোগে অকর্ম, কর্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ, তৎকর্মণো বন্ধকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ; তথা অশুদ্ধান্তঃকরণস্য জ্ঞানাভাবেঽপি শাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ জ্ঞানবাবদূকস্য সন্ন্যাসিনোঽকর্মণি, কর্মাকরণে কর্ম পশ্যেৎ দুর্গতিপ্রাপকং কর্মবন্ধমেবোপলভতে, স এব বুদ্ধিমান্; স তু কৃৎস্নকর্মাণ্যেব করোতি, ন তু তস্য জ্ঞানবাবদূকস্য জ্ঞানিমানিনঃ সঙ্গেনাপি তদ্বচসাপি সন্ন্যাসং করোতীতি ভাবঃ। তথা চ ভগবদ্বাক্যং— "যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপ

জীবতি ॥ স্বরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্মহা । অবিপক্ক-কষায়োঽস্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে ॥” ইতি ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (যাঁহার) সর্বে (সর্বপ্রকার) সমারম্ভাঃ (কর্মসমূহ) কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ (কামসঙ্কল্পবিহীন), বুধাঃ (বুদ্ধিমান্ জনগণ) তং (সেই) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং (জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্মা ব্যক্তিকে) পণ্ডিতং (পণ্ডিত) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—যাঁহার কামসঙ্কল্প-শূন্য সমস্ত কর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হয়, তিনি জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা দগ্ধকর্মা ও ‘পণ্ডিত’ বলিয়া উক্ত হ’ন। বিহিত ও নিষিদ্ধ যে-কিছু কর্ম তিনি করিয়াছেন, তৎসমুদয় নিষ্কাম-কর্মযোগ-লব্ধ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় ॥ ১৯ ॥

টীকা—উক্তমর্থং বিবৃণোতি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ । সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্মাণি কামঃ ফলং তৎসংকল্পেন বর্জিতাঃ। জ্ঞানমেবাগ্নিস্তেন দগ্ধানি কর্মাণি ক্রিয়মাণানি বিহিতানি নিষিদ্ধানি চ যস্য সঃ ;—এতেন বিকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যমিত্যপি বিবৃতম্। এতাদৃশাধিকারিণি কর্ম যথা অকর্ম পশ্যেৎ, তথৈব বিকর্মাপি অকর্মৈব পশ্যেদিতি পূর্বশ্লোকস্যৈব সঙ্গতিঃ। যদগ্রে বক্ষ্যতে—“অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন । জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥” ইতি ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—[যঃ—যিনি] কর্মফলাসঙ্গং (কর্মফলাসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত) [এবং] নিরাশ্রয়ঃ (যোগক্ষেমার্থচেষ্টারহিত), সঃ (তিনি) কর্মণি (কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না) [অর্থাৎ এই প্রকার ব্যক্তির কর্ম অকর্মত্ব প্রাপ্ত হয় ।] ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—যোগ ও ক্ষেম-লাভের আশয়শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কর্মফলাসঙ্গ ত্যাগপূর্বক সমস্ত কর্মে অভিপ্রবৃত্ত হ'ন, তিনি সমস্ত কর্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্মফলে আবদ্ধ হ'ন না ॥ ২০ ॥

টীকা—'নিত্যতৃপ্তঃ' নিত্যং নিজানন্দেন তৃপ্তঃ । নিরাশ্রয়ঃ স্বযোগক্ষেমার্থং ন কমপ্যাশ্রয়তে ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—[সঃ—তিনি] নিরাশীঃ (নিষ্কাম), যতচিত্তাত্মা (সংযত-চিত্ত ও দেহ) [এবং] ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ (সর্ব-পরিগ্রহশূন্য) কেবলং (কেবল) শারীরং কর্ম (শরীররক্ষার্থ কর্ম) কুর্বন্ (করিয়াও) কিল্বিষং (পাপ বা বন্ধন) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হ'ন না) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া, ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রহ-চেষ্টাতিশয্য ত্যাগ করতঃ কেবলমাত্র শরীরযাত্রা-নির্বাহের জন্য কর্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার কর্ম-জনিত পাপ বা পুণ্য কিছুই-হয় না ॥ ২১ ॥

টীকা—'আত্মা' স্থূলদেহঃ । শারীরং শরীরনির্বাহার্থং কর্ম

অসৎপ্রতিগ্রহাদিকম্। কুর্বন্নপি কিল্বিষং পাপং নাপ্নোতি ইত্যেতদপি বিকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যম্—ইত্যস্য বিবরণম্ ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অযাচিত লব্ধদ্রব্যে সন্তুষ্ট), দ্বন্দ্বাতীতঃ ([সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ, শীতোষ্ণাদি] দ্বন্দ্ব-বিষয়সমূহের অতীত অর্থাৎ সহনশীল), বিমৎসরঃ (নির্মৎসর), সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (তুল্যজ্ঞানকারী ব্যক্তি) কৃত্বা অপি (কর্ম করিলেও) ন নিবধ্যতে (বন্ধনপ্রাপ্ত হ'ন না) ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ—তিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হ'ন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হ'ন ; সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হ'ন না, মাৎসর্যকে দূর করেন ; কার্যের সিদ্ধি ও কার্যের অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন। অতএব যে কর্মই করুন, তাহাতে স্বয়ং বদ্ধ হ'ন না ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—গতসঙ্গস্য (নিঃসঙ্গ—নিষ্কাম) মুক্তস্য (মুক্ত) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত) যজ্ঞায় (যজ্ঞের অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনার জন্য) আচরতঃ (কর্ম-আচরণকারীর) সমগ্রং কর্ম (সমস্ত কর্ম) প্রবিলীয়তে (প্রকৃষ্টরূপে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অকর্ম-ভাব প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিত-চিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্য যে কর্ম আচরিত হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয় পাইয়া যায়। কর্ম-

মীমাংসকগণ যাহাকে 'অপূর্ব' বলেন, নিষ্কাম-কর্মযোগীর কর্মসকল সেই অপূর্বতা লাভ করে না। কর্ম-মীমাংসক জৈমিনির মত এই যে, পুরুষের কৃত কর্ম 'অপূর্ব'-স্বরূপ লাভ করতঃ জন্মজন্মান্তরে ফল দান করে; নিষ্কাম-কর্মযোগীর সম্বন্ধে তাহা অসম্ভব ॥ ২৩ ॥

টীকা—যজ্ঞো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্তদর্থং কর্মাচরতস্তৎ কর্ম প্রবিলীয়তে। অকর্মভাবমাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অর্পণং (যাহাদ্বারা যজ্ঞে ঘৃত অর্পণ করা হয় অর্থাৎ স্রুবাদি, যে মন্ত্রদ্বারা ঘৃত অর্পণ করা হয় সেই মন্ত্র, অথবা যে দেবতার উদ্দেশে ঘৃত অর্পণ করা হয় সেই দেবতা) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম); হবিঃ ব্রহ্ম (যজ্ঞের ঘৃত ব্রহ্ম); ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতাকর্তৃক) অগ্নৌ ([ব্রহ্ম-রূপ] অগ্নিতে) হুতং (হোম) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম); তেন ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ (সেই ব্রহ্মরূপকর্মে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির প্রাপ্য ব্রহ্মই) ॥২৪॥

মর্মানুবাদ—যজ্ঞরূপি-কর্মদ্বারা কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাহা শ্রবণ কর,—যজ্ঞ যত প্রকার হয়, তাহা পরে বলিতেছি। সম্প্রতি যজ্ঞের মূলতত্ত্ব বলি, শুন। জড়বদ্ধ জীবের জড়কার্য অনিবার্য; সেই জড়কার্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহাই সুষ্ঠুরূপে করার নাম 'যজ্ঞ'। চিদ্ভাব জড়ে আবির্ভূত হইলে তাহাকে 'ব্রহ্ম' বলে; সেই ব্রহ্ম—আমারই জ্যোতিঃ বা কিরণ। সমস্ত জড়জগৎ হইতে চিৎতত্ত্ব—বিলক্ষণ। অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল,—এই পাঁচটী যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয় তখন যথার্থ 'যজ্ঞ' হয়। কর্মকে ব্রহ্মাত্মক করতঃ তাহাতে যাঁহার চিত্তৈকাগ্র্যরূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্তকর্মকে

যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তা, সমুদায়ই 'ব্রহ্মাত্মক'; অতএব তাঁহার গতিও 'ব্রহ্ম' ॥ ২৪ ॥

টীকা—"যজ্ঞায়াচরতঃ" ইত্যুক্তম্; স যজ্ঞ এব কীদৃশঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ব্রহ্মেতি। অর্প্যতে অনেন ইত্যর্পণম্; জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমাণং হবিরপি, ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাগ্নাবিতি হবনাধিকরণমগ্নি-রূপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মণেতি হবনকর্তাপি ব্রহ্মৈব। এবং বিবেকবতা পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং ন তু ফলান্তরম্। কুতঃ? ব্রহ্মাত্মকং যৎ কর্ম, তত্রৈব সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অপরে যোগিনঃ (অন্য [কর্ম-] যোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং ([ইন্দ্র-বরুণাদি দেবগণকে যাহাতে যজন করা হয় সেই] দৈব-যজ্ঞেরই) পর্যুপাসতে (প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন); অপরে (অন্য [জ্ঞান-] যোগিগণ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে অর্থাৎ পরমাত্ম-রূপ তৎপদার্থে) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞের অর্থাৎ প্রণবরূপ মন্ত্রের দ্বারাই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে অর্থাৎ হবিঃস্থানীয় ত্বংপদার্থ জীবকে) উপজুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি এবম্ভূত যজ্ঞে ব্রতী হ'ন, তিনি—'যোগী'। যজ্ঞসকলের প্রকার-ভেদে যোগিসকলেরও প্রকার-ভেদ আছে। যজ্ঞ যতপ্রকার, যোগীও ততপ্রকার। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেক-প্রকার হয়। বিজ্ঞানসহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কর্মযজ্ঞ বা দ্রব্যময় যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ বা চিদালোচনারূপ যজ্ঞ,—এই দুইভাগে বিভক্ত হয়, তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে কতকগুলি

যজ্ঞের প্রকার বলি, শুন। কর্মযোগিগণ দৈবযজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র-বরুণাদিরূপ আমার মায়িক-সামর্থ্যবিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজন হইয়া থাকে ; তদ্দ্বারাও তাহারা ক্রমশঃ নিষ্কাম-কর্মযোগ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানযোগি-সকল 'প্রণব'রূপ মন্ত্রের দ্বারা 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য অবলম্বনপূর্বক, 'তৎ'-পদার্থ যে 'ব্রহ্ম', তাহাতে 'ত্বং'-পদার্থ যে জীব, তাহাকে হোম করেন ; ইহার শ্রেষ্ঠতা পরে কথিত হইবে ॥ ২৫ ॥

টীকা—যজ্ঞাঃ খলু ভেদেনান্যেঽপি বহবো বর্তন্তে তাংস্ত্বং শৃণ্বিত্যাহ—দৈবমেবেত্যষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্ তং দৈবমিতি। ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্—"সাস্য দেবতেতি অণ্"। যোগিনঃ কর্মযোগিনঃ ; অপরে জ্ঞানযোগিনস্তু ব্রহ্মপরমাত্মৈবাগ্নিস্তস্মিংস্তৎ-পদার্থে যজ্ঞং হবিঃস্থানীয়ং ত্বং-পদার্থং জীবং যজ্ঞেন প্রণবরূপেণ মন্ত্রেণৈব জুহ্বতি। অয়মেব জ্ঞানযজ্ঞোঽগ্রে স্তোষ্যতে। অত্র 'যজ্ঞং' 'যজ্ঞেন' ইতি শব্দৌ কর্মকরণসাধনৌ প্রথমাতিশয়োক্ত্যা শুদ্ধজীবপ্রণবাবাহতুঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে (অন্যে অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) সংযমাগ্নিষু (মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি (কর্ণাদি-ইন্দ্রিয়গণকে) জুহ্বতি (আহুতি দান করেন), অন্যে (তদপেক্ষা ন্যূন ব্রহ্মচারী অর্থাৎ গৃহস্থগণ) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিগণ মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলকে হোম করেন। গৃহিসকল শব্দাদি বিষয়সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

টীকা—অন্যে নৈষ্ঠিকাঃ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, সংযমঃ সংযতং মন এব অগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি, শুদ্ধে মনসি ইন্দ্রিয়াণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যে ততো ন্যূনা ব্রহ্মচারিণঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি—শব্দাদীনীন্দ্রিয়েষু প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।

আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অপরে (শুদ্ধ-ত্বংপদার্থবিদ্‌গণ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞান-প্রজ্বলিত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে) সর্বাণি ইন্দ্রিয়কর্মাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম) প্রাণকর্মাণি চ (এবং দশপ্রাণ-কার্যসমূহ) জুহ্বতি (আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধানকারী কৈবল্যবাদী পাতঞ্জলাদি যোগিসকল সমস্ত ইন্দ্রিয়-কর্ম ও দশবিধ প্রাণের কর্মসমূহ 'ত্বং'-পদার্থস্বরূপ শুদ্ধজীবাত্মরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। বিষয়াভিমুখী আত্মার নামই 'পরাগাত্মা', এবং বিষয়ত্যাগী আত্মার নামই 'প্রত্যগাত্মা'। ইঁহারা এক প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন প্রভৃতি কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ২৭ ॥

টীকা—অপরে—শুদ্ধ-ত্বংপদার্থবিজ্ঞাঃ। সর্বাণীন্দ্রিয়াণি তৎকর্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি চ, প্রাণকর্মাণি দশপ্রাণাঃ তৎকর্মাণি চ; প্রাণস্য বহির্গমনম্, অপানস্যাধোগমনং, সমানস্য ভুক্তপীতাদীনাং সমীকরণম্, উদানস্যোচ্চৈর্নয়নং, ব্যানস্য বিশ্বক্‌নয়নম্—"উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥" ইত্যেবং দশপ্রাণাঃ, তৎকর্মাণি। আত্মনস্ত্বংপদার্থস্য সংযমঃ শুদ্ধিরেবাগ্নিস্তস্মিন্ জুহ্বতি—

মনোবুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়াণি দশপ্রাণাশ্চ প্রবিলাপয়ন্তি। একঃ প্রত্যগাত্মৈবাস্তি নান্যে মন আদয় ইতি ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—[কেচিৎ—কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞশীল), [কেচিৎ—কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোরূপ যজ্ঞপরায়ণ), [কেচিৎ—কেহ কেহ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগরূপ যজ্ঞকারী), তথা (সেইরূপ) অপরে (অপর কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ (বেদপাঠ ও তদর্থ-জ্ঞানরূপ যজ্ঞপরায়ণ) [এতে চতুর্বিধাঃ—এই চতুর্বিধ] যতয়ঃ ([যজ্ঞে] যত্নশীল ব্যক্তিগণ) সংশিতব্রতাঃ (তীক্ষ্নব্রত যতি) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—এইসকল যজ্ঞকে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ এবং স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়া চারিভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। দ্রব্যময় যজ্ঞকে দ্রব্যযজ্ঞ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ও চাতুর্মাস্য প্রভৃতিকে তপোযজ্ঞ, অষ্টাঙ্গ-যোগকে যাগযজ্ঞ, বেদার্থ-বিচারপূর্বক চিদচিদ্‌বিচারকে জ্ঞানযজ্ঞ বলা যায়। এই চারিপ্রকার যজ্ঞে যত্নপর ব্যক্তিগণকে 'তীক্ষ্নব্রত যতি' বলা যায় ॥ ২৮ ॥

টীকা—দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে 'দ্রব্যযজ্ঞাঃ', তপঃকৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি এব যজ্ঞো যেষাং তে 'তপোযজ্ঞাঃ', যোগোঽষ্টাঙ্গ এব যজ্ঞো যেষাং তে 'যোগযজ্ঞাঃ' স্বাধ্যায়ো বেদস্য পাঠঃ তদর্থস্য জ্ঞানঞ্চ যজ্ঞো যেষাং তে, যতয়ো যত্নপরাঃ ;—সর্ব এতে সম্যক্ শিতং তীক্ষ্নীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অপরে (প্রাণায়ামনিষ্ঠগণ) অপানে (অপানবায়ুতে) প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) জুহ্বতি (আহুতি দান করেন), তথা (তদ্রূপ) অপানং (অপানবায়ুকে) প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) [জুহ্বতি—আহুতি দান করেন], প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপানের গতিকে) রুদ্ধ্বা (রুদ্ধ করিয়া) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ) [ভবন্তি—হ'ন], অপরে (কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (আহারসংযমী) [সন্—হইয়া] প্রাণান্ (প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে) প্রাণেষু (প্রাণসমূহে) জুহ্বতি (আহুতি দান করেন) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—বেদশাস্ত্রে এবং তদনুগত স্মৃতিশাস্ত্রে এই চারিপ্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয় ; এতদ্ব্যতীত সময়োচিত বেদার্থবিস্তৃতিরূপ তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে হঠযোগ ও নানাবিধ সংযম-ব্রতরূপ যজ্ঞসকল উপদিষ্ট হইয়াছে ; তদনুগত ব্যক্তিগণ প্রাণায়াম-নিষ্ঠ হইয়া অপান-বায়ুতে প্রাণ-বায়ুকে এবং প্রাণ-বায়ুতে অপান-বায়ুকে রুদ্ধ এবং ক্রমশঃ প্রাণাপান-বায়ুর গতিরোধদ্বারা কুম্ভক প্রাণেই অভ্যাস করেন। কেহ কেহ আহার খর্ব করতঃ প্রাণসকলকে হোম করেন ॥ ২৯ ॥

টীকা—অপরে প্রাণায়ামনিষ্ঠাঃ ;—অপানে অধোবৃত্তৌ প্রাণম্ ঊর্ধ্ববৃত্তং জুহ্বতি পূরক-কালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্বন্তি ; তথা রেচক-কালে অপানং প্রাণে জুহ্বতি ; কুম্ভক-কালে প্রাণাপানয়োর্গতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণা ভবন্তি। অপরে ইন্দ্রিয়জয়কামাঃ ; নিয়তাহারাঃ অল্পাহারাঃ প্রাণেষু আহারসঙ্কোচনেনৈব জীব্যমানেষু প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি

জুহ্বতি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণাধীনবৃত্তিত্বাৎ প্রাণদৌর্বল্যে সতি স্বয়মেব স্ব-স্ব-বিষয়গ্রহণাসমর্থানীন্দ্রিয়াণি প্রাণেষ্বেবাল্লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞবিৎ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞের দ্বারা ক্ষীণপাপ) এতে সর্বে অপি (ইঁহারা সকলেই) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ [ভবন্তি] (যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত অর্থাৎ ভোগ, ঐশ্বর্য, সিদ্ধি প্রভৃতি ভোগ করেন) সনাতনং ব্রহ্ম চ যান্তি (এবং জ্ঞানদ্বারা সনাতন ব্রহ্মলাভ করেন) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—ইঁহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ এবং যজ্ঞদ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করতঃ অবশেষে পূর্বোক্ত সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

টীকা—সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ উক্তলক্ষণান্ যজ্ঞান্ বিন্দমানাঃ সন্তঃ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম যান্তি। অত্রাননুসংহিতং ফলমাহ—যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞাবশিষ্টং যদমৃতং ভোগৈশ্বর্যসিদ্ধ্যাদিকং তদ্ভুঞ্জীত ইতি। তথা অনুসংহিতং ফলমাহ—ব্রহ্ম যান্তীতি ॥ ৩০ ॥

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—কুরুসত্তম ! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ !) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞরহিত ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ [অপি] (এই অল্পসুখবিশিষ্ট মনুষ্যলোকও) নাস্তি (নাই) অন্যঃ [লোকঃ] (অন্য দেবাদিলোক) কুতঃ [প্রাপ্তব্যঃ] (কি করিয়া প্রাপ্য হইতে পারে ?) ॥ ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব হে কুরুসত্তম অর্জুন, অযজ্ঞকৃৎ ব্যক্তির পক্ষে

ইহলোক-প্রাপ্তিই সম্ভব হয় না, তখন পরলোকপ্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে ? অতএব যজ্ঞই কর্তব্যকর্ম ;—ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, স্মার্ত-বর্ণাশ্রমধর্ম, অষ্টাঙ্গ-যোগ এবং বৈদিকযোগাদি সমস্তই 'যজ্ঞ' ; ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞবিশেষ। যজ্ঞ ব্যতীত জগতে অন্য কর্ম নাই ; যাহা আছে, তাহা—বিকর্ম ॥ ৩১ ॥

টীকা—তদকরণে প্রত্যবায়মাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখো মনুষ্য-লোকোঽপি নাস্তি, কুতোঽন্যো দেবাদিলোকস্তেন প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদরূপ মুখে) এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ স্পষ্টউক্ত হইয়াছে), তান্ সর্বান্ কর্মজান্ বিদ্ধি (সেই সকল বাক্য-মন-কায়-কর্মজনিত বলিয়া জানিবে), এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে (এই প্রকার জানিলে মুক্তিলাভ করিবে) ॥ ৩২ ॥

মর্মানুবাদ—এই সমস্তপ্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত; ইহারা সকলেই—বাক্য-মন-কায়-কর্মজনিত ; অতএব কর্মজ। এইরূপে কর্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কর্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার ॥ ৩২ ॥

টীকা—ব্রহ্মণো বেদস্য মুখেন বেদেন স্বমুখেনৈব স্পষ্টমুক্তা ইত্যর্থঃ। কর্মজান্ বাঙ্মনঃকায়কর্মজনিতান্ ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ ! পার্থ! (হে শত্রুতাপন পার্থ!) [তেষু অপি] (সেই গুলির মধ্যে) দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ইত্যাদিরূপ দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (ব্রহ্মাগ্নাবপরে ইত্যাদি-শ্লোকোক্ত জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। জ্ঞানে সতি (জ্ঞানের অনন্তর) সর্বং কর্ম (সমুদয় কর্ম) অখিলং সৎ (অব্যর্থ হইয়া) পরিসমাপ্যতে (সমাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানের অনন্তর কর্ম থাকে না) ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ—যদিও এইসকল যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ, পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মদ্ভক্তিলাভরূপ জীবের মঙ্গল উদিত হয়, তথাপি এই যজ্ঞসমুদয়-সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় বিচার আছে, তাহাই জ্ঞাতব্য। নিষ্ঠাভেদে উক্ত সমুদায় যজ্ঞই কোন সময় কেবল দ্রব্যময় যজ্ঞ হয়, কখনও জ্ঞানময় যজ্ঞ হয়। দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ—অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, সমস্তকর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচন-রহিত হয়, তখনই ব্যাপারসমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয়। যখন চিদালোচনক্রম চলিতে থাকে, তখন বস্তুতঃ দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। যজ্ঞের কেবল-দ্রব্যময় অবস্থাকে 'কর্মকাণ্ড' বলে; জ্ঞানময় অবস্থাকে 'জ্ঞানকাণ্ড' বলে। যজ্ঞকার্য অনুষ্ঠান করিতে গিয়া হোতাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয় ॥ ৩৩ ॥

টীকা—তেষপি মধ্যে ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিরিতি লক্ষণাদপি দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ ব্রহ্মাগ্নাবিত্যনেনোক্তো জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্; কুতঃ ?—জ্ঞানে সতি সর্বং কর্ম অখিলম্ অব্যর্থং সৎ পরিসমাপ্যতে সমাপ্তীভবতি—জ্ঞানানন্তরং কর্ম ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রণিপাতেন (দণ্ডবৎ নমস্কার), পরিপ্রশ্নেন (সঙ্গত প্রশ্ন), সেবয়া (ও অকপট পরিচর্যাদ্বারা) তৎ জ্ঞানং (পূর্বোক্ত জ্ঞানের কথা) বিদ্ধি (জানিতে হইবে), জ্ঞানিনঃ (শাস্ত্র-জ্ঞানী) তত্ত্বদর্শিনঃ (পরব্রহ্ম-বিষয়ে অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহাত্মগণ) তে (তোমাকে) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ করিবেন) ॥ ৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—যদি বল, এই দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ-বিচার—তোমার পক্ষে কঠিন ; অতএব আমার উপদেশ এই যে, তুমি এই ভেদ-বিচারপূর্বক জ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর ;—তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্বক ও অকৃত্রিম সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

টীকা—তজ্‌জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে প্রকারমাহ—তদিতি । প্রণিপাতেন জ্ঞানোপদেষ্টরি গুরৌ দণ্ডবন্নমস্কারেণ, "ভগবন্, কুতোঽয়ং মে সংসারঃ, কথং নিবর্তিষ্যতে" ইতি পরিপ্রশ্নেন চ, সেবয়া তৎপরিচর্যয়া চ "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৪ ॥

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—পাণ্ডব ! (হে পাণ্ডব !) যৎ [জ্ঞানম্] (আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এইরূপ যে জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (লাভ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং মোহং (এই-রূপ মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না); যেন [মোহবিগমেন] (—নিত্যসিদ্ধ আত্মজ্ঞান-লাভে মোহ নষ্ট হইলে) অশেষাণি ভূতানি (দেবমনুষ্য-তির্যক্ প্রভৃতি ভূতসমুদয়) আত্মনি [উপাধিত্বেন] (জীবাত্মায়) [উপাধি-

রূপে অবস্থিত] [পৃথক্] দ্রক্ষ্যসি (পৃথক্ দর্শন করিবে) অথো ময়ি [কার্যত্বেন স্থিতানি] (এবং পরম-কারণ আমাতে কার্যরূপে অবস্থিত) [দ্রক্ষ্যসি] (দর্শন করিবে) ॥ ৩৫ ॥

মর্মানুবাদ—অদ্য তুমি মোহবশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম ত্যাগ করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছ, গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে আর তোমাকে এরূপ মোহ আশ্রয় করিবে না। সেই তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে, মনুষ্যতির্যগাদি ভূতসকল এক জীবাত্মরূপ তত্ত্বে অবস্থিত ; উপাধিদ্বারা তাহাদের জড়ীয় তারতম্য ঘটিয়াছে। এ সমুদায়ই পরম-কারণরূপ ভগবৎ-স্বরূপ আমাতে মদীয়-শক্তিকার্যরূপে অবস্থিতি করে ॥ ৩৫ ॥

টীকা—জ্ঞানস্য ফলমাহ—যজ্‌জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্‌জ্ঞানং দেহাদতিরিক্ত এবাত্মেতি লক্ষণং জ্ঞাত্বা এবং মোহমন্তঃকরণধর্মং ন প্রাপ্স্যসি, যেন চ মোহ-বিগমেন স্বাভাবিকনিত্যসিদ্ধাত্মজ্ঞানলাভাৎ অশেষাণি ভূতানি মনুষ্যতির্যগাদীনি আত্মনি জীবাত্মনি উপাধিত্বেন স্থিতানি পৃথক্ দ্রক্ষ্যসি। অথো ময়ি পরমকারণে চ কার্যত্বেন স্থিতানি দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অপি চেৎ (যদিও) সর্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ (সকল পাপী হইতে) পাপকৃত্তমঃ অসি (অধিক পাপিষ্ঠ হও), জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞান-রূপ ভেলাদ্বারা) সর্বং বৃজিনং (সমস্ত পাপ ও দুঃখ) সন্তরিষ্যসি (সমুত্তীর্ণ হইবে) ॥ ৩৬ ॥

মর্মানুবাদ—যদিও তুমি অত্যন্ত পাপ আচরণ করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোতে আরোহণপূর্বক সমস্ত দুঃখসমুদ্র পার হইয়া যাইবে ॥ ৩৬ ॥

টীকা—জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমাহ—অপি চেদিতি। পাপিভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ অপি সকাশাৎ যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি অত্রৈতাবৎ-পাপসত্ত্বে কথমন্তঃকরণশুদ্ধিঃ ? তদভাবে চ কথং জ্ঞানোৎপত্তিঃ ? নাপ্যুৎপন্নজ্ঞানস্যৈতদদুরাচারত্বং সম্ভবেদতোঽত্র ব্যাখ্যা শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদানাম্—"অপি চেদিত্যসম্ভাবিতাভ্যুপগমপ্রদর্শনার্থো নিপাতৌ যদ্যপ্যয়মর্থো ন সম্ভবত্যেব, তথাপি জ্ঞানফলকথনায়াভ্যুপেত্যোচ্যতে" ইত্যেষা ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন ! (হে অর্জুন !) যথা (যেরূপ) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (সম্যক্‌রূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠাদিকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মসাৎ করে) তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্বকর্মাণি (বর্তমানদেহারম্ভক প্রারব্ধ ভিন্ন সমুদায় কর্ম) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মসাৎ করে) ॥ ৩৭ ॥

মর্মানুবাদ—প্রবলরূপে জ্বলিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে, হে অর্জুন, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সমস্তকর্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥ ৩৭ ॥

টীকা—শুদ্ধান্তঃকরণস্যোৎপন্নং জ্ঞানং তু প্রারব্ধভিন্নং কর্মমাত্রং বিনাশয়তীতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। সমিদ্ধঃ প্রজ্জ্বলিতঃ ॥ ৩৭ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (তপস্যাদির মধ্যে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের তুল্য) পবিত্রং [কিমপি] নবিদ্যতে (পবিত্র কিছুই নাই)। তৎ[জ্ঞানম্](সেইজ্ঞান) যোগসংসিদ্ধঃ (নিষ্কাম কর্ম-যোগে সম্যক্ সিদ্ধ ব্যক্তি) কালেন (বহুকাল পরে) আত্মনি (আত্মাতে) স্বয়ং [প্রাপ্তম্] (স্বয়ং প্রাপ্তরূপে) বিন্দতি (লাভ করেন) ॥ ৩৮ ॥

মর্ম্মানুবাদ—জ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্বের ন্যায় পবিত্রপদার্থ এই জগতে আর নাই। তুমি স্বীয় আত্মার নিষ্কাম-কর্মযোগ-ফলস্বরূপ সেই জ্ঞানকে কালক্রমে লাভ করিবে। এই বাক্যদ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে শান্তি, তাহাই জ্ঞানের ফল। 'জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছু নাই' বলিলেই জ্ঞানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তত্ত্ব নাই—একথা বলা হইল না ॥ ৩৮ ॥

টীকা—ইহ তপোযোগাদিযুক্তেষু মধ্যে জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং কিমপি নাস্তি। তজ্ জ্ঞানং ন সর্বসুলভং কিন্তু যোগেন নিষ্কামকর্মযোগেন সম্যক্ সিদ্ধ এব, ন ত্বপরিপক্কঃ, সোঽপি কালেনৈব, ন তু সদ্যঃ। আত্মনি স্বস্মিন্ স্বয়ং প্রাপ্তং বিন্দতি, ন তু সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেণৈবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধাবান্ (নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানদ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইলে জ্ঞান হয় এই শাস্ত্রীয় অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদনুষ্ঠাননিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং লব্ধ্বা (জ্ঞান লাভ করিয়া)অচিরেণ (শীঘ্র) পরাং শান্তিম্ (সংসারক্ষয়রূপ-শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৩৯ ॥

মর্মানুবাদ—সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। যাহার নিষ্কাম-কর্মযোগে শ্রদ্ধা হয় নাই, সে ব্যক্তি তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধা-সহকারে নিষ্কাম-কর্মযোগ অনুষ্ঠানপূর্বক সে অতিশীঘ্রই পরা শান্তি লাভ করে। 'পরা শান্তি' কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছি ॥ ৩৯ ॥

টীকা—তর্হি কীদৃশঃ সন্ কদা প্রাপ্নোতীত্যত আহ—'শ্রদ্ধা' নিষ্কামকর্মণৈবান্তঃকরণশুদ্ধ্যৈব জ্ঞানং স্যাদিতি শাস্ত্রার্থে আস্তিক্যবুদ্ধিস্তদ্বান্ এব ; তৎপরস্তদনুষ্ঠাননিষ্ঠঃ ; তাদৃশোঽপি যদা সংযতেন্দ্রিয়ঃ স্যাত্তদা পরাং শান্তিং সংসার-নাশম্ ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞঃ (পশ্বাদিবৎ মূঢ়) অশ্রদ্দধানঃ চ (শাস্ত্রজ্ঞান থাকিলেও নানামতবাদদৃষ্টে অবিশ্বস্ত) সংশয়াত্মা চ (শ্রদ্ধা থাকিলেও আমার এই বিষয়-সিদ্ধি হইবে কিনা এইরূপ সন্দেহাকুলচিত্ত) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কল্যাণ হইতে বিচ্যুত হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়িতচিত্ত মানবের ; অয়ং লোকঃ (এই মনুষ্যলোক) ন (নাই), ন পরঃ (পরলোক নাই), ন সুখম্ অস্তি (সুখ নাই) ॥ ৪০ ॥

মর্মানুবাদ—কর্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তি—সর্বদাই সংশয়াত্মা ; সেই প্রকার লোকের মঙ্গল হয় না। তাহাদের ইহলোকে বা পরলোকে সুখলাভ হয় না, যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে ॥ ৪০ ॥

টীকা—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতাধিকারিণমাহ—অজ্ঞঃ পশ্বাদিবন্মূঢ়ঃ ; অশ্রদ্দধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানবত্ত্বেঽপি নানাবাদিনাং পরস্পরা-বিপ্রতি-

পত্তিং দৃষ্ট্বা ন ক্বাপি বিশ্বস্ত ; শ্রদ্ধাবত্ত্বেঽপি সংশয়াত্মা—মমৈতৎ সিধ্যেন্ন-বেতি সন্দেহাক্রান্তমতিঃ ; তেম্বপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিশেষতো নিন্দতি—নায়মিতি ॥ ৪০ ॥

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—যোগসংন্যস্তকর্মাণং (নিষ্কাম কর্মযোগের অনন্তরই যিনি সন্ন্যাসবিধিতে কর্মত্যাগ করিয়াছেন) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (অনন্তর জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন) আত্মবন্তং (ও আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন) ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) কর্মাণি (কর্মসমূহ) [তম্] (তাঁহাকে) ন নিবধ্নন্তি (বদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব, হে ধনঞ্জয়, যিনি নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা কর্ম-সন্ন্যাস করেন, জ্ঞানদ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময়-স্বরূপ অবগত হ'ন, তাঁহাকে কোন কর্মই বদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

টীকা—নৈষ্কর্ম্যং ত্বেতাদৃশস্য স্যাদিত্যাহ—যোগান্নিষ্কাম-কর্মযোগা-নন্তরমেব সংন্যস্তকর্মাণং সন্ন্যাসেন ত্যক্তকর্মাণম্ ; ততশ্চ জ্ঞানাভ্যাসা-নন্তরং ছিন্নসংশয়ম্ ; আত্মবন্তং প্রাপ্তং প্রত্যগাত্মানং কর্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্বুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানবিভাগযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) ভারত ! (হে ভারত !) আত্মনঃ (আত্মার) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত) হৃৎস্থম্ (হৃদয়স্থিত) এনং সংশয়ং (এই সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (নিষ্কাম কর্মযোগ) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর) উত্তিষ্ঠ (ও যুদ্ধার্থ উত্থিত হও) ॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—অতএব হে ভারত, তোমার এই যে নিষ্কাম-কর্মযোগ-বিষয়ে সংশয় হইয়াছে, তাহা—অজ্ঞানসম্ভূত ; তাহাকে জ্ঞানখড়্গদ্বারা ছেদন কর এবং নিষ্কাম-কর্মযোগাশ্রয়পূর্বক যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—উপসংহরতি—তস্মাদিতি। হৃৎস্থং হৃদ্গতং সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগং নিষ্কামকর্মযোগম্ আতিষ্ঠ আশ্রয়, উত্তিষ্ঠ যুদ্ধং কর্তুমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

উক্তেষু মুক্ত্যুপায়েষু জ্ঞানমত্র প্রশস্যতে।
জ্ঞানোপায়স্তু কর্মৈবেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বয়ং চতুর্থো হি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

এই অধ্যায়ে মুক্তির উপায়সকলের মধ্যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা এবং কর্মই যে জ্ঞানের উপায়, তাহা নিরূপিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্মসন্ন্যাসযোগঃ

কথাসার। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কর্মসন্ন্যাস ও যোগ-সম্বন্ধীয় সংশয় ছেদনপূর্বক শিক্ষা দিয়াছেন যে, কর্মাসক্তিত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস এই সন্ন্যাস-লাভান্তে অনাসক্তভাবে বিষ্ণুসেবাপর কর্ম কৃত হয় এবং তাহাতে বিষ্ণুতত্ত্ব-অবগতিতে পরা শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

কর্মত্যাগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টী কর্তব্য তাহা জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—কর্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্মত্যাগ নহে, কর্মে আসক্তি-ত্যাগই কর্মসন্ন্যাস। কর্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও দ্বেষরাহিত্যই নিত্য সন্ন্যাস। সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ পৃথক্ নহে। যোগযুক্ত জ্ঞানী অনাসক্তভাবে সমস্ত কর্ম করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে সকাম কর্মী ফলাসক্তিদ্বারা কর্মবদ্ধ হয়। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইলে সে আপনাকে কর্মকর্তা বলিয়া অভিমান করে। ভগবানে নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তিগণ মোক্ষ লাভ করেন। সমদর্শী ব্যক্তিগণ—পণ্ডিত। ব্রহ্মবিদ্‌গণ—স্থিরবুদ্ধি তাঁহারা প্রিয় ও অপ্রিয় লাভে অনুদ্বিগ্নচিত্ত। জড়শরীরে অবস্থান পর্যন্ত যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার পূর্বক যিনি নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কাম-ক্রোধাদির বেগ সহ্য করিয়া আত্মসমাধিযুক্ত হন, তিনিই প্রকৃত সুখী। প্রকৃতির অতীত সদ্‌বস্তু ব্রহ্মে অবস্থান-নিবন্ধন জড়-ক্লেশ-নির্বাণ 'ব্রহ্মনির্বাণ'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কর্মযোগিগণ সর্বযজ্ঞ ও সকল তপস্যার পালক সর্বলোক-মহেশ্বর ও সর্ব জীবের সুহৃৎ বিষ্ণুকে অবগত হইয়া পরা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন কহিলেন), কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) কর্মণাং সন্ন্যাসং (কর্মের ত্যাগ) পুনঃ যোগং চ (অনন্তর নিষ্কাম কর্মযোগও) শংসসি (বলিলে)। এতয়োঃ [মধ্যে] (এই দুইটীর মধ্যে) যৎ (যাহা) মে (আমার পক্ষে) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ একং (সেই একটী) সুনিশ্চিতং (নিশ্চয় করিয়া) ব্রূহি (বল) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, তুমি কহিলে যে, 'যোগদ্বারা কর্ম ত্যাগ কর' এবং পুনরায় বলিলে 'জ্ঞানের দ্বারা সংশয় ছেদনপূর্বক যুদ্ধরূপ কর্ম কর' ; অতএব আমাকে নিশ্চয়রূপে বল,—কর্মত্যাগ ও কর্মযোগের মধ্যে কি (কোন্‌টী) করিব ? ১ ॥

টীকা—প্রোক্তং জ্ঞানাদপি শ্রেষ্ঠং কর্ম তদ্দার্ঢ্যসিদ্ধয়ে।
তৎপদার্থস্য চ জ্ঞানং সাম্যান্ত্য' অপি পঞ্চমে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে শ্রুতেন বাক্যদ্বয়েন বিরোধমাশঙ্কমানঃ পৃচ্ছতি—সন্ন্যাসমিতি। "যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্। আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়" ইতি বাকেন ত্বং কর্মযোগেনোৎপন্নজ্ঞানস্য কর্মসন্ন্যাসং ব্রূষে ; "তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥" ইত্যনেন পুনস্তস্যৈব কর্মযোগঞ্চ ব্রূষে ন চ কর্মসন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ একস্যৈকদৈব সম্ভবতঃ। স্থিতিগতিবদ্‌বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ। তস্মাৎ জ্ঞানী কর্মসন্ন্যাসং কুর্যাৎ কর্মযোগং বা কুর্যাদিতি ত্বদভিপ্রায়ানবগতোঽহং পৃচ্ছামি—এতয়োর্মধ্যে যদেকং শ্রেয়স্ত্বয়া সুনিশ্চিতং তন্মে ব্রূহি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন—) সন্ন্যাসঃ কর্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়ই কল্যাণকর) ; তু তয়োঃ (কিন্তু উভয়ের মধ্যে) কর্মসন্ন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ অপেক্ষা) কর্মযোগঃ (নিষ্কাম কর্মযোগ) বিশিষ্যতে [কখন কখন চিত্তের বিক্ষেপ উপশম করে বলিয়া] (বিশিষ্ট) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—সন্ন্যাস ও কর্মযোগ, উভয়ই মঙ্গলজনক ; তন্মধ্যে কর্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম-কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্মে আসক্তি-ত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলা যায়। প্রকৃতপ্রস্তাবে কর্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই ॥ ২ ॥

টীকা—কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানিনঃ কর্মকরণে ন কোঽপি দোষঃ ; প্রত্যুত, নিষ্কামকর্মণা চিত্তশুদ্ধিদার্ঢ্যাৎ জ্ঞানদার্ঢ্যমেব স্যাৎ ; সন্ন্যাসিনস্তু কদাচিচ্চিত্ত-বৈগুণ্যে সতি তদুপশমনার্থং কিং কর্ম নিষিদ্ধং ? জ্ঞানাভ্যাস-প্রতিবন্ধকন্তু চিত্ত-বৈগুণ্যমেব, বিষয়গ্রহণে তু বান্তাশিত্বমেব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।

নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ (তিনি) নিত্য-সন্ন্যাসী (নিত্য অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ (জানিবে)।

[সঃ] নির্দ্বন্দ্বঃ হি (সেই দ্বন্দ্বরহিত পুরুষই) সুখং (অনায়াসে) বন্ধাৎ (বন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্ত হ'ন) ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুবাদ—হে মহাবাহো, যিনি—নির্দ্বন্দ্ব এবং কর্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। তিনিই পরমসুখে কর্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

টীকা—ন চ সন্ন্যাসপ্রাপ্যো মোক্ষঃ অকৃতসন্ন্যাসেনৈব তেন ন প্রাপ্য ইতি বাচ্যম্ ইত্যাহ—জ্ঞেয় ইতি। স তু শুদ্ধচিত্তঃ কর্মী নিত্যসন্ন্যাসী এব জ্ঞেয়ঃ। 'হে মহাবাহো', ইতি মুক্তিনগরীং জেতুং স এব মহাবীর ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বালাঃ (অজ্ঞগণ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ) পৃথক (পৃথক্) [ইতি] [এই কথা] প্রবদন্তি (বলিয়া থাকে) পণ্ডিতাঃ ন [বদন্তি] (পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না)। একম্ অপি সম্যক্ আস্থিতঃ (একটীর উত্তমরূপে আচরণ করিলে) উভয়োঃ (উভয়েরই) ফলং (ফল) বিন্দতে (লাভ করেন) ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুবাদ—তোমাকে সন্ন্যাস ও কর্মযোগের মূল তত্ত্ব বলি, শ্রবণ কর ;—অপণ্ডিত মূঢ় মীমাংসকগণই সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া প্রকাশ করে, পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। সাংখ্যযোগ বা কর্মযোগ, যাহাই সুষ্ঠুরূপে আচরণ কর, তাহাতেই উভয়ের ফল লাভ করিবে ॥ ৪ ॥

টীকা—তস্মাৎ যচ্ছে য় এব এতয়োরিতি ত্বদুক্তমপি বস্তুতো ন ঘটতে ; বিবেকিভিরুভয়োঃ পার্থক্যাভাবস্ত দৃষ্টত্বাৎ ইত্যাহ—

সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গঃ সন্ন্যাসো লক্ষ্যতে। সন্ন্যাস-কর্মযোগৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা বদন্তি, ন তু বিজ্ঞাঃ, —"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" ইতি পূর্বোক্তেঃ; অত একমপীত্যাদি ॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সাংখ্যৈঃ (সন্ন্যাসদ্বারা) যৎ স্থানং (যে স্থান) প্রাপ্যতে (লাভ হয়) যোগৈঃ অপি (নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারাও) তৎ [স্থানং] গম্যতে(সেই স্থানে গতি হয়)। সাংখ্যং চ যোগং চ(সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে) যঃ (যিনি) [বিবেকেন] [বিচারপূর্বক] একং পশ্যতি (এক বলিয়া জানিতে পারেন) সঃ পশ্যতি (তিনি তত্ত্বদর্শী) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব উক্ত উভয়পদ্ধতি—একই, কেবল নাম-দুইটীই ভিন্ন; যিনি সাংখ্য ও যোগকে 'এক' বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন ॥ ৫ ॥

টীকা—এতদেব স্পষ্টয়তি—যদিতি। সাংখ্যৈঃ সন্ন্যাসেন যোগৈর্নিষ্কাম-কর্মণা, বহুবচনং গৌরবেণ; অতএব তদ্দ্বয়ং পৃথক্‌ভূতমপি যো বিবেকেন একমেব পশ্যতি স পশ্যতি—চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!)অযোগতঃ(নিষ্কাম-কর্মযোগ ব্যতিরেকে) সন্ন্যাসঃ [চিত্তের চাঞ্চল্য বর্তমানে] (সন্ন্যাস) দুঃখম্ আপ্তুং [ভবতি] (দুঃখপ্রাপ্তির কারণ হয়) তু যোগযুক্তঃ (নিষ্কাম-কর্মানুষ্ঠানকারী) মুনিঃ (জ্ঞানী হইয়া) ন চিরেণ (শীঘ্র) ব্রহ্ম অধি-গচ্ছতি (ব্রহ্ম লাভ করেন) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—হে মহাবাহো, কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস—দুঃখ-জনক ; যোগযুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ৬ ॥

টীকা—কিন্তু সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধিমনির্ধারয়তো জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসো দুঃখদঃ কর্ম-যোগস্তু সুখদ এবেতি পূর্ববাঞ্ছিতমর্থং স্পষ্টমেবাহ—সন্ন্যাসস্থিতি। চিত্ত-বৈগুণ্যে সতীতি শেষঃ। অযোগতঃ কর্মযোগাভাবাৎ চিত্ত-বৈগুণ্য-প্রশামক-কর্মযোগস্য সন্ন্যাসিন্যভাবাৎ তত্রানধিকারাদিত্যর্থঃ। সন্ন্যাসো দুঃখমেব প্রাপ্তুং ভবতি। তদুক্তং বার্তিককৃদ্ভিঃ—"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ ॥" ইতি ; শ্রুতিরপি—"যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটাঃ" ইতি ; ভগবতাপি—"যস্ত্বসংযতষড়্‌বর্গঃ" (ভাঃ ১১।১৮।৪০) ইত্যাদ্যুক্তম্। তস্মাৎ যোগযুক্তঃ নিষ্কাম-কর্মবান্ মুনির্জ্ঞানী সন্ ব্রহ্ম শীঘ্রং প্রাপ্নোতি ॥৬॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যোগযুক্তঃ (পূর্বোক্ত যোগযুক্ত) বিশুদ্ধাত্মা (বিজিতবুদ্ধি) বিজিতাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ও জিতেন্দ্রিয় এই ত্রিবিধ জ্ঞানী গৃহস্থ) সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্বভূতের প্রেমাস্পদীভূতদেহ হইয়া) কুর্বন্ অপি (কর্মাচরণ করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হ'ন না) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—যোগযুক্ত জ্ঞানী ত্রিবিধ—বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিশুদ্ধচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয়। ইঁহারা ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট ; ইঁহারা সর্বজীবের অনুরাগভাজন হইয়া সমস্ত কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

টীকা—কৃতেনাপি কর্মণা জ্ঞানিনস্তস্য ন লেপ ইত্যাহ—যোগেতি। যোগযুক্তো জ্ঞানী ত্রিবিধঃ—'বিশুদ্ধাত্মা' বিজিতবুদ্ধিরেকঃ, 'বিজিতাত্মা' বিশুদ্ধচিত্তো দ্বিতীয়ঃ, 'জিতেন্দ্রিয়'-স্তৃতীয়ঃ ইতি পূর্বপূর্বেষাং সাধনতার-

তম্যাতুৎকর্ষঃ। এতাদৃশে গৃহস্থে তু সর্বেঽপি জীবা অনুরজ্যন্তীত্যাহ—সর্বেষামপি ভূতানাম্ আত্মভূতঃ প্রেমাস্পদীভূত আত্মা দেহো যস্য সঃ ॥৭॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্ত্ববিৎ (তত্ত্বজ্ঞ) যুক্তঃ (কর্মযোগী) পশ্যন্ (দর্শন) শৃণ্ব (শ্রবণ) স্পৃশন্ (স্পর্শ) জীঘ্রন্ (ঘ্রাণ) অশ্নন্ (ভোজন) গচ্ছন্ (গমন) স্বপন্ (নিদ্রা) শ্বসন্ (শ্বাস গ্রহণ) প্রলপন্ (প্রলাপ) বিসৃজন্ (মূত্র, পুরীষ ত্যাগ) গৃহ্ণন্ (গ্রহণ) উন্মিষন্ (উন্মীলন) নিমিষন্ অপি (ও নিমীলন প্রভৃতি কার্য করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (রূপাদি বিষয়ে) বর্তন্তে (আমার বাসনানুকূল পরমাত্মার প্রেরণায় দর্শনাদি ব্যাপার বিশিষ্ট হয়) ইতি ধারয়ন্ (ইহা নিশ্চয় করিয়া) [অহম্] কিঞ্চিৎ এব ন করোমি (আমি কিছুই করি না) ইতি মন্যেত (এইরূপ মনে করিবেন) ॥ ৮-৯ ॥

মর্মানুবাদ—কর্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি ক্রিয়া স্বীকার করিয়াও তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই' এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ-কার্যকালে মনে করেন, যে-জড়দেহে 'আমি আছি' উহাই এই সকল করিতেছে ; বস্তুতঃ আমি কিছুই করি না ॥ ৮-৯ ॥

টীকা—যেন কর্মণা লেপস্তং প্রকারং শিক্ষয়তি—নৈবেতি। যুক্তঃ কর্মযোগী দর্শনাদীনি কুর্বন্নপি, ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ নিরভিমানঃ কিঞ্চিদপ্যহং নৈব করোমীতি মন্যেত ॥ ৮-৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।

লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) কর্মাণি(কর্মসমুদয়)আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (আসক্তি ত্যাগপূর্বক) করোতি (কর্ম করেন), অম্ভসা (জলের দ্বারা) পদ্মপত্রমিব (পদ্মপত্রের মত) পাপেন (পাপদ্বারা) সঃ (তিনি) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—ব্রহ্মে কর্মার্পণপূর্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করতঃ যিনি কর্ম করেন, পদ্ম-পত্র যেমত জলে থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় না, তিনিও তদ্রূপ কর্মপাপে লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

টীকা—কিঞ্চ, ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে ময়ি কর্মাণি সমর্প্য সঙ্গং ত্যক্ত্বা স্বাভিমানোঽপি কর্মাসক্তিং বিহায় যঃ কর্মাণি করোতি। পাপেনেত্যুপলক্ষণম্। সোঽপি কর্মমাত্রেণৈব ন লিপ্যতে ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যোগিনঃ (যোগিগণ) আত্মশুদ্ধয়ে (মনঃশুদ্ধির জন্য) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (আসক্তি ত্যাগ করতঃ) কায়েন শরীর) মনসা (মন) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি) কেবলৈঃ অপি ইন্দ্রিয়ৈঃ (ও মনঃসংযোগরহিত কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও) কর্ম কুর্বন্তি (কর্ম করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—চিত্তশুদ্ধির জন্য যোগিসকল কর্মফলাসক্তি ত্যাগ-করতঃ কায়-মনোবুদ্ধিদ্বারা অথবা কখনও কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম আচরণ করেন ॥ ১১ ॥

টীকা—কেবলৈরপি ইন্দ্রিয়ৈরিতি। 'ইন্দ্রায় স্বাহা' ইত্যাদিনা হবিরাগ্ন্যর্পণকালে। যগুপি মনঃ ক্বাহপ্যন্যত্র তদপ্রীত্যর্থঃ। আত্মশুদ্ধয়ে মনঃশুদ্ধার্থম্ ॥ ১১ ॥

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলেস ক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যুক্তঃ (নিষ্কাম কর্মযোগী) কর্মফলং (কর্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীং শান্তিম্ (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), অযুক্তঃ (সকাম-কর্মী) কামকারেণ (কামনা-পূর্বক প্রবৃত্তি হওয়ায়) ফলে শক্তঃ (কর্মফলে আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বদ্ধ হন) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—যোগী কর্মফল ত্যাগপূবক নৈষ্ঠিকী শান্তি অর্থাৎ কর্ম-মোক্ষ লাভ করেন; পক্ষান্তরে, অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকাম-কর্মী কামপ্রবৃত্তিদ্বারা ফলাসক্তিসহকারে কর্মবদ্ধ হন ॥ ১২ ॥

টীকা—কর্মকরণে অনাসক্ত্যাসক্তী এব মোক্ষবন্ধহেতূ ইত্যাহ—যুক্তো যোগী নিষ্কামকর্মীত্যর্থঃ। নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠাপ্রাপ্তাং শান্তিং মোক্ষমিত্যর্থঃ। অযুক্তঃ সকাম-কর্মীত্যর্থঃ। কামকারেণ কামপ্রবৃত্ত্যা ॥ ১২

সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্নকারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (জীব) মনসা (মনদ্বারা) সর্বকর্মাণি সংন্যস্য (সমুদয় কর্ম ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বার-বিশিষ্ট পুরবৎ অহং ভাবশূন্য) দেহে (দেহে) [কুর্বন্ অপি] ন এব কুর্বন্ (কর্ম করিয়াও কর্তৃত্বাভিমান রহিত) [কারয়ন্ অপি] ন কারয়ন

(অন্যের দ্বারা করাইয়াও প্রযোজকত্বাভিমান রহিত হইয়া) সুখম্ আস্তে (সুখে অবস্থান করেন) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—বাহ্যে সমস্ত কার্য করিয়াও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম পূর্বোক্ত রীতি-ক্রমে সন্ন্যাস করতঃ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ গৃহে জীব পরমসুখে বাস করিতে থাকেন; তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ১৩ ॥

টীকা—অতোঽনাসক্তঃ কর্মাণি কুর্বন্নপি "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" ইতি পূর্বোক্তবৎ বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবোচ্যতে ইত্যাহ—সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য কায়াদিব্যাপারেণ বহিষ্কুর্বন্নপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ সুখমাস্তে। কুত্র?—নবদ্বারে পুরে পুরঽদহংভাবশূন্যে দেহে দেহী উৎপন্নজ্ঞানো জীবঃ নৈব কুর্বন্নিতি কর্মসুখস্য বস্তুতঃ কর্তৃত্বং নৈবাস্তীতি জানন্; ন কারয়ন্নিতি নাপি তেষু স্বস্য প্রয়োজনকত্বমিত্যপি জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (পরমেশ্বর) লোকস্য (জীবের) কর্তৃত্বং (কর্তৃত্ব) কর্মাণি (কর্ম) কর্মফলসংযোগং (ও কর্মফলে সংযোগ) ন সৃজতি (সৃষ্টি করেন না) তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (জীবের স্বভাব অনাদি অবিদ্যাই) [জীবকে কর্তৃত্বাদি অভিমানারূঢ় করিবার জন্য] প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—জীবের কর্তৃত্ব নাই বলিলে এমত মনে করিও না যে, পরমেশ্বরকর্তৃক সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তি হইতেছে; 'লোকের কর্তৃত্ব ও কর্ম—পরমেশ্বরকর্তৃক' বলিলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য স্বীকার করিতে হয়;

কর্মফল-সংযোগও তৎকর্তৃক নয় ;—জীবের অনাদি 'অবিদ্যা'রূপ স্বভাব হইতেই এ-সকল হয় ॥ ১৪ ॥

টীকা—নন্থ চ যদি জীবস্য বস্তুতঃ কর্তৃত্বাদিকং নৈবাস্তি, তর্হি পরমেশ্বর-সৃষ্টে জগতি সর্বত্র জীবস্য কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-দর্শনান্যন্যে পরমেশ্বরেণৈব বলাত্তস্য কর্তৃত্বাদিকং সৃষ্টম্। তথা সতি তস্মিন্ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে প্রসক্তে, তত্র ন হি ন হীত্যাহ—ন কর্তৃত্বমিতি। নাপি তৎকর্তব্যত্বেন কর্মাণ্যপি, ন চ কর্মফলৈর্ভোগৈঃ সংযোগমপি ; কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽনাদ্যবিদ্যৈব প্রবর্ত্ততে,—তং জীবং কর্তৃত্বাদ্যভিমানমারোহয়িতুমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (ঈশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) ন আদত্তে (গ্রহণ করে না) সুকৃতং চ এব ন (এবং পুণ্যও গ্রহণ করেন না অর্থাৎ পাপ পুণ্যের প্রয়োজক নহেন) অজ্ঞানেন (অজ্ঞান অর্থাৎ তদীয় অবিদ্যা-শক্তিদ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতম্ (জ্ঞানস্বরূপ জীবের জ্ঞান আবৃত হয়) তেন (সেইজন্য) জন্তবঃ (জীবসমুদয়) মুহ্যন্তি (মোহিত হয়) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—ঈশ্বর জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি গ্রহণ করেন না। জীব—স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ ; অবিদ্য-শক্তি কর্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায়, জীবের বদ্ধদশা-প্রযুক্তই জীব দেহাত্মাভিমানরূপ মোহ লাভ করতঃ আপনাকে কর্মকর্তা বলিয়া অভিমান করে ॥ ১৫ ॥

টীকা—যস্মাদসাধু-সাধুকর্মণাম্ ঈশ্বরো ন কারয়িতা, ন তস্মাদেব ন তস্য পাপপুণ্যভাগিত্বমিত্যাহ—নাদত্তে ন গৃহ্লাতি ; কিন্তু তদীয়া খলু যা শক্তিরবিদ্যা, সৈব জীবজ্ঞানমাবৃণোতীত্যাহ—অজ্ঞানেনাবিদ্যয়া। জ্ঞানং জীবস্য স্বাভাবিকং, তেন হেতুনা ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) আত্মনঃ (জীব বিষয়ক) জ্ঞানেন (জ্ঞানের অর্থাৎ তদীয় বিদ্যাশক্তির দ্বারা) যেষাম্‌ (যাহাদের) তৎ অজ্ঞানম্‌ (সেই অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা) নাশিতম্‌ (নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে) তেষাম্‌ (সেই সমস্ত জীবের) জ্ঞানম্‌ (জ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্য যেমন) [অন্ধকার নাশপূর্বক ঘটপটাদি বস্তু প্রকাশিত করেন তদ্রূপ জীবগত অজ্ঞান নাশ করিয়া] তৎপরং (সেই অপ্রাকৃত স্বরূপকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—জ্ঞান দুই প্রকার—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে প্রাকৃত বা জড়-প্রকৃতিসম্বন্ধী জ্ঞান বলি, তাহাই জীবের 'অজ্ঞান' বা 'অবিদ্যা'। অপ্রাকৃত-জ্ঞানই 'বিদ্যা'। যে-সকল জীবের অপ্রাকৃত-জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাদের নিকট পরমজ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

টীকা—যথা অবিদ্যা তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি, তথৈবাপরা তস্য বিদ্যা-শক্তিরবিদ্যাং বিনাশ্য জ্ঞানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। জ্ঞানেন বিদ্যা-শক্ত্যা অজ্ঞানমবিদ্যাং তেষাং জীবানাং জ্ঞানমেব কর্তৃ, আদিত্যবদিতি ;—আদিত্যপ্রভা যথা অন্ধকারং বিনাশ্য ঘটপটাদিকং প্রকাশয়তি, তথৈব বিদ্যৈবাবিদ্যাং বিনাশ্য তজ্জীবনিষ্ঠং জ্ঞানং পরম্‌ অপ্রাকৃতং প্রকাশয়তি। তেন পরমেশ্বরো ন কমপি বধ্নাতি, নাপি কমপি মোচয়তি। কিন্তু অজ্ঞানজ্ঞানে প্রকৃতেরেব ধর্মে ক্রমেণ বধ্নাতি মোচয়তি চ। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-তৎপ্রয়োজকত্বাদয়ো বন্ধকাঃ ; অনাসক্তিশান্ত্যাদয়ো মোচকাশ্চ প্রকৃতেরেব ধর্মাঃ। কিন্তু পরমেশ্বরস্যান্তর্যামিত্বে এব প্রকৃতেস্তে তে

ধর্মা উদ্বুধ্যন্তে ইত্যেতদংশেনৈব তস্য প্রয়োজকত্বমিতি ন তস্য বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞান দ্বারা পূর্বে যাঁহাদের সমস্ত কল্মষ অর্থাৎ অবিদ্যা নষ্ট হইয়াছে তাঁহারা) তদ্বুদ্ধয়ঃ (পরমেশ্বর মননপর) তদাত্মানঃ (তন্মনস্ক) তন্নিষ্ঠ (একমাত্র তাঁহাতেই নিষ্ঠাসম্পন্ন) তৎপরায়ণাঃ (এবং তদীয় শ্রবণকীর্তনপর হইয়া) অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি (মোক্ষ লাভ করেন) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—সেই অপ্রাকৃত-স্বরূপবিশিষ্ট পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি লাভ করে, তাঁহারা বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যারূপ কল্মষ ধৌত করতঃ অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ করেন। আমাতেই যাঁহাদের অপ্রাকৃত-রতি, তাঁহাদের আর জড়রতি হয় না ; তখন তাঁহারা আমারই শ্রবণ-কীর্তনের প্রিয় হইয়া পড়েন ॥ ১৭ ॥

টীকা—কিন্তু বিদ্যা জীবাত্মজ্ঞানমেব প্রকাশয়তি, ন তু পরমাত্মজ্ঞানং —"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি ভগবদুক্তেঃ। তস্মাৎ পরমাত্মজ্ঞানার্থং জ্ঞানিভিরপি পুনর্বিশেষতো ভক্তিঃ কার্যা ইত্যত আহ—তদ্বুদ্ধয় ইতি। তৎপদেন পূর্বোপক্রান্তো বিভুঃ পরামৃশ্যতে। তস্মিন্ পরমেশ্বর এব বুদ্ধির্যেষাং তে তন্মননপরা ইত্যর্থঃ। তদাত্মানস্তন্মনস্কাস্তমেব ধ্যায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তন্নিষ্ঠাঃ "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেঽপি সাত্ত্বিকে নিষ্ঠাং পরিত্যজ্য তদেকনিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাস্তদীয়শ্রবণকীর্তনপরাঃ। যদ্বক্ষ্যতে,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি

যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥" ইতি। 'জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ' জ্ঞানেন বিদ্যয়ৈব পূর্বমেব ধ্বস্তসমস্তাবিদ্যাঃ ১৭॥

বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়যুক্ত) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণ) গবি (গো) হস্তিনি (হস্তী) শুনি (কুক্কুর) শ্বপাকে চ (এবং চণ্ডাল প্রভৃতি প্রকৃতি বিষম পদার্থে) সমদর্শিনঃ [তৎকালে গুণগতবিশেষ দর্শন হয় না বলিয়া গুণাতীত ব্রহ্মদর্শনকারিগণ] পণ্ডিতাঃ [কথ্যতে] (পণ্ডিত অর্থাৎ গুণাতীত বলিয়া কথিত হন) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—অপ্রাকৃত গুণ-লব্ধ জ্ঞানিসকল প্রাকৃত-গুণদ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধম-রূপ যে বৈষম্য, তাহা পরিত্যাগপূর্বক বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কক্কুর ও চণ্ডাল,—সকলের প্রতি সমপ্রদর্শনপ্রযুক্ত 'পণ্ডিত'-সংজ্ঞা লাভ করেন ॥ ১৮ ॥

টীকা—ততশ্চ গুণাতীতানাং তেষাং গুণময়ে বস্তুমাত্র এব তারতম্যময়ং বিশেষমজিঘৃক্ষূণাং সমবুদ্ধিরেব স্যাদিত্যাহ—বিদ্যেতি। 'ব্রাহ্মণে গবি' ইতি সাত্ত্বিকজাতিত্বাৎ হস্তিনি মধ্যমে শুনি চ স্বপাকে চেতি তামসজাতিত্বাদধমেঽপি তত্ত্বদ্বিশেষাগ্রহণাৎ সমদর্শিনঃ পণ্ডিতা গুণাতীতা বিশেষাগ্রহণমেব সমং গুণাতীতং ব্রহ্ম, তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যেষাম্ (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (ব্রহ্মধর্মে) স্থিতম্ (অবস্থিত) তৈঃ (তাঁহাদিগকর্তৃক) ইহ এব (ইহলোকেই)

সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (পরাভূত হইয়াছে) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) নির্দোষং (রাগদ্বেষাদি রহিত) সমং (অবিষম) তস্মাৎ (সেই হেতু) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ [প্রপঞ্চে বর্তমান থাকিয়াও] (ব্রহ্মে অবস্থিত) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহ-লোকেই স্বর্গ অর্থাৎ সংসার জয় করিয়াছেন ; তাঁহারা—ব্রহ্মসমত্ব-প্রযুক্ত নির্দোষ। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

টীকা—সমদৃষ্টিত্বং স্তৌতি—ইহৈব ইহলোক এব সৃজ্যত ইতি সর্গঃ। সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণি স্থিতঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন) অসংমূঢ়ঃ (দেহাদিতে অহংবুদ্ধিরহিত) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞানী) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয়বস্তু লাভে) ন প্রহৃষ্যেৎ (হর্ষে উৎফুল্ল হন না) অপ্রিয়ং প্রাপ্য (অপ্রিয় বস্তু লাভে) ন উদ্বিজেৎ (বিচলিত হন না) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করতঃ বাহ্যে অনাসক্তমনা হইয়া স্থিরবুদ্ধি হন ; তিনি জড়জগতের প্রিয়বস্তু-লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয়-লাভে উদ্বেগ স্বীকার করেন না ॥ ২০ ॥

টীকা—এবং লৌকিকপ্রিয়াপ্রিয়াপ্ত্যোরপি তেষাং সাম্যমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্যতি, নোদ্বিজেৎ নোদ্বিজতে। সাধনদশায়ামেবমভ্যসেদিতি বিবক্ষয়া বা লিঙ্। অসংমূঢ়ঃ হর্ষশোকাদীনাম্ অভিমাননিবন্ধনত্বেন সংমোহমাত্রত্বাৎ ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বাহ্যস্পর্শেষু (বিষয়সুখে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্ত) সঃ (সেই পুরুষ) আত্মনি [অনুভূয়মানে] (স্ব-স্বরূপের অনুভবে) যৎ সুখম্ (যে সুখ) [তৎ] [তাহা] [আদৌ] [প্রথমে] বিন্দতি (লাভ করেন) [তদুত্তরম্] [অনন্তর] ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মে যোগযুক্ত হইয়া) অক্ষয়ং সুখম্ (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (ভোগ করেন) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ চিদ্গত সুখ লাভ করেন; তিনি ব্রহ্ম-যোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥ ২১ ॥

টীকা—স চ বাহ্যস্পর্শেষু বিষয়সুখেষু অসক্তাত্মা অনাসক্তমনাঃ। তত্র হেতুঃ—আত্মনি জীবাত্মনি পরমাত্মানং বিন্দতি সতি প্রাপ্তে, যৎ সুখং, তৎ অক্ষয়ং সুখম্। স এব অশ্নুতে প্রাপ্নোতি; ন হি নিরন্তরমমৃতাস্বাদিনে মৃত্তিকা রোচতে ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়) যে ভোগাঃ (যে সুখসমূহ) সংস্পর্শজাঃ (বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজনিত) তে (তাহারা) দুঃখযোনয়ঃ এব (দুঃখেরই জনক) হি (যেহেতু) আদ্যন্তবন্তঃ (উৎপত্তিবিনাশশীল) [অতঃ] [অতএব] বুধঃ (বিবেকিব্যক্তি) তেষু (সেই সুখে) ন রমতে (রত হন না) ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ—এরূপ বিবেকবান্ পুরুষ ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয়-সুখে আসক্ত হন না। ইন্দ্রিয়ার্থজনিত সুখসকল দুঃখকেই প্রসব করে; তাহারা কেবল সংস্পর্শ হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া

'নিত্য' নয়। হে কৌন্তেয়, সেই সকল অনিত্যসুখে পূর্বোক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি কোনক্রমেই রতি লাভ করেন না। দেহযাত্রার জন্য কেবল নিষ্কামরূপে তৎসম্বন্ধি কর্মসকল স্বীকার করেন ॥ ২২ ॥

টীকা—বিবেকবানেব বস্তুতো বিষয়সুখেনৈব সজ্জতীত্যাহ—যে হীতি ॥ ২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যে ব্যক্তি) শরীরবিমোক্ষণাৎ (শরীর-ত্যাগের) প্রাক্(পূর্ব পর্যন্ত)কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ (কামক্রোধজনিত মনোনেত্রাদির বিক্ষোভকে) ইহ (উদ্ভবের সময়ই) সোঢ়ুম্ (নিরোধ করিতে) শক্নোতি (পারেন) সঃ (তিনি) যুক্তঃ (আত্মসমাহিত) স সুখী (তিনিই সুখী) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—জড়শরীর-ত্যাগ পর্যন্ত বিষয় স্বীকার করিতে হইবে জানিয়া, যিনি নিষ্কাম-কর্মযোগ দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত সুখী ॥ ২৩ ॥

টীকা—সংসারসিন্ধৌ পতিতোঽপ্যেষ এব যোগী এস এব সুখীত্যাহ—শক্নোতীতি ॥ ২৩ ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) অন্তঃসুখঃ (অন্তর্বর্তি আত্মাতেই সুখানুভব করেন) অন্তরারামঃ (অন্তর্বর্তি আত্মাতেই রত) তথা অন্তর্জ্যোতিঃ এব অন্তর্বর্তি আত্মাতেই দৃষ্টিবিশিষ্ট) স যোগী (সেই নিষ্কাম কর্মযোগী)

ব্রহ্মভূতঃ (শুদ্ধ জৈবস্বরূপ লাভ করিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ (ব্রহ্মনির্বাণ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি বাহ্যজগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিঃকে অনিত্য জানিয়া অন্তর্জগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিরূপ সাত্ত্বিক জ্ঞানকে স্বীকার করতঃ ব্রহ্মভূত হন, তিনিই যোগী এবং ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

টীকা—যস্ত সংসারাতীতস্তস্য তু ব্রহ্মানুভব এব সুখমিত্যাহ—য ইতি অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য সঃ,—যতোঽন্তরাত্মন্যেব রমতে, অতোঽন্তরাত্মন্যেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (নষ্টসংশয়) যতাত্মনঃ- (সংযতচিত্ত) সর্বভূতহিতে রতাঃ (ও সর্বভূতহিতে রত) ঋষয়ঃ (তত্ত্বদর্শিগণ) ব্রহ্মনির্বাণম (ব্রহ্মনির্বাণ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—যতচিত্ত, সর্বভূত-হিতকার্যে রত এবং সংশয়রহিত ক্ষীণপাপ ঋষি-সকল ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

টীকা—এবং বহব এব সাধনসিদ্ধা ভবন্তীত্যাহ—লভন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্তন্তে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কামক্রোধবিমুক্তানাম্ (কামক্রোধহীন) বিদিতাত্মনাম্ (ত্বং-পদার্থজ্ঞানী) যতীনাম্ (যতিগণের) যতচেতসাম্ (উপরতচিত্ত

তাম্ অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ক্ষয় হইলে) অভিতঃ (সর্বতোভাবে) ব্রহ্মনির্বাণং (ব্রহ্মনির্বাণ) বর্ততে (হইয়া থাকে) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—কামক্রোধহীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিদিগের ব্রহ্মনির্বাণ সর্বতোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয়। সংসারস্থিত নিষ্কাম কর্মযোগী সদসৎ বিচারপূর্বক প্রকৃতির অতীত সদ্বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে অবস্থান করেন; তাহাতে জড়দুঃখরূপ ক্লেশ নির্বাণ হয়,—ইহাকেই 'ব্রহ্মনির্বাণ' বলে ॥ ২৬ ॥

টীকা—জ্ঞাত-'ত্বং'-পদার্থানাম্ অপ্রাপ্তপরমাত্মজ্ঞানানাং কিয়তা কালেন ব্রহ্ম-নির্বাণসুখং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—কামেতি। যতচেতসাম্ উপরত-মনসাং ক্ষীণলিঙ্গশরীরাণামিতি যাবৎ। অভিতঃ সর্বতোভাবেনৈব বর্ততে এবেতি ব্রহ্মনির্বাণে তস্য নৈবাতিবিলম্বমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যে পুরুষ) [মনঃ-প্রবিষ্টান্] বাহ্যান্ স্পর্শান্ (মনঃ-প্রবিষ্ট বাহ্য শব্দাদি বিষয়কে) বহিঃ কৃত্বা [প্রত্যাহারদ্বারা] (ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া) চক্ষুঃ চ এব (চক্ষুকেও) ভ্রুবোঃ অন্তরে (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে) [কৃত্বা] [স্থাপনপূর্বক] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ (নাসিকা-মধ্যে বিচরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ কৃত্বা (ঊর্ধ্বাধোগতি-নিরোধ অর্থাৎ কুম্ভকদ্বারা সমতাবিধান করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি জয়পূর্বক) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষপরায়ণ),

মুনিঃ (আত্মমননশীল) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ-রহিত) সঃ (সেই পুরুষ) সদা (সর্বদা) মুক্তঃ এব (মুক্ত) ॥ ২৭-২৮ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, ঈশ্বরার্পিত কর্মযোগদ্বারাই অন্তঃকরণ-শুদ্ধি ; অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইতে 'ত্বং'-পদার্থনিরূপক 'জ্ঞান' ; সেই জ্ঞানজনিত 'তৎ'-পদার্থজ্ঞানস্বরূপা ভক্তি ; গুণাতীত-জ্ঞানদ্বারা ভক্তি-জনিত ব্রহ্মানুভব ;—এইসকল ক্রম তোমাকে বলিলাম। সম্প্রতি শুদ্ধান্তঃকরণ-ব্যক্তির ব্রহ্মানুভব-সাধনরূপ অষ্টাঙ্গ-যোগ বলিব ; তাহার আভাসরূপ কয়েকটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য স্পর্শ-সকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধন করতঃ চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি করিতে থাকিবে ; সম্পূর্ণ নিমীলনদ্বারা নিদ্রার আশঙ্কা এবং সম্পূর্ণ উন্মীলনদ্বারা বহির্দৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় অর্ধনিমীলনপূর্বক নেত্রদ্বয়কে এরূপ নিয়মিত করিবে যে, ভ্রূমধ্যে (নাসাগ্রে ?) দৃষ্টিপাত হয় ; উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপে উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ও অপান-বায়ু চালিত করিয়া উর্ধ্বাধোগতি নিরোধপূর্বক তাহাদের সমতা সাধন করিবে। এই প্রকারে আসীন ও মুদ্রাযুক্ত হইয়া, জিতেন্দ্রিয়, জিতমনা ও জিতবুদ্ধি মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগপূর্বক ব্রহ্মানুভব অভ্যাস করিলে, গুণাতীত-ধর্মরূপ জড়মুক্তি লাভ করিতে পারেন। অতএব নিষ্কাম-কর্মযোগ-সাধনকালে অষ্টাঙ্গযোগকেও 'তদঙ্গ' বলিয়া সাধন করিতে হয় ॥ ২৭-২৮ ॥

টীকা—তদেবমীশ্বরার্পিতনিষ্কামকর্মযোগেনান্তঃকরণশুদ্ধিঃ। ততো জ্ঞানং 'ত্বং'-পদার্থবিষয়কম্ ; ততঃ 'তৎ'-পদার্থজ্ঞানার্থং ভক্তিঃ ; তদুত্থজ্ঞানেন গুণাতীতেন ব্রহ্মানুভব ইত্যুক্তম্। ইদানীং নিষ্কামকর্মযোগেন শুদ্ধান্তঃ-করণস্যাষ্টাঙ্গযোগং ব্রহ্মানুভবসাধনং জ্ঞানযোগাদপ্যুৎকৃষ্টত্বেন ষষ্ঠাধ্যায়ে

বক্তুং তৎসূত্ররূপং শ্লোকত্রয়মাহ—স্পর্শানিতি। বাহ্যা এব শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ স্পর্শশব্দবাচ্যাঃ। মনসি প্রবিশ্য যে বর্তন্তে তান্ তস্মান্মনসঃ সকাশাৎ বহিষ্কৃত্বা বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্য ইত্যর্থঃ। চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরন্তরে মধ্যে কৃত্বা নেত্রয়োঃ সম্পূর্ণনিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে উন্মীলনেন বহিঃ প্রসরতি। তদুভয়দোষপরিহারার্থম্ অর্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায় উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানৌ ঊর্ধ্বাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃত্বা যতা বশীকৃতা ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন সঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যজ্ঞতপসাম্ (কর্মিগণকৃত যজ্ঞের বও জ্ঞানিগণকৃত তপস্যার) ভোক্তারং (পালক অর্থাৎ তাহাদের উপাস্য) সর্বলোকমহেশ্বরং (সর্বলোকের নিয়ন্তা অর্থাৎ যোগিগণের উপাস্য) সর্বভূতানাং (সমস্ত জীবের) সুহৃদম্ (কৃপাপূর্বক স্বভক্তদ্বারা স্বভক্তির উপদেশদানে হিতকারী অর্থাৎ ভক্তগণের উপাস্য) মাং জ্ঞাত্বা (আমাকে জানিয়া শান্তিম্ ঋচ্ছতি (জীব শান্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন) ॥ ২৯ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—এবম্ভূত কর্মযোগিগণও ভক্তিজনিত পরমাত্মজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ-লাভ করেন। কর্মীদিগের কৃত যজ্ঞ এবং জ্ঞানীদিগের কৃত তপস্যা-সমূহের 'ভোক্তা' অর্থাৎ পালয়িতা বলিয়া আমাকেই

জানিবে। যোগীদিগের উপাস্য অন্তর্যামী পুরুষরূপ আমি—সর্বভূতের সুহৃৎ; আমিই কৃপা করিয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্তি উপদেশপূর্বক জীবের হিত সাধন করি; যোগিগণ স্বোপাস্য-পরমাত্মচিন্তাদ্বারা নির্গুণতা লাভ করিলে ভগবৎস্বরূপ আমাকে জানিতে পারেন। আমিই সর্বলোক-মহেশ্বর, আমাকে ভগবৎ-স্বরূপে জানিতে পারিলেই যোগিগণ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

জ্ঞানী ও যোগী (ভক্তিমূলক) নিষ্কাম-কর্মদ্বারা আত্মা (ব্রহ্ম) ও পরমাত্মার তত্ত্ব অবগত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন,—ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—এবম্ভূতস্য যোগিনোঽপি জ্ঞানিন ইব ভক্ত্যুত্থেন পরমাত্মজ্ঞানে-নৈব মোক্ষ ইত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং কর্মিকৃতানাং তপসাঞ্চ জ্ঞানিকৃতানাং ভোক্তারং পালয়িতারমিতি কর্মিণাং জ্ঞানিনাং চোপাস্যং, সর্বলোকানাং মহেশ্বরং মহানিয়ন্তারম্ অন্তর্যামিনং যোগিনামুপাস্যং, সর্বভূতানাং সুহৃদং কৃপয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্ত্যুপদেশেন হিতকারিণমিতি ভক্তানামুপাস্যং মাং জ্ঞাত্বেতি সত্ত্বগুণময়জ্ঞানেন নির্গুণস্য মমানুভবা-সম্ভবাৎ "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তেঃ। নির্গুণয়া ভক্ত্যৈব যোগী স্বোপাস্যং পরমাত্মানং মাম্ অপরোক্ষানুভব-গোচরীকৃত্য শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

নিষ্কামকর্মণা জ্ঞানী যোগী চাত্র বিমুচ্যতে।
জ্ঞাত্বাত্মপরমাত্মানাবিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগ

কথাসার। অধোক্ষজ বিষ্ণুর ধ্যানব্যতীত কেবল কর্ম-সন্ন্যাসের দ্বারা মুক্তি হয় না। যিনি কাম-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন তিনিই যোগী। যিনি শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

কামসঙ্কল্প ও কর্মফলত্যাগান্তে যিনি কর্তব্য কর্মসমূহ করিয়া থাকেন তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী। সন্ন্যাস ও যোগ এক-তাৎপর্য-পর। কর্ম যোগারুরুক্ষুর এবং অবিক্ষেপক কর্ম যোগারূঢ়ের উপরতি সাধন করিয়া থাকে। যোগারূঢ় ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ার্থে ও কর্মসমূহে অনাসক্ত। মনই অবস্থা-ভেদে বন্ধু ও শত্রু। যোগারূঢ় ব্যক্তির মন সমাধিযুক্ত। মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস বিধেয়। যুক্তাহার ও যুক্তবিহার-শীল ব্যক্তির পক্ষেই যোগ সম্ভব। যোগীর মন নিশ্চল। অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাদ্বারা যোগফল লাভ হয়। ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা চঞ্চল মনকে সম্যক্ বশীভূত করিতে পারিলে, আত্মসমাধি লাভ হয়। যোগ-যুক্ত ব্যক্তি পরমাত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে পরমাত্মায় দর্শন করেন; তিনি সর্বত্র সমদর্শী।

অতিশয় চঞ্চল মন কিরূপে নিগৃহীত হইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন যে, বিষয়-বৈরাগ্য ও আত্মানন্দ-স্বাদাভ্যাসদ্বারাই মাত্র মনকে বশীভূত করা যায়। নিত্যকল্যাণকামী ব্যক্তির কোন দুর্গতি হয় না। অষ্টাঙ্গ-যোগ-ভ্রষ্ট জনগণ দীর্ঘকাল স্বর্গাদি বাসান্তে সদাচারী ব্রাহ্মণের, বণিকের, জ্ঞানীর অথবা যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। জ্ঞানীর বা যোগীর গৃহে জন্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি নৈসর্গিক রুচিক্রমে যোগসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ হন। যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু ব্যক্তি

বেদোক্ত সকাম কর্মমার্গ ব্যতীত উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়া থাকেন। যোগী অনেক জন্ম পর্যন্ত যোগাভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে সমস্ত-কষায়-শূন্য হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হন। সকামকর্মপরায়ণ তপস্বী অপেক্ষা ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম জ্ঞানী ও সাংখ্য-জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। যত-প্রকার যোগী আছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন সেই ভক্তিযোগিগণই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীভগবান্ উবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন)—যঃ (যে ব্যক্তি) কর্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (কর্মফলের অপেক্ষা না করিয়া) কার্যং কর্ম (অবশ্য করণীয় শাস্ত্রবিহিত কর্ম) করোতি (করেন) স সন্ন্যাসী (তিনি সন্ন্যাসী), যোগী চ (এবং তিনি যোগী) নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম-মাত্র-পরিত্যাগী) [সন্ন্যাসী ন] (সন্ন্যাসী নহে), অক্রিয়শ্চ (অথবা শরীর-কর্মমাত্র-পরিত্যাগী) [যোগী ন] [অর্ধ-নিমীলিত-নেত্র যোগী নহেন] ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ মনে করিবে না এবং অর্ধনিমীলিত-নেত্র হইয়া দৈহিক-চেষ্টাশূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গ-যোগী হয়, তাহাও নয়। কিন্তু কর্মফল ত্যাগপূর্বক যিনি কর্তব্যকর্মসকল আচরণ করেন, তাঁহাতেই 'সন্ন্যাসী' এবং 'যোগী' উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ১ ॥

টীকা—ষষ্ঠেষু যোগিনো যোগপ্রকারবিজিতাত্মনঃ।
মনসশ্চঞ্চলস্যাপি নৈশ্চল্যোপায় উচ্যতে ॥

অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তেনাপি চিত্তশোধকং নিষ্কামকর্ম সহসা ন ত্যাজ্যমিত্যাহ—কর্মফলমনাশ্রিতঃ অনপেক্ষ্যমাণঃ কার্যম্ অবশ্য-কর্তব্যত্বেন শাস্ত্রবিহিতং কর্ম যঃ করোতি, স এব কর্মফলসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসী, স এব বিষয়ভোগেষু চিত্তাভাবাৎ যোগী চোচ্যতে। ন চ নিরগ্নিঃ অগ্নি-হোত্রাদিকর্মমাত্রত্যাগবানেব সন্ন্যাস্যুচ্যতে। ন চাক্রিয়ঃ দৈহিকচেষ্টাশূন্যঃ অর্ধ নমীলিতনেত্র এব যোগী চোচ্যতে ॥ ১ ॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব,)! [সুধিয়ঃ] [জ্ঞানিগণ] যং (যে নিষ্কাম কর্মযোগকে) সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ (সন্ন্যাস বলিয়া অভিহিত করেন) তং [এব] (তাহাকেই) যোগং (অষ্টাঙ্গ-যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে), হি (যেহেতু) অসংন্যস্ত-সংকল্পঃ (ফলেচ্ছা ও বিষয়-ভোগেচ্ছা ত্যাগ না করিয়া) কশ্চন (কেহ) যোগী ন ভবতি (জ্ঞান যোগী ও অষ্টাঙ্গ-যোগী হন না) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—হে পাণ্ডব! যাহাকে 'সন্ন্যাস' বলা যায়, তাহাকেই 'যোগ' বলা যায়। কামসঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও 'যোগী' শব্দ-বাচ্য হয় না। পূর্বে আমি তোমাকে সাঙ্খ্য ও কর্ম-যোগের যেরূপ একতা দেখাইয়াছি, এখন সেইরূপ অষ্টাঙ্গযোগ ও কর্মযোগের একতা দেখাইব। বাস্তব-বিচারে সাংখ্য, কর্মযোগ ও অষ্টাঙ্গ-যোগ—ইহারা কেহই পৃথক্ নয়; মূর্খগণই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে ॥ ২ ॥

টীকা—কর্মফলত্যাগ এব সন্ন্যাস-শব্দার্থঃ; বস্তুতস্তথা বিষয়েভ্যশ্চিত্ত নৈশ্চল্যমেব যোগ শব্দার্থঃ। তস্মাৎ সন্ন্যাস-যোগ-শব্দয়োরৈকার্থ্যমেবা-

গতমিত্যাহ—যমিতি। 'অসংন্যস্তঃ' ন সংন্যস্তস্ত্যক্তঃ সঙ্কল্পঃ ফলাকাঙ্ক্ষা বিষয়ভোগস্পৃহা যেন সঃ ॥ ২ ॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যোগম্ (নিশ্চল ধ্যানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরোহণেচ্ছু) মুনেঃ (যোগাভ্যাসকারীর) [তদারোহে] [যোগারোহণে] কর্ম (কর্ম) কারণম্ (কারণ বলিয়া) উচ্যতে (অভিহিত হয়), তস্যৈব যোগারূঢ়স্য (সেই ব্যক্তিই যোগারূঢ় অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ঠ হইলে) শমঃ (সর্বকর্মত্যাগ কারণম্ উচ্যতে (কারণ বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—'যোগ'—একটি সোপানবিশেষ। জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থা অর্থাৎ জড়তুল্য জড়-বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিদবস্থা পর্যন্ত একটি সোপান আছে। সেই সোপানের কোন অংশের কোন একটি নাম আছে ; কিন্তু যোগই সমস্ত সোপানের নাম। যোগ-সোপানের দুইটি স্থূল বিভাগ,—যোগারুরুক্ষু মুনিসকল অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আরোহণ-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্মই 'কারণ' বা 'লক্ষ্য'। শম বা শান্তিই আরূঢ় পুরুষদিগের কারণ বা লক্ষ্য। ঐ দুইটী স্থূল বিভাগের নাম—'কর্ম' ও 'শান্তি ॥ ৩ ॥

টীকা—নম্নু তর্হ্যষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবমেব নিষ্কাম-কর্মযোগঃ প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং নিশ্চলধ্যানযোগম্ আরোঢ়ুমিচ্ছোঃ ; তদারোহে কারণং কর্ম চোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। ততস্তস্য যোগং ধ্যানযোগমারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ শমঃ বিক্ষেপকঃ সর্বকর্মোপরমঃ কারণম্। তদেবং সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধিরহিতো যোগারুরুক্ষুঃ ॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদা হি (যে-কালে [যোগী] (যোগী) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদি-বিষয়ে) কর্মস্থ [চ] (এবং তৎসাধন-কর্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্তি করেন না) সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী [চ ভবতি] (এবং সমস্ত সংকল্প ত্যাগ করেন), তদা (তৎকালে) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (যোগারূঢ়-শব্দবাচ্য হন) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—যে-সময়ে ইন্দ্রিয়ার্থসকলের প্রতি এবং কর্মে আসক্তি থাকেন না এবং যোগী ব্যক্তি পূর্ণরূপে সর্বসঙ্কল্পের সন্ন্যাস (পরিত্যাগ) আচরণ করেন, সেই সময়েই 'যোগারূঢ়' বলা যায় ॥ ৪ ॥

টীকা—সম্যক্ শুদ্ধচিত্তস্ত যোগারূঢ়স্তজ্ জ্ঞাপকং লক্ষণমাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু কর্মস্থ তৎসাধনেষু ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মনা (অনাসক্তমনদ্বারা) আত্মানম্ (জীবাত্মাকে) উদ্ধরেৎ (সংসার হইতে উদ্ধার করিবে) [আত্মনা] (বিষয়াসক্তি-যুক্ত মনদ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (সংসারে পাতিত করিবে না), হি (যেহেতু) আত্মা এব (মনই) আত্মনঃ (জীবের) বন্ধুঃ (বন্ধু), আত্মা এব (মনই) আত্মনঃ (জীবের) রিপুঃ (শত্রু) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারাই আত্মা অর্থাৎ সংসার-কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে; আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্পদ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

টীকা—যস্মাদিন্দ্রিয়ার্থাসক্ত্যা এবাত্মা সংসারকূপে পাতিতস্তং যত্নেনোদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা আত্মানং জীবম্ উদ্ধরেৎ। বিষয়াসক্তিসহিতেন মনসা তু আত্মানং 'নাবসাদয়েৎ' ন সংসারকূপে পাতয়েৎ। তস্মাদাত্মা মন এব বন্ধুর্মন এব রিপুঃ ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যেন আত্মনা (যে জীবাত্মাকর্তৃক) আত্মা এব জিতঃ (মন জিত হইয়াছে) তস্য আত্মনঃ (সেই জীবাত্মার) আত্মা বন্ধুঃ (মন বন্ধু), তু (কিন্তু অনাত্মনঃ (অজিতমনা জীবের) আত্মা এব (মনই) শত্রুবৎ (শত্রুর ন্যায়) শত্রুত্বে (অপকারে) বর্তেত (প্রবৃত্ত হয়) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু; আবার মনই অজিতমনা ব্যক্তির শত্রু ॥ ৬ ॥

টীকা—কস্য স বন্ধুঃ? কস্য স রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনা জীবেন আত্মা মনো জিতঃ তস্য জীবস্য স আত্মা মনো বন্ধুঃ; অনাত্মনো অজিতমনসস্তু আত্মৈব মন এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে অপকারকত্বে বর্ততে ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে) তথা মানাপমানয়োঃ (এবং মান ও অপমানে) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষরহিত) জিতাত্মনঃ

(জিতমনা যোগীর) আত্মা (আত্মা) পরং (অতিশয়) সমাহিতঃ [ভবেৎ] (সমাধিস্থ হয়) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—যোগারূঢ় পুরুষের এইসকল লক্ষণ দেখিবে,--তিনি মনকে জয় করিয়াছেন, তিনি—রাগাদি-রহিত, সমাধিস্থ এবং শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ ও মানাপমান প্রাপ্ত হইয়াও অবিচলিত ॥ ৭ ॥

টীকা—অথ যোগারূঢ়স্য চিহ্নানি দর্শয়তি ত্রিভিঃ। জিতাত্মনো জিতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্য যোগিনঃ পরমতিশয়েন সমাহিতঃ সমাধিস্থ আত্মা ভবেৎ। শীতাদিষু সৎস্বপি মানাপমানয়োঃ প্রাপ্তয়োরপি ॥৭॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতিদ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত) কূটস্থঃ (সর্বকাল এক স্বভাবে অবস্থিত) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র, পাষাণ ও সুবর্ণে তুল্যদৃষ্টি) যোগী (যোগী) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (আত্মদর্শনযোগ্য বলিয়া কথিত) ॥৮॥

মর্মানুবাদ—তিনি—উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতিরূপ বিজ্ঞান-দ্বারা পরিতৃপ্ত, চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র (মৃৎপিণ্ড), প্রস্তর ও স্বর্ণ, সমুদায়ই যে জড়পরিণতি,— এরূপ সিদ্ধান্তযুক্ত ॥ ৮ ॥

টীকা—জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ। কূটস্থঃ একেনৈব স্বভাবেন সর্বকালং ব্যাপ্য স্থিতঃ ; সর্ববস্তুষনাসক্তত্বাৎ। সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য সঃ। লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডঃ ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্য বন্ধুষু (স্বভাবতঃ হিতাশংসী, কোনরূপ স্নেহবশতঃ হিতকারী, শত্রু, বিবাদস্থলে উপেক্ষক, বিবাদ-সমাধানেচ্ছু, দ্বেষ্য, বন্ধু) সাধুষু পাপেষু অপিচ (সাধু ও অসাধু ব্যক্তিসমূহে) সমবুদ্ধিঃ (তুল্যবুদ্ধি যোগী) বিশিষ্যতে (সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন অপেক্ষা অর্থাৎ লোষ্ট্র, পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ॥৯॥

মর্মানুবাদ—সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধার্মিক ও পাপাচারী,—এ সকলের প্রতি সমবুদ্ধিদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ॥ ৯ ॥

টীকা—'সুহৃৎ' স্বভাবেন হিতাশংসী, 'মিত্রং' কেনাপি স্নেহেন হিতকারী, 'অরিঃ' ঘাতকঃ, 'উদাসীনঃ' বিবদমানয়োরুপেক্ষকঃ, 'মধ্যস্থঃ' বিবদমানয়োর্বিবাদাপহারার্থী, 'দ্বেষ্যঃ' অপকারকত্বাৎ দ্বেষার্হঃ, 'বন্ধুঃ, সম্বন্ধী, 'সাধবো' ধার্মিকাঃ, 'পাপাঃ' অধার্মিকাঃ,—এতেষু সমবুদ্ধিস্তু বিশিষ্যতে। সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাৎ সকাশাদপি শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যোগী (যোগারূঢ় ব্যক্তি) সততং (নিরন্তর) রহসি (নির্জনস্থানে) স্থিতঃ (অবস্থানপূর্বক) একাকী (সঙ্গরহিত) যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত, সংযতদেহযুক্ত) নিরাশীঃ (নিস্পৃহ) অপরিগ্রহঃ (এবং বিষয়পরিগ্রহরহিত হইয়া) আত্মানং (মনকে যুঞ্জীত (সমাধিযুক্ত করিবেন) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—যোগারূঢ়-ব্যক্তি সর্বদা একান্তে অবস্থিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন। তিনি দেহযাত্রা-নির্বাহের নিমিত্ত যে-সকল কার্য

করেন, তাহাতে অপরিগ্রহ অর্থাৎ অসৎপরিগ্রহ বর্জন করিবেন ও ফল-কামনাশূন্য হইবেন ॥ ১০ ॥

টীকা—অথ সাঙ্গং যোগং বিধত্তে—'যোগী' ইত্যাদিনা, 'স যোগী পরমো মতঃ' ইত্যন্তেন। 'যোগী' যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্যাৎ ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শুচৌ (পবিত্র) দেশে (স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অতি উচ্চ নয়), ন অতিনীচং (অতিনিম্ন নয়), চেলাজিন-কুশোত্তরম্ (ক্রমান্বয়ে কুশ, মৃগচর্ম ও বস্ত্রদ্বারা রচিত) আত্মনঃ (নিজের) আসনং (আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (সংস্থাপনপূর্বক) তত্র আসনে) সেই আসনে) উপবিশ্য (বসিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমনপূর্বক) মনঃ (মনকে) একাগ্রং কৃত্বা (একপদার্থে স্থাপন করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ-শুদ্ধির অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-যোগ্যতা-লাভের জন্য) যোগং (সমাধি) যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাস করিবেন) ॥ ১১-১২ ॥

মর্মানুবাদ—একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনোপরি মৃগচর্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সেই আসন বিশুদ্ধ-ভূমিতে স্থাপনপূর্বক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২ ॥

টীকা—প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা। 'চেলাজিনকুশোত্তরম্' ইতি কুশাসনোপরি মৃগচর্মাসনং, তদুপরি বস্ত্রাসনং নিধায়েত্যর্থঃ। আত্মনোঽন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধয়ে বিক্ষেপশূন্যত্বেনাতিসূক্ষ্মতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতায়ৈ, —"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১১-১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গলদেশ) সমম্ (সরল) অচলং (ও নিশ্চলভাবে) ধারয়ন্ (রাখিয়া) স্থিরঃ (স্থির হইয়া) স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (নাসাগ্র দর্শন অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক) দিশঃ চ (ও দিক্‌সমূহ) অনবলোকয়ন্ (আলোকন না করিয়া) [আসীত] [অবস্থান করিবেন] ॥ ১৩ ॥

প্রশান্তাত্মা (অক্ষুব্ধমনা) বিগতভীঃ (নির্ভয়) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ও ব্রহ্মচর্যপরায়ণ) মনঃ সংযম্য (মন-সংযমনপূর্বক) মচ্চিত্তঃ (চতুর্ভুজ সুন্দরাকৃতি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে) মৎপরঃ (মদ্ভক্তিপরায়ণ) যুক্তঃ (যোগী) আসীত (অবস্থান করিবেন) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া যেন অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি করতঃ প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচর্য-ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয়বিষয় হইতে সংযমনপূর্বক চতুর্ভুজস্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকা—'কায়ো' দেহমধ্যভাগঃ। 'সমম্' অবক্রম্, 'অচলং' নিশ্চলম্। ধারয়ন্ কুর্বন্, মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য মচ্চিত্তো মাং চতুর্ভুজং সুন্দরাকারং চিন্তয়ন্। 'মৎপরঃ' মদ্ভক্তিপরায়ণঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (উক্ত প্রকারে) সদা (সর্বদা) নিয়তমানসঃ (বিষয়নিবৃত্ত-চিত্ত) যোগী (যোগী) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জন্ (ধ্যানযোগযুক্ত করিয়া) মৎসংস্থাং (আমার জ্যোতিঃস্বরূপনির্বিশেষ ব্রহ্মাধীনা) নির্বাণপরমাং (নির্বাণপ্রধান) শান্তিম্ (সংসারোপরতি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—এইরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড়-সম্বন্ধীয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। যদি ভক্তিপরায়ণতার অভাব না হয়, তবে ক্রমে মৎসংস্থ-নির্বাণপরা শান্তি অর্থাৎ জড়-মোক্ষ ও চিৎপ্রকৃতিকে যোগী লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

টীকা—আত্মানং মনো যুঞ্জন্ ধ্যানযোগযুক্তং কুর্বন্, যতো নিয়ত-মানসঃ বিষয়োপরতচিত্তঃ। নির্বাণো মোক্ষ এব পরমঃ প্রাপ্যো যস্যাং, ময্যেব নির্বিশেষব্রহ্মণি সম্যক্ স্থা স্থিতির্যস্যাং তাং শান্তিং সংসারো-পরতিং প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন! (হে অর্জুন!) অতি অশ্নতঃ তু (অতিভোজনকারীর) যোগঃ (যোগ) ন অস্তি (হয় না), একান্তম্ (নিতান্ত) অনশ্নতঃ

(অনাহারীরও) ন চ (হয় না), অতিস্বপ্নশীলস্য ন (অত্যন্ত নিদ্রালুরও হয় না), জাগ্রতঃ এব চ ন (জাগরণকারীরও হয় না) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—অধিক-ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক-নিদ্রাপ্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥ ১৬ ॥

টীকা—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য নিয়মমাহ দ্বাভ্যাম্। অত্যশ্নতঃ অধিকং ভুঞ্জানস্যং ; যদুক্তং—"পূরয়েদশনেনার্ধং তৃতীয়মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ।" ইতি ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিত আহারবিহারকারী) কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্মসমূহে নিয়ত চেষ্টাবিশিষ্ট) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণকারী ব্যক্তির) যোগঃ (যোগ) দুঃখহা (দুঃখহরণক্ষম) ভবতি (হয়) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—যুক্তাহার, যুক্ত-বিহার, কর্মসকলে যুক্ত-চেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্ত-জাগরণ ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টাদ্বারা জড়-দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয় ॥ ১৭ ॥

টীকা—যুক্তো নিয়ত এব আহারো ভোজনং বিহারো গমনঞ্চ যস্য তস্য কর্মসু ব্যবহারিক-পারমার্থিক-কৃত্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা বাগ্ব্যাপারাত্মা যস্য তস্য ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) বিনিয়তং (নিরুদ্ধ) চিত্তম্ (চিত্ত) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (অবস্থান করে), তদা (তখন) সর্বকামেভ্যঃ (সমস্ত কামনা হইতে) নিস্পৃহঃ (বিরত) [পুরুষ] যুক্তঃ ইতি (যোগী বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—যখন যোগীর চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ যখন চিত্তবৃত্তি জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষসমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন পুরুষ সমস্ত জড়কামশূন্য হইয়া যোগযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৮ ॥

টীকা—যোগী নিষ্পন্নযোগঃ কদা ভবেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং নিরুদ্ধং চিত্তম্ আত্মনি স্বস্মিন্নেব অবতিষ্ঠতে নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ (বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত) দীপঃ (প্রদীপ) ন ইঙ্গতে (বিচলিত হয় না) আত্মনঃ (আত্ম-বিষয়ক) যোগং (যোগ) যুঞ্জতঃ (অভ্যাসকারী) যতচিত্তস্য (একাগ্রচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) সা উপমা (সেই দৃষ্টান্ত) স্মৃতা (স্মৃত হয়) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—বায়ুশূন্য গৃহে দীপ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্তও তদ্রূপ ॥ ১৯ ॥

টীকা—নিবাতস্থো নির্বাতদেশস্থিতো দীপো নেঙ্গতে ন চলতি যঃ স এব দীপ উপমা যথা যথাবদিত্যর্থঃ। সোঽচি লোপে চেৎ পাদ-পুরণমিতি সন্ধিঃ কস্যোপমা ইত্যত আহ—যোগিন ইতি ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥২৩॥
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যে সমাধি হইলে) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসদ্বারা) নিরুদ্ধং (নিরোধপ্রাপ্ত) চিত্তম্ (চিত্ত) উপরমতে (বস্তুমাত্র হইতে উপরত হয়) যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (পরমাত্মাকার-অন্তঃকরণ-দ্বারা) আত্মানং (পরমাত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনি এব (তাঁহাতেই) তুষ্যতি (তুষ্ট হ'ন) ॥ ২০ ॥

যত্র (যে যমাধি হইলে) অয়ং (এই যোগী) বুদ্ধি-গ্রাহ্যম্ (আত্মাকার বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়) অতীন্দ্রিয়ম্ (বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্ক-রহিত) আত্যন্তিকং (নিত্য) যৎ সুখং (যে সুখ) তৎ বেত্তি (তাহা অনুভব করেন) [যত্র] চ স্থিতঃ (এবং যে সমাধিতে অবস্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (বিচলিত হ'ন না) ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চ (যাহাকে লাভ করিলে) অপরং লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ (তাহা হইতে) অধিকং ন মন্যতে (অধিক মনে

করেন না) যস্মিন্ স্থিতঃ (যাহাতে অবস্থিত হইয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি (দুঃসহ দুঃখদ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হ'ন না) ॥ ২২ ॥

দুঃখসংযোগবিয়োগং (যাহাতে দুঃখের সংযোগ হইবামাত্র বিয়োগ হয়) তং (তাহাকে) যোগসংজ্ঞিতং (যোগসংজ্ঞাপ্রাপ্ত সমাধি বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে), অনির্বিণ্ণচেতসা (অবসাদশূন্য-চিত্তে) সঃ যোগঃ (সেই যোগ) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায়-সহকারে) যোক্তব্যঃ (অভ্যাস করা কর্তব্য) ॥ ২৩ ॥

সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্প হইতে জাত) সর্বান কামান্ (বিষয়-সমূহকে) অশেষতঃ (বাসনার সহিত সম্পূর্ণরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (বিষয়দোষদর্শি-মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সর্ববিষয় হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া) [যোগ-অভ্যাস করা কর্তব্য] ॥ ২৪ ॥

ধৃতিগৃহীতয়া (ধারণাদ্বারা বশীকৃত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং কৃত্বা (আত্মাতে সম্যক্ নিশ্চল করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমে) উপরমেৎ (বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া) [সমাধিতে অবস্থান করিবে] ন কিঞ্চিৎ অপি চিন্তয়েৎ (অন্য কিছু চিন্তা করিবে না) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—এইরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়; তখন সমাধি-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকারান্তঃকরণদ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করতঃ তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলি-মুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গ-যোগবিষয়ক শাস্ত্র; তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার টীকাকারগণ এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদিগণ আত্মার চিদানন্দময়ত্বকেই 'মোক্ষ' বলেন, তাহা—

অযুক্ত, যেহেতু কৈবল্যাবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য-সংবেদন-স্বীকাররূপ দ্বৈতভাবদ্বারা কৈবল্য-হানি হইবে। পতঞ্জলি-মুনি কিন্তু তাহা বলেন না; তিনি তাঁহার কৃত শেষ-সূত্রে এইমাত্র বলিয়াছেন,—

"পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি"।

গুণসকল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণিক বিকার উদ্ভব করিবে না; তখনই চিদ্ধর্মের 'কৈবল্য' হয়; তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয়; তখনই তাহাকে 'চিতিশক্তি' বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে পতঞ্জলি চরমাবস্থায় আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না; কেবল গুণসকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। 'চিতি-শক্তি' শব্দে 'চিদ্ধর্ম' বুঝিতে হয়। অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপধর্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত সম্বন্ধ-যোগে আত্মার যে দশা, তাহারই নাম 'আত্মগুণবিকার'। তাহা চলিয়া গেলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্মে যে 'আনন্দ', তাহা লোপ পাইবে,—পতঞ্জলির এরূপ শিক্ষা নয়। প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হয়, সেই আনন্দই সুখস্বরূপ; তাহাই যোগের চরমফল; তাহাকেই যে 'ভক্তি' বলে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সমাধি দুইপ্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—সবিতর্ক, সবিচারাদি-ভেদে বহুবিধ। অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—একই প্রকার। সেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক-রহিত আত্মাকারবুদ্ধি-গ্রাহ্য আত্যন্তিক-সুখলাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মসুখে অবস্থিত যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গ-যোগে জীবের মঙ্গল হয় না, যেহেতু তাহাতে যে সকল বিভূতিরূপ অবান্তর লাভ আছে তাহাতে আকৃষ্ট হইলে যোগীর চিত্ত চরম উদ্দেশ্যরূপ সমাধিসুখ হইতে

বিচলিত হয়। এই সকল অন্তরায় হইতে যোগসাধন-সময়ে অনেক অমঙ্গলের ভয় আছে। ভক্তিযোগে যে সেরূপ আশঙ্কা নাই, তাহা পরে কথিত হইবে। সমাধিতে যে সুখ লব্ধ হয়, যোগী তাহা হইতে অন্য কোনপ্রকার সুখকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন না, অর্থাৎ দেহযাত্রানির্বাহকালে বিষয়সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-দ্বারা যে-সকল ক্ষণিক-সুখোৎপত্তি হয়, দেহযাত্রা-নির্বাহের জন্য সে-সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই স্বীকার করেন এবং দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ পর্যন্ত গুরুতর দুঃখসকলকে সহ্য করিয়া নিজের অন্বেষণীয় সমাধি-সুখ সম্ভোগ করেন; সেইসকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম সুখ পরিত্যাগ করেন না। 'দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্ষণ থাকিবে না, ইহাদের শীঘ্রই বিয়োগ হইবে'—এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগ অনুষ্ঠান করিবেন। যোগফল-লাভ-সম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে, কি ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া নিরর্থক নির্বেদসহকারে যোগের অভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না, অর্থাৎ যোগফল-লাভ পর্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন। যোগসম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, সিদ্ধফলসঙ্কল্পজনিত কামসমূহ সর্বতোভাবে দূর করতঃ মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিবে। 'ধারণারূপ' অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধিদ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে, ইহার নাম—'প্রত্যাহার'। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহারদ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া 'আত্মসমাধি' করিবে। তখন আর জড়বিষয়ের চিন্তা করিবে না এবং দেহযাত্রার জন্য বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল,—ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য ॥ ২০-২৫ ॥

টীকা—"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ 'যোগ'-শব্দেন সমাধি-রুক্তঃ। স চ সংপ্রজ্ঞাতঃ অসংপ্রজ্ঞাতশ্চ। সবিতর্ক-সবিচারাদিভেদাৎ

সংপ্রজ্ঞাতো বহুবিধঃ। অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিরূপো যোগঃ কীদৃশঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেত্যাদি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র সমাধৌ সতি চিত্তমুপরমতে বস্তুমাত্রমেব ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—বিরুদ্ধমিতি। তথা চ পাতঞ্জলিসূত্রম্—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। 'যত্র' ইত্যাদি পদানাং 'যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ' ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। আত্মনা পরমাত্মা-কারান্তঃকরণেন আত্মানং পরমাত্মানং পশ্যন্ তস্মিন্ তুষ্যতি তত্রত্যং সুখং প্রাপ্নোতি। যদাত্যন্তিকং সুখং প্রসিদ্ধং, তদেব যত্র সমাধৌ সতি বেত্তি। বুদ্ধ্যা আত্মাকারয়ৈব গ্রাহ্যম্। অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্করহিতম্। অতএব যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি; অতএব যং লাভং লব্ধ্বা ততঃ সকাশাদপরং লাভমধিকং ন মন্যতে। দুঃখস্য সংযোগেন স্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তং যোগসংজ্ঞিতং যোগসংজ্ঞাং প্রাপ্তং সমাধিং বিদ্যাৎ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তদপ্যয়ং মে যোগঃ সংসেৎ-স্যত্যেবেতি যো নিশ্চয়ঃ তেন। অনির্বিণ্ণ-চেতসা এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ, কিমতঃপরং কষ্টেনেত্যনুতাপো নির্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা। ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সিধ্যতু, কিং মে ত্বরয়া ইতি ধৈর্য-যুক্তেন মনসা ইত্যর্থঃ। তদেতদ্গৌড়পাদা উদাজহ্রুঃ,—"উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা। মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ॥" ইতি;—উৎসেক উৎসেচনং, শোষণাধ্যবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ। অত্র কাচিদাখ্যায়িকাস্তি;—"কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থিতানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রো জহার। স চ সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণৈকৈকং জলবিন্দুমুপরি প্রচিক্ষেপ। ততশ্চ স বহুভিঃ পক্ষিভি-র্বন্ধুভির্যুক্ত্যা বার্যমাণোঽপি নৈবোপররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপি অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি তদগ্রেঽপি পুনঃ প্রতিজজ্ঞে। ততশ্চ দৈবানুকূল্যাৎ কৃপালুর্নারদঃ গরুড়ং

তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস। সমুদ্রস্ত্বদীয়জ্ঞাতিদ্রোহেণ ত্বামবমন্যত ইতি বাক্যেন ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রোঽতিভীতস্তান্যণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে দদাবিতি।" এবমেব শাস্ত্রবচনাস্তিক্যেন যোগে জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রবর্তমানমুৎসাহবন্তম্ অধ্যবসায়িনং জনং ভগবানেবানুগৃহ্ণাতীতি নিশ্চেতব্যম্। এতাদৃশযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তস্য প্রাথমিকং কৃত্যম্ অন্ত্যঞ্চ কৃত্যমাহ—সংকল্পেতি দ্বাভ্যাম্। কামাংস্ত্যক্ত্বা ইতি প্রাথমিকং কৃত্যম্। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েদিত্যন্তং কৃত্যম্॥ ২০-২৫॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—চঞ্চলম্ (চঞ্চল) অস্থিরং (সুতরাং অস্থির) মনঃ (মন) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ে) নিশ্চলতি (ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) এতৎ (এই মনকে) নিয়ম্য (প্রত্যাহার করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে)॥ ২৬॥

মর্মানুবাদ—মন—স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির, কখনও কখনও বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্নপূর্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে॥২৬॥

টীকা—যদি চ প্রাক্তনদোষোদ্গমবশাৎ রজোগুণস্পৃষ্টং মনশ্চঞ্চলং স্যাৎ, তদা পুনর্যোগমভ্যসেদিত্যাহ—যতো যত ইতি॥ ২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—শান্তরজসং (রজোবৃত্তিরহিত) প্রশান্তমনসম্ (প্রশান্ত-চিত্ত) অকল্মষং (রাগাদিদোষশূন্য) ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মভাবসম্পন্ন)

এনং হি যোগিনম্ (এই যোগী) উত্তমং সুখম্ (আত্মানুভবরূপ মহৎ সুখ) উপৈতি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—এইরূপ অভ্যাস ও বিঘ্ন-বিনাশপূর্বক যাঁহার মন প্রশান্ত হয়, সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, প্রশমিতরজঃ যোগী পূর্বোক্ত উত্তমসুখ লাভ করেন ॥ ২৭ ॥

টীকা—ততশ্চ পূর্ববদেব তস্য সমাধিসুখং স্যাদিত্যাহ—প্রশান্তেতি। সুখং কর্তৃ, যোগিনমুপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবম্ (এই প্রকারে) আত্মানং (স্ব-স্বরূপকে) সদা (সর্বদা) যুঞ্জন্ (যোগের দ্বারা অনুভব করতঃ) বিগতকল্মষঃ (সর্ব-দোষরহিত) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্ম-সংস্পর্শম্ (পরমাত্মানুভবরূপ) অত্যন্তং সুখম্ (অপরিমিত সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হ'ন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হ'ন) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—এইপ্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগতকল্মষ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন, অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানু-শীলনরূপ 'আনন্দ' লাভ করেন,—ইঁহাই ভক্তি ॥ ২৮ ॥

টীকা—ততশ্চ কৃতার্থঃ এব ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। 'সুখমশ্নুতে' জীবন্মুক্ত এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বত্র সমদর্শনঃ (সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শনকারী) যোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মাকারান্তঃকরণ-পুরুষ) আত্মানং (পরমাত্মাকে) সর্বভূতস্থং

(সর্বভূতে অবস্থিত) সর্বভূতানি চ (এবং ভূত সমুদয়কে) আত্মনি (পরমাত্মাতে) [অবস্থিত] ঈক্ষতে (দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—সেই ব্রহ্মসংস্পর্শ-সুখ কিরূপ, তাহা সংক্ষেপতঃ বলি ; —সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটী ব্যবহার আছে, অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া। তাঁহার ভাব-ব্যবহার এইরূপ হয়,—তিনি সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মায় সর্বভূতকে দর্শন করেন ; ক্রিয়া-ব্যবহারেও তিনি—সর্বত্র সমদর্শী। পরে দুইটী শ্লোকে 'ভাব' ও একটী শ্লোকে 'ক্রিয়া' ব্যাখ্যা করিতেছি ॥ ২৯ ॥

টীকা—জীবন্মুক্তস্য তস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং দর্শয়তি—সর্বভূতস্থমাত্মানমিতি। পরমাত্মনঃ সর্বভূতাধিষ্ঠাতৃত্বম্, আত্মনীতি পরমাত্মনঃ সর্বভূতাধিষ্ঠানঞ্চ। 'ঈক্ষতে' অপরোক্ষতয়া অনুভবতি। 'যোগযুক্তাত্মা' ব্রহ্মাকারান্তঃকরণঃ। সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) সর্বত্র (সকল পদার্থে) মাং পশ্যতি (আমাকে দেখেন) ময়ি চ (এবং আমাতে) সর্বং পশ্যতি (সমস্ত প্রপঞ্চ দর্শন করেন) তস্য (তাঁহার পক্ষে) অহং (আমি) ন প্রণশ্যামি (অপ্রত্যক্ষীভূত হই না) স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (অপ্রত্যক্ষ হ'ন না, অর্থাৎ কখনও ভ্রষ্ট হ'ন না) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি সর্বত্র আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্তবস্তু দর্শন করেন, আমি তাঁহারই হই, অর্থাৎ শান্তরতি অতিক্রম করতঃ আমাদের মধ্যে 'আমি—তাহার' 'সে—আমার' এইরূপ একটী সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাহাকে

শুদ্ধ নির্বাণরূপ সর্বনাশ প্রদান করি না,—সে আমার দাস হয় বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

টীকা—এবমপরোক্ষানুভবিনঃ ফলমাহ—যো মামিতি। তস্যাহং ব্রহ্ম ন প্রণশ্যামি নাপ্রত্যক্ষীভবামি। তথা মৎপ্রত্যক্ষতায়াং শাশ্বতিক্যাং সত্যাং স যোগী মে মদুপাসকঃ ন প্রণশ্যতি, ন কদাচিদপি ভ্রশ্যতি ॥ ৩০ ॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যে যোগী) সর্বভূতস্থিতং (সর্বজীব-হৃদয়ে প্রাদেশ পরিমিত চতুর্ভুজরূপে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত) মাম্ (আমাকে) একত্বম্ (অভিন্নরূপে) আস্থিতঃ (আশ্রয়পূর্বক) ভজতি (শ্রবণস্মরণাদি ভজনযুক্ত হ'ন), সঃ যোগী (সেই যোগী) সর্বথা বর্তমানঃ অপি (ব্যুত্থানকালে সর্বপ্রকারে অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠান করিয়া বা না করিয়া অবস্থিত) ময়ি [এব] (আমাতেই) বর্ততে (অবস্থিতি করেন ॥ ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—যোগীর সাধনকালে যে চতুর্ভুজাকার ঈশ্বরের ধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহা সমাধিকালে নির্বিকল্প-অবস্থায় পরমতত্ত্বের 'সাধন' ও 'সিদ্ধ'-কালগত দ্বৈতবুদ্ধি-রহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর মূর্তিতে একত্ব-বুদ্ধি হয়। সর্বভূতস্থিত আমাকে যে যোগী ভজন করেন, অর্থাৎ শ্রবণ ও কীর্তনদ্বারা ভক্তি করেন, তিনি কার্যকালে 'কর্ম', বিচার-কালে 'জ্ঞান' এবং যোগকালে 'সমাধি' অনুষ্ঠান করিয়াও আমাতে বর্তমান থাকেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে যোগের উপদেশ-স্থলে কথিত আছে—

"দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥"

দিক্ ও কালাদিদ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি, তাঁহাতে চিত্ত বিধান করিলে তন্ময়তা-দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্মের সংস্পর্শ-সুখ উদিত হয়। কৃষ্ণভক্তিই যোগসমাধির চরমতা ॥ ৩১ ॥

টীকা—এবং মদপরোক্ষানুভবাৎ পূর্বদশায়ামপি সর্বত্র পরাত্মভাবনয়া ভজতো যোগিনো ন বিধি-কৈঙ্কর্যমিত্যাহ—সর্বেতি। পরমাত্মৈব সর্ব-করণত্বাদেকোঽস্তীত্যেকত্বমাস্থিতঃ সন্ ভজতি, শ্রবণস্মরণাদিভজনযুক্তো ভবতি। স সর্বথা শাস্ত্রোক্তং কর্ম কুর্বন্নকুর্বন্ বা বর্তমানো ময়ি বর্ততে, ন তু সংসারে ॥ ৩১ ॥

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন !) যঃ (যে যোগী) সর্বত্র (সর্বভূতে) আত্মৌপম্যেন (নিজের সাদৃশ্যে) [অন্যস্য] (অপরের সুখং বা যদি দুঃখং (সুখ ও দুঃখকে) সমং পশ্যতি (সমভাবে দেখেন), সঃ যোগী (সেই যোগী) পরমঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া) মতঃ (নিশ্চিত) ॥ ৩২ ॥

মর্মানুবাদ—যোগীর ক্রিয়া-ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি, শুন,—তিনিই পরম যোগী, যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হ'ন। 'সমদৃষ্টি'-শব্দের অর্থ এই যে, যিনি অন্য সমস্তজীবকে ব্যবহারস্থলে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ অন্যজীবের সুখকে নিজ-সুখের ন্যায় সুখকর এবং অন্য-জীবের দুঃখকে নিজ-দুঃখের ন্যায় দুঃখজনক বলিয়া জানেন। অতএব সমস্তজীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ কার্য করেন ; ইহাকেই 'সমদর্শন' বলে ॥ ৩২ ॥

টীকা—কিঞ্চ, সাধনদশায়াং যোগী সর্বত্র সমঃ স্যাদিত্যুক্তম্। তত্র মুখ্যং সাম্যং ব্যাচষ্টে—আত্মৌপম্যেনেতি। সুখং বা দুঃখং বেতি—যথা

মম সুখং প্রিয়ং, দুঃখমপ্রিয়ং, তথৈবান্যেষামপীতি সর্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখং, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ ॥ ৩২ ॥

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ--অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেলেন), মধুসূদন (হে মধুসূদন!) ত্বয়া (আপনাকর্তৃক) সাম্যেন (স্ব পর সুখ দুঃখের সমদর্শনরূপ) যঃ অয়ং যোগঃ (যে এই যোগ) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) [মনসঃ] চঞ্চলত্বাৎ (মনের চঞ্চলতা বশতঃ) অহম্ (আমি) এতস্য (এই যোগের) স্থিরাং স্থিতিম্ (সার্বদিক অবস্থান ন পশ্যামি (দেখিতেছি না ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মধুসূদন, আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা সাম্যবুদ্ধিসহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি কেবল দুই চারি দিন থাকা সম্ভব; তদ্ভাবান্বিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম ॥ ৩৩ ॥

টীকা—ভগবদুক্তলক্ষণস্য সাম্যস্য দুষ্করত্বমালক্ষ্য উবাচ—যোঽয়মিতি। এতস্য সাম্যেন প্রাপ্তস্য যোগস্য স্থিরাং সার্বদিকীং স্থিতিং ন পশ্যামি। এষ যোগঃ সর্বদা ন তিষ্ঠতি। কিন্তু ত্রিচতুরদিনান্যেবেত্যর্থঃ। কুতঃ? —চঞ্চলত্বাৎ। তথা হি আত্মসুখদুঃখসমমেব সর্বজগদ্বর্তিজনানাং সুখ-দুঃখং পশ্যেদিতি সাম্যমুক্তম্। তত্র যে বন্ধবস্তটস্থাশ্চ, তেষু সাম্যং ভবেদপি; যে রিপবো ঘাতকাঃ দ্বেষ্টারো নিন্দকাশ্চ তেষু ন সম্ভবেদেব। ন হি ময়া স্বস্য যুধিষ্ঠিরস্য দুর্যোধনস্য চ সুখদুঃখে সর্বথা তুল্যে

দ্রষ্টুং শক্যেতে। যদি চ স্বস্য স্বরিপূণাঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মপ্রাণেন্দ্রিয়-দৈহিক ভূতানি সমান্যেবেতি বিবেকেন পশ্যেত, তদা তৎ খলু দ্বিত্রিদিনান্যেব স্যাৎ, বিবেকেনাতিপ্রবলস্যাতিচঞ্চলস্য মনসো নিগ্রহ-নাশক্যত্বাৎ। প্রত্যুত বিষয়াসক্তেন তেন মনসৈব বিবেকস্য গ্রস্যমানত্ব-দর্শনাদিতি ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চঞ্চলং (চঞ্চল) প্রমাথি (বুদ্ধি, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপজনক) বলবৎ (বিচারদ্বারাও অনিয়ম্য) দৃঢ়ম্ (ও দুর্ভেদ্য) [অতএব] অহং (আমি) তস্য (তাহার) নিগ্রহং (নিগ্রহ) বায়োঃ ইব (বায়ুনিগ্রহের ন্যায়) সুদুষ্করং (কঠিন) মন্যে (মনে করি) ॥ ৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—হে কৃষ্ণ! আপনি বলিয়াছেন যে, বিবেকবতী বুদ্ধি-দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়; কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, মনের বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিবার সামর্থ্য আছে, অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চাঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

টীকা—এতদেবাহ—চঞ্চলমিতি। নমু "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, "প্রাহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি হয়ান-ভীষুন্। মন ইন্দ্রিয়েশং বর্ত্মাতিমাত্রাধীষণাঞ্চ সূতম্" ইতি স্মৃতেশ্চ বুদ্ধের্মনোনিয়ন্তৃত্ব-দর্শনাদ্বিবেকবত্যা বুদ্ধ্যা মনো বশীকর্তুং শক্যমেবেতি চেদত আহ—'প্রমাথি' বুদ্ধিমপি প্রকর্ষেণ মথ্নাতীতি, তৎ কুতঃ? ইতি চেদত আহ—'বলবৎ'। স্বপ্রশমকমৌষধমপি বলবান্ রোগো যথা ন

গণয়তি, তথৈব স্বভাবাদেব বলিষ্ঠং মনো বিবেকবতীমপি বুদ্ধিম্। কিঞ্চ, দৃঢ়ম্ অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধিস্থচ্যাপি লোহমিব সহসা ভেত্তুমশক্যম্। বায়োরিতি আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োর্নিগ্রহং কুম্ভকাদিনা নিরোধমিব যোগেনাষ্টাঙ্গেন মনসোঽপি নিরোধং দুষ্করং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন,) মহাবাহো (হে মহাবাহো!) মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহং (দুঃখে নিগৃহীত হয়) চলম্ (এবং চঞ্চল) [ইত্যত্র] (এ বিষয়ে) অসংশয়ং (সন্দেহ নাই) তু (কিন্তু) অভ্যাসেন (সদ্‌গুরূপদিষ্ট প্রকারে পরমেশ্বর ধ্যানযোগের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন) বৈরাগ্যেন চ (এবং বৈরাগ্য দ্বারা) গৃহ্যতে (বশীকৃত হয়) ॥ ৩৫ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে; কিন্তু যোগশাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে, দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা বশীভূত করা যায় ॥৩৫॥

টীকা—উক্তমর্থমঙ্গীকৃত্য সমাদধাতি—অসংশয়মিতি। ত্বয়োক্তং সত্যমেব; কিন্তু বলবানপি রোগঃ তৎপ্রশমকৌষধ-সেবয়া সদ্বৈদ্যপ্রযুক্ত-প্রকারয়া মুহুরভ্যস্তয়া যথা চিরকালেন শাম্যত্যেব, তথা দুর্নিগ্রহমপি মন অভ্যাসেন সদ্‌গুরূপদিষ্টপ্রকারেণ পরমেশ্বরধ্যানযোগস্য মুহুরনুশীলনেন বৈরাগ্যেণ বিষয়েষ্বনাসঙ্গেন চ গৃহ্যতে স্বহস্তবশীকর্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রম্—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ইতি। 'মহাবাহো' ইতি সংগ্রামে ত্বয়া যন্মহাবীরা অপি বিজয়ন্তে; স চ

পিনাকপাণিরপি বশীকৃতস্তেনাপি কিম্?—যদি মহাবীরশিরোমণির্মনোনামা প্রাধানিকো ভটো মহাযোগাস্ত্রপ্রয়োগেন জেতুং শক্যতে, তদৈব মহাবাহুতেতি ভাবঃ। 'হে কৌন্তেয়'—ইতি তত্র ত্বং মা ভৈষীঃ,—মৎপিতুঃ স্বসুঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রে ত্বয়ি ময়া সাহায্যং বিধেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তিকর্তৃক) যোগঃ (চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যোগ) দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (মত) তু (কিন্তু) যততা (যত্নবান্) বশ্যাত্মনা (বশীভূতচিত্তকর্তৃক) উপায়তঃ (সাধনাদ্বারা) অবাপ্তুং শক্যঃ (লাভ করা যায়) ॥ ৩৬ ॥

মর্ম্মানুবাদ—আমার উপদেশ এই যে, যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাসদ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না, কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বনপূর্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন, তিনি অবশ্যই যোগসিদ্ধ হইয়া থাকেন। যথার্থ উপায়সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে যিনি ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদিদ্বারা নিয়তচিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহযাত্রা নির্বাহের জন্য বৈরাগ্য-সহকারে বিষয় স্বীকার করেন, তিনি ক্রমশঃ যোগসিদ্ধি লাভ করিতে থাকেন ॥ ৩৬ ॥

টীকা—অত্রায়ং পরামর্শ ইত্যত আহ—অসংযতাত্মনা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতং মনো যস্য তেন। তাভ্যাং তু বশ্যাত্মনা বশীভূতমনসাপি পুংসা যততা চিরং যত্নবতৈব যোগো মনো-নিরোধলক্ষণঃ সমাধিরুপায়তঃ সাধনভূয়স্ত্বাৎ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগ সংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন উবাচ (অর্জুন কহিলেন,—) কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ) শ্রদ্ধয়োপেতঃ (যোগশাস্ত্রে বিশ্বাসী বশতঃ যোগাভ্যাস-প্রবৃত্ত) অযতিঃ (অথচ অল্পযত্ন পুরুষ) যোগাৎ চলিতমানসঃ [অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে] (যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিম্ (যোগের সম্যক্ ফল) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) কাং গতিং (কি গতি) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ?৩৭॥

মর্মানুবাদ—এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, আপনি কহিলেন যে, সম্যক্ যত্নসহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যোগ-সিদ্ধি হয়, কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি যোগ-উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে আরূঢ় হ'ন, কিন্তু যতি হইতে পারেন না অর্থাৎ স্বল্পমাত্র যত্ন করেন, সেই সকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়-প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয়। তাহাদের কোন্ গতি হয় ? ৩৭ ॥

টীকা—নন্থ অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নবতৈব পুংসা যোগো লভ্যত ইতি ত্বয়োচ্যতে। যস্য এতৎ ত্রিতয়মপি ন দৃশ্যতে তস্য কা গতিরিতি পৃচ্ছতি। অযতিঃ অল্পযত্নঃ,--অনবর্ণায় বা গুরিতিবদল্পার্থে নঞ্। অথ চ শ্রদ্ধয়োপেতঃ, যোগশাস্ত্রাস্তিক্যেন তত্র শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত এব, ন তু লোকবঞ্চকত্বেন মিথ্যাচারঃ। কিন্তু অভ্যাস-বৈরাগ্যয়োরভাবেন যোগাচ্চলিতং বিষয়প্রবণীভূতং মানস যস্য সঃ। অতএব যোগস্য সংসিদ্ধিং সম্যক্ সিদ্ধিম্ অপ্রাপ্যেতি যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধিস্বস্তু প্রাপ্ত এবেতি যোগারুরুক্ষা-ভূমিকাতোঽগ্রিমাং যোগারোহ-ভূমিকায়াঃ প্রথমাং কক্ষাং গত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তি-মার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ়) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়-বিভ্রষ্টঃ (কর্মমার্গ ও যোগমার্গ উভয় হইতে বিচ্যুত) [হইয়া] ছিন্নাভ্রম্ ইব (খণ্ডিত মেঘের ন্যায়) কচ্চিৎ (কি) [সে] ন নশ্যতি (নষ্ট হয় না) ? ৩৮॥

মর্মানুবাদ—সকাম-কর্মত্যাগ ব্যতীত যোগ-চেষ্টা হয় না। সকাম-কর্মই মূঢ়লোকের পক্ষে শুভকর; যেহেতু তদ্দ্বারা ইহলোকে সুখ ও পুণ্যদ্বারা পরলোকে স্বর্গাদিলাভ হয়। যোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের সেই সকামকর্ম দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু পূর্বোক্তকারণ-প্রযুক্ত তাহার যোগসংসিদ্ধি হইল না। অতএব ব্রহ্মলাভের যে পথ, তাহাতে সে বিমূঢ় হইয়া অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িল; তাহা হইলে সে উভয়মার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্নাভ্রের ন্যায় কি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে ? ৩৮ ॥

টীকা—কচ্চিৎ ইতি প্রশ্নে উভয়বিভ্রষ্টঃ। কর্মমার্গাচ্চ্যুতঃ—যোগমার্গঞ্চ সম্যক্ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। ছিন্নাভ্রমিবেতি—যথা ছিন্নম্ অভ্রং মেঘঃ পূর্বস্মাদভ্রাদ্-বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তং সৎ মধ্যে বিলীয়তে। তেনাস্য ইহলোকে যোগমার্গেঽপ্রবেশাদ্বিষয়-ভোগত্যাগেচ্ছা সম্যগ্বৈরাগ্যা-ভাবাদ্বিষয়ভোগেচ্ছা চ ইতি কষ্টম্। পরলোকে চ স্বর্গসাধনস্য কর্মণোঽ-ভাবাৎ মোক্ষসাধনস্য যোগস্যাপ্যপরিপাকাৎ ন স্বর্গমোক্ষাবিত্যুভয়লোকে এবাস্য বিনাশ ইতি দ্যোতিতম্। অতো ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়োঽয়ম্ অপ্রতিষ্ঠঃ প্রতিষ্ঠামাস্পদমপ্রাপ্তঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি ন নশ্যতি বেতি ত্বং পৃচ্ছ্যসে ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) মে (আমার) এতৎ সংশয়ম্ (এই সন্দেহ) অশেষতঃ (সর্বতোভাবে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) অর্হসি (তুমি সমর্থ) ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য (এই) সংশয়স্য (সংশয়ের) ছেত্তা (ছেদক) ন হি উপপদ্যতে (পাওয়া যায় না) ॥ ৩৯ ॥

মর্মানুবাদ—শাস্ত্রকারগণ সর্বজ্ঞ ন'ন, কিন্তু আপনি—পরমেশ্বর, অতএব 'সর্বজ্ঞ'; আপনি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে ক্ষমবান্ হইবে না। অতএব কৃপাপূর্বক আমার এই সংশয়টী সম্পূর্ণরূপে ছেদন করুন্ ॥ ৩৯ ॥

টীকা—এতৎ এতম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), পার্থ! (হে পার্থ!) তস্য (তাহার) ইহ এব (প্রাকৃত লোকে) বিনাশঃ (স্বর্গাদিসুখভ্রংশরূপ বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই) অমুত্র (পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে) বিনাশঃ (পরমাত্মদর্শন-ভ্রংশরূপবিনাশ) ন (নাই) তাত! (হে তাত!) হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠানকারী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হ'ন না) ॥ ৪০ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! ইহকালে বা পরকালে কখনই যোগানুষ্ঠান-কর্তার বিনাশ হয় না; কল্যাণ-প্রাপক যোগানুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না। মূল-কথা এই যে, মানবসকল দুইভাগে বিভক্ত—'অবৈধ' ও 'বৈধ'। যে-সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়মাত্র তর্পণা করে, কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা—পণ্ডিতদিগের ন্যায় বিধিশূন্য

সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্বলই হউক বা বলবান্‌ই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ—সর্বদাই পশুতুল্য ; তাহাদের কার্যে কোনপ্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে 'কর্মী', 'জ্ঞানী' ও 'ভক্ত'—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। কর্মিগণকে 'সকামকর্মী' ও 'নিষ্কামকর্মী' এই দুইভাগে বিভাগ করা যায় ; সকামকর্মিসকল--অত্যন্ত ক্ষুদ্রসুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য-সুখাভিলাষী ; তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য, অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে 'কল্যাণ' বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়-মোচনানন্তর নিত্যানন্দ-লাভই 'কল্যাণ' ; সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে-পর্বে নাই, সে পর্বই নিরর্থক। কর্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ-সংযুক্ত হয়, তখনই কর্মকে 'কর্মযোগ' বলা যায়। সেই কর্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম-কর্মে যে-সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগপূর্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান আছে, তাহাদ্বারা কর্মীকেও 'তপস্বী' বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়সুখ বই আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফললাভকরতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি (সীমা) অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণ-উদ্দেশক কর্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞান-যোগী—অধিকতর কল্যাণকারী। সকামকর্মদ্বারা জীবের যাহা কিছু লভ্য হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গ-যোগীর সকল অবস্থার ফলই ভাল ॥ ৪০ ॥

টীকা—ইহ লোকে অমুত্র পরলোকেঽপি কল্যাণং কল্যাণ-প্রাপকং যোগং করোতীতি সঃ ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—যোগভ্রষ্টঃ (যোগ হইতে বিচ্যুত পুরুষ) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিগণের) লোকান্ (লোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বর্ষ) উষিত্বা [তথায়] (বাস করিয়া) শুচীনাং (সদ্ধর্ম-নিরত পবিত্র) শ্রীমতাং (ধনিগণের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্ম গ্রহণ করেন) ॥ ৪১ ॥

মর্মানুবাদ—অষ্টাঙ্গ-যোগ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হ'ন, তাঁহারা দুইশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ অল্পকালাভ্যস্ত-যোগভ্রষ্ট ও চিরকালাভ্যস্ত-যোগভ্রষ্ট। অল্পাভ্যাসের পরেই যিনি যোগভ্রষ্ট হ'ন, তিনি সকাম পুণ্যবান্দিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোকসকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণদিগের গৃহে অথবা শ্রীমান্ ধনিক্ বণিকাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

টীকা—তর্হি কাং গতিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যত আহ—**প্রাপ্যেতি**। পুণ্যকৃতাম্ অশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকানিতি যোগস্য ফলং মোক্ষো ভোগশ্চ ভবতি। তত্র পক্কযোগিনো ভোগেচ্ছায়াং সত্যাং যোগভ্রংশে সতি ভোগ এব। পরিপক্কযোগিনস্তু ভোগেচ্ছায়া অসম্ভবান্মোক্ষ এব। কেচিত্তু পরিপক্কযোগিনোঽপি দৈবাদ্ভোগেচ্ছায়াং সত্যাং কর্দমসৌভর্যাদিদৃষ্ট্যা ভোগমপ্যাহুরিতি। শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিকবণিগাদীনাং রাজ্ঞাং বা ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অথবা (অথবা) যোগিনাং (যোগাভ্যাস নিরত) [দরিদ্র] ধীমতাম্ এব (যোগদেশিকগণের) কুলে (বংশে) ভবতি

(জন্মগ্রহণ করেন) ঈদৃশং (এইরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) এতৎ হি (ইহা) লোকে (জগতে) দুর্লভতরম্ (অতি দুর্লভ) ॥ ৪২ ॥

মর্মানুবাদ—চিরাভ্যাসের পর যিনি যোগভ্রষ্ট হ'ন, তিনি জ্ঞানযোগিদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই-প্রকার সৎকুলে জন্মলাভ করা দুর্লভতর বলিয়া জানিবে; যেহেতু তথায় জন্মগ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতেই উচ্চসঙ্গবশতঃ জীবের অধিক উন্নতি সম্ভব ॥ ৪২ ॥

টীকা—অল্পকালাভ্যস্ত-যোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা। চিরকালাভ্যস্ত-যোগভ্রংশে তু পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগিনাং নিমিপ্রভৃতীনামিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন!) [সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ] তত্র (সেই দ্বিবিধ-জন্মে) পৌর্বদৈহিকং (পূর্বজন্মকৃত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (পরমাত্মবিষয়িণী বুদ্ধির সহিত সংযোগ) লভতে (লাভ করেন), ততঃ চ (অনন্তর) ভূয়ঃ (পুনর্বার) সংসিদ্ধৌ (পরমাত্ম-দর্শনরূপ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত) যততে (যত্ন করেন) ॥ ৪৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে কুরুনন্দন, তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্বদৈহিক বুদ্ধি-সংযোগ লাভ করেন; অতএব নৈসর্গিক-রুচিক্রমে যোগসংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ থাকেন ॥ ৪৩ ॥

টীকা—তত্র দ্বিবিধেঽপি জন্মনি বুদ্ধ্যা পরমাত্মনিষ্ঠয়া সহ সংযোগং পৌর্বদৈহিকং পূর্বজন্মভবম্ ॥ ৪৩ ॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—হি সঃ (যেহেতু তিনি) অবশঃ অপি (কোনও বিঘ্নবশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও) তেন এব (সেই যোগবিষয়ক) পূর্বাভ্যাসেন (বলবান্ পূর্বজন্মকৃত অভ্যাসকর্তৃক) হ্রিয়তে (আকৃষ্ট হ'ন), যোগস্য (যোগবিষয়ে) জিজ্ঞাসুঃ (জিজ্ঞাসুমাত্র হইয়াও) শব্দব্রহ্ম (বেদোক্ত কর্মমার্গ) অতিবর্ততে (অতিক্রম করিয়া থাকেন) ॥ ৪৪ ॥

মর্মানুবাদ—নিসর্গবশতঃ পূর্বাভ্যাসের দ্বারা যোগশাস্ত্র-জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম-কর্মমার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকাম-কর্মমার্গে যে ফল নির্দিষ্ট আছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

টীকা—হ্রিয়তে আকৃষ্যতো যোগস্য যোগং জিজ্ঞাসুরপি ভবতি। অতঃ শব্দব্রহ্ম বেদশাস্ত্রমতিবর্ততে বেদোক্তকর্মমার্গমতিক্রম্য বর্ততে ; কিন্তু যোগ-মার্গ এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ [পূর্বকৃত] (প্রযত্ন অপেক্ষা) যতমানঃ [অধিক] (প্রযত্ন করিয়া) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (সম্যক্ কষায়-পরিপাকে বিশুদ্ধচিত্ত) যোগী (যোগী) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (অনেক জন্মে সিদ্ধি লাভ করেন), ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিং (স্ব-পরমাত্ম-দর্শনরূপমুক্তি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ৪৫ ॥

মর্মানুবাদ—তখন প্রকৃষ্টরূপ যত্নসহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ পরিপক্ক হয় এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে। অনেক জন্ম পর্যন্ত যোগ অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিল্বিষশূন্য হইলে যোগী পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ করেন,—ইহাই যোগীর আমুত্রিক ফল ॥ ৪৫ ॥

টীকা—এবং যোগভ্রংশে কারণং যত্নশৈথিল্যমেব—"অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ" ইত্যুক্তেঃ। তস্য চ যত্নশৈথিল্যবতো যোগভ্রষ্টস্য জন্মান্তরে পুনর্যোগপ্রাপ্তিরেবোক্তা, ন তু সংসিদ্ধিঃ। সংসিদ্ধিস্তু যাবদ্ভির্জন্মভিস্তস্য যোগস্য পরিপাকঃ স্যাৎ, তাবদ্ভিরেবেত্যবসীয়তে। যস্তু ন কদাচিদপি যোগে শৈথিল্যপ্রযত্নস্তু সন্ যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যঃ। কিন্তু বহুজন্মবিপক্বৈশ্চ সম্যগ্‌যোগসমাধিভিঃ—"দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্" ইতি কর্দমোক্তেঃ। সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতীত্যাহ—প্রযত্নাদ্‌যতমানঃ প্রকৃষ্টযত্নাদপি যতবানিত্যর্থঃ। তু-কারঃ পূর্বোক্তাৎ যোগভ্রষ্টাদস্য ভেদং বোধয়তি। সংশুদ্ধকিল্বিষঃ সম্যক্ পরিপক্ককষায়ঃ। সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতীতি সঃ। পরাং গতিং মোক্ষম্ ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—যোগী (পরমাত্মোপাসক) তপস্বিভ্যঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি (ব্রহ্মোপাসক অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যোগী (যোগী), কর্মিভ্যঃ চ (কর্মী অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) মতঃ (আমার মত) তস্মাৎ (অতএব) অর্জুন ! (হে অর্জুন !) যোগী ভব (যোগী হও) ॥ ৪৬ ॥

মর্মানুবাদ—উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সকাম কর্ম-গত তপস্বী অপেক্ষা কর্মযোগী—শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানযোগী—তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; সামান্য সকামকর্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন! তুমি 'যোগী' হও ॥ ৪৬ ॥

টীকা—কর্মজ্ঞানতপোযোগবতাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি-তপোনিষ্ঠেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ব্রহ্মোপাসকেভ্যোঽপি যোগী পরমাত্মোপাসকোঽধিকো মতঃ ইতি মমেদমেব মতমিতি ভাবঃ। যদি জ্ঞানিভ্যোঽপ্যধিকস্তদা কিম্ উত কর্মিভ্য ইত্যাহ—কর্মিভ্যশ্চেতি ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সর্বেষাং (সকল) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণের অর্থাৎ কর্ম-জ্ঞান-তপস্যা-অষ্টাঙ্গযোগ-ভক্তি প্রভৃতি উপায় অবলম্বন-কারিগণের মধ্যে) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (ভক্তিনিরূপক-শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত) মদ্গতেন (আমাতেই আসক্ত) অন্তরাত্মনা (চিত্তদ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (শ্রবণ-কীর্তনাদিযোগে সেবা করেন), সঃ (সেই ভক্ত) যুক্ততমঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠঃ) মে মতঃ (ইহাই আমার অভিমত) ॥ ৪৭ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—যতপ্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি—সর্ব-যোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম-কর্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কাম-কর্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ-যোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা,—ইঁহারা সকলেই যোগী; বস্তুতঃ যোগ 'এক' বই দুই নয়। 'যোগ'—একটী সোপানময়

মার্গবিশেষ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হ'ন। 'নিষ্কাম-কর্মযোগ'—ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় 'ঈশ্বর চিন্তা'রূপ ধ্যান যুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গ-যোগ'রূপ তৃতীয় ক্রম হয়; তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে 'ভক্তিযোগ'রূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে মহৎ সোপান, তাহারই নাম—'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগসকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন; কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠালাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নাম-সংযুক্ত একটী খণ্ড-যোগেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এইজন্যই কেহ 'কর্মযোগী', কেহ 'জ্ঞানযোগী', কেহ 'অষ্টাঙ্গযোগী', কেহ বা 'ভক্তিযোগী' বলিয়া পরিচিত হ'ন। অতএব হে পার্থ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি—অন্য তিনপ্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি সেইপ্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগী হও ॥ ৪৭ ॥

নিষ্কাম-কর্মদ্বারা জ্ঞান, তদ্দ্বারা ধ্যানযোগ ও অবশেষে ভক্তিযোগই জীবের লভ্য হয়,—ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—তর্হি যোগিনঃ সকাশান্নাস্ত্যধিকঃ কোঽপীত্যবসীয়তে? তত্র মৈবং বাচ্যমিত্যাহ—যোগিনামিতি; পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী নির্ধারণাযোগাৎ—'তপস্বিভ্যো জ্ঞানিভ্যোঽধিকঃ' ইতি পঞ্চম্যর্থক্রমাচ্চ যোগিভ্যঃ সকাশাদপীত্যর্থঃ, ন কেবলং যোগিভ্য একবিধেভ্যঃ সকাশাৎ, অপি তু যোগিভ্যঃ সর্বেভ্যঃ

নানাবিধেভ্যো যোগারূঢ়েভ্যঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধ্যসংপ্রজ্ঞাতসমাধিমদ্ভ্যোঽপীতি ; যদ্বা, যোগাঃ উপায়াঃ কর্মজ্ঞানতপোযোগভক্ত্যাদয়স্তদ্বতাং মধ্যে যো মাং ভজেত, মদ্ভক্তো ভবতি স যুক্ততমঃ উপায়বত্তমঃ। কর্মী তপস্বী জ্ঞানী চ যোগী মতঃ ; অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতরঃ ; শ্রবণকীর্তনাদিভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে" ইতি ॥৪৭॥

অগ্রিমাধ্যাষ্টকং বদ্ভক্তি-যোগনিরূপকম্।
তস্য সূত্রময়ং শ্লোকো ভক্তকণ্ঠবিভূষণম্ ॥
প্রথমেন কথাসূত্রং গীতাশাস্ত্রশিরোমণিঃ।
দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন তুর্যেণাকামকর্ম চ ॥
জ্ঞানঞ্চ পঞ্চমেনোক্তং যোগঃ ষষ্ঠেন কীর্তিতঃ।
প্রাধান্যেন তদপ্যেতৎ ষট্কং কর্মনিরূপকম্ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু ষষ্ঠোঽধ্যায়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

বিজ্ঞানযোগঃ

কথাসার। যে জ্ঞান লব্ধ হইলে অন্য কোন-বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে না, তাহাই 'বিজ্ঞান'-নামে অভিহিত। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে অতি-অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন। যাঁহারা সিদ্ধির জন্য যত্নপরায়ণ, তাঁহাদের মধ্যে আবার অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ অবগত হ'ন। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ স্থূল-প্রকৃতি এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই তিন সূক্ষ্ম-প্রকৃতি; মোট এই অষ্টপ্রকার প্রকৃতি নিকৃষ্টা। ইহা হইতে ভিন্না ও শ্রেষ্ঠা জীবস্বরূপা ভগবৎপ্রকৃতি, যৎকর্তৃক এই জৈবজগৎ ধৃত বা রক্ষিত। ভগবান্‌ই সকল জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল-কারণ, তিনি পুরুষোত্তম। সমস্ত জগৎ তাঁহাতে অবস্থান করে। তিনি সকল বস্তুর প্রাণস্বরূপ। তাঁহার শক্তিদ্বারাই প্রকৃতি পরিচালিতা। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ তাঁহার প্রকৃতির গুণত্রয়ের কার্য। শ্রীভগবান্ এই গুণত্রয় হইতে স্বতন্ত্র। ত্রিগুণময়ী মায়া তাঁহারই শক্তি, একমাত্র তাঁহাতে (ভগবানে) শরণাগতি হইলেই তদীয় মায়া অতিক্রম করা যায়। মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও আসুরভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রপন্ন হয় না। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই সুকৃতি-চতুষ্টয় পরম-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন। তন্মধ্যে জ্ঞানী শুদ্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হ'ন। প্রত্যেক বস্তুতে যাঁহার বাসুদেব-সম্বন্ধ উপলব্ধির বিষয় হয়, এইরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ। দেবতান্তর-উপাসক-গণের উপাসনার ফল অনিত্য, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ ভগবদারাধনার নিত্য প্রেমফল লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াদ্বারা আবৃত হইয়া মূঢ় লোক-

গণের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করেন। মহৎসেবারূপ-সুকৃতির ফলে ভগবানের নিত্যস্বরূপ উপলব্ধ হয়। অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্বজ্ঞ জনগণ মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের অংশ পরমাত্মার সালোক্য প্রাপ্ত হ'ন।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন,) পার্থ! (হে অর্জুন!) ময়ি (পরমেশ্বর আমাতে) আসক্তমনাঃ (অভিনিবিষ্টচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ (জ্ঞান-কর্মাদিনিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্বক আমাকে আশ্রয় করিয়া) যোগং যুঞ্জন্ (ধীরে ধীরে আমার সহিত সংযোগলাভ করতঃ) অসংশয়ং (নিঃসন্দেহে) সমগ্রং (সাধিষ্ঠান সবিভূতি সপরিকর) মাং (আমাকে) যথা (যে উপায়ে) জ্ঞাস্যসি (জানিতে পারিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—হে পার্থ, প্রথম ছয় অধ্যায়ে অন্তঃকরণ-শোধক নিষ্কাম-কর্মযোগসাপেক্ষ মোক্ষফলসাধক জ্ঞান ও যোগ বলিলাম; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া মদাশ্রয়যোগ অভ্যাস করিলে মৎসম্বন্ধি সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবে,—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে জ্ঞান, তাহা সমগ্র নয়, যেহেতু তাহা 'সবিশেষ' জ্ঞান নয়। জড়ীয় বিশেষ পরিত্যাগপূর্বক যে একটী নির্বিশেষ-চিন্তা লাভ করা যায়, তাহাতেই নির্বিশেষ-চিন্তার বিষয়রূপ আমার নির্বিশেষ-আবির্ভাবরূপ 'ব্রহ্ম' উদিত হয়; তাহা নির্গুণ নয়, কেননা, তাহা দেহাদির অতিরিক্ত যে সাত্ত্বিক জ্ঞান, তাহাই মাত্র। ভক্তি—নির্গুণ বৃত্তিবিশেষ; তাহাকে অবলম্বন করিলেই নির্গুণ-স্বরূপ আমি জীবের নির্গুণ-চক্ষে পরিলক্ষিত হই ॥ ১ ॥

টীকা—কদা সদানন্দ-ভুবো মহাপ্রভোঃ কৃপামৃতাব্ধেশ্চরণৌ শ্রয়ামহে।
যথা তথা প্রোজ্ঝিতমুক্তিতৎপথা ভক্ত্যধ্বনা প্রেমসুধাময়ামহে ॥
সপ্তমে ভজনীয়স্য শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্যমুচ্যতে।

ন ভজন্তে ভজন্তে যে তে চাপ্যুক্তাশ্চতুর্বিধাঃ ॥

প্রথমেনাধ্যায়ষট্‌কেনান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থকনিষ্কামকর্মসাপেক্ষৌ মোক্ষফল-সাধকৌ জ্ঞানযোগাবুক্তৌ। ইদানীমনেন দ্বিতীয়াধ্যায়ষট্‌কেন কর্ম-জ্ঞানাদিমিশ্র-শ্রবণান্নিষ্কামত্ব-সকামত্বাভ্যাং চ সালোক্যাদি-সাধকঃ, তথা সর্বমুখ্যঃ কর্মজ্ঞানাদিনিরপেক্ষ এব প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণমুক্তিফল-সাধকঃ, তথা "যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ "সর্বং মদ্‌ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম" ইত্যাদ্যুক্তে-র্বিনাপি সাধনান্তরং স্বর্গাপবর্গাদিনিখিলসাধকশ্চ পরমঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব-সুকরোঽপি সর্বদুষ্করঃ শ্রীমদ্ভক্তিযোগ উচ্যতে। নন্বু "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" ইতি শ্রুতেঃ, জ্ঞানং বিনা কেবলয়া ভক্ত্যৈব কথং মোক্ষঃ ব্রূষে? মৈবং ; 'তমেব তৎ-পদার্থং পরমাত্মানমেব বিদিত্বা সাক্ষাদনুভূয়, ন তু ত্বং-পদার্থমাত্মানং নাপি প্রকৃতিং নাপি বস্তুমাত্রং বিদিত্বা মৃত্যু-মত্যেতি'—ইতি—অস্যাঃ শ্রুতেরর্থঃ। তত্র সিতশর্করা-রসগ্রহণে যথা রসনৈব কারণং, ন তু চক্ষুঃশ্রোত্রাদিকং, তথৈব পরব্রহ্মাস্বাদে ভক্তিরেব কারণম্। ভক্তেগুর্ণাতীতত্বাত্তয়ৈব গুণাতীতস্য ব্রহ্মণো গ্রহণং সম্ভবেৎ, ন তু দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেন সাত্ত্বিকেন। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ভগবদুক্তেরিতি, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইত্যত্র সবিশেষং প্রতিপাদয়িষ্যামঃ। জ্ঞানযোগয়োর্মুক্তিসাধনত্বপ্রসিদ্ধিস্তু তত্রস্থ-গুণীভূতভক্তিপ্রভাবাদেব, তয়া বিনা তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বস্য বহুশঃ শ্রবণাৎ। কিঞ্চ, অস্যাং শ্রুতৌ বিদিত্বা ইত্যনন্তরম্ এব-কারস্যা-প্রয়োগাদেব। যোগব্যবচ্ছেদাভাবে জ্ঞাপিতে সতি, তস্মাদেব পরমাত্মনো

বিদিতাৎ ক্বচিদবিদিতাদপি মোক্ষ ইত্যর্থো লভ্যতে। ততশ্চ ভক্ত্যুত্থেন নির্গুণেন পরমাত্মজ্ঞানেন মোক্ষঃ। ক্বচিত্তু ভক্ত্যুত্থং তজ্জ্ঞানং বিনাপি কেবলেন ভক্তিমাত্রেণ মোক্ষ ইত্যর্থঃ পর্যবস্যতি। যথা মৎস্যণ্ডিকা-পিণ্ডাদ্রসনা-দোষেণালব্ধস্বাদাদপি ভুক্তাৎ তদেকনাশ্যো ব্যাধির্নশ্যত্যেবাত্র ন সন্দেহঃ। "মৎস্যণ্ডিকানি তে খণ্ড-বিকারে শর্করাসিতে" ইত্যমরঃ। শ্রীমদুদ্ধবেনাপ্যুক্তং (ভাঃ ১০।৪৭।৫৯)—"নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাচ্ছ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ" ইতি। মোক্ষধর্মে নারায়ণেঽ-প্যুক্তং—"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ" ইতি। একাদশেঽপ্যুক্তং—"যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ "সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" ইতি। অতএব "যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ" ইত্যাদৌ বহুশো বাক্যৈর্ভক্ত্যৈব মোক্ষঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ;—"যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ইতি ত্বদ্বাক্যেন ত্বন্মনস্কত্বে সতি ত্বদ্ভজনবিষয়কশ্রদ্ধাবত্ত্বমিতি ত্বয়া স্বভক্তঃ বিশেষলক্ষণমেব কৃতমিত্যবগম্যতে। কিন্তু স চ কীদৃশো ভক্তস্ত্বদীয়জ্ঞানবিজ্ঞানয়োরধিকারী ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—ময্যাসক্তেতি দ্বাভ্যাম্। যদ্যপি "ভক্তিঃ পরেশানু-ভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥" ইত্যুক্তের্মদ্ভজনপ্রক্রমত এব মদনুভব-প্রক্রমোঽপি ভবতি, তদপ্যেকগ্রাসমাত্রভোজিনো যথা তুষ্টিপুষ্টী ন স্পষ্টে ভবতঃ; কিন্তু বহুতরগ্রাসে ভোজিন এব। তথৈব ময়ি শ্যামসুন্দরে পীতাম্বরে আসক্তম্ আসক্তিভূমিকারূঢ়ং মনো যস্য তথাভূত এব ত্বং মাং জ্ঞাস্যসি। যথা স্পষ্টমনুভবিষ্যসি, তৎ শৃণু। কীদৃশং যোগং ময়া সহ সংযোগং যুঞ্জন্ শনৈঃ শনৈঃ প্রাপ্নুবন্ মদাশ্রয়ঃ; মামেব, ন তু জ্ঞানকর্মাদিকম্

আশ্রয়মাণঃ অনন্যভক্ত ইত্যর্থঃ। অত্র 'অসংশয়ং সমগ্রম্', ইতি পদাভ্যাং মদীয়নির্বিশেষব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানং "ক্লেশোঽধিকতরস্তেসামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ সংশয়মেব। তথা জ্ঞানিনামুপাস্যং তদ্ব্রহ্ম পরমমহতো মম মহিমস্বরূপমেব। যদুক্তং ময়ৈব সত্যব্রতং প্রতি মৎস্যরূপেণ—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে" ইতি ; অত্রাপি "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি। অতো মজ্জ্ঞানাপেক্ষয়া তজ্জ্ঞানমসমগ্রমিতি দ্যোতিতম্॥ ১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (মাধুর্যানুভবসহিত) ইদং জ্ঞানম্ (এই ঐশ্বর্যময় জ্ঞানের কথা) অশেষতঃ (সমগ্রভাবে) বক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিবার পর) ইহ (এই শ্রেয়ঃপথে) ভূয়ঃ (পুনরায়) অন্যৎ (আর কিছু) জ্ঞাতব্যং (জানিবার) ন অবশিষ্যতে (বাকি থাকে না)॥ ২॥

মর্মানুবাদ—আমার ভক্তসকল আমাতে আসক্ত হইবার পূর্বেই মৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহা—ঐশ্বর্যময়, অতএব তাহাকে জ্ঞান বলা যায়। আসক্তিলাভের পর আমি তোমাকে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। তাহা অবগত হইলেই জগতে তোমার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না॥ ২॥

টীকা—তত্র মদ্ভক্তেরাসক্তিভূমিকাতঃ পূর্বমপি যে জ্ঞানমৈশ্বর্যময়ং ভবেৎ। তদুত্তরং বিজ্ঞান-মাধুর্যানুভবময়ং ভবেৎ। তদুভয়মপি

ত্বং শৃণ্বিত্যাহ—জ্ঞানমিতি। অন্যজ্জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যত ইতি মন্নির্বিশেষব্রহ্মজ্ঞান-বিজ্ঞানে অপ্যেতদন্তর্ভূতে এবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ--মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (স্ব-পরাত্মদর্শন-নিমিত্ত) যততি (যত্ন করেন), যততাং (তাদৃশ যত্নশীল) সিদ্ধানাম্ অপি (স্ব-পরাত্মদর্শী সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যেও) কশ্চিৎ (কেহ) মাং (শ্যামসুন্দরাকার আমাকে) তত্ত্বতঃ বেত্তি (সাক্ষাৎ অনুভব করেন) ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুবাদ—পূর্ব ছয় অধ্যায়ের উল্লিখিত জ্ঞানী ও যোগিসকল সহজে চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু চিন্তার বিষয় হইতে বিলক্ষণ ভগবজ্‌জ্ঞান—তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ 'মনুষ্য' হয় ; সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ কল্যাণ-সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন ; সহস্র সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হ'ন ॥ ৩ ॥

টীকা—এতচ্চ সবিজ্ঞানং মজ্‌জ্ঞানং পূর্বমধ্যায়ষট্‌কে প্রোক্ত-লক্ষণৈর্জ্ঞানিভির্যোগিভিরপি দুর্লভমিতি বদন্ প্রথমং বিজ্ঞানমাহ—মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে কশ্চিদেব মনুষ্যো ভবতি। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব শ্রেয়সি যততে। তাদৃশানামপি মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং শ্যামসুন্দরাকারং তত্ত্বতো বেত্তি সাক্ষাদনুভবতীতি নির্বিশেষব্রহ্মানুভবানন্দাৎ সহস্রগুণাধিকঃ সবিশেষব্রহ্মানুভবানন্দঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ) বায়ুঃ (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অহঙ্কারঃ এব চ (এবং অহঙ্কার) ইতি (এই প্রকারে) ইয়ং (এই) মে (আমার) প্রকৃতিঃ (মায়াশক্তি) অষ্টধা (অষ্টবিধ) ভিন্না (ভেদবিশিষ্ট) ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুবাদ—ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য-জ্ঞানের নামই 'ভগবজ্-জ্ঞান'। তাহার বিবৃতি এই যে, 'আমি—সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটী নির্বিশেষ ভাবমাত্র; তাঁহার স্বরূপ নাই,—সৃষ্টজগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাঁহার সাম্বন্ধিক অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তিগত আবির্ভাব-বিশেষ; ফলতঃ তাঁহাও অনিত্য জগৎসম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ, তাঁহারও 'নিত্য'-স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই 'নিত্য', তাঁহাতে আমার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম—'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাঁহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায়; আমার এই অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী 'মহাভূত' এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ এই পাঁচটী তন্মাত্র,—এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্যভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণ-ভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি—কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্যমতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য থাকা-প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—'এক' তত্ত্ব। এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গা শক্তিগত ॥ ৪ ॥

টীকা—অথ ভক্তিমতে জ্ঞানং নাম ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞানমেব, ন তু দেহাদ্ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানমেবেতি। অতঃ স্বীয়ৈশ্বর্যজ্ঞানং

নিরূপয়ন্ পরাপরভেদেন স্বীয়-প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্ম-ভূতৈর্গন্ধাদিভিঃ সহৈকীকৃত্য সংগৃহ্যন্তে ; অহঙ্কার-শব্দেন তৎকার্যভূতানীন্দ্রিয়াণি ; তৎকারণভূত-মহত্তত্ত্বমপি গৃহ্যতে. বুদ্ধিমনসোঃ পৃথগুক্তিস্তত্ত্বেষু তয়োঃ প্রাধান্যাৎ ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ – মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) ইয়ং তু (এই বহিরঙ্গাখ্যা প্রকৃতি কিন্তু) অপরা নিকৃষ্টা) ইতঃ (ইহা হইতে) অন্যাং (ভিন্ন) জীবভূতাং (জীবস্বরূপ) মে (আমার) প্রকৃতিং (তটস্থা শক্তিকে) পরাং (উৎকৃষ্টা) বিদ্ধি (জানিবে) যয়া (যে চেতনশক্তিদ্বারা) ইদং জগৎ (এই জগৎ) ধার্যতে (স্বকর্মদ্বারা ভোগার্থ গৃহীত হয়) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা ; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গ-শক্তিনিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গ-শক্তিনিঃসৃত জড়জগৎ, এই উভয় জগতের 'উপযোগী' বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থ-শক্তি' বলা যায় ॥ ৫ ॥

টীকা – ইয়ং প্রকৃতির্বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ, অপরা অনুৎকৃষ্টা, জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি, চৈতন্যত্বাৎ। অস্যা উৎকৃষ্টত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ চেতনং ধার্যতে স্বভোগার্থং গৃহ্যতে ॥ ৫ ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বাণি ভূতানি (স্থাবর-জঙ্গম-ভূতসমুদয়) এতদযোনীনি (এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন) ইতি (ইহা) উপধারয় (জ্ঞাত হও), অহং (আমি) কৃৎস্নস্য জগতঃ (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ (স্রষ্টা) তথা প্রলয়ঃ (ও সংহর্তা) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ—এই দুইপ্রকৃতি হইতেই নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু ॥ ৬ ॥

টীকা—এতচ্ছক্তিদ্বয়দ্বারৈব স্বস্য জগৎকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে মায়াশক্তি-জীবশক্তী ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে যোনী কারণভূতে যেষাং তানি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ভূতানি জানীহি। অতঃ কৃৎস্নস্য সর্বস্যাস্য জগতঃ প্রভবঃ মচ্ছক্তিদ্বয়প্রভূতত্বাৎ অহমেব স্রষ্টা, প্রলয়স্তচ্ছক্তিমতি ময্যেব প্রলীনভাবিত্বাদহমেবাস্য সংহর্তা ॥ ৬ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই), সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে গ্রথিতমণিসমূহের ন্যায়) ইদং সর্বং (এই সমস্ত জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতম্ (গ্রথিত) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—হে ধনঞ্জয়, আমাহইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিগণ গাঁথা থাকে, তদ্রূপ সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করে ॥ ৭ ॥

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাদহমেব সর্বমিত্যাহ—মত্তঃ পরতরমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্তি কার্য-কারণয়োরৈক্যাৎ শক্তি-শক্তিমতোরৈক্যাচ্চ। তথা

চ শ্রুতিঃ—"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি। এবং স্বস্য সর্বাত্মকত্বমুক্ত্বা সর্বান্তর্যামিত্বঞ্চাহ—ময়ীতি। সর্বমিদং চিজ্জড়াত্মকং জগৎ মৎকার্যত্বাৎ মদাত্মকমপি পুনর্ময্যন্তর্যামিনি প্রোতং গ্রথিতং যথা সূত্রে মণিগণাঃ প্রোতাঃ। মধুসূদন-সরস্বতীপাদাস্তু সূত্রে মণিগণা ইবেতি দৃষ্টান্তস্তু গ্রথিতত্বমাত্রে, ন তু কারণত্বে, কনকে কুণ্ডলাদিবদিতি তু যোগ্যো দৃষ্টান্তঃ ইত্যাহুঃ ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) অহম্ (আমি) অপ্সু (জল-মধ্যে) রসঃ (রসতন্মাত্ররূপ-বিভূতিদ্বারা রসের আশ্রয়রূপে অবস্থিত), শশিসূর্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্যে) প্রভা অস্মি (আমি প্রভারূপ-বিভূতিদ্বারা অবস্থিত), সর্ববেদেষু (সমস্ত বেদে) প্রণবঃ (তন্মূলভূত-ওঙ্কার), খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দতন্মাত্র), নৃষু (মনুষ্যে) পৌরুষম্ (উদ্যম) ॥৮॥

মর্মানুবাদ—হে কৌন্তেয়, আমি—জলের রস, চন্দ্র-সূর্যের প্রভা, সর্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ ॥ ৮ ॥

টীকা—স্বকার্যে জগত্যত্র যথাহমন্তর্যামিরূপেণ প্রবিষ্টো বর্তে, তথা ক্বচিৎ কারণরূপেণ ক্বচিৎ কার্যেষু মনুষ্যাদিষু সাররূপেণাপ্যহং বর্তে ইত্যাহ—রসোঽহমিতি চতুর্ভিঃ। অপ্সু রসস্তৎকারণভূতো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ। এবং সর্বত্রাগ্রেঽপি প্রভারূপঃ প্রণবঃ 'ওঁকারঃ'—সর্ববেদকারণম্। খে আকাশে শব্দস্তৎকারণং নৃষু পৌরুষং সকল উদ্যমবিশেষ এব মনুষ্যসারঃ ॥ ৮ ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্যঃ গন্ধঃ (অবিকৃত গন্ধ), বিভাবসৌ চ (অগ্নিতে) তেজঃ অস্মি (আমি তেজ), সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) জীবনং (আয়ু) তপস্বিষু চ (ও তপস্বিসমূহে) তপঃ অস্মি (দ্বন্দ্বসহনরূপে অবস্থিত) ॥ ৯ ॥

মর্মানুবাদ—আমি—পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্যের তেজ, সর্বভূতের জীবন, তপস্বীর তপ ॥ ৯ ॥

টীকা—"পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধঃ পুণ্যস্তু চার্বপি" ইত্যমরঃ। চ-কারো রসাদীনামপি পুণ্যত্বসমুচ্চয়ার্থঃ। তেজঃ সর্ববস্তুপাচনপ্রকাশনশীতত্রাণাদি-সামর্থ্যরূপঃ সারঃ ; জীবনমায়ুরেব সারঃ ; তপো দ্বন্দ্বসহনাদিকমেব সারঃ ॥৯॥

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ ! (হে পার্থ !) মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) সনাতনং (নিত্য) বীজং (প্রধানাখ্যকারণ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও), অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমদ্‌গণের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) তেজস্বিনাং (এবং তেজস্বিগণের) তেজঃ (তেজ) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—হে পার্থ, আমি—সর্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ ॥ ১০ ॥

টীকা—বীজমবিকৃতং কারণং প্রধানাখ্যমিত্যর্থঃ। সনাতনং নিত্যং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিরেব সারঃ ॥ ১০ ॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ !) অহং (আমি) বলবতাং (বলবান্‌দিগের) কামরাগবিবর্জিতং (স্ব-জীবিকাদির অভিলাষ ও

অধিকতৃষ্ণাশূন্য) বলং চ (সাত্ত্বিক-স্বধর্মানুষ্ঠান-সামর্থ্য এবং) ভূতেষু (প্রাণি-সমূহে) ধর্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্মপত্নীতে পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী) কামঃ অস্মি (কামরূপে আমি অবস্থিত) ॥ ১১ ॥

টীকা—'কামঃ' স্বজীবিকাদ্যভিলাষঃ, 'রাগঃ' ক্রোধস্তদ্বিবর্জিতঃ, ন তদ্দ্বয়োত্থমিত্যর্থঃ। ধর্মাবিরুদ্ধঃ স্বভার্যায়াং পুত্রোৎপত্তিমাত্রোপযোগী ॥১১॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যে চ এব (আর যে-সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) রাজসাঃ (রাজস) যে চ (এবং যাহারা) তামসাঃ (তামস) ভাবাঃ (পদার্থ), তান্ [সর্বান্] (তৎসমুদয়) মত্তঃ এব (আমা হইতেই [জাত] ইতি (ইহা) বিদ্ধি (জানিবে), তেষু তু (কিন্তু সেই সকলে) অহং ন [বর্তে], (আমি নাই), তে (তাহারা) ময়ি (আমার অধীন হইয়া) [বর্তন্তে] (বর্তমান) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতির গুণ-কার্য। আমি—সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন, সমুদয়ই আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

টীকা—এবং বস্তুকারণভূতাঃ বস্তুসারভূতাশ্চ রাক্ষসাদ্যাশ্চ বিভূতয়ঃ কাশ্চিদুক্তাঃ; কিন্ত্বলমতিবিস্তরেণ। মদধীনং বস্তুমাত্রমেব মদ্বিভূতি-রিত্যাহ—যে চৈবেতি। সাত্ত্বিকভাবাঃ শমদমাদয়ঃ দেবাদ্যাশ্চ রাজসা হর্ষদর্পাদয়োঽসুরাদ্যাশ্চ তামসাঃ শোকমোহাদয়ো রাক্ষসাদ্যাশ্চ। তান্ মত্ত এবেতি মদীয়প্রকৃতিগুণকার্যত্বাৎ। তেষ্বহং ন বর্তে, জীববত্তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ। তে তু ময়ি মদধীনাঃ সন্ত এব বর্তন্তে ॥ ১২ ॥

ত্রিভিগু´ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩॥

অন্বয়ঃ--এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) গুণময়ৈঃ (গুণময়) ভাবৈঃ (ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (মোহিত) ইদং সর্বং জগৎ (এই সমুদয় জীব-জগৎ) এভ্যঃ পরং (এই সকল ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নিগু´ণ) অব্যয়ং (নির্বিকার) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥১৩॥

মর্মানুবাদ—আমার অপরা প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ ; সেই গুণত্রয়দ্বারা সমস্তজগৎ মোহিত আছে ; সেই হেতু ঐ সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয়স্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

টীকা—নন্বেবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরং কথময়ং জনো ন জানাতীত্যত আহ—ত্রিভিরিতি। গুণময়ৈঃ শমদমাদি-হর্ষাদিশোকাদ্যৈঃ ভাবৈঃ স্বাভাবীভূতৈর্জগৎ জগজ্জাত-জীববৃন্দং মোহিতং সৎ মাং নিগু´ণত্বাদেভ্যঃ পরাম্ অব্যয়ং নির্বিকারম্॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী) দৈবী (দেব অর্থাৎ জীব-বিমোহিনী) মম (আমার) মায়া (বহিরঙ্গা শক্তি) দুরত্যয়া হি (দুরতিক্রমণীয়া) যে (যাঁহারা) মাম্ এব (আমারই) প্রপদ্যন্তে (শরণাগত হ'ন) তে (তাঁহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়া) তরন্তি (উত্তীর্ণ হ'ন) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—এই মায়া—আমারই শক্তি, অতএব দুর্বল-জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎ-স্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন ॥ ১৪ ॥

টীকা—নন্থ তর্হি ত্রিগুণময়মোহাৎ কথমুত্তীর্ণা ভবন্তি? তত্রাহ—'দৈবী' বিষয়ানন্দেন দীব্যন্তীতি দেবা জীবাস্তদীয়া তেষাং মোহয়িত্রীত্যর্থঃ। গুণময়ী শ্লেষেণ ত্রিবেষ্টনমহাপাশরূপা। মম পরমেশ্বরস্য মায়া বহিরঙ্গ-শক্তির্দুরত্যয়া দুরতিক্রমা। পাশপক্ষে, ছেত্তুম্ উদ্গ্রন্থয়িতুং বা কেনাঽপ্যশক্যেত্যর্থঃ। কিন্তু, মদ্বাচি বিশ্বসিহি ইতি স্ববক্ষঃ স্পৃষ্ট্বাহ—মাং শ্যামসুন্দরাকারমেব ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মূঢ়াঃ (কর্মিগণ) নরাধমাঃ (ভক্তি আশ্রয় করিয়া পরে অনুপযোগিতাজ্ঞানে ভক্তিপরিত্যাগী নরাধমগণ) মায়য়া [শাস্ত্রজ্ঞান-সত্ত্বে] (মায়াকর্তৃক) অপহৃতজ্ঞানাঃ (যাহাদের জ্ঞান আবৃত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা নারায়ণমূর্তিই ভজনীয় ও কৃষ্ণরামাদিমূর্তি মানুষী মনে করে), আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ (এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণের ন্যায় কুতর্কশরে আমার বিগ্রহ-খণ্ডনকারী মায়াবাদিগণ) দুষ্কৃতিনঃ (এই চতুর্বিধ দুষ্কৃতি অর্থাৎ কুপণ্ডিত) মাং (আমার) ন প্রপদ্যন্তে (শরণাগত হয় না) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—আসুর-ভাব আশ্রয় করতঃ দুষ্কৃত, মূঢ়, নরাধম ও মায়াদ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান (এই চারিপ্রকার) মনুষ্যগণ আমার প্রপত্তি স্বীকার করে না। (১) নিতান্ত অবৈধ-জীবন ব্যক্তিই দুষ্কৃত; (২) নিরীশ্বর নৈতিক লোকগণই মূঢ়; যেহেতু তাহারা নীতির অধীশ্বর যে আমি, আমার আশ্রয় গ্রহণ করে না; (৩) যাহারা নীতির 'অঙ্গ' বলিয়া আমাকে মানে, কিন্তু নীতির 'ঈশ্বর' বলিয়া মানে না, তাহারাই নরাধম; (৪) যাহারা ঈশ ব্রহ্মাদির উপাসনা করে, কিন্তু 'আমার শক্তিমৎস্বরূপ', 'জীবের নিত্য চিৎস্বরূপ', 'অচিদ্বস্তুর সহিত তাহাদের অনিত্য সম্বন্ধ-

স্বরূপ' ও 'আমার নিত্যদাস্যরূপ তাহাদের সম্বন্ধস্বরূপ' জানে না, তাহারা বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়াও মায়াদ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান থাকে ॥ ১৫ ॥

টীকা—নন্থ তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতি ত্বাং ন প্রপদ্যন্তে? তত্র, যে পণ্ডিতাস্তে মাং প্রপদ্যন্ত এব ; পণ্ডিতমানিন এব ন মাং প্রপদ্যন্ত ইত্যাহ—ন মামিতি। দুষ্কৃতিনঃ দুষ্টাশ্চ তে কৃতিনঃ পণ্ডিতাশ্চেতি তে কুপণ্ডিতা ইত্যর্থঃ। তে চ চতুর্বিধাঃ—একে মূঢ়াঃ পশুতুল্যাঃ কর্ম্মিণঃ ; যদুক্তং—"নূনং দৈবেন বিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্‌গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্‌ভুজঃ ॥" ইতি. "মুকুন্দং কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্" ইতি চ। অপরে নরাধমাঃ কঞ্চিৎ কালং ভক্তিমত্ত্বেন প্রাপ্তনরত্বাঃ অপ্যন্তে ফলপ্রাপ্তৌ ন সাধনোপযোগ ইতি মত্বা স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তিত্যাগিনঃ—স্বকর্তৃকভক্তিত্যাগলক্ষণমেব তেষামধমত্বমিতি ভাবঃ। অপরে শাস্ত্রাধ্যাপনাদিমত্ত্বেঽপি মায়য়া অপহৃতং জ্ঞানং যেষাং তে। বৈকুণ্ঠবিরাজিনী নারায়ণমূর্তিরেব সার্ব-কালিকী ভক্তিঃ প্রাপ্যা, ন তু কৃষ্ণরামাদিমূর্তিঃ মানুষীতি মন্যমানা ইত্যর্থঃ ; যদ্বক্ষ্যতে,—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি। তে খলু মাং প্রপদ্যমানা অপি ন মাং প্রপদ্যন্তে ইতি ভাবঃ। অপরে অসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ। অসুরাঃ জরাসন্ধাদয়ঃ মদ্বিগ্রহং লক্ষ্যীকৃত্য শরৈর্বিধ্যন্তি। তথৈব দৃশ্যত্বাদিহেতু-মৎকুতর্কৈঃ মদ্‌বিগ্রহং বৈকুণ্ঠস্থমপি খণ্ডয়ন্ত্যেব, ন তু প্রপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ--ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) অর্জুন! (হে অর্জুন!) আর্তঃ (রোগাদি বিপদ্‌গ্রস্ত) জিজ্ঞাসুঃ (আত্মজ্ঞানার্থী বা শাস্ত্রজ্ঞানার্থী) অর্থার্থী (ভোগাভিলাষী) জ্ঞানী চ (ও বিশুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী) চতুর্বিধাঃ জনাঃ (এই চারি প্রকার) সুকৃতিনঃ জনাঃ (বর্ণাশ্রমধর্মরূপ পুণ্যকর্মযুক্ত

ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমার ভজনা করেন) [ইঁহারা কর্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র] ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—দুষ্কৃত-ব্যক্তিদিগের পক্ষে আমার ভজন—প্রায়ই দুর্ঘট, যেহেতু তাহাদের ক্রমোন্নতি-প্রথা নাই। তন্মধ্যে আকস্মিকী প্রথা-দ্বারা কদাচিৎ কাহারও মদ্ভজনলাভ হইয়াছে। বৈধ-জীবনাবস্থিত সুকৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারিপ্রকার লোকে আমাকে ভজন করিতে যোগ্য। যাহারা—কাম্য-কর্মপরায়ণ, তাহারা প্রাপ্ত-ক্লেশদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করে ;—ইহারাই 'আর্ত'। দুষ্কৃত-ব্যক্তিও আর্ত হইয়া আমাকে কখনও কখনও স্মরণ করে। পূর্বোক্ত মূঢ় নৈতিকগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসা-ক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, তখন জিজ্ঞাসুরূপে ক্রমশঃ আমাকে স্মরণ করে। পূর্বোক্ত নরাধমগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া অর্থার্থিরূপে আমাকে স্মরণ করে। যখন ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া আমার শুদ্ধভগবজ্‌জ্ঞানকে আশ্রয় করে, তখন মায়াদ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান-পুরুষের মায়াচ্ছাদন দূর হইলে, জীব ভগবৎস্বরূপের নিত্য-দাস বলিয়া আমার প্রপত্তি স্বীকার করে। ফলতঃ, আর্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থী-দিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানী-দিগের ব্রহ্মলয় এবং ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে, ঐ চারিপ্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে পর্যন্ত কষায় থাকে, সে পর্যন্ত ঐসকল ব্যক্তির ভক্তি—প্রধানীভূতা ; কষায় দূর হইলে, 'কেবলা', 'অকিঞ্চনা' বা 'উত্তমা' ভক্তি লাভ করে ॥ ১৬ ॥

টীকা—তর্হি কে ত্বাং ভজন্তে ইত্যত আহ—চতুর্বিধা ইতি। সুকৃতং বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণো ধর্মস্তদ্বন্তঃ সন্তো মাং ভজন্তে ; তত্র 'আর্তঃ'—রোগাদ্যাপদ্‌গ্রস্তন্নিবৃত্তিকামঃ ; 'জিজ্ঞাসুঃ' আত্মজ্ঞানার্থী ব্যাকরণাদি-

শাস্ত্রজ্ঞানার্থী বা ; 'অর্থার্থী' ক্ষিতিগজতুরগকামিনীকনকাদ্যৈহিকপারত্রিক-ভোগার্থীতি,—এতে ত্রয়ঃ ; সকামা গৃহস্থাঃ, 'জ্ঞানী' বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ন্যাসীতি চতুর্থোঽয়ং নিষ্কামঃ ; ইত্যেতে প্রধানীভূত-ভক্ত্যধিকারিণশ্চত্বারো নিরূপিতাঃ। তত্রাদিমেষু ত্রিষু কর্মমিশ্রা ভক্তিঃ ; অন্তিমে চতুর্থে জ্ঞানমিশ্রা ; "সর্বদ্বারাণি সংযম্য" ইত্যগ্রিমগ্রন্থে যোগমিশ্রাপি বক্ষ্যতে। জ্ঞানকর্মাদ্যমিশ্রা কেবলা ভক্তির্যা, সা তু সপ্তমাধ্যায়ারম্ভে এব "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ" ইত্যনেন উক্তা। পুনশ্চাষ্টমেঽপ্যধ্যায়ে "অনন্যচেতাঃ সততম্" ইত্যনেন, নবমে "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইতি শ্লোকদ্বয়েন "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্" ইত্যনেন চ নিরূপয়িতব্যেতি। 'প্রধানীভূতা' 'কেবলা' ইতি দ্বিবিধৈব ভক্তির্মধ্যমেঽস্মিন্নধ্যায়ষট্কে ভগবতোক্তা। যা তু তৃতীয়া গুণীভূতা ভক্তিঃ কর্মিণি, জ্ঞানিনি, যোগিনি চ কর্মাদিফলসিদ্ধার্থা দৃশ্যতে, তস্যাঃ প্রাধান্যাভাবাৎ ন ভক্তিত্বব্যপদেশঃ, কিন্তু তত্র তত্র কর্মাদীনামেব প্রাধান্যাৎ। 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি' ইতি ন্যায়েন কর্মত্ব-জ্ঞানত্ব-যোগত্ব-ব্যপদেশঃ, তদ্বতামপি কর্মিত্বজ্ঞানিত্ব-যোগিত্ব ব্যপদেশঃ, ন তু ভক্তত্ব-ব্যপদেশঃ। ফলঞ্চ সকামকর্মণঃ স্বর্গঃ নিষ্কাম-কর্মণো জ্ঞানযোগো জ্ঞানযোগয়োর্নির্বাণমোক্ষ ইতি। অথ দ্বিধায়া ভক্তেঃ ফলমুচ্যতে ; তত্র প্রধানীভূতাসু ভক্তিষু মধ্যে আর্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কর্মমিশ্রাস্তিস্রঃ সকামাঃ ভক্তাঃ, তাসাং ফলং তত্তৎকাম-প্রাপ্তিঃ। বিষয়সাদ্গুণ্যাৎ তদন্তে সুখৈশ্বর্যপ্রধানসালোক্যমোক্ষপ্রাপ্তিশ্চ ; ন তু কর্মফলস্বর্গভোগান্ত ইব পাতঃ ; যদ্বক্ষ্যতে,—"যান্তি মদ্যাজিনো মাম্" ইতি চতুর্থ্যা জ্ঞানমিশ্রায়াস্তত উৎকৃষ্টায়াস্তু ফলং শান্তরতিঃ সনকাদিম্বিব। ভক্তভগবৎকারুণ্যাধিক্যবশাৎ কস্যাশ্চিৎ তস্যাঃ ফলং প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিম্বিব। কর্মমিশ্রা ভক্তির্যদি নিষ্কামা স্যাৎ, তদা তস্যাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ, তস্যাঃ ফলমুক্তমেব। কচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদিভক্ত-সঙ্গোত্থ-বাসনা-বশাদ্বা জ্ঞানকর্মাদিমিশ্রভক্তিমতামপি দাস্যাদিপ্রেমা স্যাৎ,

কিন্তু ঐশ্বর্যপ্রধানমেবেতি। অথ জ্ঞানকর্মাদ্যমিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যাকিঞ্চনোত্তমাদিপর্যায়া ভক্তের্বহুপ্রভেদায়া দাস্যসখ্যাদিপ্রেমবৎ পার্ষদত্বমেব ফলমিত্যাদিকং শ্রীভাগবতটীকায়াং বহুশঃ প্রতিপাদিতম্। অত্রাপি প্রসঙ্গবশাৎ সাধ্যো ভক্তিবিবেকঃ সংক্ষিপ্য দর্শিতঃ ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাং (তাঁহাদের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (আমাতে একাগ্রচিত্ত) একভক্তিঃ (একমাত্র ভক্তিই যাঁহার মুখ্য) জ্ঞানী (এতাদৃশ জ্ঞানী) বিশিষ্যতে (উৎকৃষ্ট) হি (যেহেতু) অহং (শ্যামসুন্দরাকার আমি) জ্ঞানিনঃ এতাদৃশ জ্ঞানীর অত্যর্থং (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ (প্রিয়) স চ (সেও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—কষায়শূন্য আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মৎপর হইয়া 'ভক্ত' হয়। কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানকষায় পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভ করতঃ ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া, অন্যান্য তিনপ্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বরূপ-লাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্মীদিগের কর্মকষায় শূন্য হইলেও তাহাদের স্ব-স্বরূপাবস্থিতি তত বিশুদ্ধ হয় না। ভক্তসঙ্গক্রমে চরমে সকলেরই স্বরূপাবস্থিতি লাভ হইয়া পড়ে। সাধন-দশায় উক্ত চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে 'একভক্তি'-বিশিষ্ট জ্ঞানিভক্তই আমার বিশুদ্ধ দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়; শ্রীশুকাদির ভগবজ্‌জ্ঞান-স্ফূর্তিই ইহার উদাহরণ। শুদ্ধজ্ঞানলব্ধ ভক্তগণের সাধনকালীন ভগবৎ-কৈঙ্কর্য—বিশুদ্ধচিন্ময়; জড়গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

টীকা—চতুর্ণাং ভক্ত্যধিকারিণাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠঃ। 'নিত্যযুক্তঃ' নিত্যং ময়ি যুজ্যতে ইতি সঃ। জ্ঞানাভ্যাসবশীকৃত-চিত্তত্বান্মনস্যেকাগ্রচিত্ত ইত্যর্থঃ। আর্তাত্যাস্ত্রয়স্ত নৈবম্ভূতা ইতি ভাবঃ। নমু সর্বোঽপি জ্ঞানী জ্ঞানবৈয়র্থ্য-ভয়াৎ ত্বাং ভজতে এব? তত্রাহ—একা মুখ্যা প্রধানীভূতা ভক্তিরেব, ন তু অন্যেষাং জ্ঞানিনামিব জ্ঞানমেব প্রধানীভূতং যস্য সঃ; যদ্বা, একা ভক্তিরেব তথৈবাসক্তিমত্ত্বাৎ যস্য সঃ নামমাত্রেণৈব জ্ঞানীতি ভাবঃ। এবম্ভূতস্য জ্ঞানিনোঽহং শ্যামসুন্দরাকারোঽত্যর্থমতিশয়েন প্রিয়ঃ সাধনসাধ্যদশয়োঃ পরিহাতুমশক্যঃ। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইতি ন্যায়েন মমাপি সঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতে (ইহারা) সর্বে এব (সকলেই) উদারাঃ (প্রিয়), জ্ঞানী তু (কিন্তু জ্ঞানী) আত্মা এব (আত্মস্বরূপ অর্থাৎ অতিপ্রিয়) [ইতি] মে (ইহা আমার) মতং (মত), হি (যেহেতু) সঃ (সেই জ্ঞানী) যুক্তাত্মা (মদর্পিতচিত্ত হইয়া) মাম্ এব (শ্যামসুন্দরাকার আমাকেই) অনুত্তমাং (সর্বোত্তম) গতিম্ (প্রাপ্য বলিয়া) আস্থিতঃ (নিশ্চয় করিয়াছেন) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—কেবলা ভক্তি স্বীকার করতঃ পূর্বোক্ত চারিপ্রকার অধিকারী, সকলেই পরম উদার হ'ন। কিন্তু জ্ঞানিভক্তের স্বাত্মনিষ্ঠতা অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠতা অধিকতর প্রবল থাকায়, তিনি চৈতন্যগতিরূপ সর্বোত্তম গতি যে আমি, আমাতে অবস্থিত হ'ন। তিনি—আমার অত্যন্ত প্রিয়; তিনি আমাকে অত্যন্ত বশীভূত করেন ॥ ১৮ ॥

টীকা—তর্হি কিমার্তাদ্যাস্ত্রয়স্তব ন প্রিয়াস্তত্র ন হি, ন হীত্যাহ—উদারা ইতি। যে মাং ভজন্তে, মত্তঃ কিঞ্চিৎ কামিতং ময়াপি দিৎসিতং গৃহ্ণন্তি, তে ভক্তবৎসলায় মহ্যং বহুপ্রদায়িনঃ প্রিয়া এবেতি ভাবঃ। জ্ঞানী ত্বাত্মৈবেতি, স হি ভজন্নথ চ মত্তঃ কিমপি স্বর্গাপবর্গাদিকং নাকাঙ্ক্ষতে ইতি; অতস্তদধীনস্য মম স আত্মৈবেতি মম মতং মতিঃ; যতঃ স মাং শ্যামসুন্দরাকারমেবানুত্তমাং সর্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্য আস্থিতঃ নিশ্চিতবান্; ন তু মম নির্বিশেষস্বরূপব্রহ্মনির্বাণমিতি ভাবঃ। এবঞ্চ নিষ্কামপ্রধানীভূতভক্তিমান্ জ্ঞানী ভক্তবৎসলেন ভগবতা স্বাত্মত্বেনাভিমন্যতে; কেবল-ভক্তিমানন্যস্ত আত্মনোঽপ্যাধিক্যেন। যদুক্তং—"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥" ইতি, "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" ইতি, "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" ইত্যাদি॥ ১৮॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—সর্বং বাসুদেবঃ (সর্বত্র বাসুদেব অর্থাৎ সকল বাসুদেবাধীন) ইতি (এইরূপ) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানী) বহূনাং জন্মনাম্ (বহু জন্মের) অন্তে (পরে) [যাদৃচ্ছিক তাদৃশসাধুসঙ্গবশতঃ] মাং প্রপদ্যতে (আমার প্রপত্তি লাভ করে), সঃ (সেই) মহাত্মা (মহাত্মা) সুদুর্লভঃ (অতি দুর্লভ) ॥১৯॥

মর্মানুবাদ—জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার সময়ে প্রথমে কিয়ৎপরিমাণ জড়ত্যাগকালীন 'অদ্বৈত'-ভাব অবলম্বন করে; তখন জড়ীয়-বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ-ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য-ধর্মে একটু অবস্থিতি হইলেই চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ-ধর্ম, তাহা জানিতে পারিয়া

তাহাতে অনুরক্ত হয়; অনুরক্ত হইয়া পরম-চৈতন্যরূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে; তখন এই মনে করে যে, এই জড়জগৎ স্বতন্ত্র নয়, চৈতন্যবস্তুর একটী হেয় প্রতিফলন মাত্র;—ইহাতেও বাসুদেব-সম্বন্ধ আছে। অতএব সমস্তই 'বাসুদেবময়',—এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎপ্রপত্তি, তাঁহারাই মহাত্মা ও দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

টীকা—নন্থ মামেবানুত্তমাং গতিমাস্থিত ইতি ব্রূষে, অতঃ স জ্ঞানিভক্তস্ত্বামেব প্রাপ্নোতি; কিন্তু কিয়তঃ সময়াদনন্তরং স জ্ঞানী ভক্তাধিকারী ভবতীত্যত আহ—বহূনামিতি। বাসুদেবঃ সর্বমিতি—সর্বত্র বাসুদেবদর্শী জ্ঞানবান্ বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে মাং প্রপদ্যতে। তাদৃশ-সাধুর্যাদৃচ্ছিকসঙ্গবশাৎ মৎ-প্রপত্তিং প্রাপ্নোতি; স চ জ্ঞানী ভক্তো মহাত্মা সুস্থিরচিত্তঃ সুদুর্লভঃ—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" ইতি মদুক্তেঃ। ঐকান্তিকভক্তস্তু কিমুতেতি; স তু অতি সুদুর্লভ এবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ তৈঃ (আর্তিনাশাদি-বিষয়ক সেই সেই) কামৈঃ (কামনাসমূহদ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) তং তং (সেই সেই) নিয়মম্ (নিয়ম) আস্থায় (অবলম্বনপূর্বক) স্বয়া প্রকৃত্যা (স্বীয় স্বভাবদ্বারা) নিয়তাঃ (বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্য-দেবতার) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—আর্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়শূন্য হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে। যে পর্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ বহির্মুখ; কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না; আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা

আমা হইতে বহির্মুখ, কামদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্রফল-লাভের জন্য সেই সেই কাম্যফলদাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আমাকে ভালবাসে না ; যেহেতু তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতিদ্বারা চালিত হইয়া সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করতঃ তদনুরূপ দেবতাসকলের উপাসনা করে ॥ ২০ ॥

টীকা—নন্থ আর্তাদয়ঃ সকামা অপি ভগবন্তং ত্বাং ভজন্তং ত্বাং ভজন্তঃ কৃতার্থা ইব ইত্যবগতম্ ; যে তু আর্তাদয়ঃ আর্তিহান্যাদিকামনয়া দেবতান্তরং ভজন্তে, তেষাং কা গতিরিত্যপেক্ষায়ামাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। হৃতজ্ঞানা ইতি রোগাদ্যার্তিহরাঃ শীঘ্রং যথা সূর্যাদয়স্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টবুদ্ধয়ঃ। প্রকৃত্যেতি স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ বশীকৃতাঃ সন্তঃ তেষাং তুষ্টা প্রকৃতিরেব মৎপ্রপত্তৌ পরাঙ্মুখীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ যঃ (যে যে) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং যাং তনুং (যে যে দেব-মূর্তিকে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) অর্চিতুম (পূজা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে), তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই) অচলাং (দৃঢ়) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা) অহং (আমি) বিদধামি (বিধান করিয়া থাকি) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—অন্তর্যামিস্বরূপ আমি, যাঁহার যে স্পৃহণীয় দেবমূর্তি, তাহাতে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

টীকা—তে তে দেবাঃ পূজাং প্রাপ্য প্রসন্নাস্তেষাং স্ব-স্ব-পূজকানাং হিতার্থং ত্বদ্ভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িষ্যন্তীতি মাবাদীর্যতস্তে দেবাঃ স্বভক্তাবপি শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুমশক্তাঃ কিং পুনর্মৎভক্তাবিত্যাহ—যো য ইতি। যাং

যাং তনুং সূর্যাদিদেবরূপাং মদীয়াং মূর্তিং বিভূতিম্ অর্চিতুং পূজয়িতুম্; তামেব তত্তদ্দেবতাবিষয়ামেব, ন তু স্ববিষয়াং শ্রদ্ধামহমন্তর্যাম্যেব বিদধামি, ন তু সা সা দেবতা ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ মযৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সেই ভক্ত) তয়া শ্রদ্ধয়া (সেই শ্রদ্ধা) যুক্তঃ (যুক্ত হইয়া) তস্যাঃ (সেই দেব-মূর্তির) আরাধনম্ (আরাধনা) ঈহতে (করিয়া থাকে) ততঃ চ (এবং সেই দেবমূর্তি হইতে) ময়া এব (তত্তৎ-দেবতান্তর্যামিরূপে আমাকর্তৃকই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ কামান্ (সেই সেই কাম্য-ফল) হি (নিশ্চয়ই) লভতে (লাভ করিয়া থাকে) ॥২২॥

মর্মানুবাদ—তিনি শ্রদ্ধাপূর্বক সেই দেবতার আরাধনা করতঃ সেই দেবতা হইতে মদ্বিহিত কামসকল প্রাপ্ত হ'ন ॥ ২২ ॥

টীকা—ঈহতে করোতি। স তত্তদ্দেবতারাধনাৎ কামান্ আরাধন-ফলানি লভতে। ন চ তে তে কামা অপি তৈস্তৈর্দেবৈঃ পূর্ণাঃ কর্তুং শক্যন্তে ইত্যাহ—মযৈব বিহিতান্ পূর্ণীকৃতান্ ॥ ২২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি) তেষাং (সেই ব্যক্তিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ ভবতি (বিনাশী হয়), দেবযজঃ (দেবপূজকগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হ'ন) মদ্ভক্তাঃ অপি (এবং আমার ভক্তগণ) মাং (আমাকে) যান্তি (পাইয়া থাকেন) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর-ভক্তগণের আরাধনার ফল—**নশ্বর** অর্থাৎ অনিত্য; যেহেতু দেবযাজিগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ

করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে। আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফলস্বরূপ আমাকেই লাভ করে ॥ ২৩ ॥

টীকা—কিন্তু তেষাং দেবতান্তরভক্তানাং ফলং তত্তদ্দেবতারাধনজন্যম্ অন্তবৎ নশ্বরং করোমি, স্বভক্তানান্তু অনশ্বরং করোমীতি ত্বয়ি পরমেশ্বরে অয়মন্যায়স্তত্র নায়মন্যায় ইত্যাহ—দেবানিতি। দেবযজো দেবপূজকাঃ দেবানেব যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, মৎপূজকা অপি মাম্। অয়মর্থঃ—যে হি যৎপূজকাস্তে তান্ প্রাপ্নুবন্ত্যেবেতি ন্যায়ঃ এব। তত্র যদি দেবা অপি নশ্বরাস্তদা তদ্ভক্তাঃ কথমনশ্বরা ভবন্তু, কথন্তরাং বা তদ্ভজনফলং বা ন নশ্যতু। অতএব, তদ্ভক্তা অল্পমেধসঃ উক্তাঃ। ভগবাংস্তু নিত্যস্তদ্ভক্তা অপি নিত্যাস্তদ্ভক্তির্ভক্তিফলঞ্চ সর্বং নিত্যমেবেতি ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধিব্যক্তিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (নিত্য) অনুত্তমং (সর্বোৎকৃষ্ট) পরং (মায়াতীত) ভাবম্ (স্বরূপ-জন্ম-কর্ম-লীলাদি) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মই) ব্যক্তিম্ (মায়িক আকারে বসুদেবগৃহে ইদানীং জন্ম) আপন্নং (প্রাপ্ত বলিয়া) মাং (আমাকে) মন্যন্তে (মনে করে) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—যাহারা নির্বিশেষ-বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, 'আমি—অব্যক্ত নির্বিশেষস্বরূপ, কার্যবশতঃ ব্যক্ত হই', তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক্, তথাপি নির্বোধ; যেহেতু তাহারা আমার সর্বোত্তম, অব্যয়, সর্বশ্রেষ্ঠ, নিত্য-বিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই ॥ ২৪ ॥

টীকা—দেবতান্তরভক্তানামল্পমেধসাং বার্তা দূরে তাবদাস্তাং, বেদাদি-সমস্তশাস্ত্রদর্শিনোঽপি মত্তত্ত্বং ন জানন্তি। "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥" ইতি ব্রহ্মণাপি মাং প্রত্যুক্তম্। অতো মদ্ভক্তান্ বিনা মত্তত্ত্ব-জ্ঞানে সর্বত্র বাল্পবুদ্ধয়ঃ ইত্যাহ—অব্যক্তং প্রপঞ্চা-তীতং নিরাকারং ব্রহ্মৈব মাং মায়িকাকারত্বেনৈব ব্যক্তিং বসুদেবগৃহে জন্মপ্রাপ্তং নিবু্র্দ্ধয়ো মন্যন্তে, মায়িকাকারস্যৈব দৃশ্যত্বাদিতি ভাবঃ; যতো মম পরং ভাবং মায়াতীতং স্বরূপজন্মকর্মলীলাদিকম্ অজানন্তঃ। ভাবং কীদৃশম্? অব্যয়ং নিত্যম্ অনুত্তমং সর্বোৎকৃষ্টম্। "ভাবঃ সত্তা-স্বভাবাভি-প্রায়চেষ্টাত্মজন্মসু। ক্রিয়া-লীলা-পদার্থেষু" ইতি মেদিনী। ভগবৎ-স্বরূপগুণজন্মকর্মলীলানামনাদ্যন্তত্বেন নিত্যত্বং শ্রীরূপ-গোস্বামিচরণৈর্ভাগ-বতামৃতগ্রন্থে প্রতিপাদিতম্। "মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অব্যয়ং নিত্য-বিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বমূর্তিম্" ইতি স্বামিচরণৈশ্চোক্তম্॥ ২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়াদ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকায়) সর্বস্য (সকলের নিকটে) প্রকাশঃ (প্রকাশিত) ন (হই না), [এইজন্য] অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (মূঢ়লোক) মাম্ (শ্যাম-সুন্দরাকার-বসুদেবাত্মজ আমাকে) অজম্ (মায়িকজন্মাদিশূন্য) অব্যয়ং (অব্যয়স্বরূপ বলিয়া) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)॥ ২৫॥

মর্মানুবাদ—আমি 'অব্যক্ত' ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ-শ্যামসুন্দররূপে 'ব্যক্ত' হইয়াছি, এরূপ মনে করিবে না। আমার শ্যাম-সুন্দর-স্বরূপ—নিত্য; ইহা চিজ্জগতের সূর্যস্বরূপে স্বয়ং ভাসমান হইয়াও

যোগমায়ারূপ ছায়াদ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে, মূঢ় লোকগণ অব্যয়-স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

টীকা—নন্থ যদি ত্বং নিত্যরূপগুণলীলোঽসি, তদা তে তথাভূতা সার্বকালিকী স্থিতিঃ কথং ন দৃশ্যতে? তত্রাহ—নাহমিতি। অহং সর্বস্য সর্বদেশকালবর্তিনো জনস্য ন প্রকাশঃ ন প্রকটঃ। যথা গুণলীলা-পরিকরবত্ত্বেন সদৈব বিরাজমানোঽপি কদাচিদেব কেষুচিদেব ব্রহ্মাণ্ডেষু, কিঞ্চ সূর্যো যথা সুমেরুশৈলাবরণবশাৎ সর্বদা লোকদৃশ্যো ন ভবতি, কিন্তু কদাচিদেব তথৈবাহমপি যোগমায়য়া সমাবৃতঃ। নন্থ চ জ্যোতি-শ্চক্রবর্তমানানাং প্রাণিনাং জ্যোতিশ্চক্রস্থঃ জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সামস্ত্যেন সদৈব বিরাজমানোঽপি সূর্যঃ সর্বকালদেশবর্তিজনস্য ন প্রকটঃ, কিন্তু কদাচিৎ কেষু চ ন ভারতাদিষু খণ্ডেষু বর্তমানস্য জনস্যৈব তথৈবাহমিতি স্বধামস্থ স্বরূপসূর্যো যথা সদৈব দৃশ্যস্তথৈব শ্রীকৃষ্ণধামনি মথুরাদ্বারকাদৌ স্থিতানামিদানীন্তনানাং জনানাং তত্রস্থঃ কৃষ্ণঃ কথং ন দৃশ্যো ভবতি? উচ্যতে—যদি জ্যোতিশ্চক্রমধ্যে সুমেরুরভবিষ্যত্তদা তত্রাপি তদাবৃতঃ সূর্যো দৃশ্যো নাভবিষ্যৎ। তত্র তু মথুরাদি-কৃষ্ণদ্যুমণি-ধামনি সুমেরু-স্থানীয়া যোগমায়ৈব সদা বর্ততে ইত্যন্তস্তদাবৃতঃ কৃষ্ণার্কঃ সদা ন দৃশ্যতে, কিন্তু কদাচিদেবেতি সর্বমনবদ্যম্। অতো মূঢ়ো লোকো মাং শ্যাম-সুন্দরাকারং বসুদেবাত্মজমপ্যজমব্যয়ং মায়িকজন্মাদিশূন্যং নাভিজানাতি। অতএব কল্যাণগুণ-বারিধিং মামপ্যন্তস্ত্যক্ত্বা মন্নির্বিশেষস্বরূপং ব্রহ্মে-বোপাসত ইতি ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন! (হে অর্জুন!) অহং (আমি) সমতীতানি (অতীত) বর্তমানানি (বর্তমান) ভবিষ্যাণি চ (এবং ভবিষ্যৎ ত্রিকাল-

বর্তি) ভূতানি (স্থাবরজঙ্গম প্রাণিবর্গকে) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) **কশ্চন** [মায়া ও যোগমায়ার দ্বারা জ্ঞানের আবরণহেতু] (প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কোন ব্যক্তিই) মাং (আমাকে) ন বেদ [সমগ্ররূপে] (জানিতে পারে না) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—নিত্য-সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমি সমস্ত অতীতবিষয়, বর্তমান সমাচার ও যাহা কিছু পরে হইবে, তৎসমুদায় অবগত আছি। হে অর্জুন, ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপ আমার প্রকাশদ্বয়কে অবগত হইয়াও মায়াবদ্ধ লোকসকল আমার নিত্য-মধ্যমাকার শ্যামসুন্দর-রূপকে 'নিত্য' বলিয়া জানে না ॥ ২৬ ॥

টীকা—কিঞ্চ মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাৎ বহিরঙ্গা মায়া অন্তরঙ্গা যোগমায়া চ মম জ্ঞানং নাবৃণোতীত্যাহ—বেদাহমিতি। মান্তু কশ্চন প্রাকৃতোঽপ্রাকৃতশ্চ লোকো মহারুদ্রাদির্মহাসর্বজ্ঞোঽপি ন কার্ৎস্ন্যেন বেদ যথা যোগং মায়য়া যোগমায়য়া চ জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত ! (হে ভারত !) পরন্তপ ! (হে পরন্তপ !) সর্গে (জগৎ-সৃষ্টির আরম্ভে) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইন্দ্রিয়ের অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইতে সমুদ্ভূত) দ্বন্দ্বমোহেন (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বজ অজ্ঞানদ্বারা) সর্বভূতানি (সমস্ত প্রাণী) সম্মোহং (স্ত্রীপুত্রাদিতে অত্যন্ত আসক্তি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—ইহার হেতু এই যে, জীব যখন শুদ্ধ থাকে, তখনই চিদিন্দ্রিয়-দ্বারা আমার এই 'নিত্য'-স্বরূপ দেখিতে পায়। যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টিমধ্যে বর্তমান হয়, তখন অবিদ্যাবশতঃ ইচ্ছা-দ্বেষজনিত দ্বন্দ্ব-মোহদ্বারা সকলেই সম্মোহিত হইয়া পড়ে; তখন আর বিদ্বৎপ্রতীতি

থাকে না। আমি স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে প্রপঞ্চে আমার নিত্যস্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং তাহাদের জড়চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছি ; তথাপি মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা অবিদ্বৎপ্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপকে 'অনিত্য' মনে করিতেছে,—ইহা তাহাদের 'দুর্ভাগ্য' বলিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

টীকা—ত্বন্মায়য়া জীবাঃ কদারভ্য মুহ্যন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—ইচ্ছেতি। সর্গে জগৎসৃষ্ট্যারম্ভকালে সর্বভূতানি সর্বে জীবাঃ সম্মোহয়ন্তি কেন প্রাচীনকর্মোদ্বুদ্ধৌ যাবিচ্ছাদ্বেষৌ ইন্দ্রিয়াণামনুকূলে বিষয়ে ইচ্ছা অভিলাষঃ, প্রতিকূলে দ্বেষঃ ; তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যো দ্বন্দ্বো মানাপমানয়োঃ শীতোষ্ণাত্ময়োঃ সুখদুঃখয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মোহঃ 'অহং সম্মানিতঃ সুখী, অহমবমানিতো দুঃখী, মমেয়ং স্ত্রী, মমায়ং পুরুষঃ',—ইত্যাদ্যাকারক আবিদ্যকো যো মোহস্তেন সম্মোহং স্ত্রীপুত্রাদিষত্যন্তাসক্তিং প্রাপ্নুবন্তি, অতএব অত্যন্তাসক্তানাং ন মদ্ভক্তাবধিকারঃ ; যদুদ্ধবং প্রতি ময়ৈব বক্ষ্যতে—"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥" ইতি ॥ ২৭ ॥

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যেষাং তু (যে সকল) পুণ্যকর্মণাং (পুণ্যকর্ম) জনানাং (ব্যক্তিগণের) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং [যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্তসঙ্গবশতঃ] (সম্যক্ নষ্ট হইয়াছে) তে (সেই সকল) দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বমোহ-শূন্য) দৃঢ়ব্রতাঃ (নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—আমার এই 'নিত্য'-স্বরূপের বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করিবার অধিকার যেরূপে হয়, তাহা শ্রবণ কর। পাপাবিষ্ট অসুরস্বভাব ব্যক্তি-গণের বিদ্বৎপ্রতীতি হয় না। যাহারা ধর্মসম্মত জীবন স্বীকার করতঃ

প্রভূত পুণ্যকর্মদ্বারা জীবন হইতে পাপকে একেবারে অন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্মযোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগ-দ্বারা সমাধিক্রমে আমার চিৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়; তাঁহারা আমার 'নিত্য'-স্বরূপকে বিদ্বৎপ্রতীতিক্রমে দেখিতে পান। বিদ্যাদ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহাই 'বিদ্বৎপ্রতীতি'। তাঁহারাই ক্রমশঃ দ্বৈতাদ্বৈতরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ২৮ ॥

টীকা—তর্হি কেষাং ভক্তাবধিকার ইত্যত আহ—যেষাং পুণ্যকর্মণাং পাপং তু অন্তং গতম্ অন্তকালং প্রাপ্তং নশ্যদবস্থং, তত্তু সম্যক্ নষ্টমিত্যর্থঃ। তেষাং সত্ত্বগুণোদ্রেকে সতি তমোগুণহ্রাসঃ। তস্মিন্ সতি তৎকার্যো মোহোঽপি হ্রসতি। মোহহ্রাসে সতি তে খল্বত্যা-সক্তিরহিতা যাদৃচ্ছিকমদ্ভক্তসঙ্গেন ভজন্তে মাত্রম্। যে তু ভজনাভ্যাসতঃ সম্যক্ নষ্টপাপাঃ, তে মোহেন নিঃশেষেণ মুক্তা দৃঢ়ব্রতাঃ প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ সন্তো মাং ভজন্তে। ন চৈবং পুণ্যকর্মৈব সর্ববিধায়া ভক্তেঃ কারণমিতি মন্তব্যম্;—"যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যা-স্বাধ্যায়-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদযত্নবানপি॥" ইতি ভগবদুক্তেঃ। কেবলভক্তিযোগস্য পুণ্যাদিকর্মাশ্রয়ং নৈব কারণমিতি বহুশঃ প্রতিপাদনাৎ ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যে (যাঁহারা) জরামরণমোক্ষায় (জরা-মরণ-নিবৃত্তি কামনায়) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্বক) যতন্তি (সাধন করেন) তে (তাঁহারা) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) কৃৎস্নম্ (সমস্ত) অধ্যাত্মম্ (জীবাত্মাকে) অখিলং কর্ম চ (ও নানাবিধকর্ম ও তজ্জন্য জীবের সংসারকে) বিদুঃ (জানিতে পারেন) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—জড়শরীরেই জরা-মরণ ঘটিয়া থাকে। জীবের যে

নিত্য চিদ্দেহ, তাহাতে জরা-মরণ নাই। সেই চিদ্দেহ লাভপূর্বক আমার নিত্যদাস্যরূপ নিত্যধর্মলাভকেই 'মোক্ষ' বলা যায়। আমার সাধন-ভক্তিদ্বারা যাঁহারা জরা-মরণ-রহিত মোক্ষ অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের যত্নই সুষ্ঠু। সেই যুক্তচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, অখিল কর্মতত্ত্ব, জানিতে পারেন ॥ ২৯ ॥

টীকা—তদেবমার্তাদ্যাস্ত্রয়ঃ সকামা মাং ভজন্তঃ কৃতার্থা ভবন্তীতি। দেবতান্তরং ভজন্তস্তু চাবন্তে ইত্যুক্ত্বা স্বস্যাভজনেঽপ্যধিকারিণশ্চোক্তাঃ। ভগবতা ইদানীম্ অন্যঃ সকামঃ চতুর্থোঽপি মদ্ভক্তোঽস্তীত্যাহ—জরেতি। জরামরণয়োর্মোক্ষায় নাশায় যে যোগিনো যতন্তি যতন্তে, যে মোক্ষকামা মাং ভজন্তি ইতি ফলিতোঽর্থঃ, তে তৎপ্রসিদ্ধং ব্রহ্ম তথা কৃৎস্নমাত্মানং দেহমধিভোক্তৃতয়া বর্তমানো অধ্যাত্মং জীবাত্মানঞ্চ অখিলং কর্ম নানাবিধ-কর্মজন্যং জীবস্য সংসারঞ্চ মদ্ভক্তিপ্রভাবাদেব বিদুর্জানন্তি ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যে চ (আর যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত) সাধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের সহিত) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) তে যুক্তচেতসঃ (সেই সকল সমাহিতমনা ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালে অপি (মৃত্যুকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানিতে পারেন) ॥ ৩০ ॥

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্ম্মানুবাদ—যাঁহারা অধিভূত-তত্ত্ব, অধিদৈব-তত্ত্ব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্বের সহিত আমাকে পরিজ্ঞাত হ'ন, তাঁহারাই মরণকালে আমাকে জানিতে পারেন ॥ ৩০ ॥

ভক্তগণ ভগবানের তত্ত্ব অবগত হইয়া মায়ান্ধকার পার হইতে পারেন,—ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি সপ্তম অধ্যায়ের মর্ম্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—মদ্ভক্তিপ্রভাবাৎ যেষামীদৃশং মজ্‌জ্ঞানং স্যাত্তেষামন্তকালেঽপি তদেব জ্ঞানং স্যাৎ; ন ত্বন্যেষামিব কর্ম্মোপস্থাপিতা ভাবিদেহপ্রাপ্ত্যনুরূপা মতিরিত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদয়োঽগ্রিমাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যন্তে। ভক্তা এব হরেস্তত্ত্ববিদো মায়াং তরন্তি; তে চোক্তাঃ ষড়্‌বিধাঃ অত্রেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

তারকব্রহ্মযোগঃ

কথাসার। এই অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম-শব্দে পরম অক্ষর, অধ্যাত্ম-শব্দে চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব, কর্ম-শব্দে ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত দান-যজ্ঞাদি। অধিভূত-শব্দে ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি পদার্থ, অধিদৈব-শব্দে দেবতাগণের অধিপতি বিরাট্ পুরুষ, অধিযজ্ঞ-শব্দে দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পুরুষ জ্ঞাতব্য। যিনি মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণভাব প্রাপ্ত হ'ন। অন্তকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই প্রাপ্ত হ'ন। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া সর্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের বিধাতা, জড়-চিন্তার অতীত, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের স্মরণ করেন, শ্রীভগবান্ সেই সকল নিত্যযুক্ত ভক্তিযোগীর সুলভ। ব্রহ্মাণ্ডের সকল লোকই অনিত্য; তথাকার মায়াবদ্ধ জীবগণের পুনর্জন্ম হয়, কিন্তু ভগবৎপাদপদ্মাশ্রিত জনগণের পুনর্জ্জন্ম কখনও হয় না। ব্রহ্মার দিবাভাগ সহস্র চতুর্যুগ অর্থাৎ চারিশত বত্রিশ কোটি সৌরবর্ষ-পরিমিত, রাত্রিও তৎপরিমাণ-বিশিষ্ট। ব্রহ্মার দিবাভাগের উদয়ে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় চরাচর ভূতসকল প্রকাশ পায়। ব্রহ্মার রাত্রির আগমে খণ্ড-প্রলয়ে সেই অব্যক্ত-নামক তত্ত্বেই ভূতসকল লয়প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার দিবারাত্রসমূহে ভূতগণের পুনঃ পুনঃ উদয় ও লয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মার পরিমাণের শত বৎসর অর্থাৎ ৪৩২ × ২ × ৩০ × ১২ × ১০০ = ৩১১০৪০০০ কোটি সৌরবর্ষ তাঁহার পরমায়ু। তৎপরে তাঁহার পতন ও মহাপ্রলয় হয়। যে ব্রহ্মা ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হ'ন,

তাঁহার মায়া-মুক্তি হইয়া থাকে। মায়িক-সৃষ্টি-পর্যায়ে যে 'অব্যক্ত'-ভাব, তাহা হইতে অন্য যে সনাতন অব্যক্ত-ভাব আছে, তাহাই 'অক্ষর' ও ভূতগণের পরমা গতি। ব্রহ্মবিদ্‌গণ অগ্নি, জ্যোতিঃ ও উত্তরায়ণকালে দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মকে লাভ করেন। কর্মযোগিগণ ইষ্টাপূর্তাদি কর্মে ধূম্র, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নরূপ ছয় মাস এবং চন্দ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ তত্তদভিমানী দেবতা ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াদ্বারা পুনরাবৃত্তি-মার্গ প্রাপ্ত হ'ন। শুক্লগতিদ্বারা অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গে গতির দ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান প্রভৃতির যে ফল, ভক্তিযোগদ্বারা তাহা অতিক্রম করিয়া অনাদি পরম স্থান লাভ করা যায়।

এই অধ্যায়ে ইহাই শিক্ষণীয় যে, ধূম্রমার্গ ও অর্চিরাদি-মার্গে আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত ভক্তিযোগীর ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তিনি সর্বোত্তম-গতিস্বরূপ তদীয় পাদ-পদ্ম প্রাপ্ত হ'ন; তাঁহার আর পতন হয় না॥

অর্জুন উবাচ

কিন্তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন,) পুরুষোত্তম! (হে পুরুষোত্তম!) তৎ (সেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) কিম্ (কি), অধ্যাত্মং (অধ্যাত্ম) কিং (কি), কর্ম (কর্ম) কিম্ (কি), অধিভূতং চ (এবং অধিভূত) কিং প্রোক্তং (কাহাকে বলে), কিং চ অধিদৈবম্ (কাহাকেই বা

অধিদৈব) উচ্যতে (বলা যায়), মধুসূদন ! (হে মধুসূদন !) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ কঃ (অধিযজ্ঞ কে), অস্মিন্ (এবং এই দেহে) কথং (কি প্রকারে) [স্থিতঃ] (অবস্থান করেন) প্রয়াণকালে চ (এবং মরণকালে) নিয়তাত্মভিঃ (সমাহিতচিত্ত পুরুষগণকর্তৃক) কথং (কিরূপে) জ্ঞেয়ঃ অসি (জ্ঞেয় হ'ন) ? ১-২ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম, ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ,—এই ছয়টী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? এবং নিয়তাত্ম পুরুষগণই বা আপনাকে কিরূপে প্রয়াণ-কালে জানিতে পারেন ? এই সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বলুন ॥ ১-২ ॥

টীকা—পার্থপ্রশ্নোত্তরং যোগং মিশ্রাং ভক্তিং প্রসঙ্গতঃ।
শুদ্ধাঞ্চ ভক্তিং প্রোবাচ দ্বে গতী অপি চাষ্টমে ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে ব্রহ্মাদিসপ্তপদার্থানাং জ্ঞানং ভগবতোক্তম্। অত্র তেষাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি দ্বাভ্যাম্—অত্র দেহে কোঽধিযজ্ঞো যজ্ঞাধিষ্ঠাতা স চাস্মিন্ দেহে কথং জ্ঞেয় ইত্যুত্তরস্যানুষঙ্গী ॥ ১-২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), অক্ষরং (নিত্যবস্তুই) পরমং ব্রহ্ম (পরম ব্রহ্ম), স্বভাবঃ (নিজেকে দেহাধ্যাসবশে উদ্ভাবন করে এই অর্থে স্বভাবশব্দবাচ্যজীব) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম বলিয়া) উচ্যতে (অভিহিত হয়), ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (স্থূলসূক্ষ্মভূতদ্বারা মনুষ্যাদি দেহের জনক) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ) কর্মসংজ্ঞিতঃ (কর্মশব্দে কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—অক্ষর তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্যবিনাশ-রহিত এবং অবস্থান্তরশূন্য তত্ত্বই পরব্রহ্ম। 'পরব্রহ্ম'-শব্দদ্বারা কেবল নিত্যবিশেষযুক্ত ভগবৎস্বরূপ আমাকেই বুঝিতে হইবে, স্বরূপশূন্য জ্ঞান-মার্গীয় ব্রহ্ম বা যোগমার্গীয় পরমাত্মাকে বুঝিতে হইবে না। 'অধ্যাত্ম'-শব্দ-দ্বারা চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব বা বিশেষকে বুঝিতে হইবে না, সেই বিশেষ-দ্বারা জড়সম্বন্ধশূন্য শুদ্ধজীবকে লক্ষ্য করিবে। কর্ম হইতে ভূতগণদ্বারা জীবের স্থূলদেহনির্মাণরূপ সংসার জন্মে, তজ্জন্যই কর্মকে ভূতোদ্ভবকর 'বিসর্গ' বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

টীকা—উত্তরমাহ—অক্ষরমিতি ন ক্ষরতীত্যক্ষরং ; নিত্যং যৎ পরমং তদ্ ব্রহ্ম—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বভাবঃ সমাত্মানাং দেহাধ্যাসবশাদ্ভাবয়তি জনয়তি ইতি স্বভাবো জীবঃ, যদ্বা, স্বয়ং ভাবয়তি পরমাত্মানং প্রাপয়তি ইতি। 'স্বভাবঃ' শুদ্ধজীবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে—অধ্যাত্ম-শব্দবাচ্য ইত্যর্থঃ। ভূতৈরেব ভাবানাং মনুষ্যাদি-দেহানাম্ উদ্ভবং করোতীতি। সঃ বিসর্গো জীবস্য সংসারঃ কর্মজন্যত্বাৎ কর্মসংজ্ঞঃ কর্মশব্দেন জীবস্য সংসার উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—দেহভৃতাং বর! (হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ!) ক্ষরঃ (বিনাশী) ভাবঃ (পদার্থ) অধিভূতং (অধিভূত-শব্দে কথিত), পুরুষঃ চ (আদিত্যাদি-দেবতার অধিষ্ঠাতা সমষ্টিবিরাট্‌পুরুষ) অধিদৈবতম্ (সমস্ত দেবতার অধিপতি বলিয়া অধিদৈবতশব্দবাচ্য), অহম্ এব (আমিই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ (অন্তর্যামিরূপে যজ্ঞাদিকর্মপ্রবর্তক ও তৎফলদাতা বলিয়া অধিযজ্ঞ) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—নশ্বরপদার্থজনক ভাবকে 'ক্ষর' ভাব বা 'অধিভূত' বলা যায় ; 'অধিদৈব'-শব্দে সূর্যাধিদৈবত সমষ্টিবিরাট্‌রূপ পুরুষকে বুঝিবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে। দেহিদিগের দেহান্তর্গত অন্তর্যামিপুরুষরূপ আমিই 'অধিযজ্ঞ' ॥ ৪ ॥

টীকা—ক্ষরো নশ্বরো ভাবঃ পদার্থো ঘটপটাদিঃ অধিভূতম্ অধিভূত-শব্দবাচ্যঃ পুরুষঃ সমষ্টি-বিরাট্ অধিদৈবতম্ অধিদৈবত-শব্দবাচ্যঃ—"অধিকৃত্য বর্তমানানি সূর্যাধিদৈবতানি যত্র" ইতি তন্নিরুক্তেঃ। অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞাদিকর্মপ্রবর্তকঃ অন্তর্যামী অহং মদংশকত্বাৎ অহমেবে-ত্যেব-কারেণ কথম্ ইত্যস্যোত্তরমন্তর্যামিত্বাহমেব মদভিন্নত্বেনৈব জ্ঞেয়ঃ, ন ত্বধ্যাত্মাদিরিব মদ্ভিন্নত্বেনেত্যর্থঃ। দেহে দেহভৃতাং বরেতি ত্বন্তু সাক্ষাৎ মৎসখত্বাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ এব ভবসীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তকালে চ (মৃত্যুকালেও) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরন্ (চিন্তা করিয়া) কলেবরং (শরীর) মুক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমার স্বভাব) যাতি (লাভ করেন) অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ নাস্তি (সন্দেহ নাই) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—অন্তকালে আমাকে স্মরণপূর্বক যিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি মদ্ভাবই লাভ করেন অর্থাৎ মরণকালেও যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানপূর্বক ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়, তিনি ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হ'ন ॥ ৫ ॥

টীকা—প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্যোত্তরমাহ—অন্তকালে চেতি। মামেব স্মরন্নিতি মৎস্মরণমেব মজ্‌জ্ঞানং, ন তু ঘটপটাদিরিবাহং কেনাপি তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শক্য ইতি ভাবঃ। স্মরণরূপজ্ঞানস্য প্রকারস্তু চতুর্থ-শ্লোকে বক্ষ্যতে ॥ ৫ ॥

**যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥**

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) অন্তে (মরণকালে) [জীব] যং যং বা অপি (যে যে) ভাবং (পদার্থ) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরং (কলেবর) ত্যজতি (ত্যাগ করে) সদা (সর্বদা) তদ্ভাব-ভাবিতঃ (সেই পদার্থের ভাবনায় তন্ময়চিত্ত হইয়া) তং তম্ এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করতঃ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব-ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন ॥ ৬ ॥

টীকা—মামেব স্মরন্মাং প্রাপ্নোতীতিবন্মদন্যমপি স্মরন্মদন্যমেব প্রাপ্নোতীত্যাহ—যং যমিতি। তস্য ভাবেন ভাবনেন অনুচিন্তনেন ভাবিতো বাসিতঃ তন্ময়ীভূতঃ ॥ ৬ ॥

**তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥**

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) সর্বেষু কালেষু (সকল সময়ে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (স্মরণ কর) যুধ্য চ (এবং স্বধর্মযুদ্ধ কর) ময়ি আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন-বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (পাইবে) অসংশয়ঃ (এ বিষয়ে সংশয় নাই) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব তুমি সর্বকালেই আমার পরব্রহ্ম-ভাবকে স্মরণপূর্বক তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধকার্য কর, তাহা হইলে আমাতে তোমার সঙ্কল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্পিত হইবে এবং তুমি আমাকেই লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

টীকা—মনঃ সঙ্কল্পকাত্মকং, বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (মনদ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া) [যোগী] পরমং (পরম) দিব্যং (দিব্য) পুরুষং (পুরুষকে) যাতি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তের দ্বারা পরম-পুরুষের চিন্তা করিতে করিতে পরম-পুরুষকে লাভ করিবে, অর্থাৎ ক্ষরতত্ত্বাদিতে পুনরাবৃত্ত হইবে না ॥ ৮ ॥

টীকা—তস্মাৎ স্মরণাভ্যাসিন এবান্তকালে স্বতএব মৎস্মরণং ভবতি, তেন চ মাং প্রাপ্নোতীত্যতশ্চেতসো মৎস্মরণমেব পরমো যোগ ইত্যাহ—অভ্যাসযোগ ইতি। অভ্যাসো মৎস্মরণস্য পুনঃ পুনরাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্যুক্তেন চেতসা, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন স্মরণাভ্যাসেন চিত্তস্য স্বভাববিজয়োঽপি ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং
পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (কৃপাপূর্বক স্বভক্তিশিক্ষক) অণোঃ অণীয়াংসং (অণু হইতেও অতিসূক্ষ্ম) সর্বস্য ধাতারম্ (সমস্ত বস্তুর ধারক অর্থাৎ পরম-মহৎ-পরিমাণ) অচিন্ত্যরূপম্ (অপ্রাকৃতরূপবিশিষ্ট অর্থাৎ মধ্যম-পরিমাণ) আদিত্যবর্ণং

(আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশকস্বরূপবিশিষ্ট) তমসঃ পরস্তাৎ (মায়াতীত স্বরূপ) [পুরুষকে] অনুস্মরেৎ (অনুস্মরণ করেন) ॥ ৯ ॥

সঃ (তিনি) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) যোগবলেন চ এব (যোগাভ্যাসবলে) অচলেন (অচঞ্চল) মনসা (মনদ্বারা) ভক্ত্যা যুক্তঃ (নিরন্তর স্মরণরূপ ভক্তিযুক্ত হইয়া) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে) প্রাণং (প্রাণকে) সম্যক্ (সম্যক্‌রূপে) আবেশ্য (স্থাপন করিয়া) তং (সেই) দিব্যং (দিব্য) পরং (পরম) পুরুষম্ (পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—পরম-পুরুষের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি—সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, অতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্য-স্বরূপপুরুষ বলিয়া নিত্য-মধ্যমাকার, তথাপি স্বপ্রকাশ-বশতঃ আদিত্যবৎ স্বরূপ-প্রকাশক-বর্ণবিশিষ্ট এবং জড়া প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব। মরণ-কালে অচলমনা হইয়া ভক্তিসহকারে পূর্বযোগাভ্যাস-বশতঃ ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে স্থিত করিয়া, সেই দিব্যপুরুষের নিকট প্রয়াণ করিবে ; মরণ-ক্লেশদ্বারা যাহাতে চিত্তবিক্ষেপ না হয়, তাহার উপায়স্বরূপ এই যোগ উপদিষ্ট ॥ ৯-১০ ॥

টীকা—যোগাভ্যাসং বিনা মনসো বিষয়গ্রামান্নিবৃত্তিদুর্ঘটাৎ, যচ্চ বিনা সাতত্যেন ভগবৎস্মরণমপি দুর্ঘটমিতি যুক্তম্। কেনচিৎ যোগাভ্যাসেন সহিতৈব ভক্তিং ক্রিয়তে ইতি তাং যোগমিশ্রাং ভক্তিমাহ—কবিমিতি পঞ্চভিঃ। কবিং সর্বজ্ঞং সর্বজ্ঞোঽপ্যন্যঃ সনকাদিঃ সার্বকালিকঃ ন ভবত্যত আহ—পুরাণমনাদিং সর্বজ্ঞোঽনাদিরপ্যন্তর্যামী স ভক্ত্যুপদেষ্টা ন ভবত্যত আহ—অনুশাসিতারং, কৃপয়া স্বভক্তিশিক্ষকং কৃষ্ণরামাদিস্বরূপমিত্যর্থঃ। তাদৃশ-কৃপালুরপি সুদুর্বিজ্ঞেয়তত্ত্ব এব ইত্যাহ—অণোঃ সকাশাদপ্যণীয়াংসম্। তর্হি স কিং জীব ইব পরমাণু-প্রমাণস্তত্রাহ—সর্বস্য ধাতারং সর্ববস্তুমাত্রধারকত্বেন সর্বব্যাপকত্বাৎ

পরম-মহাপরিমাণমপীত্যর্থঃ ; অতএবাচিন্ত্যরূপম্। পুরুষবিধত্বেন মধ্যমপরিমাণমপি তস্য অনন্যপ্রকাশ্যত্বমাহ—আদিত্যবর্ণম্ আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তথা তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ বর্তমানং মায়াশক্তিমন্তমপি মায়াতীতস্বরূপমিত্যর্থঃ। প্রয়াণকালে অন্তকালে অচলেন নিশ্চলেন মনসা যা সততস্মরণময়ী ভক্তিস্তয়া যুক্তঃ। কথং মনসো নৈশ্চল্যম্? অত আহ—যোগস্য যোগাভ্যাসস্য বলেন। যোগ-প্রকারং দর্শয়তি—ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে ॥ ৯-১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—বেদবিদঃ (বেদবেত্তৃগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (ব্রহ্মের বাচক ওঁকার) বদন্তি (বলেন) বীতরাগাঃ (নিঃস্পৃহ) যতয়ঃ (যতিগণ) যৎ (অক্ষরবাচ্য যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন) যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (পাইবার জন্য) ব্রহ্মচর্যং (ব্রহ্মচর্য) চরন্তি (পালন করেন) তৎ (সেই) পদং (প্রাপ্যবস্তু) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (উপায়ের সহিত) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—বেদবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে 'অক্ষর' বলিয়া উক্তি করেন, বীতরাগ যতিসকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হ'ন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারিসকল ব্রহ্মচর্য করেন, সেই প্রাপ্যবস্তু তোমাকে উপায়-সহকারে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

টীকা—ননু ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইত্যেতাবন্মাত্রোক্ত্যা যোগেন জ্ঞায়তে। তস্মাৎ তত্র যোগে প্রকারঃ কঃ, কিং জপ্যং, কিং বা ধ্যেয়ং, কিং বা প্রাপ্যম্ ইত্যপি সংক্ষেপেণ ব্রূহীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদিতি ত্রিভিঃ। যদেবাক্ষরম্ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মবাচকং বেদজ্ঞা বদন্তি। যদেব ওমিত্যেকাক্ষরবাচ্যং ব্রহ্ম যতয়ো বিশন্তি, তৎপদং পদ্যতে গম্যতে

ইতি পদং প্রাপ্যং সম্যক্‌তয়া গৃহ্যতেঽনেনেতি সংগ্রহস্তদুপায়স্তেন সহ প্রবক্ষ্যে শৃণু ॥ ১১ ॥

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্‌।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারসমূহ) সংযম্য (বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া) মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য চ (নিরোধ-পূর্বক) মূর্ধ্নি (ভ্রূমধ্যে) প্রাণম্‌ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ যোগধারণাম্‌ (নখ হইতে শিখা পর্যন্ত আমার মূর্তি-ভাবনা) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া) ওম্‌ ইতি (ওম্‌ এই) একাক্ষরং (একাক্ষর) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) ব্যাহরন্‌ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাম্‌ (আমাকে) অনুস্মরন্‌ (অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ) দেহং ত্যজন্‌ (দেহ ত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) পরমাং গতিং (আমার সালোক্য) যাতি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ১২-১৩ ॥

মর্মানুবাদ—যোগধারণা-ক্রমে সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধপূর্বক এবং প্রাণকে ভ্রূদ্বয়মধ্যে সন্নিবেশ করতঃ, 'ওঁ' এই বেদমূল অক্ষরটীকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মৎসালোক্যাদিরূপা পরমা গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩ ॥

টীকা—উক্তমর্থং বদন্‌ যোগে প্রকারমাহ—সর্বাণি চক্ষুরাদী-ন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য বাহ্যবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য মনশ্চ হৃদ্যেব নিরুধ্য বিষয়ান্তরেষু অসংকল্প্য মূর্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে এব প্রাণমাধায় যোগধারণাম্‌ আনখশিখ-মন্মূর্তিভাবনাম্‌ আশ্রিতঃ সন্‌ ওমিত্যেকমেবাক্ষরং ব্রহ্মস্বরূপং

ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্; তদ্বাচ্যং মামনুস্মরন্নুধ্যায়ন্ পরমাং গতিং মৎসালোক্যম্ ॥ ১২-১৩ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যঃ (যিনি) অনন্যচেতাঃ (কর্ম-জ্ঞানাদি সাধন বা স্বর্গাপবর্গাদিসাধ্যে নিঃস্পৃহচিত্ত হইয়া) সততং (দেশ-কালাদিশুদ্ধি-নিরপেক্ষভাবে) নিত্যশঃ (প্রত্যহ) মাং (আমাকে) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (নিত্যমদ্‌যোগাভিলাষী) যোগিনঃ (দাস্যসখ্যাদিসম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুখলভ্য) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিচার-আরম্ভ হইতে জরা-মরণ-মোক্ষ পর্যন্ত তোমাকে কর্মমিশ্রা অর্থাৎ কর্ম-প্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি, এবং 'কবিং পুরাণম্' ইত্যাদি শ্লোক হইতে এ-পর্যন্ত যোগমিশ্রা অর্থাৎ যোগপ্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহার মধ্যে মধ্যে কেবলা ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে 'কেবলা ভক্তির স্বরূপ' বলি, শ্রবণ কর। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত-যোগিদিগের পক্ষে সুলভ, অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তিতে আমি যে দুর্লভ, ইহা জানিবে ॥ ১৪ ॥

টীকা—তদেবম্ 'আর্তঃ' ইত্যাদিনা কর্মমিশ্রাং, 'জরামরণমোক্ষায়' ইত্যনেনাপি কর্মমিশ্রাং, "কবিং পুরাণম্" ইত্যাদিভিঃ যোগমিশ্রাঞ্চ সপরিকরাং প্রধানীভূতাং ভক্তিমুক্ত্বা সর্বশ্রেষ্ঠাং নির্গুণাং কেবলাং

ভক্তিমাহ—অনন্যচেতা ইতি। ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ কর্মণি জ্ঞানযোগে বা অনুষ্ঠেয়ত্বেন তথা দেবতান্তরে বা আরাধ্যত্বেন তথা স্বর্গাপবর্গাদাবপি প্রাপ্যত্বেন চেতো যস্য। সততং সদেতি কালদেশপাত্রশুদ্ধ্যাদ্যনপেক্ষতয়ৈব নিত্যশঃ প্রতিদিনমেব যো মাং স্মরতি, তস্য তেন ভক্তেনাহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। যোগজ্ঞানাভ্যাসাদিদুঃখমিশ্রণাভাবাদিতি ভাবঃ। নিত্য-যুক্তস্য নিত্য-মদ্‌যোগাকাঙ্ক্ষিণঃ আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি ভাবিন্যপি যোগে আশংসিতে ক্ত-প্রত্যয়ঃ। যোগিনো ভক্তিযোগবতঃ, যদ্বা, যোগসম্বন্ধঃ দাস্যসখ্যাদিস্তদ্বতঃ ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—পরমাং সংসিদ্ধিং (আমার লীলার পরিকরত্ব) গতাঃ (প্রাপ্ত) মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (পাইয়া) পুনঃ (আর) দুঃখালয়ম্ (দুঃখপূর্ণ) অশাশ্বতং (অনিত্য) জন্ম (জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (গ্রহণ করেন না) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—ভক্তিযোগিসকল অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হ'ন না; যেহেতু তাঁহারা পরম-সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্তত্বই কেবলা ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগপূর্বক যিনি আমাকে অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ১৫ ॥

টীকা—ত্বাং প্রাপ্তবতস্তস্য কিং স্যাদিত্যাহ—মামিতি। দুঃখালয়ং দুঃখপূর্ণম্ অশাশ্বতম্ অনিত্যঞ্চ জন্ম নাপ্নুবন্তি; কিন্তু সুখপূর্ণং নিত্যভূতং জন্ম মজ্জন্মতুল্যং প্রাপ্নুবন্তি; "শাশ্বতস্তু ধ্রুবো নিত্যঃ সদাতনঃ সনাতনঃ" ইত্যমরঃ। যদা বসুদেবগৃহে সুখপূর্ণং নিত্যভূতম্ অপ্রাকৃতং মজ্জন্ম

ভবেত্তদৈব তেষাং মদ্ভক্তানামপি মন্নিত্যসঙ্গিনাং জন্ম স্যান্নান্যদা ইতি ভাবঃ। পরমামিতি অন্যে ভক্তাঃ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি অনন্যচেতসস্তু পরমাং সংসিদ্ধিং মল্লীলাপরিকরতামিত্যর্থঃ। তেনোক্তলক্ষণেভ্যঃ সর্ব-ভক্তেভ্যো দৃশ্য-শ্রৈষ্ঠ্যং দ্যোতিতম্ ॥ ১৫ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন! (হে অর্জুন!) আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোক পর্যন্ত) লোকাঃ (সমস্ত লোক) পুনঃ আবর্তিনঃ (পুনরাবৃত্তিশীল) তু (কিন্তু) কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্তলোকই অনিত্য; সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব; কিন্তু যিনি কেবলা ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। যাঁহারা কর্মযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও প্রধানীভূতা ভক্তিকে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে যে পুনর্জন্ম না হইবার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই যে, কেবলা ভক্তিই এই সকল প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি। তাঁহারা ক্রমশঃ কেবলা ভক্তি লাভ করতঃ পুনর্জন্ম হইতে উদ্ধার পান ॥ ১৬ ॥

টীকা—সর্ব এব জীবাঃ মহাসুকৃতিনোঽপি জায়ন্তে মদ্ভক্তাস্তু তদ্বন্ন জায়ন্ত ইত্যাহ—আব্রহ্মেতি। ব্রহ্মণো ভবনং সত্যলোকস্তমভি-ব্যাপ্য ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সহস্রযুগপর্যন্তং (চতুর্যুগসহস্রপরিমিত) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (যে দিন) যুগসহস্রান্তাং (এবং চতুর্যুগসহস্রপরিমিত) রাত্রিং (রাত্রি) [যে] [যাঁহারা] বিদুঃ (জানেন) তে জনাঃ (সেই ব্যক্তিগণ) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রবিৎ) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—মনুষ্যমানের সহস্র চতুর্যুগে--ব্রহ্মার একদিন, এবং সহস্র চতুর্যুগে—তাঁহার একরাত্রি, এই প্রকার একশত-বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয়। যে ব্রহ্মা ভগবৎপরায়ণ হ'ন, তাঁহারই মুক্তি হয়। ব্রহ্মারই যখন এইরূপ গতি, তখন তল্লোকগত সন্ন্যাসিদিগের অভয়ত্ব নিত্য নয় ॥ ১৭ ॥

টীকা—নন্ু "অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্ধসু" ইতি (ভাঃ ২।৬।১৯) দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তাঃ, কেষাঞ্চিন্মতে ব্রহ্মলোকস্য অভয়ত্বশ্রবণাৎ; সন্ন্যাসিভিরপি জিগমিষিত্বাৎ তত্রত্যানাং পাতো ন সম্ভাব্যতে? মৈবম্; তল্লোক-স্বামিনো ব্রহ্মণোঽপি পাতঃ স্যাৎ কিমুতান্যেষাম্ ইতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ--সহস্রং যুগানি পর্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ ব্রহ্মণোঽহর্দিনং যৎ যে শাস্ত্রাভিজ্ঞা বিদুর্জানন্তি, তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ রাত্রিমপি তস্যা যুগসহস্রাণাং বিদুঃ। তেন তাদৃশাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদি-ক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি। এতদন্তে তস্যাপি পাতঃ কস্যচিদ্বৈ-ষ্ণবস্য তস্য ব্রহ্মণো মোক্ষশ্চেতি ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১৭ ॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবা সমাগত হইলে) অব্যক্তাৎ (স্বাপাবস্থ ব্রহ্মা হইতে) সর্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (শরীরইন্দ্রিয়ভোগ্যভোগস্থান-

সহিত সমস্ত প্রজা) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়) রাত্র্যাগমে (রাত্রিকাল সমাগত হইলে) অব্যক্তসংজ্ঞকে (অব্যক্তসংজ্ঞক) তত্র এব (সেই ব্রহ্মাতে) প্রলীয়ন্তে (লয় পায়) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—তদপেক্ষা এই ত্রিলোকমধ্যস্থিত দেব, তির্যক্, মানবাদির অধিক অনিত্যত্ব; যেহেতু ব্রহ্মার রাত্রি-অবসানে 'অব্যক্ত' হইতে সমস্ত 'ব্যক্ত' হয়; পুনরায় রাত্রির আগমে সেই অব্যক্তত্বে সমস্তই লয় পায় ॥ ১৮ ॥

টীকা—যে তু ততোঽর্বাচীনাস্ত্রিলোকস্থাস্তেষাস্তু তস্যাহন্যহন্যপি পাত ইত্যাহ—অব্যক্তাদিতি। "অত্র দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োরাকাশাদীনাং সত্ত্বাৎ অব্যক্ত-শব্দেন স্বাপাপরস্থঃ প্রজাপতিরেবোচ্যতে" ইতি মধুসূদন-সরস্বতীপাদাঃ। ততশ্চ অব্যক্তাৎ স্বাপাপরস্থাৎ প্রজাপতেঃ সকাশাদ্ব্যক্তয়ঃ শরীরবিষয়াদিরূপা ভোগভূময়ো ভবন্তি ব্যবহারক্ষমা স্যুঃ। রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপকালে প্রলীয়ন্তে তস্মিন্নেব তিরোভবন্তি ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূত-গ্রামঃ (প্রাণিগণ) অবশঃ (কর্মপরতন্ত্র হইয়া) অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবসাগমে) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রির আগমনে) প্রলীয়তে (প্রলীন হয়) [পুনঃ অহরাগমে] [পুনরায় দিবস আগত হইলে] প্রভবতি (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—চরাচর প্রাণিসকল ব্রহ্মার দিবাভাগে উৎপন্ন হইয়া রাত্রির আগমে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

টীকা—এবমেব ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ ॥ ১৯ ॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ অব্যক্তাৎ তু (সেই অব্যক্ত হিরণ্যগর্ভ হইতে) পরঃ (শ্রেষ্ঠ) অন্যঃ (তদ্বিলক্ষণ) অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদির অগোচর) সনাতনঃ (অনাদি) যঃ (যে) ভাবঃ (পদার্থ) সঃ (তিনি) সর্বেষু ভূতেষু (হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী) নশ্যৎসু (নষ্ট হইলেও) ন বিনশ্যতি (নষ্ট হয় না) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—উক্ত অব্যক্ত ভাব হইতেও যাহা—সনাতন অব্যক্ত, সেই তত্ত্ব এতাদৃশ শ্রেষ্ঠ ও 'নিত্য' যে, সর্বভূত নষ্ট হইলেও তাহা নষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

টীকা—তস্মাদুক্তলক্ষণাৎ অব্যক্তাৎ প্রজাপতের্হিরণ্যগর্ভাৎ সকাশাৎ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। হিরণ্যগর্ভস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যঃ খলু অব্যক্তো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—[যঃ] (যিনি) অব্যক্তঃ অক্ষর ইতি [চ] উক্তঃ (অব্যক্ত ও অক্ষর-শব্দে কথিত হইয়াছেন) [বেদান্তাঃ] (বেদান্তসমূহ) তং (তাঁহাকে) পরমাং গতিম্ (পরম প্রাপ্য) আহুঃ (বলেন) যং প্রাপ্য (যাঁহাকে পাইয়া) [জীবগণ] ন নিবর্তন্তে (সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং ধাম (নিত্যস্বরূপ) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—সেই অব্যক্তকে 'অক্ষর' বলে ; তাহাই ভূতসকলের পরমা গতি। সেই অব্যক্তকেই আমার 'ধাম' বলিয়া জানিবে,—যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না ॥ ২১ ॥

টীকা—পূর্বশ্লোকোক্তমব্যক্তশব্দং ব্যাচষ্টে—অব্যক্ত ইতি। ন ক্ষরতীত্যক্ষরো নারায়ণঃ "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি শ্রুতেঃ, মম পরমং ধাম নিত্যং স্বরূপম্; যদ্বা, অক্ষরঃ পরং ধাম ব্রহ্মৈব মদ্ধাম মত্তেজোরূপম্ ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) ভূতানি (সমস্তভূত) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (অভ্যন্তরে অবস্থিত) যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বং (সমস্ত জগৎ) ততং (পরিব্যাপ্ত) সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) অনন্যয়া ভক্ত্যা তু (কর্মজ্ঞানযোগাদিসম্পর্করহিত একান্ত ভক্তি-দ্বারাই) লভ্যঃ (লভ্য হ'ন) ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ--সেই অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত পরম-পুরুষ—অনন্য-ভক্তি-লভ্য। হে পার্থ, সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়া ভূতসকল বর্তমান; এবং সেই পুরুষস্বরূপ আমিই অন্তর্যামিরূপে সর্বত্র প্রবিষ্ট ॥ ২২ ॥

টীকা—স চ মদংশঃ পরমঃ পুরুষঃ ন বিদ্যতে অন্যং কর্মজ্ঞান-যোগকামনাদিকং যস্যাং তয়ৈব। অতএব পূর্বং ময়োক্তম্ "অনন্যচেতাঃ সততম্" ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ !) যত্র কালে তু (যে কালোপলক্ষিতমার্গে) প্রয়াতাঃ (মৃত) যোগিনঃ (যোগি ও কর্ম্মিগণ) অনাবৃত্তিম্ (অনাবৃত্তি) আবৃত্তিং চ এব (ও আবৃত্তি) যান্তি (প্রাপ্ত হ'ন) তং কালং (সেই কালদ্বারা উপলক্ষিতমার্গের কথা) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ২৩ ॥

মর্ম্মানুবাদ—আমার অনন্য-ভক্তগণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন ; কিন্তু যাঁহারা আমাতে অনন্য-ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্ম্মজ্ঞানাদির রস করেন, তাঁহাদের পক্ষে মংপ্রাপ্তি —অনেক কষ্ট-মিশ্রিত। তাঁহাদের গমন-কাল ও মার্গ—দেশ-কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। তাহার বিবরণ বলি, শ্রবণ কর, অর্থাৎ যে-কালে মৃত্যু হইলে যোগিদিগের অনাবৃত্তি হয় এবং যে-কালে মৃত্যু হইলে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

টীকা—নন্থ "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" ইতি ত্বহুক্ত্যা ত্বদ্ভক্তাস্ত্বাং প্রাপ্য ন পুনরাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং, ন তত্র ত্বংপ্রাপ্তৌ কশ্চিন্মার্গনিয়ম ইত্যুক্তঃ ; ত্বদ্ভক্তানাঞ্চ গুণাতীতত্বাত্তন্মার্গোঽপি গুণাতীত এব অবসীয়তে ; ন তু সাত্ত্বিকেঽর্চিরাদিঃ, যস্ত মার্গো যোগিনো জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণশ্চাস্তি, তমহং জিজ্ঞাসে ইত্যপেক্ষায়ামাহ--যত্রেতি। প্রাণোৎক্রমণানন্তরং তত্র কালে কালোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা অনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ যান্তি তং কালং মার্গং বক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—[যত্র] (যে মার্গে) অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (অগ্নি ও জ্যোতিঃ-শব্দোপলক্ষিত অর্চির অভিমানিনী দেবতা) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা) উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (ছয়মাস-পরিমিত উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা) [অবস্থিত] তত্র (সেইমার্গে)

প্রয়াতাঃ (গমন করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ (জ্ঞানিগণ) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরায়ণ-কালে দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্ম লাভ করেন। 'অগ্নি' ও 'জ্যোতিঃ'-শব্দের দ্বারা অর্চিরাভিমানিনী দেবতা, 'অহঃ'-শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, 'শুক্ল'-শব্দে পক্ষাভিমানিনী দেবতা, 'উত্তরায়ণ'-শব্দে উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তত্ত্বদ্বস্তু ও কালপ্রাপ্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যুলাভ করিলে যোগিদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৪ ॥

টীকা—অত্র অনাবৃত্তিমার্গমাহ —অগ্নিরিতি। অগ্নিজ্যোতিঃ-শব্দাভ্যাং "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্ত্যা অর্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে। অহরিতি অহরভিমানিনী, শুক্ল ইতি পক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা ; এতদ্রূপো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা ব্রহ্মবিদো জ্ঞানিনঃ ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চিষোঽহরহ্নঃ আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্" ইতি ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—[যত্র] (যে মার্গে) ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) তথা কৃষ্ণঃ (এবং কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) দক্ষিণায়নং ষণ্মাসাঃ (দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা) [অবস্থিত] তত্র (সেইমার্গে) যোগী (কর্মিপুরুষ) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (স্বর্গলোক) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ততে (পুনরাবৃত্ত হয়েন) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপ ছয় মাস ও চন্দ্র-জ্যোতিঃ অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয়ক্রিয়াদ্বারা কর্মযোগি-সকল পুনরাবৃত্তিমার্গ প্রাপ্ত হ'ন ॥ ২৫ ॥

টীকা—কর্মিণামাবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ববদেব তত্তদভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা লক্ষ্যন্তে। এতাভির্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিত-স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্র কর্মফলং ভুক্ত্বা নিবর্ততে পুনরাবর্ততে ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—জগতঃ (জগতের জ্ঞানকর্মাধিকারিগণের) এতে হি (এই) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) গতী (পথদ্বয়) শাশ্বতে (নিত্য বলিয়া) মতে (সম্মত) [উপাসক] একয়া (একটীর দ্বারা) অনাবৃত্তিং (মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়) অন্যয়া (অন্যটীর দ্বারা) পুনঃ আবর্ততে (পুনঃ পুনঃ সংসারে আসে) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—জগতের 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ'—এই দুইটি সনাতনগতি অর্থাৎ মার্গ। জীবের শুক্লমার্গ-গতিদ্বারা অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গ-গতিদ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

টীকা—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লকৃষ্ণে ইতি। শাশ্বতে অনাদী সংসারস্যানাদিত্বাৎ একয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষম্ অন্যয়া কৃষ্ণয়া আবর্ততে পুনঃ পুনরত্র জায়তে ॥ ২৬ ॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ ! (হে পার্থ !) এতে (এই) সৃতী (মার্গদ্বয়) জানন্ (অবগত হইয়া) কশ্চন যোগী (কোনও যোগী) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হ'ন না) তস্মাৎ (অতএব) অর্জুন ! (হে অর্জুন !) সর্বেষু কালেষু (সর্বদা) যোগযুক্তঃ (সমাহিতচিত্ত) ভব (হও) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—এই দুই মার্গের তাত্ত্বিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদুভয়ের অতীত যে ভক্তিযোগ-মার্গ, তাহা অবলম্বনপূর্বক যোগযুক্ত ব্যক্তি কোন-কালে মোহপ্রাপ্ত হ'ন না অর্থাৎ উভয় মার্গকেই ক্লেশকর জানিয়া অনন্যভক্তিযোগ অবলম্বন করেন। হে অর্জুন, তুমি সেই যোগ অবলম্বন কর ॥ ২৭ ॥

টীকা—এতন্মার্গদ্বয়জ্ঞানং বিবেকোৎপাদকমতস্তদ্বন্তং স্তৌতি—নৈতে ইতি। যোগযুক্তঃ সমাহিতচিত্তো ভব ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং
স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—বেদেষু (বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) তপঃসু (তপস্যায়) দানেষু চ এব (এবং দানে) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টং (উক্ত হইয়াছে) যোগী (ভক্তিমান্) ইদং (আমার ও আমার ভক্তির মাহাত্ম্য) বিদিত্বা (জানিয়া) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) চ (এবং) পরম্ (উৎকৃষ্ট) আদ্যং (অপ্রাকৃত) স্থানম্ (স্থান) উপৈতি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ২৮ ॥

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্ম্মানুবাদ—ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হইবে না ; বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যতপ্রকার 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম' আছে, সে-সমুদয়ের যে ফল, তুমি তাহা ভক্তিযোগদ্বারা লাভ করিয়া আদি ও পরম-স্থানকে প্রাপ্ত হও ॥ ২৮ ॥

অনন্যভক্তিই যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইল।

ইতি অষ্টম অধ্যায়ের মর্ম্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—এতদধ্যায়োক্তার্থজ্ঞানফলমাহ—বেদেম্বিতি। তৎ সর্বম্ অত্যেতি অতিক্রম্য চ যোগী ভক্তিমান্ ততোঽপি শ্রেষ্ঠং স্থানম্ আদ্যম্ অপ্রাকৃতং নিত্যং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

ভক্তানাং সর্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং পূর্বোক্তং তেম্বপি স্ফুটম্।
অনন্যভক্তস্যেত্যর্থোঽত্রাধ্যায়ে ব্যঞ্জিতোঽভবৎ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
শ্রীগীতাস্বষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজগুহ্যযোগঃ

কথাসার। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আধ্যাত্মিক জ্ঞান গুহ্য, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান গুহ্যতর এবং এই নবম অধ্যায়ে বর্ণিত কেবল-ভক্তিলক্ষণ-জ্ঞান গুহ্যতম। অসূয়ারহিত ভগবদ্ভক্তই সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমবিজ্ঞানযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত অমঙ্গলের কবল হইতে মুক্ত হ'ন। গুহ্যতম অর্থাৎ সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব হইতেও গুহ্য জ্ঞানই রাজবিদ্যা। শ্রদ্ধাহীন জনগণ শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে পাইতে যত্ন করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারে বিচরণ করে। ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবাধীন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ভূতগণ। ভগবান্ 'ভূতভৃৎ', 'ভূতস্থ' ও 'ভূতভাবন'-সংজ্ঞায় অভিহিত। তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; তজ্জন্য তিনি সর্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ। কল্পান্তে সমস্ত ভূতই ভগবানের প্রকৃতিতে প্রবেশ করে; পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা ভগবৎকর্তৃক সৃষ্ট হয়। প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। ভগবানের ঈক্ষণ-দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করে। মূঢ় জনগণ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে প্রাকৃত জ্ঞান করে এবং ভগবদ্দেহকে মায়াবদ্ধ জনগণের দেহের ন্যায় ঔপাধিক ও জন্ম-মৃত্যুর অধীন কল্পনা করিয়া নরকপথের যাত্রী হয় ও নির্বিশেষ-গতি প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত মহাত্মগণ দৃঢ়নিষ্ঠভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্বক কীর্তনাখ্যা ভক্তির সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভগবদুপাসনা করেন। অহং-গ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক ও বিশ্বরূপোপাসকগণ সকলেই মন্দবুদ্ধি। প্রতীকোপাসক-গণ বেদের কর্মকাণ্ডীয় ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গকামনা করে এবং

পুণ্যার্জনপূর্বক স্বর্গসুখভোগে লিপ্ত হয় ; পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত হইয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের কর্মানুযায়ী জন্ম-মৃত্যুতে ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত হইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের পাদপদ্মে একান্ত শরণাগত এবং ভগবদ্ভজনেতর-বাসনারহিত ঐকান্তিক ভক্তের সমস্ত ভার ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর ; তাঁহার উপাসনার পরিবর্তে যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদের পূজা অবৈধ। অন্য দেবতা ও পিতৃগণের উপাসকগণ ক্ষয়িষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকে ; কিন্তু কৃষ্ণোপাসকগণ নিত্য কল্যাণলাভ করিয়া নিত্যলোক গোলোক-বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হ'ন। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ভক্তিরই বশ। তাঁহাতেই সমস্ত কর্মফল অর্পণ করা কর্তব্য। একনিষ্ঠ ভগবদ্ভজনকারী যদি বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত দুরাচারও প্রতীত হয়েন, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই জানিতে হইবে। ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের কথা কি,—স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, এমন কি অন্ত্যজকুলে জাত ব্যক্তিগণও ভগবৎপাদ-পদ্মাশ্রয়ে পরম-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব এই দুঃখপূর্ণ অনিত্য মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই ভগবদ্ভজন কর্তব্য। ভজনের প্রণালী—ভগবানে চিত্তার্পণ, তৎপ্রতি ভক্তিপরায়ণতা, নিরন্তর তদর্চন এবং তৎপাদপদ্মে নমস্কার-বিধান ও সর্বতোভাবে মনোনিবেশ। এই সকল ভক্ত্যঙ্গদ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন,) ইদং তু (এই)

গুহ্যতমং (অতি গূঢ়) জ্ঞানম্ (আমার কীর্তনাদি শুদ্ধভক্তিরূপ জ্ঞান) অনসূয়বে (অমৎসর) তে (তোমাকে) বিজ্ঞানসহিতং (অপরোক্ষানুভব পর্যন্ত) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (সংসার বা ভক্তিপ্রতিবন্ধক অমঙ্গল হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিবে) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, তুমি—অসূয়া-রহিত পুরুষ; অতএব তোমাকে পরমবিজ্ঞানযুক্ত সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ কর। দ্বিতীয় ও তৃতীয়াধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, তাহা—'গুহ্য'; সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, তাহা—ভক্তিজনক বলিয়া 'গুহ্যতর' এবং এখন যে জ্ঞানের কথা বলিতেছি, তাহা—কেবল-ভক্তি-লক্ষণ, অতএব 'গুহ্যতম'। ইহা-দ্বারা গুণরূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করতঃ তুমি গুণাতীত হইবে ॥ ১ ॥

টীকা—আরাধ্যত্বে প্রভোর্দাসৈরৈশ্বর্যং যদপেক্ষিতম্।
তৎশুদ্ধভক্তেরুৎকর্ষশ্চোচ্যতে নবমে স্ফুটম্ ॥

কর্মজ্ঞানযোগাদিভ্যঃ সকাশাৎ ভক্তেরেব উৎকর্ষঃ। সা চ ভক্তিঃ 'প্রধানীভূতা' 'কেবলা' চেতি সপ্তমাষ্টময়োরুক্তম্। তত্রাপি কেবলায়া অতিপ্রবলায়া জ্ঞানবদন্তঃকরণশুদ্ধ্যাত্মনপেক্ষিণ্যা ভক্তেঃ স্পষ্টতয়া এব সর্বোৎকর্ষঃ। তস্যামপেক্ষিতমৈশ্বর্যঞ্চ বক্তুং নবমোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্বশাস্ত্রসারভূতস্য গীতাশাস্ত্রস্যাপি মধ্যমমধ্যায়াষ্টকমেব সারং, তস্যাপি মধ্যমৌ নবমদশমাবেব সারাবিত্যতোঽত্র নিরূপয়িষ্য-মাণমর্থং স্তৌতি—ইদন্ত্বিতি ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়াধ্যায়াদিষু যদুক্তং মোক্ষোপযোগিজ্ঞানং 'গুহ্যং' সপ্তমাষ্টময়োর্মৎপ্রাপ্ত্যুপযোগি-জ্ঞানং—জ্ঞায়তেঽনেন ভগবত্তত্ত্বমিতি 'জ্ঞানং'; 'ভক্তিতত্ত্বং'—'গুহ্যতরম্', অত্র তু 'কেবলশুদ্ধভক্তিলক্ষণং-জ্ঞানং' 'গুহ্যতমং' প্রকর্ষেণৈব তুভ্যং বক্ষ্যামি।

অত্র তু জ্ঞান-শব্দেন ভক্তিরবশ্যং ব্যাখ্যেয়া, ন তু প্রথমষট্‌কোক্তং প্রসিদ্ধং জ্ঞানং, পরশ্লোকে অব্যয়মনশ্বরমিতি বিশেষণদানাৎ গুণাতীতত্বলাভাৎ গুণাতীতা ভক্তিরেব, ন তু জ্ঞানং তস্য সাত্ত্বিকত্বাৎ। "অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য" ইত্যগ্রিমশ্লোকে ধর্মশব্দেনাপি ভক্তিরেবোচ্যতে। 'অনসূয়বে' অমৎসরায় ইত্যন্যোঽপীদমমৎসরায় এবোপদিশেদিতি বিধির্ব্যঞ্জিতঃ। বিজ্ঞানসহিতং মদপরোক্ষানুভবপর্যন্তমিত্যর্থঃ। অশুভাৎ সংসারাৎ ভক্তিপ্রতিবন্ধকাদন্তরায়াদ্বা ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং (এই জ্ঞান) রাজবিদ্যা (শাণ্ডিল্যবৈশ্বানরদহরাদি-বিদ্যাসমূহের রাজা) রাজগুহ্যম্ (গোপনীয় জ্ঞানসমূহের রাজা) উত্তমং পবিত্রং (অতিশয় পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়) ধর্ম্যং (ধর্মসঙ্গত) কর্তুং সুসুখম্ (সুখসাধ্য) অব্যয়ম্ (ও অনশ্বর) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—এই জ্ঞানকে 'রাজবিদ্যা', সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা 'গুহ্য', অত্যন্তপাবিত্র্যসাধক, আত্মপ্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, সমস্তধর্ম-সাধক, নির্গুণ এবং 'সহজ' বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

টীকা—কিঞ্চ, ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যা উপাসনা বিবিধা এব ভক্তয়ঃ তাসাং রাজা রাজদন্তাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। গুহ্যানাং রাজেতি ভক্তিমাত্রমেবাতিগুহ্যম্। তস্য বহুবিধস্যাপি রাজেত্যতিগুহ্যতমং পবিত্রমিদমিতি সর্বপাপপ্রায়শ্চিত্তত্বাৎ। ত্বং-পদার্থজ্ঞানাচ্চ সকাশাদপি পাবিত্র্যকরম্। অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতানাং সর্বেষামপি পাপানাং স্থূলসূক্ষ্মাবস্থানাং তৎকারণস্যাজ্ঞানস্য চ সদ্য এবোচ্ছেদকম্; অতঃ সর্বোত্তমং পাবনমিদমেবেতি মধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ। প্রত্যক্ষ এবাবগমঃ

অনুভবো যস্য তৎ। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥" ইত্যেকাদশোক্তেঃ প্রতিপদমেব ভজনানুরূপভগবদনুভবলাভাৎ। ধর্ম্যং ধর্মাদনপেতং সর্বধর্মাকরণেঽপি সর্বধর্মসিদ্ধেঃ "যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥" ইতি নারদোক্তেঃ। কর্তুং সুসুখমিতি কর্মজ্ঞানাদাবিব নাত্র কোঽপি কায়বাঙ্-মানস-ক্লেশাতিশয়ঃ শ্রবণ-কীর্তনাদিভক্তেঃ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্রত্বাৎ অব্যয়ং কর্মজ্ঞানাদিবন্ন নশ্বরং নির্গুণত্বাৎ॥২॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ! (হে পরন্তপ!) অস্য ধর্মস্য (মদ্ভক্তিরূপ এই ধর্মের প্রতি) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধারহিত) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুযুক্ত সংসার-পথে) নিবর্তন্তে (অতিশয় ভ্রমণ করে)॥ ৩॥

মর্মানুবাদ—শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল; যেহেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সহজ বিশুদ্ধা রতি, তাহা সর্বাগ্রে বদ্ধজীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে উদিত হয়। হে পরন্তপ, যে-সকল জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহারা এই পরমধর্মরূপ ভগবদ্রতিপ্রস্থ জ্ঞানকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আমা হইতে নিবৃত্ত এবং দুরন্ত সংসার-বর্ত্মে পতিত হইয়া থাকে॥ ৩॥

টীকা—নন্বেমবমস্য ধর্মস্যাতিসুকরত্বে সতি কো নাম সংসারী স্যাৎ? তত্রাহ—'অশ্রদ্দধানাঃ'। অস্যেতি কর্মণি ষষ্ঠী আর্ষী; ইমং ধর্মম্ অশ্রদ্দধানাঃ শাস্ত্রবাক্যৈঃ প্রতিপাদিতং ভক্তেঃ সর্বোৎকর্ষং স্তুত্যর্থবাদমেব মন্যমানা আস্তিক্যেন ন স্বীকুর্বন্তি। যে তে উপায়ান্তরৈর্মৎ-

প্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারবর্ত্মনি নিতরামতিশয়েন বর্তন্তে ॥ ৩ ॥

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তমূর্তিনা (অতীন্দ্রিয়স্বরূপ) ময়া (আমার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বং জগৎ (সমুদয় জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত) সর্বভূতানি (সমস্ত ভূতই) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) অহং চ (কিন্তু আমি) তেষু (তাহাতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—অব্যক্ত-মূর্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি ; চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই, অর্থাৎ জগৎ যে আমার 'পরিণাম' বা 'বিবর্ত', তাহা নয় ; আমি—চৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমার শক্তিই তাহাতে কার্যকারিণী ; আমি—পূর্ণ-চৈতন্যরূপে লব্ধস্বরূপ একটী পৃথক্ তত্ত্ব ॥ ৪ ॥

টীকা—মদাস্তভক্তাবেতন্মাত্রং মদৈশ্বর্যজ্ঞানং মদ্ভক্তৈরপেক্ষিতব্যম্ ইত্যাহ সপ্তভিঃ। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন ময়া কারণভূতেন সর্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্। অতএব মৎস্থানি ময়ি কারণভূতে পূর্ণচৈতন্যস্বরূপে স্থিতানি সর্বাণি ভূতানি চরাচরাণি সন্তি। এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্যেষু মৃদাদিবত্তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মে (আমার) ঐশ্বরং যোগং (অসাধারণ অঘটন-ঘটনা-চাতুর্য) পশ্য (দর্শন কর) ভূতানি চ মৎস্থানি ন (ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে) মম আত্মা (আমার আত্মস্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূত-ধারক) ভূতভাবনঃ চ (ও ভূতপালক) ন ভূতস্থঃ (ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্বভূত অবস্থিত ; তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত। যেহেতু আমার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতেই সমস্ত অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধিদ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না, অতএব ইহাকে আমার 'ঐশ্বর-যোগ' জ্ঞান করিয়া, আমার শক্তি-কার্যকে আমার কার্য-বোধে আমাকে 'ভূতভৃৎ', 'ভূতস্থ' ও 'ভূতভাবন' জানিয়া এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহ-দেহীর ভেদ না থাকায়, আমি সর্বস্থ হইয়াও —নিতান্ত নিঃসঙ্গ ॥ ৫ ॥

টীকা—অতএব ময়ি স্থিতান্যপি ভূতানি ন মৎস্থানি মমাসঙ্গত্বা-দেবেতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি তব জগদ্ব্যাপকত্বং জগদাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাহ—পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ অসাধারণং যোগৈশ্বর্যম্ অঘটিত-ঘটনা-চাতুর্যময়ম্। অন্যদপ্যাশ্চর্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতানি বিভর্তি ধারয়তি ইতি ভূতভৃৎ। ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ। এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা ভূতস্থো ন ভবতি, মমেতি ভগবতি দেহিদেহ-বিভাগাভাবাৎ 'রাহোঃ শিরঃ' ইতিবৎ অভেদেঽপি ষষ্ঠী। অয়ং ভাবঃ—যথা জীবো দেহং দধৎ পালয়ন্নপি তস্মিন্নাসক্ত্যা দেহস্থ এব ভবতি, এবমহং ভূতানি দধৎ পালয়ন্নপি মায়িকসর্বভূত-শরীরোঽপি ন তত্রস্থঃ, নিঃসঙ্গত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বত্রগঃ (সর্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ (মহৎ-পরিমাণ-বায়ু) যথা (যেরূপ) নিত্যম্ (সর্বদা) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত) তথা (সেইরূপ) সর্বাণি ভূতানি (ভূতসমুদয়) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (নিশ্চয় কর) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—এইরূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষকর নয়; অতএব এই তত্ত্বে বদ্ধজীবের ধারণা হয় না। কিন্তু কোন অংশে একটি উদাহরণ মোটামুটি দেওয়া যায়, তাহা বলিতেছি; বিচারপুর্বক তুমি তাহার সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিলেও উপ-. নিকট) ধারণা করিতে পারিবে। আকাশ—একটী সর্বব্যাপী বস্তু, তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণ্বাদির যে চালনা, তাহা—সর্বত্র গতিবিশিষ্ট; তথাপি আকাশ—সকলের আধার হইয়াও সর্বদা নিঃসঙ্গ। তদ্রূপ আমার শক্তিতেই সর্বভূতের উদয় ও গতি হইলেও আকাশস্থানীয় আমি—সর্বদা নিঃসঙ্গ ॥ ৬ ॥

টীকা—অসঙ্গে ময়ি ভূতানি স্থিতান্যপি ন স্থিতানি তেম্বপি অহং স্থিতোঽপি ন স্থিত ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথৈবাসঙ্গস্বভাবে আকাশে স্থিতো নিত্যং বাতীতি বায়ুঃ সর্বদা চলনস্বভাবঃ, অতএব সর্বত্র গচ্ছতীতি সর্বত্রগঃ, মহান্ পরিমাণতঃ, যথা ত্বাকাশস্য অসঙ্গত্বাৎ তত্র স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ, আকাশোঽপি বায়ৌ স্থিতোঽপি ন স্থিতঃ অসঙ্গত্বাৎ এব, তথৈব অসঙ্গস্বভাবে ময়ি সর্বাণি ভূতানি আকাশাদীনি মহান্তি সর্বত্রগানি স্থিতানি নাপি স্থিতানি ইত্যুপধারয় বিমৃশ্য নিশ্চিনু—ননু তর্হি "পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইতি ভগবদুক্তং যোগৈশ্বর্যস্যাতর্ক্যত্বং কথং সিদ্ধমভূৎ দৃষ্টান্তলাভাৎ? উচ্যতে—আকাশস্য জড়ত্বাদেব অসঙ্গত্বং, চেতনস্য তু অসঙ্গত্বং জগদধিষ্ঠানাধিষ্ঠাতৃত্বেব পরমেশ্বরং বিনা নান্যত্রাস্তী-

ত্যতর্ক্যত্বং সিদ্ধমেব, তদপি আকাশদৃষ্টান্তো লোকবুদ্ধিপ্রবেশার্থ এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ৬ ॥

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্বাণি (সমস্ত) ভূতানি (ভূত) মামিকাং (আমার) প্রকৃতিং (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে) যান্তি (লীন হয়) পুনঃ (পুনরায়) কল্পাদৌ (সৃষ্টি-কালে) তানি (সেই ভূতসকলকে) অহং (আমি) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ৭ ॥

মর্মানুবাদ—হে কৌন্তেয়, কল্পসমাপ্তি হইলে সমস্ত ভূত আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতিদ্বারা আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

টীকা—নন্বধুনা দৃশ্যমানানি এতানি ভূতানি ত্বয়ি স্থিতানি ইত্যবগম্যতে ; মহাপ্রলয়ে ক্ব যাস্যন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—সর্বেতি। মামিকাং মদীয়াং মম ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়াশক্তৌ লীয়ন্তে ইত্যর্থঃ। পুনঃ কল্পক্ষয়ে প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকালে তানি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—[আমি] স্বাং (নিজ) প্রকৃতিম্ (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (প্রাচীন-কর্মনিমিত্ত-স্বভাব-বশে) অবশম্ (কর্মাদি-পরতন্ত্র) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) ভূত-গ্রামং (ভূতসমষ্টিকে) পুনঃ পুনঃ (বারম্বার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥৮॥

মর্মানুবাদ—এই ভূত-জগৎ—আমারই প্রকৃতির অধীন; উহারা প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া, ইচ্ছাময় যে আমি, আমা-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়। আমি আমার প্রকৃতির দ্বারাই তাহাদিগকে সৃষ্টি করি ॥ ৮ ॥

টীকা—নন্বসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিতি। স্বাং স্বীয়াম্ অবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রকৃতের্বশাৎ স্বীয়-স্বভাব-বশাৎ প্রাচীনকর্মনিমিত্তাদিতি যাবৎ, অবশং কর্মাদি-পরতন্ত্রম ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) তেষু কর্মসু (সেই সকল সৃষ্ট্যাদি-কর্মে) অসক্তম্ (আসক্তিরহিত) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনং চ (অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কর্মাণি (সেই সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি-কর্ম) ন নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিতে পারে না) ॥ ৯ ॥

মর্মানুবাদ—কিন্তু, হে ধনঞ্জয়, সেই সকল কর্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; আমি সেই সকল কর্মে অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকি। আমি কিন্তু বাস্তবিক উদাসীন নই, চিদানন্দেই সর্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী আমার বহিরঙ্গা মায়া ও তটস্থা শক্তিই এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমার 'স্বরূপ' তদ্দ্বারা বিচলিত হয় না। ঐ ভূতসমূহ মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ চিদানন্দ-বিলাসেরই পুষ্টি হয়। জড়ীয়ব্যাপার-সম্বন্ধে আমার উদাসীন-ভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয় ॥ ৯ ॥

টীকা—নন্বেবঞ্চ নানা-কর্মাণি কুর্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদত আহ—ন চেতি। তানি সৃষ্ট্যাদীনি। কর্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ, স

চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি উদাসীনবদিতি। অন্য উদাসীনো যথা বিবদমানানাং দুঃখ-শোকাদি-সংস্পৃষ্টো ন ভবতি, তথৈবাহমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) অধ্যক্ষেণ ময়া (আমার অধিষ্ঠান-হেতু) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) সচরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মক) [জগৎ] (জগৎ) সূয়তে (প্রসব করে) অনেন হেতুনা (এই কারণে) জগৎ (জগৎ) বিপরিবর্ততে (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—প্রকৃতি—আমারই শক্তি; আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য করে। আমার চিদ্বিলাসসম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্বকার্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে (জানা যায়)। সেই কটাক্ষদ্বারা চালিতা হইয়া প্রকৃতিই চরাচর জগৎ প্রসব করে; এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১০ ॥

টীকা--ননু সৃষ্ট্যাদিকর্তুস্তবেদমৌদাসীন্যং ন প্রত্যেমি ইত্যত আহ—ময়েতি। অধ্যক্ষেণ ময়া নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে প্রকৃতিরেব জগৎ জনয়তি, মম অত্রাধ্যক্ষতা-মাত্রম্;—যথা কস্যচিৎ অম্বরীষাদেরিব ভূপতেঃ প্রকৃতিরেব রাজ্যকৃত্যং নির্বাহয়তে, অত্রোদাসীনস্য ভূপতেঃ সত্তামাত্রমিতি, যথা তস্য রাজসিংহাসনে সত্তামাত্রেণ বিনা প্রকৃতিভিঃ কিমপি ন শক্যতে কর্তুং, তথৈব মমাধিষ্ঠানলক্ষণমধ্যক্ষত্বং বিনা প্রকৃতিরপি জড়া কিমপি কর্তুং ন শক্নোতীতি ভাবঃ। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—মূঢ়াঃ (অবিবেকিগণ) মম (আমার) মানুষীং তনুম্ (মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহ) আশ্রিতং (আশ্রিত) ভাবং (তত্ত্বই) পরম্ (উৎকৃষ্ট) অজানন্তঃ (না বুঝিয়া) ভূতমহেশ্বরং (সর্বভূতের মহান্ ঈশ্বর) মাম্ (আমাকে) অবজানন্তি (মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে) ॥১১॥

মর্মানুবাদ—আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময়, আমারই অনুগ্রহে আমার শক্তি সমস্ত কার্য করে, কিন্তু আমি—সমস্ত কার্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড়জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, তাহাও কেবল আমার অনুগ্রহ ও শক্তিপ্রভাব-মাত্র। আমি—জড়বিধিসকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করেন, উহা—তাহাদের মায়াবদ্ধ বুদ্ধির কার্যমাত্র; আমার পরমভাব তাহা নয়। আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক, মধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও আমার শক্তিদ্বারা আমি—যুগপৎ সর্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল আমার অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমেই ঘটে। মূঢ় লোকসমূহ আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্তিকে মানব-তনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; অতএব অবিদ্বৎ-প্রতীতিদ্বারা আমাতে একটী ক্ষুদ্র ভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব' বলিয়া বুঝিতে পারেন ॥ ১১ ॥

টীকা—নন্থ চ, সত্যম্, অনন্তকোটীব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষঃ স্বপ্রকৃত্যা জগৎ সৃজতীতি যঃ প্রসিদ্ধঃ, স এব হি ভবান্; কিন্তু বসুদেবসূনোস্তবেয়ং মানুষী তনুরিত্যেতদংশেনৈব কেচিত্তব নিকর্ষং বদন্তীত্যত আহ—অবজানন্তীতি। মম মনুষ্যাত্মনো-রস্যাঃ পরং ভাবং কারণার্ণবশায়িমহাপুরুষাদিভ্যোঽপ্যুৎকৃষ্টং স্বরূপম্ অজানন্ত এব তে। কীদৃশং? ভূতং সত্যং যদ্ব্রহ্ম, তচ্চ তন্মহেশ্বরঞ্চেতি, তন্মহেশ্বরপদং সত্যান্তরব্যাবর্তকমত্র জ্ঞেয়ম্—"যুক্তে ক্ষ্মাদাবৃতে ভূতম্" ইত্যমরঃ। "তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতল-নাসীনং সততং স-মরুদ্গণোঽহং পরময়া স্তুত্যা তোষয়ামি" ইতি শ্রুতেঃ, "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" ইতি স্মৃতেশ্চ, মমাস্যাঃ মনুষ্যাত্মনোঃ সচ্চিদানন্দময়ত্বং মদভিজ্ঞভক্তৈরুচ্যতে এব, তথা সর্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিত্বঞ্চ বাল্যে মন্মাত্রা শ্রীযশোদয়া দৃষ্টমেব; যদ্বা, মানুষীং তনুমেব বিশিনষ্টি—পরম্ উৎকৃষ্টং ভাবং সত্তাং বিশুদ্ধং সত্ত্বং সচ্চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ;—"ভাবঃ সত্তা-স্বভাবাভিপ্রায়ঃ" ইত্যমরঃ। পরং ভাবমপি বিশিনষ্টি— মম ভূতমহেশ্বরং মম সৃজ্যানি ভূতানি যে ব্রহ্মাদ্যাস্তেষামপি মহান্তমীশ্বরম্। তস্মাজ্জীবস্যেব মম পরমেশ্বরস্য তনুর্ন ভিন্না; তনুরেবাহং, অহমেব তনুঃ, সাক্ষাদ্-ব্রহ্মৈব—"শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ" ইতি মদভিজ্ঞ-শুকোক্তেরিতি ভবাদৃশৈস্তু বিশ্বস্যতামিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ— [তাহারা] মোঘাশাঃ (নিষ্ফলকাম) মোঘকর্মাণঃ (নিষ্ফলকর্মা) মোঘজ্ঞানাঃ (বিফলজ্ঞান) বিচেতসঃ (ও বিবেক-বিহীন) [ভবন্তি] [হয়] মোহিনীং (এবং মোহজনক (রাক্ষসীম্

(তামস) আসুরীঞ্চ এব (ও রাজস) প্রকৃতিং (স্বভাব) শ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুবাদ—যদি বল, অবিদ্বৎপ্রতীতি কি জন্য উদিত হয়? তবে শুন, মূঢ়লোকগণ রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কর্ম ও জ্ঞান, সবই নিরর্থক হয়। লোকপ্রাপ্তির আশাদ্বারা তাহাদের চিত্ত কর্মে বিক্ষিপ্ত হয় ; তুচ্ছফলদ কর্ম অনুষ্ঠান করতঃ তাহারা আর বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যদি কখনও তাহারা জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে 'অভেদবাদ'-রূপ দুষ্টজ্ঞানদ্বারা তাহাদের 'বিদ্যা' লোপ পায়। তখন তাহারা মনে করে যে, আমার এই মূর্তি—মায়া-ময়ী, আমি—'ঈশ্বর' সুতরাং 'ব্রহ্ম' অপেক্ষা 'হীন-তত্ত্ব'; সাধনীভূত আমার উপাসনাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তৎসিদ্ধিস্বরূপ নির্গুণব্রহ্ম-লাভ হইবে। তাহাতে ফল এই হয় যে, অবশেষে রাক্ষস ও আসুর-স্বভাব-দ্বারা জীবের দৈবী প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

টীকা—নন্বু যে মানুষীং মায়াময়ীং তনুমাশ্রিতোঽয়ম্ ঈশ্বর ইতি মত্বা ত্বাম্ অবজানন্তি, তেষাং কা গতিস্তত্রাহ—মোঘাশা ইতি। যদি ভক্তা অপি স্যুস্তদপি মোঘাশা ভবন্তি, মৎসালোক্যাদিম্ অভিবাঞ্ছিতং ন প্রাপ্নুবন্তি। যদি তে কর্মিণস্তদা মোঘকর্মাণঃ কর্মফলং স্বর্গাদিকং ন লভন্তে ; যদি তে জ্ঞানিনস্তর্হি মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞানফলং মোক্ষং ন বিদন্তি। তর্হি তে কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যত আহ—রাক্ষসীমিতি। তে রাক্ষসীং প্রকৃতিং রাক্ষসানাং স্বভাবং শ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) মহাত্মানঃ তু (ভগবদ্ভক্তিপ্রবৃত্ত মহাত্মগণ) দৈবীং প্রকৃতিম্ (দেবস্বভাব) আশ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া)

অনন্য-মনসঃ (অনন্যচিত্তে) মাং (মনুষ্যাকৃতি আমাকেই) ভূতাদিম্ (ভূতগণের কারণ) অব্যয়ং (ও অনশ্বর) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (সেবা করিয়া থাকেন) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে পার্থ, যাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করতঃ অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছফলদ কর্ম ও আত্মবিনাশী শুষ্ক অভেদবাদরূপ জ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া, সকলভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই কৃষ্ণস্বরূপ, তাহাকেই চরম-তত্ত্ব বলিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

টীকা—তস্মাদ্ যে মহাত্মানঃ যাদৃচ্ছিক-মদ্ভক্তিকৃপয়া মহাত্মত্বং প্রাপ্তাস্তে তু মানুষা অপি দৈবীং প্রকৃতিং দেবানাং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো মাং মানুষাকারমেব ভজন্তে। ন বিদ্যতেঽন্যত্র জ্ঞানকর্মান্যকামনাদৌ মনো যেষাং তে। মাং ভূতাদিং "ময়া ততমিদং সর্বম্" ইত্যাদি-মদৈশ্বর্যজ্ঞানেন মাং ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানাং কারণম্। অব্যয়ং সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ, অনশ্বরং জ্ঞাত্বেতি মমারাধ্যত্বে মদ্ভক্তৈরেতাবন্মাত্রং মজ্জ্ঞানমপেক্ষিতব্যম্। ইয়মেব ত্বং-পদার্থজ্ঞানকর্মাদ্যনপেক্ষা ভক্তিরনন্যা সর্বশ্রেষ্ঠা রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—[তাঁহারা] সততং (কাল, দেশ ও পাত্রের শুদ্ধি-নিরপেক্ষ হইয়া সর্বদা) মাং কীর্তয়ন্তঃ (আমার নামাদি-কীর্তনকারী) যতন্তঃ চ (আমার স্বরূপগুণাদি-নির্ণয়ে যত্নশীল) দৃঢ়ব্রতাঃ (এবং অপতিতভাবে একাদশ্যাদি ও নামগ্রহণাদি-নিয়ম-পালনকারী হইয়া) নমস্যন্তঃ চ (আমাকে নমস্কারপূর্বক) নিত্যযুক্তাঃ (ভবিষ্যতে আমার নিত্যসংযোগের

আকাঙ্ক্ষায়) ভক্ত্যা (ভক্তিযোগদ্বারা) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—সেই বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধ-ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য-লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক-কর্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসারনির্বাহ-কালে ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন ॥ ১৪ ॥

টীকা—ভজন্তীত্যুক্তং তদ্ভজনমেব কিমিত্যত আহ—সততং সদেতি নাত্র কর্মযোগ ইব কালদেশপাত্রশুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষা কর্তব্যেত্যর্থঃ ;—"ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥" ইতি স্মৃতেঃ। যতন্তো যতমানাঃ,—যথা কুটুম্বপালনার্থং দীনাঃ গৃহস্থাঃ ধনিক-দ্বারাদৌ ধনার্থং যতন্তে, তথৈব মদ্ভক্তাঃ কীর্তনাদি-ভক্তিপ্রাপ্ত্যর্থং সাধুসভাদৌ যতন্তে, প্রাপ্য চ, ভক্তিম্ অধীয়মানং শাস্ত্রং পঠতঃ ইব পুনঃ পুনরভ্যস্যন্তি চ। এতাবন্তি নাম-গ্রহণানি, এতাবত্যঃ প্রণতয়ঃ, এতাবত্যঃ পরিচর্যাশ্চাবশ্যকর্তব্যাঃ ইত্যেবং দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাং তে ; যদ্বা, দৃঢ়ানি অপতিতানি একাদশ্যাদিব্রতানি নিয়মাঃ যেষাং তে। নমস্যন্তশ্চ ইতি চকারঃ শ্রবণপাদসেবনাদ্যনুক্তসর্বভক্তি-সংগ্রহার্থঃ। নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগম্ আকাঙ্ক্ষন্তঃ আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি বর্তমানেঽপি ভূতকালিকঃ ক্ত-প্রত্যয়ঃ। অত্র মাং কীর্তয়ন্ত এব মামুপাসত ইতি মৎকীর্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্কনীয়ম্ ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অপি চ (আর) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা) যজন্তঃ (যজনকারী) অন্যে (অপর অহংগ্রহোপাসকগণ) একত্বেন (অভেদ-চিন্তনদ্বারা) [অন্যে] [প্রতীকোপাসকগণ] পৃথক্ত্বেন (বিষ্ণুই আদিত্যাদিরূপে অবস্থিত এইরূপ ভেদচিন্তাদ্বারা) [অন্যে] [এবং বিশ্বরূপোপাসকগণ] বহুধা (বহুপ্রকারে) বিশ্বতোমুখং (বিশ্বরূপ) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, অনন্যভক্তসকল যে আর্তাদি ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং 'মহাত্ম'-শব্দবাচ্য, তাহা আমি তোমাকে অনেক প্রকারে দেখাইলাম। সম্প্রতি অনুক্তপূর্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন আর তিনপ্রকার ভক্ত আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। সেই তিনপ্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ 'অহংগ্রহোপাসক', 'প্রতীকোপাসক' এবং 'বিশ্বরূপো-পাসক' বলিয়া থাকেন। উক্ত তিনপ্রকার ন্যূন-ভক্তদিগের মধ্যে অহংগ্রহোপাসকই প্রধান ; তিনি 'আপনাকে ভগবান্' বলিয়া অভিমান-সহকারে উপাসনা করেন ;—ইহাই পরমেশ্বর-যজনরূপ একপ্রকার 'যজ্ঞ' ; এই অভেদজ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজনপূর্বক অহংগ্রহোপাসকগণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। প্রতীকোপাসকগণ—তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন। তাঁহারা ভগবান্ হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ জানিয়া সূর্য ও ইন্দ্রাদিকে 'ভগবদ্বিভূতি' বলিয়া উপাসনা করেন। তাঁহাদের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'বিশ্বরূপ' বলিয়া ভগবান্‌কে উপাসনা করেন। এইপ্রকার জ্ঞানযজ্ঞের ত্রিবিধত্ব লক্ষিত হয় ॥ ১৫ ॥

টীকা—তদেবম্ অত্রাধ্যায়ে পূর্বাধ্যায়ে চ অনন্যভক্ত এব মহাত্ম-শব্দবাচ্যঃ, আর্তাদিসর্বভক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি দর্শিতম্। অথান্যেঽপি অনুক্তপূর্বা যে ত্রিবিধা ভক্তাঃ পূর্বতো ন্যূনাঃ, 'অহংগ্রহোপাসকাঃ',

'প্রতীকোপাসকাঃ', 'বিশ্ব-রূপোপাসকা'স্তান্ দর্শয়তি—জ্ঞানযজ্ঞেনেতি। অন্যেন মহাত্মনঃ পূর্বোক্ত-সাধনানুষ্ঠানাসমর্থাঃ ইত্যর্থঃ; জ্ঞানযজ্ঞেন "ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতা অহং বৈ ত্বমসি" ইত্যাদি-শ্রুত্যুক্তমহংগ্রহোপাসনং জ্ঞানং স এব পরমেশ্বরযজনরূপত্বাৎ যজ্ঞস্তেন, চকার এবার্থে অপি-শব্দসাধনান্তরত্যাগার্থঃ; একত্বেন উপাস্যোপাসকয়োরভেদচিন্তনরূপেণ। ততোঽপি ন্যূনা অন্যে পৃথক্ত্বেন ভেদচিন্তনরূপেণ "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তেন প্রতীকোপাসনেন জ্ঞানযজ্ঞেন। "অন্যে ততোঽপি মন্দা বহুধা বহুভিঃ প্রকারৈর্বিশ্বতোমুখং বিশ্বরূপং সর্বাত্মানং মামেবোপাসতে" ইতি মধুসূদনসরস্বতীপাদানাং ব্যাখ্যা। অত্র "নাদেবো দেবমর্চয়েৎ" ইতি তান্ত্রিকদৃষ্ট্যা "গোপালোঽহম্" ইতি ভাবনাবত্ত্বে যা গোপালোপাসনা, সা 'অহংগ্রহোপাসনা'। তথা "যঃ পরমেশ্বরো বিষ্ণুঃ, স হি সূর্য এব নান্যঃ; স হি ইন্দ্র এব নান্যঃ; স হি সোম এব নান্যঃ" ইত্যেবং ভেদেন একস্যা এব ভগবদ্বিভূতের্যা উপাসনা, সা 'প্রতীকোপাসনা'। 'বিষ্ণুঃ সর্বঃ' ইতি সমস্ত-বিভূত্যুপাসনা বিশ্বরূপোপাসনেতি জ্ঞানযজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যম্; যদ্বা, একত্বেন পৃথক্ত্বেন ইত্যেক এব 'অহংগ্রহোপাসনা'—'গোপালোঽহং', গোপালস্য 'দাসোঽহম্' ইত্যুভয়ভাবনাময়ী সমুদ্রগামিনী নদীব সমুদ্রভিন্নাভিন্না চেতি। তদা চ জ্ঞানযজ্ঞস্য দ্বৈবিধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) ক্রতুঃ (অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌতকর্ম) অহং (আমি) যজ্ঞঃ (বৈশ্বদেবাদি স্মার্তকর্ম) অহং (আমি) স্বধা (পিতৃদের শ্রাদ্ধাদি) অহম্ (আমি) ঔষধম্ (সর্বপ্রাণিদের ওষধিপ্রভব-অন্ন অথবা রোগনিবারক ভেষজ) অহং (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র) অহম্ এব (আমিই) আজ্যম্ (ঘৃতাদি) অহম (আমি) অগ্নিঃ (অগ্নি) অহং (আমি) হুতম্ (হোমক্রিয়া) ॥ ১৬ ॥

অহম্ (আমি) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) পিতা (পিতা) মাতা (মাতা) ধাতা (কর্মফলপ্রদাতা) পিতামহঃ (পিতামহ) বেদ্যং (জ্ঞেয় বস্তু) পবিত্রম্ (পবিত্র) ওঁকারঃ (প্রণব) ঋক্ (ঋক্‌বেদ) সাম (সামবেদ) যজুঃ এব চ (এবং যজুর্বেদস্বরূপ) ॥ ১৭ ॥

[আমি] গতিঃ (কর্মফল) ভর্তা (পতি) প্রভুঃ (নিয়ন্তা) সাক্ষী (শুভাশুভ-দ্রষ্টা) নিবাসঃ (আশ্রয়স্থান) শরণং (রক্ষাকর্তা) সুহৃৎ (নিরুপাধিহিতকারী) প্রভবঃ (সৃষ্টি) প্রলয়ঃ (প্রলয়) স্থানং (ও স্থিতিক্রিয়া) নিধানম্ (শঙ্খপদ্মাদি নিধি) অব্যয়ং (অবিনাশী) বীজম্ (কারণ) ॥ ১৮ ॥

অর্জুন! (হে অর্জুন!) অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি) অহং বর্ষং (বৃষ্টি) নিগৃহ্ণামি (আকর্ষণ করি) উৎসৃজামি চ (এবং বর্ষণ করি) [আমি] অমৃতং (মোক্ষ) মৃত্যু চৈব (ও সংসার) অহং (আমি) সৎ (স্থূল) অসৎ চ (ও সূক্ষ্ম) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই অগ্নিষ্টোমাদি 'শ্রৌত' এবং বৈশ্বদেবাদি 'স্মার্ত' যজ্ঞ; আমিই স্বধা; আমিই ঔষধ; আমিই মন্ত্র; আমিই ঘৃত; আমিই অগ্নি; আমিই হোম; আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ; আমিই পবিত্র ওঁকার; আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ; আমিই

সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী. নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি. নাশ, স্থিতি, হেতু এবং অব্যয়বীজ ; নিদাঘ-কালে আমিই তাপ ও প্রাবৃট্‌কালে আমিই বৃষ্টি ; আমিই জল বর্ষণ করি ও জল আকর্ষণ করি ; আমিই অমৃত ; আমিই মৃত্যু এবং হে অর্জুন, আমিই সদসৎ। এইরূপ ধ্যান করতঃ বিশ্বরূপ-স্বরূপে আমার উপাসনা হয় ॥ ১৬-১৯ ॥

টীকা—বহুধোপাসতে কথং ত্বামেব ইত্যাশঙ্ক্য আত্মনো বিশ্বরূপত্বং প্রপঞ্চয়তি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ যজ্ঞঃ, স্মার্তো বৈশ্বদেবাদিঃ. ঔষধম্ ঔষধি-প্রভবমন্নম্। 'পিতা' ব্যষ্টিসমষ্টিসর্বজগদুৎপাদনাৎ. 'মাতা' জগতোঽস্য স্বকুক্ষি-মধ্য এব ধারণাৎ, 'ধাতা' জগতোঽস্য পোষণাৎ. 'পিতামহঃ' জগৎস্রষ্টুঃ ব্রহ্মণোঽপি জনকত্বাৎ ; বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু. পবিত্রং শোধকং বস্তু. গতিঃ ফলং, ভর্তা পতিঃ, প্রভুর্নিয়ন্তা, 'সাক্ষী' শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসঃ আস্পদং, 'শরণং' বিপদ্ত্যাস্ত্রাতা, 'সুহৃৎ' নিরুপাধিহিতকারী। 'প্রভবাদ্যাঃ' সৃষ্টিসংহারস্থিতয়ঃ ক্রিয়াশ্চাহং, 'নিধানং' নিধিঃ পদ্মশঙ্খাদিঃ, 'বীজং' কারণম্, 'অব্যয়ম্' অবিনাশি. ন তু ব্রীহ্যাদিবন্নশ্বরম্ ; আদিত্যো ভূত্বা নিদাঘে তপামি. প্রাবৃষি বর্ষম্ উৎসৃজামি, কদাচিচ্চৈব গ্রহরূপেণ বর্ষং নিগৃহ্লামি চ। 'অমৃতং' মোক্ষঃ, 'মৃত্যুঃ' সংসারঃ, 'সদসৎ' স্থূল-সূক্ষ্মঃ ;—এতৎ সর্বম্ অহমেব ইতি মত্বা বিশ্বতোমুখং মামুপাসতে ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৬-১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি
দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রৈবিদ্যাঃ (বেদত্রয়োক্ত-কর্মপরায়ণ) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষ সোমপানকারী) পূতপাপাঃ (নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ) মাং (ইন্দ্রাদিরূপে আমাকে) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞদ্বারা) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গ)

প্রার্থয়ন্তে (প্রার্থনা করেন) তে (তাঁহারা) পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্র-লোকম্ (দেবলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তম) দেবভোগান্ (দেবভোগ্য সুখ) অশ্নন্তি (ভোগ করেন) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—এবম্ভূত ত্রিবিধ উপাসনাতে যদি ভক্তি-গন্ধ থাকে, তাহা হইলেই আমাকে "পরমেশ্বর" বলিয়া উপাসনা করতঃ জীব ক্রমশঃ তত্তৎ কষায় পরিত্যাগপূর্বক আমার শুদ্ধভক্তিলাভরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 'অহং-গ্রহোপাসনায়' উপাসকের নিজের প্রতি যে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা ভক্তির আলোচনা-ক্রমে দূরীভূত হইয়া শুদ্ধভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে; 'প্রতীকোপাসনায়' যে অন্য-দেবাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গ-ক্রমে দূরীভূত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাতেই পর্যবসিত হইতে পারে; 'বিশ্বরূপোপাসনায়' যে অনিশ্চিত পরমাত্মা জ্ঞান, তাহা মৎস্বরূপাবির্ভাব-ক্রমে দূরীভূত হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত হইতে পারে, কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্যলক্ষণ কর্মজ্ঞানাগ্রহ থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্যমঙ্গলস্বরূপ ভক্তিলাভ হয় না। 'অভেদসাধকগণ' ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ মায়া-বাদরূপ কুতর্কজালে পতিত হয়। 'প্রতীকোপাসকগণ' ঋক্, সাম ও যজুর্বেদোল্লিখিত কর্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বেদত্রয়ের কর্মোপদেশিনী ত্রয়ীবিদ্যা অধ্যয়ন করতঃ সোমপানদ্বারা ধৌতপাপ হয়; ক্রমে যজ্ঞসকল-দ্বারা আমার উপাসনা করতঃ স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে; তাহারা পুণ্যলভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

টীকা—এবং ত্রিবিধোপাসনাবন্তোঽপি ভক্ত্যা এব মামেব পরমেশ্বরং জানন্তো মুচ্যন্তে। যে তু কর্মিণস্তে ন মুচ্যন্তে এব ইত্যাহ দ্বাভ্যাং—ত্রৈবিদ্যা ইতি। ঋগ্‌যজুসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তি বা ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্তকর্মপরা ইত্যর্থঃ। যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা ইন্দ্রাদয়ো মমৈব

রূপাণীত্যজানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেব ইষ্ট্বা যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তে পুণ্যপাপাঃ ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে
মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

অন্বয়ঃ—তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং (বিপুল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোক) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে) মর্ত্যলোকং (মর্ত্যলোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন) এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্মম্ (বেদত্রয়বিহিতধর্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠান-তৎপর) কামকামাঃ (ভোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ) গতাগতং (সংসারে গমনাগমন) লভন্তে (করিয়া থাকেন) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—পরে সেই প্রভূতসুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে তাহারা পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন করে। কাম-কামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥ ২১ ॥

টীকা—গতাগতং পুনঃ পুনর্মৃত্যুজন্মনী ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্যাঃ (অন্য-কামনারহিত) মাং চিন্তয়ন্তঃ (আমার চিন্তা-নিরত) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্যুপাসতে (সর্বতোভাবে উপাসনা করেন) তেষাং (সেই) নিত্যাভিযুক্তানাং (নিত্যসংযোগকামিগণের) যোগক্ষেমম্ (যোগ ও ক্ষেম) অহং (আমি) বহামি (বহন করি) ॥ ২২ ॥

মর্ম্মানুবাদ—তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যা-উপাসকসকল সুখ-লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পান। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন; তাঁহারা দেহযাত্রার জন্য ভক্তি-যোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন; অতএব তাঁহারা—নিত্য অভিযুক্ত; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন; আমিই তাঁহাদিগকে সমস্ত অর্থপ্রদান এবং তাঁহাদের তৎসমুদয় পালন করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভক্তিযোগবিহিত বিষয় স্বীকার করিলে বহির্দৃষ্টিতে সমস্তবিষয়-ভোগ হয় বটে, এবং এবিষয়ে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্ত-দিগের ভেদ নাই বটে, কিন্তু ভক্তদিগের কাম না থাকিলেও আমি তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি। আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। প্রতীকোপাসকগণ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতঃ পুনরায় কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়,—তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্তবিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্ত-বাৎসল্যবশতঃ ভক্তগণের উপকার-চেষ্টা করিয়া আনন্দ লাভ করি। তাহাতে আমার ভক্তগণের কিছুমাত্র অপরাধ নাই, যেহেতু তাহারা আমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করে না; আমি স্বয়ং তাহাদের অভাব পূরণ করি ॥ ২২ ॥

টীকা—মদনন্যভক্তানাং সুখন্তু ন কর্মপ্রাপ্যং কিন্তু মদ্দত্তমেব ইত্যাহ—অনন্যা ইতি। নিত্যমেব সদৈবাভিযুক্তানাং পণ্ডিতানামিতি তদন্যে নিত্যমপণ্ডিতা ইতি ভাবঃ; যদ্বা, নিত্যসংযোগস্পৃহাবতাং যোগধ্যানাদিলাভঃ। ক্ষেমং তৎপালনঞ্চ তৈরনপেক্ষিতমপ্যহমেব বহামি, অত্র করোমীত্যপ্রযুজ্য বহামীতিপ্রয়োগাৎ। তেষাং শরীরপোষণভারো ময়ৈবোহ্যতে, যথা স্ব-কলত্রপুত্রাদিপোষণভারো গৃহস্থেনেতি ভাবঃ। ন চান্যেষামিব তেষামপি যোগক্ষেমং কর্মপ্রাপ্যমেবেত্যত আত্মারামস্য

সর্বত্রোদাসীনস্য পরমেশ্বরস্য তব কিং তদ্বহনেনেতি বাচ্যম্—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্" ইতি শ্রুতের্মদনন্যভক্তানাং নিষ্কামত্বেন নৈষ্কর্ম্যাৎ তেষু দৃষ্টং সুখং মদ্দত্তমেব তত্র মম সর্বত্রোদাসীনস্যাপি স্বভক্তবাৎসল্যমেব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ। ন চৈবং ত্বয়ি স্বেষ্টদেবে স্বনির্বাহভারং দদানাস্তে ভক্তাঃ প্রেমশূন্যা ইতি বাচ্যম্; তৈর্ময়ি স্ব-ভারস্য সর্বথৈবানর্পণাৎ ময়ৈবাস্বেচ্ছয়া গ্রহণাৎ ন চ সঙ্কল্পমাত্রেণ বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তুঃ মমায়ং ভারো জ্ঞেয়ঃ; যদ্বা, ভক্তজনাসক্তস্য মম স্বভোগ্যকান্তাভারবহনমিব তদীয় যোগক্ষেমবহন-মতিসুখপ্রদমিতি ॥ ২২ ॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) অন্যদেবতাভক্তাঃ যে অপি (অন্যদেবতার ভক্ত যাঁহারা) শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজা করেন) তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্বকং (মৎপ্রাপকবিধি ব্যতিরেকে) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করেন) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমিই একমাত্র পরমেশ্বর; আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোন দেবতা নাই; আমি স্ব-স্বরূপে সর্বদাই প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব। সূর্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন অর্থাৎ প্রপঞ্চমধ্যে মায়ার গুণ-দ্বারা প্রতিভাত আমার বৈভব-রূপগুলিকেই প্রপঞ্চবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, তাহারা (মদ্বিভূতি বা দেবগণ)—আমার 'গুণাবতার'; তাহাদের তত্ত্ব এবং আমার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার 'গুণাবতার' বলিয়া সেই দেবতা-সকলকে ভজন

করেন, তাঁহাদের ভজন—বৈধ অর্থাৎ উন্নতিসোপান-সম্মত। যাঁহারা ঐ দেবতা-সকলকে 'নিত্য' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্বক যজন করেন,—এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্যফল-লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

টীকা—নহু চ "জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে" ইত্যনেন ত্বয়া স্বস্যৈবোপাসনা ত্রিবিধোক্তা; তত্র "বহুধা বিশ্বতোমুখম্" ইতি তৃতীয়ায়া উপাসনায়া জ্ঞাপনার্থম্ "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদিনা স্বস্য বিশ্বরূপত্বং দর্শিতম্; অতঃ কর্মযোগেন কর্মাঙ্গভূতেন্দ্রাদিযাজকাস্তথা প্রাধান্যেনৈব দেবতান্তর-ভক্তা অপি ত্বদ্ভক্তা এব কথং তর্হি তে ন মুচ্যন্তে? যদুক্তং ত্বয়া—"গতাগতং কামকামা লভন্তে" ইতি, "অন্তবত্তু ফলং তেষাম্" ইতি চ তত্রাহ—যেঽপীতি। সত্যং মামেব যজন্তীতি, কিন্ত্ববিধিপূর্বকং—মৎপ্রাপকং বিধিং বিনৈব যজন্ত্যতঃ পুনরাবর্তন্তে ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্বযজ্ঞানাং (সর্ব-যজ্ঞের) ভোক্তা চ (ভোক্তা) প্রভুঃ চ (এবং ফলদাতা) তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) তত্ত্বেন (যথার্থরূপে) ন অভি-জানন্তি (জানিতে পারে না) অতঃ (এইজন্য) চ্যবন্তি (পুনরাবর্তন করে) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা অন্যদেবতাকে আমা হইতে 'স্বতন্ত্র' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই 'প্রতীকোপাসক' বলা যায়। তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিক উপাসনা বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়

কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধাসহকারে যে পূজা করে, আমি তাহা গ্রহণ করি না; যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধক্রমে আমার পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

টীকা—বরং দেবতান্তরভক্তাবায়াসাধিক্যং, ন তু মদ্ভক্তাবিত্যাহ—পত্রমিতি। অত্র ভক্ত্যেতি কারণং,—তৃতীয়ায়াং ভক্ত্যুপহৃতমিতি পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ, অতঃ সহার্থে তৃতীয়া, ভক্ত্যা সহিতাঃ, মদ্ভক্তা ইত্যর্থঃ। তেন মদ্ভক্তভিন্নো জনস্তাৎকালিক্যা ভক্ত্যা যৎ প্রযচ্ছতি তৎ তেনোপহৃতমপি পত্রপুষ্পাদিকং নৈবাশ্নামীতি দ্যোতিতম্। ততশ্চ মদ্ভক্ত এব পত্রাদিকং যদ্দদাতি, তৎ তস্যাহমশ্নামি যথোচিতমুপযুঞ্জে। কীদৃশম্? ভক্ত্যা উপহৃতং, ন তু কস্যচিদনুরোধাদিনা দত্তমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মদ্ভক্তস্যাপ্যপবিত্রশরীরত্বে সতি নাশ্নামীত্যাহ—প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধশরীরস্যেতি রজস্বলাদয়ো ব্যাবৃত্তাঃ; যদ্বা, প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য মদ্ভক্তং বিনা নান্যঃ শুদ্ধান্তঃকরণ ইতি। "ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি" ইতি পরীক্ষিদুক্তেঃ মৎপাদসেবাত্যাগাসামর্থ্যমেব শুদ্ধচিত্তত্বচিহ্নম্; অতঃ ক্বচিৎ কামক্রোধাদিসত্ত্বেঽপি উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবত্তস্যাকিঞ্চিৎকরত্বং জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যৎ (লৌকিক বৈদিক যে কর্ম) করোষি (কর) যৎ (যাহা) অশ্নাসি (ভোজন কর) যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর) যৎ (যাহা) দদাসি (দান কর) যৎ (যে) [illegible]স্যসি (ব্রতাদি কর) তৎ (তাহা) মদর্পণম্ (আমাতে যে প্রকারে [illegible]) কুরু (কর) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ— ভক্ত্যধিকারিদের শ্রেণী চারিটী,—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ভক্তিপদারূঢ় হইবার প্রাগবস্থায় তাহাদের সাধন তিনপ্রকার,—অহং-গ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা। ভক্তিপদারূঢ় হইবার সময় মানবের সংসারসম্বন্ধে ব্যবহার চারিপ্রকার,—সকাম-কর্মযোগ, নিষ্কাম-কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ। এই সমস্ত বলিয়া বিশুদ্ধভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম। হে অর্জুন, এখন তুমি তোমার স্বীয় অধিকার স্থির করিয়া লও। তুমি ধর্মবীরস্বরূপ আমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া আমার লীলা-পুষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছ; অতএব তুমি নিরপেক্ষ (শান্ত)-ভক্ত বা সকাম-ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পার না; অতএব নিষ্কামকর্ম-জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই তোমা-কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে; এতন্নিবন্ধন তোমার কর্তব্য এই যে, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যাহা তপস্যা কর, তৎ-সমুদায়ই আমাতে অর্পণ কর। ব্যবহারিক-মতে অন্যসংকল্পসহকারে কর্ম কৃত হইয়া গেলে কর্মজড়-লোকগণ অবশেষে উহা আমাকে অর্পণ করে; উহা কিছুই নয়। মূলে আমাতেই কর্ম অর্পণ করিয়া ভক্তি অনুষ্ঠান কর ॥ ২৭ ॥

টীকা—ননু চ "আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী" ইত্যারভ্য এতাবতীষু ত্বদুক্তাসু ভক্তিষু মধ্যে খল্বহং কাং ভক্তিং করবৈ ইত্যপেক্ষায়াং, ভো অর্জুন, সাম্প্রতং তাবত্তব কর্মজ্ঞানাদীনাং ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ সর্বোৎ-কৃষ্টায়াং কেবলায়ামনন্যভক্তৌ নাধিকারঃ নাপি নিকৃষ্টায়াং সকামভক্তৌ তস্মাত্ত্বং নিষ্কামাং কর্মজ্ঞানমিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ভক্তিং কুর্বিত্যাহ—যৎ করোষীতি দ্বাভ্যাম্। লৌকিকং বৈদিকং বা যৎ কর্ম ত্বং করোষি, যদশ্নাসি ব্যবহারতো ভোজনপানাদিকং যৎ করোষি, যত্তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্বং ময্যেবার্পণং যস্য তৎ যথা স্যাৎ, তথা কুরু। ন চাস্য নিষ্কামকর্মযোগ এব, ন তু ভক্তিযোগ ইতি বাচ্যং নিষ্কাম-শাস্ত্রবিহিতং কর্মৈব ভগবত্যর্প্যতে, ন তু ব্যবহারি

তথৈব সর্বত্র দৃষ্টেঃ ; ভক্তেস্তু স্বাত্মমনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ব্যাপারমাত্রমেব স্বেষ্টদেবে ভগবত্যর্প্যতে। যদুক্তং ভক্তিপ্রকরণ এব—"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণেতি সমর্পয়েত্তৎ॥" ইতি। ননু চ জুহোষীতি হবনমিদমর্চনাঙ্গভূতং বিষ্ণূদ্দেশ্যকমেব তপস্যসীতি তপোঽপ্যেতদেকাদশ্যাদিব্রতং অত ইয়মনন্যৈব ভক্তিঃ কিমিতি নোচ্যতে? সত্যম্ ; অনন্যা কৃত্বাপি ন ভগবত্যর্প্যতে, কিন্তু ভগবত্যর্পিতৈব ক্রিয়তে ; যদুক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন—"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণম্" ইত্যত্র "পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ" ইতি, "ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েত।" ইত্যস্য ব্যাখ্যা চ শ্রীস্বামি-চরণানাং—"ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়েত, সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত" ইত্যতঃ পদ্যমিদং ন কেবলায়াং পর্যবসেদিতি ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (এইরূপে) শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভফলরূপ) কর্মবন্ধনৈঃ (কর্মবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (কর্মফল-ত্যাগরূপ যোগযুক্ত হইয়া) বিমুক্তঃ (মুক্তগণের মধ্যে বিশিষ্ট হইয়া) মাম্ উপৈষ্যসি (আমার নিকট গমন করিবে) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—তাহা হইলে যুদ্ধাদি কর্মের যে শুভাশুভ ফল, তদ্বন্ধন হইতে কর্মফল-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস-যোগযুক্ত হইয়া, মুক্তিলাভপূর্বক আমার স্বরূপগত তত্ত্ব লাভ করিবে ॥ ২৮ ॥

টীকা—শুভাশুভফলৈরনন্তৈঃ কর্মরূপৈর্বন্ধনৈর্বিমোক্ষ্যসে। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্' ইতি শ্রুতেঃ। সন্ন্যাসঃ কর্মফলত্যাগঃ ; স এব যোগঃ তেন যুক্ত আত্মা মনে

যস্য সঃ। ন কেবলং মুক্ত এব ভবিষ্যসি, অপি তু বিমুক্তো মুক্তেষ্বপি বিশিষ্টঃ সন্ মামুপৈষ্যসি সাক্ষাৎ পরিচরিতুং মন্নিকটমেষ্যসি ;—

"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" ইতি স্মৃতেঃ। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্" ইত্যাদ্যুক্তেঃ, মুক্তেঃ সকাশাদপি সাক্ষান্মৎপ্রেমসেবায়া উৎকর্ষোঽয়মিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) সমঃ (তুল্য) মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (অপ্রিয়) ন অস্তি (নাই) প্রিয়ঃ ন (এবং প্রিয় নাই) যে তু (কিন্তু যাঁহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) ভজন্তি (ভজনা করেন) তে (তাঁহারা) ময়ি (আমাতে) [যথা আসক্তাঃ] [যেরূপ আসক্ত] অহম্ অপি (আমিও) তেষু চ (তাঁহাদিগের প্রতি) [তথা আসক্তঃ] [সেইরূপ আসক্ত থাকি] ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—আমার রহস্য এই যে, আমি সর্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি ; আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই,—ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে আসক্ত এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি ॥ ২৯ ॥

টীকা—নন্থ ভক্তানেব বিমুক্তীকৃত্য স্বং প্রাপয়সি, ন ত্বভক্তানিতি চেত্তর্হি তবাপি কং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। তে ভক্তা ময়ি বর্তন্তে, অহমপি তেষু বর্তে ইতি ব্যাখ্যানে

বিধিবাক্যম্, অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাৎ; অত্র মদাজ্ঞৈব প্রমাণমিতি ভাবঃ। নমু ত্বাং ভজতে ইত্যেতদংশেন সাধুঃ পরদারাদিগ্রহণাংশেনাসাধুশ্চ স মন্তব্যস্তত্রাহ—এবেতি। সর্বেণাপ্যংশেন সাধুরেব মন্তব্যঃ, কদাপি তস্যাসাধুত্বং ন দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ। সম্যগ্‌ব্যবসিতং নিশ্চয়ো যস্য সঃ। দুস্ত্যজেন স্বপাপেন নরকং তির্যগ্‌যোনীর্বা যামি, ঐকান্তিকং শ্রীকৃষ্ণভজনন্তু নৈব জিহাসামীতি স শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ— [সে ব্যক্তি] ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্মাত্মা (সদাচারনিষ্ঠ-চিত্ত) ভবতি (হ'ন) শশ্বৎ (সর্বদা) শান্তিং (কামক্রোধাদির উপশম) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হ'ন) কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) মে ভক্তঃ (আমার ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (বিনাশপ্রাপ্ত হ'ন না) প্রতিজানীহি [ইহা] (প্রতিজ্ঞা কর) ॥ ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—হে কৌন্তেয়, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় 'নিসর্গ' ও 'ঘটনা'-বশতঃ তাহার অধর্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তি-দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম-রূপ-স্বরূপগত-আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপ-পুণ্য-বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরম-শান্তি লাভ করিবেন ॥ ৩১ ॥

টীকা—নমু তাদৃশস্যাধর্মিণঃ কথং ভজনং ত্বং গৃহ্লাসি কামক্রোধাদিদূষিতান্তঃকরণেন নিবেদিতমন্নপানাদিকং কথমশ্নাসীত্যত আহ—ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব স ধর্মাত্মা ভবতি। অত্র ক্ষিপ্রং ভাবী স ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং গমিষ্যতি ইতি। অপ্রযুজ্য ভবতি গচ্ছতি ইতি বর্তমান-প্রয়োগাৎ অধর্মকরণানন্তরমেব মামনুস্মৃত্য কৃতানুতাপঃ ক্ষিপ্রমেব ধর্মাত্মা

ভবতি। হন্ত হন্ত! মত্তুল্যঃ কোঽপি ভক্তলোকং কলঙ্কয়ন্নধমো নাস্তি, তদ্ধিগ্মামিতি শশ্বৎ পুনঃ পুনরপি শান্তিং নির্বেদং নিতরাং গচ্ছতি; যদ্বা, কিয়তঃ সময়াদনন্তরং তস্য ভাবি ধর্মাত্মত্বং তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণ বর্তত এব। তন্মনসি ভক্তেঃ প্রবেশাৎ যথা পীতে মহৌষধে সতি তদানীং কিয়ৎকালপর্যন্তং নশ্যদবস্থো জ্বরদাহো বিষদাহো বা বর্তমানোঽপি ন গণ্যতে ইতি ধ্বনিঃ। ততশ্চ তস্য ভক্তস্য দুরাচারত্বগমকাঃ কামক্রোধাদ্যা উৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবদকিঞ্চিৎকরা এব জ্ঞেয়া ইত্যনুধ্বনিঃ। অতএব শশ্বৎ সর্বদৈব শান্তিং কামক্রোধাদ্যুপশমং নিতরাং গচ্ছতি অতিশয়েন প্রাপ্নোতীতি দুরাচারত্ব-দশায়ামপি স শুদ্ধান্তঃকরণ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। নন্বু যদি স ধর্মাত্মা স্যাত্তদা নাস্তি কোঽপি বিবাদঃ, কিন্তু কশ্চিদ্দুরাচারভক্তো জন্মপর্যন্তমপি দুরাচারত্বং ন জহাতি, তস্য কা বার্তেত্যতো ভক্তবৎসলো ভগবান্ সপ্রৌঢ়ি সকোপমিবাহ—কৌন্তেয়েতি। মে ভক্তো ন প্রণশ্যতি, তদপি প্রাণনাশে অধঃপাতং ন যাতি। "কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কা-কুলমর্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহকাহলাদি-মহাঘোষ-পূর্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভ-বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্" ইতি স্বামিচরণাঃ। নন্বু কথং ভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞাতুমর্জুনমেবাতি-দিদেশ,—যথৈবাগ্রে "মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" ইতি বক্ষ্যতে, তথৈবাত্রাপি "কৌন্তেয়! প্রতিজানেঽহং ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" ইতি কথং নোক্তম্? উচ্যতে—ভগবতা তদানীমেব বিচারিতং ভক্তবৎসলেন ময়া স্বভক্তাপকর্ষলেশমপ্যসহিষ্ণুনা স্বপ্রতিজ্ঞাং খণ্ডয়িত্বাপি স্বাপকর্ষমঙ্গীকৃত্যাপি ভক্তপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিতা বহুত্র; যথা তত্রৈব ভীষ্মযুদ্ধে

স্বপ্রতিজ্ঞামপ্যপাকৃত্য ভীষ্মপ্রতিজ্ঞৈব রক্ষিষ্যতে। বহির্মুখা বাদিনো বৈতণ্ডিকা মৎপ্রতিজ্ঞাং শ্রুত্বা হসিষ্যন্তি, অর্জুনপ্রতিজ্ঞা তু পাষাণরেখেবেতি তে প্রতিয়ন্তি। অতোঽর্জুনমেব প্রতিজ্ঞাং কারয়ামীত্যত্রৈতাদৃশদুরাচারস্যাপ্যনন্যভক্তিশ্রবণাদনন্যভক্ত্যভিধায়কবাক্যেষু সর্বত্র ন বিদ্যতেঽন্যৎস্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তিবিধর্মশোকমোহকামক্রোধাদিকং যত্র ইতি কুপণ্ডিতব্যাখ্যা ন গ্রাহ্যা ইতি ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যে অপি (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (অন্ত্যজাদিযোনিতে উৎপন্ন) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী) বৈশ্যাঃ (বৈশ্য) তথা শূদ্রাঃ (এবং শূদ্র) স্যুঃ (হয়) তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) হি (নিশ্চয়) পরাং গতিং (উত্তমগতি) যান্তি (লাভ করে) ॥ ৩২ ॥

মর্মানুবাদ—হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি নীচ-বর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্যভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরা গতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি-সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই ॥ ৩২ ॥

টীকা—এবং কর্মণা দুরাচারাণামাগন্তুকান্ দোষান্ মদ্ভক্তির্ন গণয়তীতি কিং চিত্রম্? যতো জাত্যৈব দুরাচারাণাং স্বাভাবিকানপি দোষান্ মদ্ভক্তির্ন গণয়তীত্যাহ—মামিতি। পাপযোনয়োঽন্ত্যজা ম্লেচ্ছা অপি; যদুক্তং—"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপাস্তদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥" "অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুস্তপস্তে

জুহুবুঃ সস্নুরার্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥” কিং পুনঃ স্ত্রীবৈশ্যাদ্যা অশুদ্ধ্যালীকাদিমন্তঃ? ৩২ ॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুণ্যাঃ (পবিত্র) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা (এবং) ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ) [পরমগতি লাভ করেন] কিং পুনঃ (তাহাতে আর কথা কি?) অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখম্ (দুঃখকর) ইমং (এই) লোকং (মনুষ্যদেহ) প্রাপ্য (পাইয়া) মাং (আমাকে) ভজস্ব (ভজনা কর) ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ—যখন অন্ত্যজ-জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; কেননা, ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতি শীঘ্রই প্রশমিত হয়, তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও স্বরূপগত ভক্তিসম্বন্ধীয় আচারদ্বারা পুণ্যফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্র দূরীভূত হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া কেবলমাত্র আমারই নিরবদ্য ভজন কর ॥ ৩৩ ॥

টীকা—ততোঽপি কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ যে ভক্তাঃ? তস্মাত্ত্বং মাং ভজস্ব ॥ ৩৩ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার সেবক) মদ্যাজী [এবং] (আমার পূজাপরায়ণ) ভব (হও) মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর) এবম্ (এইরূপে) আত্মানং (মন ও দেহ) যুক্ত্বা (আমাতে অর্পণপূর্বক) মৎপরায়ণঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৪ ॥

ইতি নবম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, তোমার শরীরকে আমার ভক্তিযজন ও আমার প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর ; তাহা হইলেই মৎপরায়ণ হইয়া যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্য লাভ করিবে ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিই রাজগুহ্যযোগ এবং পাত্রাপাত্রের দোষাদি প্রবল না হইলেও ভক্তি-কর্তৃক সহজেই তাহা নষ্ট হয়,—ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ।

ইতি নবম অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি—মন্মনা ইতি। এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্ত্বা ময়ি নিয়োজ্য ॥ ৩৪ ॥

পাত্রাপাত্রবিচারিত্বং স্বস্পর্শাৎ সর্বশোধনম্।
ভক্তেরেবাত্রৈতদস্যা রাজগুহ্যত্বমীক্ষ্যতে ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগঃ

কথাসার। সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সর্বপ্রকারে দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি-কারণ-স্বরূপ; তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের বিষয় অবগত নহেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতঃ জন্মরহিত, অনাদি ও লোকসমূহের মহেশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনি মোহশূন্য হইয়া সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হ'ন, তাঁহার বিভূতি ও যোগ সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া শুদ্ধজ্ঞান লাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণে দেহমন সমর্পণপূর্বক প্রীতিভরে সঙ্কীর্তন-সহযোগে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণে নিত্যযুক্ত ও প্রীতিপূর্বক ভজনকারিগণকে তিনি এরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হ'ন। শ্রীঅর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনন্ত বিভূতির মধ্যে মুখ্য মুখ্য বিভূতিসকল বর্ণনপূর্বক উপসংসারে বলিলেন যে, যেখানে যেখানে যে যে বস্তুতে কোন প্রকার ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য বা আতিশয্য দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই তাঁহার তেজের অংশ হইতে প্রকাশিত। তিনিই একাংশে মাত্র সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া অধিষ্ঠিত। সমস্ত বিভূতির আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণভজনই জীবের নিত্যধর্ম-রূপ প্রেমের প্রাপক; ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।

শ্রীভগবান্ উবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥ ১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) ভূয়ঃ এব (পুনর্বার) মে (আমার) পরমং (উৎকৃষ্ট)

বচঃ (বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর) যৎ (যাহা) প্রীয়মাণায় (প্রেমবান্) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিত-কামনায়) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুবাদ—হে মহাবাহো, তুমি—প্রেমবান্, তোমার হিত-কামনায় আমি পূর্বে যে-সকল বাক্য বলিয়াছি, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতেছি, তুমি পুনরায় মনোনিবেশপুর্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

টীকা—ঐশ্বর্যং জ্ঞাপয়িত্বোচে ভক্তিং যৎ সপ্তমাদিষু।
সরহস্যং তদেবোক্তং দশমে সবিভূতিকম্ ॥

আরাধ্যত্বজ্ঞানকারণমৈশ্বর্যং যদেব পূর্বত্র সপ্তমাদিযুক্তং তদেব সবিশেষং ভক্তিমতামানন্দার্থং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্" ইতি ন্যায়েন কিঞ্চিদ্দুর্বোধতয়ৈবাহ—ভূয় ইতি, পুনরপি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিদমুচ্যত ইত্যর্থঃ। হে মহাবাহো, ইতি যথা বাহুবলং সর্বাধিক্যেন ত্বয়া প্রকাশিতং তথৈবদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধিবলমপি সর্বাধিক্যেন প্রকাশয়িতব্যমিতি ভাবঃ। শৃণ্বিতি শৃণ্বন্তমপি তং বক্ষ্যমাণেঽর্থে সম্যগবধারণার্থম্ এব। পরমং পূর্বোক্তাদপ্যুৎকৃষ্টম্। তে ত্বামতিবিস্মিতীকর্তুং—ক্রিয়ার্থোপপদস্য চেতি চতুর্থী ; যতঃ প্রীয়মাণায় প্রেমবতে ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মে (আমার) প্রভবং (প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সর্ববিলক্ষণ জন্ম) ন বিদুঃ (জানেন না) মহর্ষয়ঃ ন (মহর্ষিগণও জানেন না) হি (যেহেতু) অহং (আমি) দেবানাং (দেবতাদিগের) মহর্ষীণাং চ (ও মহর্ষিগণের) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) আদিঃ (কারণ) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি-কারণ, অতএব সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার লীলা-প্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-জগতে নরাকার-স্বরূপে আমার উদয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীয় বুদ্ধিবলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন। তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্নসহকারে প্রপঞ্চের বিপরীত কোন অব্যক্ত, অপরিস্ফুট, নির্গুণ, স্বরূপহীন শুষ্ক 'ব্রহ্ম'কেই কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়া, তাহাই যে পরম-তত্ত্ব, এরূপ মনে করেন। কিন্তু পরম-তত্ত্ব তাহা নয়। পরম-তত্ত্বস্বরূপ আমি—সর্বদা অচিন্ত্য-শক্তিবলে স্ব-প্রকাশ, নির্দোষগুণসম্পন্ন, নিত্যস্বরূপবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ-মূর্তি। আমার অপরা শক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই 'ঈশ্বর'; অপরা শক্তি-দ্বারা বদ্ধজীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটী অস্ফুট মূর্তিই 'ব্রহ্ম'। অতএব 'ঈশ্বর' বা 'পরমাত্মা' এবং 'ব্রহ্ম'—আমার এই দুইটী স্ফূর্তিই সৃষ্টবস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে লক্ষিত হয়। আমি স্বয়ং কখনও নিজ-অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চে স্ব-স্বরূপে উদিত হই; তখন উক্ত ধীশক্তি-সম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্যশক্তির সামর্থ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়াদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপাবির্ভাবকে 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' বলিয়া মনে করে এবং শুষ্ক 'ব্রহ্মভাব'কে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্ব-স্বরূপের লয় অনুসন্ধান করেন। কিন্তু আমার ভক্তসকল স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিচালনাদ্বারা অচিন্ত্য-তত্ত্বের অবগতি সহজ নয় মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তিবৃত্তিরই অনুশীলন করেন। তাহাতে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাদিগকে সহজজ্ঞান-দ্বারা আমার স্বরূপানুভূতি প্রদান করি ॥ ২ ॥

টীকা—এতচ্চ কেবলং মদনুগ্রহাতিশয়েনৈব বেদ্যং নান্যথেত্যাহ—ন মে ইতি। মম প্রভবং প্রকৃষ্টং সর্ববিলক্ষণং ভবং দেবক্যাং জন্ম দেবগণা ন জানন্তি; তে বিষয়াবিষ্টত্বান্ন জানন্তু, ঋষয়স্তু জানীযুস্তত্রাহ—ন

মহর্ষয়োঽপি। তত্র হেতুঃ—অহমাদিঃ কারণং সর্বশঃ সর্বৈরেব প্রকারৈঃ, ন হি পিতুর্জন্মতত্ত্বং পুত্রা জানন্তীতি ভাবঃ। "ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ" ইত্যগ্রিমানুবাদাদত্র প্রভব-শব্দস্যান্যার্থতা ন কল্প্যা ॥ ২ ॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) মাম্ (দেবকীপুত্র আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অনাদিং (কারণরহিত) লোকমহেশ্বরং চ (ও লোকমহেশ্বর বলিয়া) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) মর্ত্যেষু (মনুষ্যমধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (সংমোহ-বর্জিত হইয়া) সর্বপাপৈঃ (ভক্তিবিরোধী পাপ হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্ত হ'ন) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি আমাকে সর্বলোকের 'মহেশ্বর' ও 'অনাদি' বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও অনাদিত্ব অবগত হ'ন, তিনি প্রপঞ্চ-দুষ্ট বুদ্ধিরূপ সমস্ত পাপ অর্থাৎ অপবিত্র ভাব হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩ ॥

টীকা—নন্বু পরব্রহ্মণঃ সর্বদেশকালাপরিচ্ছিন্নস্য তবৈতদ্দেহস্যৈব জন্ম দেবা ঋষয়শ্চ জানন্ত্যেব, তত্র স্বতর্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃষ্ট্বাহ—যো মামিতি। যো মামজং বেত্তি, কিং পরমেষ্ঠিনং ন অনাদিং সত্যং, তর্হি অনাদিত্বাদজমজন্যং পরমাত্মানং ত্বাং বেত্ত্যেব, তত্রাহ—চেতি। অজমজন্যং বসুদেবজন্যঞ্চ মামনাদিমেব যো বেত্তি ইত্যর্থঃ। মামিতি-পদেন বসুদেবজন্যত্বং বুধ্যতে—"জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্" ইতি মদুক্তেঃ, মম জন্মবত্ত্বং পরমাত্মত্বাৎ সদৈবাজত্বং চ ইত্যুভয়মপি মে পরমং সত্যং অচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমেব। যদুক্তং—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা সম্ভবামি" ইতি; তথা চোদ্ধব-বাক্যং—"কর্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে"

ইত্যাত্মনন্তরং "খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ" ইতি ; অত্র শ্রীভাগবতামৃতকারিকা চ—"তত্তন্ন বাস্তবং চেৎ স্যাদ্বিদাং বুদ্ধিভ্রমস্তদা। ন স্যাদেবেত্যতোঽচিন্ত্যা শক্তির্নানাস্থ কারণম্॥ তস্মাৎ যথা মম বাল্যে দামোদরত্বলীলায়ামেকদৈব কিঙ্কিণ্যা বন্ধনাৎ পরিচ্ছিন্নত্বং দাম্না স্বাবন্ধাদপরিচ্ছিন্নত্বং চাতর্ক্যমেব, তথৈব মমাজত্ব-জন্মবত্ত্বে চাতর্ক্যে এব।" দুর্বোধমৈশ্বর্যঞ্চাহ—লোক-মহেশ্বরং তব সারথিমপি সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং যো বেদ, স এব মর্ত্যেষু মধ্যে অসংমূঢ়ঃ সর্বপাপৈর্ভক্তিবিরোধিভিঃ। যস্তু অজত্বানাদিত্ব-সর্বেশ্বরত্বান্যেব বাস্তবানি স্ফূর্জন্মবত্ত্বাদীনি তু অনুকরণমাত্রসিদ্ধানীতি ব্যাচষ্টে, স সংমূঢ় এব সর্বপাপৈর্ন প্রমুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ ৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিঃ (সূক্ষ্মার্থনিশ্চয়সামর্থ্য) জ্ঞানম্ (আত্মানাত্মবিবেক) অসংমোহঃ (ব্যগ্রতার অভাব) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সত্যং (যথার্থভাষণ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ) শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) ভবঃ (জন্ম) অভাবঃ (মৃত্যু) ভয়ং চ (ভয়) অভয়ম্ এব চ (ও অভয়)॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—অহিংসা (অপীড়া) সমতা (নিজের তুলনায় সর্বত্র সুখ-দুঃখ-দর্শন) তুষ্টিঃ (সন্তোষ) তপঃ (বেদোক্ত কায়ক্লেশ) দানং (দান) যশঃ (যশ) অযশঃ (অযশ) ভূতানাম্ (প্রাণিবর্গের) [এই সমস্ত] পৃথগ্‌বিধাঃ (ভিন্ন প্রকার) ভাবাঃ (ভাব) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হইয়া থাকে)॥ ৫॥

মর্মানুবাদ—শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ সুবুদ্ধি-দ্বারাও আমার তত্ত্ব জানিতে পারেন না; তাহার হেতু এই যে, সূক্ষ্মার্থ-নিশ্চয়-সামর্থ্যরূপ-'বুদ্ধি',

আত্মানাত্মবিবেকরূপ 'জ্ঞান' ও অসম্মোহ, তথা ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব (জন্ম), অভাব (মৃত্যু), অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশঃ—এই সমস্তই ভূতসকলের ভাব। আমিই এ সকলের আদিকারণ বটে, কিন্তু আমি—এই সকল হইতে পৃথক্। আমার অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব জানিতে পারিলে আর কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। শক্তি ও শক্তিমান্ যেমন অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন, সেইরূপ শক্তিমান্ যে আমি, আমা হইতে আমার শক্তিনিঃসৃত সমস্ত বস্তু ও ভাবময় জগৎ—নিত্য অপৃথক্ হইয়াও ভিন্ন ॥ ৪-৫ ॥

টীকা—ন চ শাস্ত্রজ্ঞাঃ স্ববুদ্ধ্যাদিভিঃ মত্তত্ত্বং জ্ঞাতুং শক্নুবন্তি, যতো বুদ্ধ্যাদীনাং সত্ত্বাদিবন্মায়াগুণজন্যত্বান্মত্ত এব জাতানামপি গুণাতীতে ময়ি নাস্তি স্বতঃ প্রবেশযোগ্যতেত্যাহ—বুদ্ধিঃ সূক্ষ্মার্থনিশ্চয়সামর্থ্যং, জ্ঞানমাত্মানাত্মবিবেকঃ, অসম্মোহো বৈয়গ্র্যাভাবঃ,—এতে ত্রয়ো ভাবা মত্তত্ত্বজ্ঞানহেতুত্বেন সম্ভাব্যমানা ইব, ন তু হেতবঃ। প্রসঙ্গাদন্যানপি ভাবান্ লোকেষু দৃষ্টান্ ন স্বত এবোদ্ভূতানাহ—'ক্ষমা' সহিষ্ণুত্বং, 'সত্যং' যথার্থভাষণং, 'দমো' বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ, 'শমো'ঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ,—এতে সাত্ত্বিকাঃ। 'সুখং' সাত্ত্বিকং, 'দুঃখং' তামসং, 'ভবাভাবৌ' জন্মমৃত্যুদুঃখ-বিশেষৌ, 'ভয়ং' তামসম্, 'অভয়ং' জ্ঞানোত্থং সাত্ত্বিকং, রজসাত্ত্যুত্থং রাজসম্। 'সমতা' আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সুখদুঃখাদি-দর্শনম্, 'অহিংসা-সমতে' সাত্ত্বিক্যৌ, 'তুষ্টিঃ' সন্তুষ্টিঃ ; সা নিরুপাধিঃ সাত্ত্বিকী, সোপাধিস্তু রাজসী, 'তপো-দানে' অপি সোপাধিনিরুপাধিত্বাভ্যাং সাত্ত্বিক-রাজসে, যশোঽযশসী অপি তথা। মত্ত ইতি—এতে মন্মায়াতো ভবন্তোঽপি শক্তিশক্তিমতোরৈক্যাৎ মত্ত এব ॥ ৪-৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্তমহর্ষি) পূর্বে (তাঁহাদের পূর্ববর্তী) চত্বারঃ (সনকাদি চারিজন) তথা মনবঃ (এবং চতুর্দশ-মনু) মদ্‌ভাবাঃ (আমার প্রভাবসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (ও হিরণ্যগর্ভরূপী আমার মন হইতে উৎপন্ন) লোকে (এই লোকে) ইমাঃ প্রজাঃ (এই প্রজাসমূহ) যেষাম্ (যাঁহাদের) [সৃষ্টি] ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—মরীচ্যাদি সপ্ত-ঋষি, তাঁহাদের পূর্বজাত সনকাদি ব্রহ্মর্ষি-চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনু, সকলেই আমার শক্তিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভ হইতে জন্মলাভ করেন। তাঁহাদেরই বংশে বা শিষ্যাদি-ক্রমে এই লোক পরিপূরিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

টীকা—বুদ্ধিজ্ঞানাসম্মোহান্ স্বতত্ত্বজ্ঞানেঽসমর্থানুক্ত্বা তত্ত্বতোঽপি তত্রাসমর্থানাহ—মহর্ষয়ঃ সপ্ত মরীচ্যাদয়ঃ, তেভ্যোঽপি পূর্বেঽন্যে চত্বারঃ সনকাদয়ঃ, মনবশ্চতুর্দশস্বায়ম্ভুবাদয়ঃ মত্ত এব হিরণ্যগর্ভাত্মনঃ সকাশাদ্ভবো জন্ম যেষাং তে। মানসা মন আদিভ্য উৎপন্না জাতাঃ অভূবন্নিত্যর্থঃ ;—যেষাং মরীচ্যাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্তমানাঃ প্রজাঃ পুত্র-পৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যরূপাশ্চ ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও ভক্তিযোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (অবগত আছেন) সঃ (তিনি) অবিকল্পেন (নিশ্চল) যোগেন (তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হয়েন) অত্র (এ বিষয়ে) সংশয়ঃ ন (সন্দেহ নাই) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি তত্ত্বজ্ঞানের চরম সীমা যে আমার স্বরূপ-জ্ঞান ও শক্তিজনিত বিভূতি-জ্ঞান এবং ক্রিয়াযোগের চরম সীমা যে ভক্তিযোগ,

এই দুই বিষয় তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি—'অবিকল্প' অর্থাৎ দ্বৈধরহিত যোগের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৭ ॥

টীকা—কিন্তু "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তের্মদনন্যভক্ত এব মৎপ্রসাদান্মদ্বাচি দৃঢ়মাস্তিক্যং দধানো মত্তত্ত্বং বেত্তীত্যাহ—এতাং সংক্ষেপেণৈব বক্ষ্যমাণাং বিভূতিং যোগং ভক্তিযোগঞ্চ যস্তত্ত্বতো বেত্তি, মৎপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাক্যত্বাদিদমেব পরমং তত্ত্বমিতি দৃঢ়তরাস্তিক্যবানেব যো বেত্তি সঃ। অবিকল্পেন নিশ্চলেন যোগেন মত্তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণেন যুজ্যতে যুক্তো ভবেদত্র নাস্তি কোঽপি সন্দেহঃ ॥ ৭ ॥

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) সর্বস্য (প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুমাত্রের) প্রভবঃ (উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাবের হেতু) মত্তঃ (অন্তর্যামিস্বরূপ আমা হইতে) সর্বং (সমস্ত জগৎ) প্রবর্ততে (চেষ্টাযুক্ত হয়) [তথা মত্তঃ] [এবং নারদাদি-ভক্তাবতাররূপে আমা হইতে] [সর্বং] [ভক্তি, জ্ঞান, তপঃ কর্মাদি সমুদয় সাধন ও তত্তৎসাধ্য] [প্রবর্ততে] [প্রবৃত্ত হয়] ইতি (ইহা) মত্বা (আস্তিক্যবুদ্ধিতে নিশ্চয় করিয়া) বুধাঃ (বুধগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (দাস্যসখ্যাদিভাবযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি-স্থান বলিয়া আমাকে জান। যাঁহারা এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি-সহকারে আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত', অপর সকলেই 'অপণ্ডিত' ॥ ৮ ॥

টীকা—তত্র মহৈশ্বর্যলক্ষণাং বিভূতিমাহ—অহং সর্বস্য প্রাকৃতা-প্রাকৃতবস্তুমাত্রস্য প্রভবঃ উৎপত্তি-প্রাদুর্ভাবয়োঃ হেতুঃ। মত্ত এবান্তর্যামি-স্বরূপাৎ সর্বং জগৎ প্রবর্ততে চেষ্টতে, তথা মত্ত এব নারদাদ্যবতারাত্মকাৎ সর্বং ভক্তিজ্ঞানতপঃকর্মাদিকং সাধনং তত্তৎ সাধ্যঞ্চ প্রবৃত্তিং ভবতি। ঐকান্তিক-ভক্তিলক্ষণং যোগমাহ—ইতি মত্বা আস্তিক্যতো জ্ঞানেন নিশ্চিত্য ইত্যর্থঃ। ভাবো দাস্যসখ্যাদিস্তদ্যুক্তাঃ ॥ ৮ ॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—মচ্চিত্তাঃ (আমার নামরূপাদির মাধুর্যাস্বাদনে লুব্ধচিত্ত) মদ্গতপ্রাণাঃ (আমা-ভিন্ন প্রাণ-ধারণে অসমর্থ) নিত্যং (সর্বদা) পরস্পরং (পরস্পরকে) বোধয়ন্তঃ (ভক্তির স্বরূপ-প্রকারাদি জ্ঞাপনপূর্বক) মাং (আমাকে) কথয়ন্তঃ চ (নামরূপগুণাদি-ব্যাখ্যানদ্বারা উচ্চকীর্তন করিতে করিতে) তুষ্যন্তি চ (তুষ্ট হ'ন) রমন্তি চ (এবং রতিভক্তি প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৯ ॥

মর্মানুবাদ—এতাদৃশ অনন্যভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ,—তাঁহারা আমাতে চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্তনদ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তি-সুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রসপর্যন্ত সম্ভোগপূর্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

টীকা—এতাদৃশা অনন্যভক্তা এব মৎপ্রসাদাল্লব্ধবুদ্ধিযোগাঃ পূর্বোক্তলক্ষণং দুর্বোধমপি মত্তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ—মচ্চিত্তা মদ্রূপনামগুণলীলামাধুর্যাস্বাদেষ্বেব লুব্ধমনসঃ; মদ্গতপ্রাণাঃ মাং বিনা প্রাণান্ ধর্তুমসমর্থাঃ—অন্নগতপ্রাণা নরা ইতিবৎ; বোধয়ন্তঃ ভক্তিস্বরূপ-প্রকারাদিকং সৌহার্দেন জ্ঞাপয়ন্তঃ; মাং মহামধুররূপগুণলীলা-

মহোদধিং কথয়ন্তঃ মদ্রূপাদিব্যাখ্যানেনোৎকীর্তনাদিকং কুর্বন্তঃ—ইত্যেবং সর্বভক্তিষ্বতিশ্রেষ্ঠাৎ স্মরণশ্রবণকীর্তনান্যুক্তানি। তুষ্যন্তি চ রমন্তি চেতি ভক্ত্যৈব সন্তোষশ্চ রমণঞ্চেতি রহস্যম্; যদ্বা, সাধনদশায়ামপি ভাগ্যবশাৎ ভজনে নির্বিঘ্নে সম্পদ্যমানে সতি তুষ্যন্তি, তদৈব ভাবিস্বীয়সাধ্যদশামনুস্মৃত্য রমন্তি চ মনসা স্বপ্রভুণা সহ রমন্তি চেতি রাগানুগা ভক্তির্দ্যোতিতা ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সততযুক্তানাং (নিত্য আমার সংযোগাকাঙ্ক্ষী) প্রীতিপূর্বকং (স্নেহপূর্বক) ভজতাং (ভজনকারী) তেষাং (তাঁহাদিগকে) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) দদামি (দান করি) যেন (যদ্দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (নিকটে পাইতে পারেন) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—নিত্য-ভক্তিযোগদ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেমে যোগদান করি। তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন ॥ ১০ ॥

টীকা—ননু 'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ' ইতি ত্বদুক্ত্যা ত্বদ্ভক্তানাং ভক্ত্যৈব পরমানন্দো গুণাতীত ইত্যবগতং, কিন্তু তেষাং ত্বৎসাক্ষাৎপ্রাপ্তৌ কঃ প্রকারঃ? স চ কুতঃ সকাশাত্তৈরবগন্তব্য ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যমেব মৎসংযোগাকাঙ্ক্ষিণাং তং বুদ্ধিযোগং দদামি, তেষাং হৃদ্বৃত্তিষ্বহমেব উদ্ভাবয়ামীতি; স বুদ্ধিযোগঃ স্বতোঽন্যস্মাচ্চ কুতশ্চিদপ্যধিগন্তুমশক্যঃ, কিন্তু মদেক-দেয়স্তদেকগ্রাহ্য ইতি ভাবঃ। মামুপযান্তি মামুপলভন্তে সাক্ষান্মন্নিকটং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাম্ এব (তাঁহাদিগেরই প্রতি) অনুকম্পার্থম্ (অনুগ্রহ করিবার জন্য) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া) ভাস্বতা (উজ্জ্বল) জ্ঞানদীপেন (সাত্ত্বিক বা ভক্ত্যুত্থজ্ঞান হইতেও বিলক্ষণ জ্ঞানরূপ প্রদীপদ্বারা) অজ্ঞানজম্ (অজ্ঞানজন্য) তমঃ (মোহরূপ অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—এরূপ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতৃদিগের অজ্ঞান থাকিতে পারে না; অনেকের মনে এরূপ উদয় হয় যে, 'যাঁহারা 'অতৎ'-নিরসনক্রমে 'তৎ'-বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন, কেবল ভক্তিভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্লভ জ্ঞান পাওয়া যাইবে না।' হে অর্জুন, ইহাতে মূল কথা এই যে, নিজবুদ্ধির অনুশীলনক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম সত্য-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; যতই বিচার করুক, কিছুতেই বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিবে না। তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলেই অনায়াসে আমার অচিন্ত্যশক্তিবলে ক্ষুদ্রজীবের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যাঁহারা—আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্মভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞানদীপ-দ্বারা আলোকিত হ'ন। আমি বিশেষ অনুকম্পা-পূর্বক তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করতঃ তাঁহাদের জড়সঙ্গ-বশতঃ যে অজ্ঞান-জাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি। যে শুদ্ধজ্ঞানে জীবের অধিকার, তাহা ভক্তির অনুশীলনক্রমেই উদিত হয়, তর্কদ্বারা তাহা লব্ধ হয় না ॥ ১১ ॥

টীকা—ননু চ বিত্তাদিবৃত্তিং বিনা কথং ত্বদধিগমঃ তস্মাত্তৈরপি তদর্থং যতনীয়মেব? তত্র ন হি ন হীত্যাহ—তেষামেব, ন ত্বন্যেষাং যোগিনাম্ অনুকম্পার্থং—মদনুকম্পা যেন প্রকারেণ স্যাত্তদর্থমিত্যর্থঃ।

তৈর্মদনুকম্পাপ্রাপ্তৌ কাপি চিন্তা ন কার্যা, যতস্তেষাং মদনুকম্পা-প্রাপ্ত্যর্থমহমেব যতমানো বর্তে এবেতি ভাবঃ। আত্মভাবস্থঃ তেষাং বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ। জ্ঞানং মদেকপ্রকাশ্যত্বান্ন সাত্ত্বিকং নির্গুণত্বেঽপি ভক্ত্যুত্থজ্ঞানতোঽপি বিলক্ষণং যত্তদেব দীপস্তেন। অহমেব নাশয়ামীতি তৈঃ কথং তদর্থং প্রযতনীয়ম্? "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" ইতি মদুক্তেস্তেষাং ব্যবহারিকঃ পারমার্থিকশ্চ সর্বোঽপি ভারো ময়া বোঢ়ুমঙ্গীকৃত এবেতি ভাবঃ।

শ্রীমদ্গীতা সর্বসারভূতা ভূতাপতাপহৃৎ।
চতুঃশ্লোকীয়মাখ্যাতা খ্যাতা সর্বনিশর্মকৃৎ ॥ ১১ ॥

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—

[জীবের ন্যায় দেহদেহিবিভাগরহিত বলিয়া] পরমং (পরম) পবিত্রং (পবিত্র অর্থাৎ অবিদ্যামালিন্যনাশক) পরং ধাম (উৎকৃষ্ট শ্যামসুন্দর-বপুই) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) [তদ্ধাম এব] [আর সেই বপুই] ভবান্ (আপনি) [ইতি অহং বেদ্মি] [ইহা আমি জানি] তথা (এবং) সর্বে ঋষয়ঃ (সমস্ত ঋষিগণ) দেবর্ষিঃ নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) অসিতঃ (অসিত) দেবলঃ (দেবল) ব্যাসঃ (ব্যাস) ত্বাং (আপনাকে) শাশ্বতং পুরুষং (নিত্যপুরুষাকার) দিব্যম্ (স্বয়ম্প্রকাশ) আদিদেবম্ (আদিদেব)

অজং (জন্মরহিত) বিভুম্ (ও ব্যাপক) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) স্বয়ম্ এব চ (এবং আপনি নিজেই) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছেন) ॥১২-১৩॥

মর্ম্মানুবাদ—গীতাশাস্ত্রের সারভূত উক্ত চারিটী শ্লোক শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন-মহাশয় বিষয়টীকে আরও সরল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিলেন,—হে ভগবন্! দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও আপনি স্বয়ং সংস্থাপন করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপনিই পরমব্রহ্ম, পরমস্বরূপ, পরমপবিত্র, পরমপুরুষ, নিত্য, আদিদেব, অজ ও বিভু ॥ ১২-১৩ ॥

টীকা—সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছন্ স্তুতিপূর্ব্বকমাহ—পরমিতি। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং ধাম শ্যামসুন্দরং বপুরেব পরং ব্রহ্ম,—"গৃহদেহত্বিট্প্রভাবা ধামানি" ইত্যমরঃ। তদাত্মৈব ভবান্ ভবতি। জীবস্যেব তব দেহ-দেহি-বিভাগো নাস্তীতি ভাবঃ। ধাম কীদৃশম্? পরং পবিত্রং দ্রষ্টৄণামবিদ্যামালিন্যহরম্, অতএব ঋষয়োঽপি ত্বাং শাশ্বতং পুরুষমাহুঃ পুরুষাকারস্যাস্য নিত্যত্বং বদন্তি ॥ ১২-১৩ ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—হি (কিন্তু) ভগবন্! (হে ভগবন্!) তে (আপনার) ব্যক্তিং (জন্ম) দেবাঃ (দেবগণ) ন বিদুঃ (জানেন না) দানবাঃ ন (ও দানবগণও জানে না) কেশব! (হে কেশব!) মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) [ন মে বিদুঃ ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা] বদসি (বলিতেছেন) এতৎ সর্ব্বম্ (এ সমস্তই) ঋতং (সত্য) মন্যে (মনে করি) ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুবাদ—হে কেশব! আমি এসকলই 'সত্য' বলিয়া বিশ্বাস করি। দেব-দানবগণ-মধ্যে কেহই আপনার অচিন্ত্যব্যক্তিতত্ত্ব জানে না ॥ ১৪ ॥

টীকা—নাত্র মম কোঽপ্যবিশ্বাস ইত্যাহ—সর্বমিতি। কিঞ্চ তে ঋষয়ঃ পরং ব্রহ্মধামানং ত্বাম্ অজম্ আহুরেব, ন তু তে ব্যক্তিং জন্ম বিদুঃ—পরব্রহ্মস্বরূপস্য তব অজত্বং জন্মবত্ত্বঞ্চ কিং প্রকারমিতি তু ন বিদুরিত্যর্থঃ। অতএব "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ" ইতি যত্ত্বয়োক্তং, তৎ সর্বম্ ঋতং সত্যমেব মন্যে। হে কেশব,—কো ব্রহ্মা ঈশো রুদ্রশ্চ তাবপি বয়সে স্বতত্ত্বাজ্ঞানেন বধ্নাসি কিং পুনর্দেবদানবাস্ত্বাঃ ত্বাং ন বিদন্তীতি বাচ্যম্ ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষোত্তম! (হে পুরুষোত্তম!) ভূতভাবন! (হে সর্বভূত-পিতঃ!) ভূতেশ! (হে ভূতেশ!) দেবদেব!(হে দেবারাধ্য!) জগৎপতে! (হে জগৎপতে!) ত্বং (আপনি) স্বয়ম্ এব (স্বয়ংই) আত্মনা (আপনা-দ্বারা) আত্মানং (আপনাকে) বেত্থ (জানিতেছেন) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—হে ভূতভাবন, হে ভূতেশ, হে দেব-দেব, হে জগৎপতে, হে পুরুষোত্তম, আপনি নিজেই চিচ্ছক্তিদ্বারা আপনার ব্যক্তিতত্ত্ব অবগত আছেন। জগৎসৃষ্টির পূর্বে যে সনাতন-মূর্তি থাকে, সেই সচ্চিদানন্দ-মূর্তি কি-প্রকারে জড়বিধির স্বতন্ত্ররূপে জড়মধ্যে ব্যক্ত হয়, এ-কথা নরযুক্তি বা দেবযুক্তিদ্বারা কেহই বুঝিতে পারে না; আপনি যাহাকে কৃপা করেন, সেই কেবল ইহা বুঝিতে পারে ॥ ১৫ ॥

টীকা—তস্মাত্ত্বং স্বয়মেবাত্মানং বেত্থ ইতি এব-কারেণ তবাজত্ব-জন্মবত্ত্বাদীনাং দুর্ঘটনামপি বাস্তবত্বমেব ত্বদ্ভক্তো বেত্তি,—তচ্চ কেন প্রকারেণেতি তু সোঽপি ন বেত্তীত্যর্থঃ। তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ, ন সাধনান্তরেণ। অতএব ত্বং পুরুষেষু মহৎস্রষ্টাদিষ্বপি মধ্যে উত্তমঃ, ন কেবলমুত্তম এব, যতো ভূতভাবনঃ, ভূতা ভূতভাবনরূপা যে তদাদয়ঃ

পরমেষ্ঠ্যন্তাঃ তেষামীশঃ ; ন কেবলমীশ এব, যতো দেবৈস্তৈরেব দেবঃ ক্রীড়া যস্য ইতি তৎক্রীড়োপকরণভূতা এব তে ইত্যর্থঃ। তদপ্যপার-কারুণ্যবশাৎ জগদ্বর্তিনামস্মাদৃশানামপি ত্বমেব পতির্ভবসীতি চতুর্ণাং সম্বোধনপদানামর্থঃ ; যদ্বা, পুরুষোত্তমত্বমেব বিবৃণোতি—হে ভূতভাবন, সর্বভূতপিতঃ, পিতাপি কশ্চিন্নেষ্টে, তত্রাহ,—হে ভূতেশ, ভূতেশোঽপি কশ্চিন্নারাধ্যস্তত্রাহ—হে দেব-দেব ; দেবারাধ্যোঽপি কশ্চিন্ন পালয়তীতি, তত্রাহ—হে জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—যাভিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (ঐশ্বর্যদ্বারা) ইমান্ (এই) লোকান্ (লোকসমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) [ত্বম্-আপনি] তিষ্ঠসি (রহিয়াছেন) [তাঃ] [সেই] দিব্যাঃ (উৎকৃষ্ট) আত্মবিভূতয়ঃ (স্বকীয় ঐশ্বর্যসকল) অশেষেণ (সম্পূর্ণরূপে) ত্বং হি (আপনিই) বক্তুম্ অর্হসি (বলিবার যোগ্য) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—আপনার স্বরূপতত্ত্ব আপনার কৃপা-দ্বারা আমি হৃদয়ে এবং নেত্রাগ্রে আবির্ভূত হইতে দেখিতেছি,—ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। কিন্তু যে-সকল বিভূতিদ্বারা আপনি এই লোকসকলে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সেই সকল আত্মবিভূতি অশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি,—আপনি আমাকে অনুগ্রহপূর্বক বলুন্ ॥ ১৬ ॥

টীকা—তব তত্ত্বং দুর্গমস্তব বিভূতিষ্বেব মম জিজ্ঞাসা জায়ত ইতি দ্যোতয়ন্নাহ—বক্তুমিতি। দিব্যা উৎকৃষ্টা যা আত্মবিভূতয়-স্তাবদ্বক্তুমর্হসীত্যন্বয়ঃ। নন্বশেষেণ মদ্বিভূতয়ঃ সর্বা বক্তুমশক্যা এব, তত্রাহ—যাভিরিতি ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যোগিন্ ! (হে যোগমায়াশক্তিবিশিষ্ট !) সদা (সর্বদা) কথং (কি-ভাবে) পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) বিদ্যাং (জানিব) ভগবন্ ! (হে ভগবন্ !) ময়া (আমাকর্তৃক) কেষু কেষু চ (কি কি) ভাবেষু (পদার্থসমূহে) [আপনি] চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয়) অসি (হ'ন) ? ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—হে যোগিন্, আপনাকে কিরূপে চিন্তা করিয়া অবগত হইব ? কি কি ভাবেই বা আপনি আমা-দ্বারা চিন্তনীয় হইবেন ? ১৭ ॥

টীকা—যোগো যোগমায়াশক্তির্বর্ততে যস্য, হে যোগিন্,—বনমালীতিবৎ। ত্বামহং কথং পরিচিন্তয়ন্ সন্ ত্বাং সদা বিদ্যাং জানীয়াম্ ? "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইতি ত্বদুক্তেঃ। তথা কেষু ভাবেষু পদার্থেষু ত্বং চিন্ত্যঃ ত্বচ্চিন্তনভক্তির্ময়া কর্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন ।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—জনার্দন ! (হে জনার্দন !) আত্মনঃ (আপনার) যোগং (ভক্তিযোগ) বিভূতিং চ (ও বিভূতি) ভূয়ঃ (পুনর্বার) বিস্তরেণ (বিস্তৃতভাবে) কথয় (বলুন্) হি (যেহেতু) অমৃতং (আপনার উপদেশামৃত) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (তৃপ্তি) ন অস্তি (হইতেছে না) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—হে জনার্দন, আপনার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃতিপূর্বক আমাকে পুনরায় বলুন্। আপনার তত্ত্বামৃত শুনিলে আমার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক্, বরং শ্রবণ-পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ॥ ১৮ ॥

টীকা—নন্থ "অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে" ইত্যনেনৈব সর্বে পদার্থা মদ্বিভূতয়ঃ মদুক্তা এব বিভূতয়ঃ ; তথা "ইতি মত্বা ভজন্তে মাম্" ইতি ভক্তিযোগশ্চোক্ত এব, তত্রাহ—বিস্তরেণেতি। হে জনার্দনেতি—মাদৃশজনানাং ত্বমেব হিতোপদেশমাধুর্যেণ লোভমুৎপাদ্য অর্দয়সে যাচয়সীতি বয়ং কিং কুর্ম ইতি ভাবঃ। তদুপদেশরূপমমৃতং শৃণ্বতঃ শ্রুতিরসনয়া আস্বাদয়তঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) হন্ত (অয়ি) কুরুশ্রেষ্ঠ! (কুরুশ্রেষ্ঠ!) দিব্যাঃ (উত্তম) আত্মবিভূতয়ঃ (প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নিজ ঐশ্বর্যসমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধানতঃ) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব) হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিস্তৃত বিভূতির) অন্তঃ (শেষ) ন অস্তি (নাই) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জুন, আমার দিব্য বিভূতি-সকলের অন্ত নাই। কতিপয় প্রধান প্রধান বিভূতি বলি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

টীকা—হন্তেত্যনুকম্পায়াং প্রাধান্যতঃ প্রাধান্যেন যতস্তাসাং বিস্তরস্যান্তো নাস্তি; বিভূতয়ো বিভূতীঃ দিব্যা উত্তমা এব, ন তু তৃণেষ্টকাদ্যাঃ। অত্র বিভূতিশব্দেন প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্তূন্যেবোচ্যন্তে, তানি

সর্বাণ্যেব ভগবচ্ছক্তিসমুদ্‌ভূতত্বাদ্‌ভগবদ্রূপেণৈব তারতম্যেন ধ্যেয়ত্বে-নাভিমতানি জ্ঞেয়ানি ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—গুড়াকেশ ! (হে জিতনিদ্র !) অহং (আমি) সর্বভূতাশয়-স্থিতঃ (প্রকৃতি-সমষ্টি বিরাট্ ও প্রতি জীবের অন্তঃস্থিত) আত্মা (কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ পরমাত্মা) অহম্ এব (আমিই) ভূতানাম্ (প্রাণিগণের) আদিঃ চ (জন্ম) মধ্যং চ (স্থিতি) অন্তঃ চ (এবং নাশের হেতু) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—হে গুড়াকেশ, হে জিতনিদ্র, আমার স্বরূপ-তত্ত্ব তোমাকে বলিয়াছি। আমার সাম্বন্ধিক-তত্ত্ব এই যে, আমিই সমস্ত জগতের 'আত্মা' অর্থাৎ 'অন্তর্যামী পুরুষ' ; আমিই সকল-ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥ ২০ ॥

টীকা—অত্র প্রথমং মামেবৈকাংশেন সর্ববিভূতিকারণং ত্বং ভাবয়েত্যাহ—অহমিতি। আত্মা প্রকৃত্যন্তর্যামী মহৎস্রষ্টা পুরুষঃ পরমাত্মা। হে গুড়াকেশ, জিতনিদ্র, ইতি ধ্যানসামর্থ্যং সূচয়তি। সর্বভূতো যো বৈরাজস্তস্যাশয়ে স্থিত ইতি সমষ্টি-বিরাড়ন্তর্যামী। তথা সর্বেষাং ভূতানামাশয়ে স্থিত ইতি ব্যষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী চ। ভূতানামাদি-র্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, তত্তদ্ধেতুরহমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অহম্ (আমি) আদিত্যানাং (দ্বাদশ আদিত্যমধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) জ্যোতিষাম্ (প্রকাশকগণের মধ্যে) অংশুমান্ (মহাকিরণশালী) রবিঃ (সূর্য) মরুতাং (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ অস্মি (আমি মরীচি) নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রমধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই আদিত্যদিগের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতির্ময় বস্তুসকলের মধ্যে কিরণমালী সূর্য, মরুদ্গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রদিগের মধ্যে অধিপতি চন্দ্র ॥ ২১ ॥

টীকা—অথ নির্ধারণ-ষষ্ঠ্যা, ক্বচিৎ সম্বন্ধ-ষষ্ঠ্যা চ বিভূতীরাহ যাবদধ্যায়-সমাপ্তিঃ। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুরহমিতি—তন্নামা সূর্যো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ; এবং সর্বত্র প্রকাশকানাং জ্যোতিষাং মধ্যে অংশুমান্ মহাকিরণমালী রবিরহম্ ; মরীচিঃ পবনবিশেষঃ ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—বেদানাং (বেদগণের মধ্যে) সামবেদঃ (সামবেদ) অস্মি (হই) দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (হই) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণমধ্যে) মনঃ অস্মি (আমি মন) ভূতানাং চ (এবং ভূতগণের) চেতনা (জ্ঞানশক্তি) অস্মি (হই) ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং সমস্ত ভূতের মধ্যে চেতনস্বরূপ জ্ঞানশক্তি ॥ ২২ ॥

টীকা—বাসব ইন্দ্রঃ ; ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিঃ ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (আমি শঙ্কর) যক্ষরক্ষসাং চ (যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের) বসূনাং (বসুগণমধ্যে) পাবকঃ অস্মি (আমি অগ্নি) শিখরিণাং চ (এবং পর্বত-সমূহমধ্যে) অহং (আমি) মেরুঃ (মেরু) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই রুদ্রদিগের মধ্যে শিব, যক্ষ ও রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের, বসুদিগের মধ্যে পাবক এবং পর্বতগণের মধ্যে সুমেরু ॥ ২৩ ॥

টীকা—বিত্তেশঃ কুবেরঃ ॥ ২৩ ॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) পুরোধসাং (পুরোহিতগণের মধ্যে) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) অহং (আমি) সেনানীনাং (সেনাপতিগণমধ্যে) স্কন্দঃ (কার্তিকেয়) সরসাং চ (এবং জলাশয়মধ্যে) সাগরঃ অস্মি (সাগর হই) ॥২৪॥

মর্মানুবাদ—আমিই পুরোহিতদিগের মধ্যে বৃহস্পতি, সেনাপতি-গণের মধ্যে কার্তিক এবং জলাশয়দিগের মধ্যে সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

টীকা—সেনানীনামিত্যার্ষম্ ; স্কন্দঃ কার্তিকেয়ঃ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণমধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু) গিরাম্ (বাক্যসমূহমধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (একাক্ষর প্রণব) অস্মি (হই) যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহমধ্যে) জপযজ্ঞঃ (জপযজ্ঞ) অস্মি (হই) স্থাবরাণাং (স্থাবরগণের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয়) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যগণের মধ্যে প্রণব, যজ্ঞসকলের মধ্যে জপ-যজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ ॥

টীকা—একমক্ষরং প্রণবঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ববৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসমূহমধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থ) দেবর্ষীণাং চ (এবং দেবর্ষিগণমধ্যে) নারদঃ (নারদ) গন্ধর্বাণাং (গন্ধর্বগণমধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথ) সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণমধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিল মুনি) ॥২৬॥

মর্মানুবাদ—আমিই বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল-মুনি ॥২৬॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অশ্বানাং (অশ্বগণমধ্যে) মাম্ (আমাকে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃত-নিমিত্ত মন্থন হইতে জাত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবা) বিদ্ধি (জানিবে) গজেন্দ্রাণাম্ (হস্তিসমূহমধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) [জানিবে] নরাণাং চ (এবং নরসমূহমধ্যে) নরাধিপম্ (রাজা) [জানিবে] ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা-রূপে সমুদ্রমন্থন-সময়ে উদ্ভূত হই, হস্তিগণ-মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে সম্রাট্ ॥ ২৭ ॥

টীকা—অমৃতোদ্ভবম্ অমৃতমথনোদ্ভূতম্ ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—আয়ুধানাম্ (অস্ত্রসমূহমধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র) ধেনূনাং (ধেনুগণমধ্যে) কামধুক্ (কামধেনু) অস্মি (হই) প্রজনঃ (প্রজার উৎপত্তি-হেতু) কন্দর্পঃ চ (কামও) অস্মি (হই) সর্পাণাং (একমস্তকবিশিষ্ট সর্পগণমধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (সর্পরাজ বাসুকি হই) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই অস্ত্রগণের মধ্যে বজ্র, গাভিগণের মধ্যে কামধেনু, প্রজা-উৎপত্তির মূলস্বরূপ কামদেব এবং সর্পদিগের মধ্যে বাসুকি ॥ ২৮ ॥

টীকা—কামধুক্ কামধেনুঃ ; কন্দর্পাণাং মধ্যে প্রজনঃ প্রজোৎপত্তি-হেতুঃ কন্দর্পোঽহম্ ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—নাগানাম্ (অনেকমস্তকবিশিষ্ট বিষহীন নাগসমূহমধ্যে) অনন্তঃ চ অস্মি (আমি অনন্ত) যাদসাং (জলজন্তুগণের মধ্যে) বরুণঃ (বরুণ) অহং (আমি) পিতৄণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অর্যমা চ (অর্যমা) অস্মি (হই) সংযমতাং (সংযমকারিগণমধ্যে) যমঃ (যম) অহম্ (আমি) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্যমা এবং দণ্ডদাতৃদিগের মধ্যে যম ॥ ২৯ ॥

টীকা—যাদসাং জলচরাণাম্ ; সংযমতাং দণ্ডয়তাম্ ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যানাং চ (দৈত্যগণমধ্যে) প্রহ্লাদঃ (প্রহ্লাদ) অস্মি (হই) কলয়তাম্ (সংখ্যাকারিগণমধ্যে বা বশকারিগণমধ্যে) অহং (আমি) কালঃ (কাল) মৃগাণাং চ (পশুগণমধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) পক্ষিণাং চ (ও পক্ষিসমূহমধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীকারিদিগের মধ্যে কাল, মৃগদিগের মধ্যে সিংহ এবং পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০ ॥

টীকা—কলয়তাং বশীকুর্বতাম্ ; মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ ; বৈনতেয়ঃ গরুড়ঃ ॥ ৩০ ॥

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পবতাং (পবিত্রকারিগণ বা বেগবৎসমূহমধ্যে) পবনঃ অস্মি (আমি পবন) শস্ত্রভৃতাম্ (শস্ত্র-ধারিগণমধ্যে) অহং (আমি) রামঃ (পরশুরাম) ঝষাণাং চ (এবং মৎস্যসমূহমধ্যে) মকরঃ অস্মি (আমি মকর) স্রোতসাং (নদীসমূহমধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (আমি জাহ্নবী) ॥৩১॥

মর্মানুবাদ—আমিই বেগবান্ ও পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিপুরুষদিগের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-লব্ধ জীব-বিশেষ পরশুরাম, জলচরদিগের মধ্যে মকর এবং নদীগণের মধ্যে গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

টীকা—পবতাং বেগবতাং পবিত্রীকুর্বতাং বা মধ্যে, রামঃ পরশুরামঃ তস্যাবেশাবতারত্বাদাবেশানাঞ্চ জীববিশেষত্বাৎ যুক্তমেব বিভূতিত্বম্ ; তথা চ ভাগবতামৃতধৃত-পাদ্মবাক্যম্—"এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নে-র্মহাত্মনঃ। শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ ॥" "আবিষ্টো

ভার্গবে চাভূৎ” ইতি চ। আবেশাবতারলক্ষণঞ্চ তত্রৈব ভাগবতামৃতে যথা—“জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ। ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥” ইতি; ঝষাণাং মৎস্যানাং মকরো মৎস্যজাতি-বিশেষঃ; স্রোতসাং স্রোতস্বতীনাম্॥ ৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন! (হে অর্জুন!) সর্গাণাম্ (সৃষ্টবস্তুসমূহের) আদিঃ (সৃষ্টি) অন্তঃ (সংহার) মধ্যং চ (ও স্থিতি) অহম্ এব (আমিই অর্থাৎ আমার বিভূতিরূপে চিন্তনীয়) বিদ্যানাম্ (চতুর্দশ-বিদ্যামধ্যে) অধ্যাত্ম-বিদ্যা (বেদান্তবিদ্যা) প্রবদতাং চ (এবং বক্তৃগণের বাদ-জল্প-বিতণ্ডা এই ত্রিবিধ কথার মধ্যে) অহং (আমি) বাদঃ (তত্ত্বনির্ণয়হেতু বাদ-নামক কথা)॥ ৩২॥

মর্মানুবাদ—আমিই আকাশাদি সৃষ্টবস্তুসমূহের মধ্যে আদি, অন্ত ও মধ্য, সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম-বিদ্যা অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ-জ্ঞান এবং স্বপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষ-দূষণাদিরূপ জল্পবিতণ্ডাদি-মধ্যে বাদ অর্থাৎ তত্ত্ব-নির্ণয়॥ ৩২॥

টীকা—সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিঃ সৃষ্টিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, মধ্যং পালনঞ্চ ইতি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যর্থঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চেত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্তা পরমেশ্বর এবোক্তঃ। বিদ্যানাং জ্ঞানানাং মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মজ্ঞানম্; প্রবদতাং স্বপক্ষস্থাপন-পরপক্ষদূষণাদিরূপজল্পবিতণ্ডাদিকুর্বতাং বাদস্তত্ত্বনির্ণয়ঃ প্রবৃত্তিসিদ্ধান্তে যঃ সোঽহম্॥ ৩২॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অক্ষরাণাম্ (অক্ষরসমূহমধ্যে) অকারঃ অস্মি (আমি অকার) সামাসিকস্য চ (সমাসসমূহমধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (উভয়পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্ব) অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ কালঃ (সংহারকারিগণমধ্যে মহাকাল রুদ্র) অহং (আমি) বিশ্বতোমুখঃ (সৃষ্টিকর্তৃগণমধ্যে চতুর্মুখ) ধাতা (ব্রহ্মা) ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই অক্ষরসকলের মধ্যে অ-কার, সমাসগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংহর্তৃদিগের মধ্যে মহাকাল রুদ্র এবং স্রষ্টৃগণের মধ্যে ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

টীকা—সামাসিকস্য সমাস-সমূহস্য মধ্যে 'দ্বন্দ্বঃ', উভয়পদার্থ-প্রধানত্বেন তস্য সমাসেষু শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। অক্ষয়ঃ কালঃ সংহর্তৃণাং মধ্যে মহাকালো রুদ্রঃ বিশ্বতোমুখশ্চতুর্ম্ভোঽহং ধাতা স্রষ্টৃণাং মধ্যে ব্রহ্মা ॥ ৩৩॥

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) সর্বহরঃ (প্রাতিক্ষণিক মৃত্যুসমূহমধ্যে সর্বস্মৃতিহর) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ভবিষ্যতাং চ (ভাবি-ষড়্বিধ-প্রাণিবিকারমধ্যে উদ্ভবঃ (জন্মাখ্য-প্রথমবিকার) নারীণাং চ (এবং নারীগণমধ্যে) কীর্তিঃ (কীর্তি) শ্রীঃ (কান্তি) বাক্ (সংস্কৃতবাণী) স্মৃতিঃ (স্মৃতিশক্তি) মেধা (বহুশাস্ত্রার্থাবধারণশক্তি) ধৃতিঃ (ধৃতি) ক্ষমা চ (ও ক্ষমারূপিণী সপ্ত-দেবতা) ॥ ৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই হরণকারিদিগের মধ্যে সর্বহর মৃত্যু, ভাবিবস্তু-গণের মধ্যে উদ্ভব, নারীদিগের মধ্যে কীর্তি, শ্রী ও বাণী তথা স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এবং মূর্ত্যাদি ধর্মপত্নী ॥ ৩৪ ॥

টীকা—প্রতিক্ষণিকানাং মৃত্যুনাং মধ্যে সর্বহরঃ সর্বস্মৃতিহরো মৃত্যুরহম্; যদুক্তং—"মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ" ইতি। ভবিষ্যতাং ভাবিনাং প্রাণিবিকারাণাং মধ্যে উদ্ভবঃ প্রথমবিকারো জন্মাহম্; নারীণাং মধ্যে কীর্তিঃ খ্যাতিঃ, শ্রীঃ কান্তিঃ, বাক্ সংস্কৃতা বাণীতি তিস্রঃ, তথা স্মৃত্যাদয়শ্চতস্রঃ, চ-কারাৎ মূর্ত্যাদয়শ্চান্যা ধর্মপত্ন্যশ্চাহম্ ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) সাম্নাং (সামসমূহের মধ্যে) বৃহৎ সাম (ইন্দ্রস্তুতিরূপ বৃহৎ সাম) তথা ছন্দসাং (সেইরূপ ছন্দঃসমূহের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী) মাসানাম্ (মাসসমূহমধ্যে) অহং (আমি) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ) ঋতূনাং (ঋতুসমূহমধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত) ॥ ৩৫ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই সাম-বেদের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দঃদিগের মধ্যে গায়ত্রী, মাসগণের মধ্যে অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

টীকা—বেদানাং সামবেদোঽস্মীত্যুক্তম্; তত্র সাম্নামপি মধ্যে বৃহৎ সাম—"ত্বামৃদ্ধিং হবামহে" চ ইত্যস্যাং ঋচি বিগীয়মানং বৃহৎ সাম; ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রী নাম ছন্দঃ; কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ছলয়তাং (পরস্পর বঞ্চনাকারিগণের সম্বন্ধে) দ্যূতম্ অস্মি (দ্যূতক্রীড়াদি হই) তেজস্বিনাম্ (প্রভাবশালিগণের সম্বন্ধে) অহং (আমি) তেজঃ (প্রভাব) জয়ঃ অস্মি [জেতৃগণের] (জয় আমি)

ব্যবসায়ঃ অস্মি [উদ্যমিগণের] (উদ্যম আমি) সত্ত্ববতাম্ (বলবান্‌গণের) অহং (আমি) সত্ত্বম্ (বল) ॥ ৩৬ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই পরস্পর-বঞ্চনাকারিগণের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বিদিগের মধ্যে তেজ, উদ্যমবান্ পুরুষদিগের মধ্যে জয় ও ব্যবসায় এবং বলবান্‌দিগের মধ্যে বল ॥ ৩৬ ॥

টীকা—ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধিদ্যূতমস্মি ; জেতৃণাং জয়োঽস্মি ; ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায়োঽস্মি ; সত্ত্ববতাং বলবতাং সত্ত্বং বলমস্মি ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—বৃষ্ণীনাং (যাদবগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ অস্মি (আমি বাসুদেব) পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) মুনীনাম্ অপি (এবং মুনিগণমধ্যে) অহং (আমি) ব্যাসঃ (ব্যাস) কবীনাম্ (কবিগণমধ্যে) উশনাঃ কবিঃ (শুক্র কবি) ॥ ৩৭ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই বৃষ্ণিদিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে ব্যাস এবং কবিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য ॥ ৩৭ ॥

টীকা—বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবঃ বসুদেবো মৎপিতা মদ্বিভূতিঃ— "প্রজ্ঞাদিত্বাৎ স্বার্থিকোঽণ্" ; "বৃষ্ণীনামহমেবাস্মি" ইত্যনুক্তেঃ অস্যান্যার্থতা নেষ্টা ॥ ৩৭ ॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—দময়তাং (দণ্ডকারিগণের) দণ্ডঃ অস্মি (দণ্ড আমি) জিগীষতাং (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ অস্মি (নীতি) গুহ্যানাং চ (ও গোপনীয়সমূহমধ্যে) মৌনম্ এব (মৌন) অস্মি (হই) অহং (আমি) জ্ঞানবতাং (এবং জ্ঞানবান্‌গণের) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ॥ ৩৮ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই দমনকারিদিগের মধ্যে দণ্ড, জয়াভিলাষকারি-দিগের মধ্যে নীতি, গুহ্যধর্মের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানবান্‌দিগের মধ্যে জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

টীকা—দমনকর্তৃনাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽহম্ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন ! (হে অর্জুন !) যৎ চ (আর যাহা) সর্বভূতানাং (ভূতসমূহের) বীজং (মূলকারণ) তৎ অপি (তাহাও) অহং (আমি) ময়া বিনা (আমাভিন্ন) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে) তৎ (সেই) চরাচরং (স্থাবর-জঙ্গম) ভূতং (বস্তু) ন অস্তি (নাই) ॥ ৩৯ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই সর্বভূতের প্ররোহকারণ বীজ, যেহেতু চরাচর-মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৩৯ ॥

টীকা—বীজং প্ররোহকারণং যত্তদহমস্মি ; তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যাৎ চরমচরং বা তন্নৈবাস্তি মিথ্যৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ ! (হে পরন্তপ !) মম (আমার) দিব্যানাং (উৎকৃষ্ট) বিভূতীনাম্ (বিভূতিসমূহের) অন্তঃ (সীমা) ন অস্তি (নাই) এষ তু (এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বাহুল্য) উদ্দেশতঃ (নামমাত্র) ময়া (আমাকর্তৃক) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) ॥ ৪০ ॥

মর্মানুবাদ—হে পরন্তপ, আমার দিব্যবিভূতিগণের অন্ত নাই ; কেবল নাম-মাত্র তোমার নিকট আমার বিভূতি কীর্তন করিলাম ॥৪০॥

টীকা—প্রকরণমুপসংহরতি— নান্তোঽস্তীতি এষ তু বিস্তারো বাহুল্যমুদ্দেশতো নামমাত্রত এব কৃতঃ ॥ ৪০ ॥

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্যযুক্ত) শ্রীমৎ (সৌন্দর্য বা সম্পত্তি-বিশিষ্ট) ঊর্জিতম্ এব বা (অথবা বলপ্রভাবাধিক) যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (বস্তু) তৎ তৎ এব (তৎ সমুদয়ই) মম (আমার) তেজোঽংশ-সম্ভবং (প্রভাবের অংশ-সম্ভূত বলিয়া) ত্বম্ (তুমি) অবগচ্ছ (জানিও) ॥ ৪১ ॥

মর্মানুবাদ—ঐশ্বর্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে-সকলকেই আমার 'বিভূতি' বলিয়া জানিবে। সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতি-তেজোঽংশসম্ভূত ॥ ৪১ ॥

টীকা—অনুক্তা অপি ত্রৈকালিকীর্বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ—যদ্যদিতি। বিভূতিমৎ ঐশ্বর্যযুক্তম্ ; শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্ ; ঊর্জিতং বলপ্রভাবাদ্যধিকং সত্ত্বং বস্তুমাত্রম্ ॥ ৪১ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অর্জুন! (হে অর্জুন!) অথবা (অথবা) এতেন (এই) বহুনা (পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট) জ্ঞাতেন (জ্ঞান-দ্বারা) তব (তোমার) কিম্? (কি প্রয়োজন?) অহম্ (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নম্ (চিদচিৎ সমস্ত) জগৎ (জগৎ) একাংশেন [প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষরূপে] (একাংশে) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (অবস্থান করিতেছি) ॥ ৪২ ॥

ইতি দশম অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, অধিক কি বলিব, সংক্ষেপতঃ আমার এই প্রকৃতি—সর্বশক্তিসম্পন্না; তাঁহার এক এক প্রভাবদ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্তমান। জড় প্রভাবদ্বারা জড়ীয়-সত্তায় এবং জীবপ্রভাবদ্বারা জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্টজগতে সাম্বন্ধিকভাবে বর্তমান আছি ॥ ৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতেই এই বিশ্ব; তাঁহার বিশ্বগত-বিভূতি বিচারপূর্বক স্বরূপ-তত্ত্বের মাধুর্য আস্বাদন করিবার সর্বপ্রাধান্যই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য।

ইতি দশম অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—বহুনা পৃথকৃপৃথগ্‌জ্ঞাতেন কি ফলং সমুদিতমেব জানীহি ইত্যাহ—বিষ্টভ্যেতি। একাংশেন একেনৈবাংশেন প্রকৃত্যন্তর্যামিনা পুরুষরূপেণৈব ইদং স্বষ্টং জগদ্বিষ্টভ্য অধিষ্ঠানত্বাৎ বিধৃত্য, অধিষ্ঠাতৃত্বাদধিষ্ঠায়, নিয়ন্তৃত্বান্নিয়ম্য, ব্যাপকত্বাৎ ব্যাপ্য, কারণত্বাৎ স্বষ্ট্বা স্থিতোঽস্মি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বং শ্রীকৃষ্ণ এবাতঃ সেব্যস্তদ্দত্তয়া ধিয়া।
স এবাস্বাদ্যমাধুর্য ইত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্থ দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম ॥

ইতি দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ

কথাসার। শ্রীঅর্জুন বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ! তুমি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে যে অতিরহস্যময় অধ্যাত্ম-কথা বলিয়াছ, তাহাতে আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি তোমার ঐশ্বর-রূপ-দর্শনের অভিলাষ করিতেছি।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে দিব্য-নয়ন প্রদানপূর্বক স্বীয়-ঐশ্বর-রূপ দেখাইলেন। শ্রীভগবানের সেই বিরাট্ বা বিশ্বরূপ—বহু বদন, বহু নয়ন, অনেক অদ্ভুত-দর্শন, অনেক দিব্য আভরণ, অনেক দিব্যাস্ত্র, বহু দিব্য-মাল্য ও বস্ত্র এবং বহু দিব্য গন্ধের অনুলেপন-যুক্ত। এই রূপ—সর্বাশ্চর্যময়, দ্যুতিশীল, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সহস্র সূর্যের প্রভাযুক্ত। শ্রীভগবানের এই বিরাট্ দেহে সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত; তাহা আদি, মধ্য ও অন্তহীন এবং অনন্তবীর্যশালী, অনন্ত-বাহুযুক্ত, নিশাকর-দিবাকররূপ নয়নদ্বয়বিশিষ্ট, প্রদীপ্ত-হুতাশনপূর্ণ-বদন-সমন্বিত ও স্বীয় তেজোদ্বারা বিশ্বসন্তাপকারী। তাঁহার মুখগহ্বরে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, রাজন্যবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা প্রবেশ করিতেছেন, কেহ বা তদীয় দন্তসন্ধিস্থলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছেন। বিরাট্ পুরুষ জ্বলন্ত বদনসমূহদ্বারা সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত। এই রূপ দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে অর্জুন, আমি লোক-ক্ষয়কারী অত্যুৎকট কাল। আমাকর্তৃক এই সকল পূর্বেই নিহতপ্রায় হইয়াছে। তুমি এক্ষণে এই লোকবিনাশের নিমিত্তমাত্র হও।" অতঃপর ভগবান্ উক্ত ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ সম্বরণ করিলে ভীত ও লজ্জিত অর্জুন তাঁহাকে স্তুতি করিয়া বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বকারণ-কারণ, পরমধাম, পরমবেত্ত, অনন্তস্বরূপ। তোমার প্রতি সখ্য-ভাব করিয়া যে অপরাধ

করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।" শ্রীভগবান্ বলিলেন—"হে অর্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় যোগমায়া-প্রভাবে তোমাকে আমার তেজোময় বিশ্বব্যাপী, অনন্ত ও আদিভূত এই বিরাট্-রূপ দেখাইলাম। তুমি ভিন্ন অপর কেহই স্বাধ্যায়, দান, যজ্ঞ বা উগ্র তপস্যাদ্বারা আমার এই বিশ্ব-রূপদর্শনে সমর্থ নহে। তুমি ভয়ব্যাকুলতা ও অচেতনভাব পরিত্যাগ-পূর্বক নির্ভয়ে আনন্দিতচিত্তে আমার এই বিশ্বরূপ পুনরায় যথেষ্ট দর্শন কর।" অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় স্বীয় সৌম্য অপ্রাকৃত নর-মূর্তি প্রদর্শন-পূর্বক ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন। উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, অনন্যভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে তাত্ত্বিকভাবে জানা যায় ও আশ্রয় করা যায়। সংসারে আসক্তিরহিত, সর্বজীবে শত্রুভাবহীন, কৃষ্ণ-পরায়ণ ভক্তই মাত্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হ'ন।

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন কহিলেন), মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া) পরমং গুহ্যম্ (পরম গোপনীয়) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (আত্মবিভূতিবিষয়ক) যৎ বচঃ (যে বাক্য) ত্বয়া (আপনাকর্তৃক) উক্তং (উক্ত হইল) তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (ভবদীয় ঐশ্বর্যবিষয়ক অজ্ঞান) বিগতঃ (দূর হইল) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় আপনার পরম-গুহ্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। আপনার অপ্রাকৃত, অবিতর্ক্য, পরম-ভাব না জানিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বগত ব্যতিরেক-চিন্তারূপ

মোহদ্বারা আমি আক্রান্ত ছিলাম ; এখন স্পষ্টরূপে জানিলাম যে, আপনি সর্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত এবং বিশ্বরূপাদি-প্রকাশ—কেবল আপনার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একাংশ-মাত্র ॥ ১ ॥

টীকা—একাদশে বিশ্বরূপং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তধীঃ স্তবন্।
পার্থ আনন্দিতো দর্শয়িত্বা স্বং হরিণা পুনঃ ॥

পূর্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি সর্ববিভূত্যাশ্রয়মাদিপুরুষং স্বপ্রিয়সখস্যাংশং শ্রুত্বা পরমানন্দ-নিমগ্নস্তদ্রূপং দিদৃক্ষমাণো ভগবদুক্তম্ অভিনন্দতি--মদনুগ্রহায়েতি ত্রিভিঃ। অধ্যাত্মমিতি সপ্তম্যর্থে অব্যয়ীভাবাদাত্মনীত্যর্থঃ। আত্মনি যা যা সংজ্ঞা বিভূতি-লক্ষণা, সা সংজাতা যস্য তদ্বচঃ ; মোহস্ত্বদৈশ্বর্যা-জ্ঞানম্ ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—কমলপত্রাক্ষ ! (হে পদ্মপলাশলোচন !) ত্বত্তঃ হি (আপনার নিকট হইতেই) ভূতানাং (ভূতগণের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (আমা-কর্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল) চ (এবং) অব্যয়ং (অনশ্বর) মাহাত্ম্যম্ অপি (মাহাত্ম্যও) [শ্রুতম্] [শ্রুত হইল] ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—অতএব হে কমলপত্রাক্ষ, আমি আপনার ভূতসকলের সৃষ্টি ও সংহারসম্বন্ধী সাম্বন্ধিক-ভাব এবং অব্যয় মাহাত্ম্যরূপ স্বরূপগত ভাব,—এতদুভয় তত্ত্বই অবগত হইলাম ॥ ২ ॥

টীকা—অস্মিন্ ষট্কে তু ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিসংহারৌ ত্বত্ত ইতি "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইত্যাদিনা অব্যয়ং মাহাত্ম্যং সৃষ্ট্যাদি-

কর্তৃত্বেঽপ্যবিকারাসঙ্গাদিলক্ষণম্—"ময়া ততমিদং সর্বম্" ইতি, "ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি" ইত্যাদিনা ॥ ২ ॥

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—পরমেশ্বর ! (হে পরমেশ্বর !) যথা (যেরূপ) ত্বম্ (আপনি) আত্মানম্ (নিজ ঐশ্বর্য-বিষয়) আত্থ (বলিলেন) এতৎ (ইহা) এবং (এইরূপই) [তথাপি] পুরুষোত্তম ! (হে পুরুষোত্তম !) তে (আপনার) ঐশ্বরং (সেই ঐশ্বর) রূপং (রূপ) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে পুরুষোত্তম, হে পরমেশ্বর, আপনার স্বরূপতত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি ; কিন্তু সৃষ্টিসময়ে আপাততঃ আপনার স্বরূপকে আপনি যেরূপে জগন্মধ্যস্থ করিয়াছেন, আপনার সেই ঐশ্বর-রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

টীকা—ইদানীমাত্মানং ত্বং যথাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতঃ" ইতি, তচ্চৈবমেব মম নাত্র কোঽপ্যবিশ্বাসোঽস্তীতি ভাবঃ। কিন্তু তদপি স্বং কৃতার্থবুভূষয়া তবৈশ্বরং তদ্রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি, যেনৈকাংশেনেশ্বররূপেণ ত্বং জগৎ বিষ্টভ্য বর্তসে তস্যৈব তে রূপমহমিদানীং চক্ষুর্ভ্যাং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভো ! (হে প্রভো !) যদি (যদি) তৎ (সেইরূপ) ময়া (আমি) দ্রষ্টুং (দেখিতে) শক্যম্ (পারিব) ইতি (ইহা) মন্যসে (মনে করেন) ততঃ (তবে) যোগেশ্বর ! (হে যোগেশ্বর !) ত্বং (আপনি) মে

(আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানং (আপনাকে) দর্শয় (প্রদর্শন করুন) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—জীব—অণুচৈতন্য, অতএব বিভুচৈতন্যের ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষ্য করিতে পারে না। আমি—জীব, আপনার অনুগ্রহবশতঃ আপনার স্বরূপতত্ত্বে অধিকার লাভ করিয়াও জীবচিন্তাতীত আপনার ঐশ্বর-স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই। আপনি—যোগেশ্বর এবং আমার প্রভু; আপনার যোগৈশ্বর্য (যাহা—স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ, তাহা) আমাকে দেখান ॥ ৪ ॥

টীকা—যোগেশ্বরেতি—অযোগ্যস্যাপি মম তদ্দর্শনযোগ্যতায়াং তব যোগৈশ্বর্যমেব কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন), পার্থ! (হে পার্থ!) মে (আমার) দিব্যানি (দিব্য) নানাবিধানি (নানাপ্রকার) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (এবং নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (এবং সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপ) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ, তুমি আমার যোগৈশ্বর্য দেখ,—আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানাবিধ দিব্য রূপ এবং নানা-বর্ণাকৃতি প্রত্যক্ষ কর ॥ ৫ ॥

টীকা—ততশ্চ স্বাংশস্য প্রকৃত্যন্তর্যামিনঃ প্রথমপুরুষস্য "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" ইতি পুরুষসূক্ত-প্রোক্তং রূপং প্রথমমিদং দর্শয়ামি, পশ্চাৎ প্রস্তুতোপযোগিত্বেন তস্যৈব কালরূপত্বমপি জ্ঞাপয়িষ্যামীতি

মনসি বিমৃষ্য অর্জুনং প্রতি সাবধানো ভবেত্যভিমুখী করোতি। পশ্যেতি রূপাণীতি একস্মিন্নপি মৎস্বরূপে শতশো মৎস্বরূপাণি মদ্বিভূতীঃ ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসূন্ (অষ্টবসু) রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্র) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা মরুতঃ (এবং ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ) পশ্য (দর্শন কর) বহূনি (বহু) অদৃষ্টপূর্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব) আশ্চর্যাণি (আশ্চর্যসমূহ) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—হে ভারত, আদিত্যসকল, বসুসকল, রুদ্রসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুৎসকল এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রূপ দেখ ॥৬॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—গুড়াকেশ! (হে জিতনিদ্র!) ইহ (এই প্রস্তাবে) একস্থং (আমার একটী দেহাবয়বে স্থিত) কৃৎস্নং (সমস্ত) সচরাচরং (সচরাচর) জগৎ (জগৎ) অন্যৎ চ (আরও) যৎ (যাহা যাহা) [স্বজয়পরাজয়াদি] মম দেহে (আমার শরীরে) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) [তাহা] অদ্য (আজ) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—সচরাচর জগৎ এবং যাহা কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই আমার এই ঐশ্বর্য-স্বরূপস্থ; অতএব, হে গুড়াকেশ, সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণ-স্বরূপের একদেশে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

টীকা—পরিভ্রমতা ত্বয়া বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি জগৎ ইহ প্রস্তাবে একস্মিন্নপি মদ্দেহাবয়বে তিষ্ঠতি ইতি একস্থং যচ্চান্যৎ স্বজয়পরাজয়াদিকঞ্চ মমাস্মিন্ দেহে জগদাশ্রয়ভূতকারণরূপে ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব তু [আমার মাধুর্যৈকনিষ্ঠ] (নিজ চক্ষুদ্বারাই কিন্তু) মাং [ঐশ্বর্যলীলাবিশিষ্ট সহস্রশিরস্কত্বাদিরূপযুক্ত] (আমাকে) দ্রষ্টুং (দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না) [অতএব] তে (তোমাকে) দিব্যং (অলৌকিক) চক্ষুঃ (চক্ষু) দদামি (দিতেছি) মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) যোগং (যোগশক্তি) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—তুমি—আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরুপাধিক প্রেমচক্ষুদ্বারা আমার কৃষ্ণ-স্বরূপ দর্শন করিয়া থাক। আমার যোগৈশ্বর্যময় স্বরূপটী—সাম্বন্ধিক ভাব-গত ; সুতরাং (অপ্রয়োজনীয় বলিয়া) নিরুপাধিক প্রেমচক্ষুদ্বারা লক্ষিত হয় না। স্থূল-জড়দর্শক চক্ষুও আমার ঐশ্বর-স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে-চক্ষু—সোপাধিক, কিন্তু স্থূল নয়, তাহাকে 'দিব্য-চক্ষু' বলা যায় ; আমি তোমাকে সেই দিব্যচক্ষু দান করিতেছি ; তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-স্বরূপ দর্শন কর। যুক্তিময় দিব্যচক্ষু-লব্ধ ব্যক্তিগণ আমার নিরুপাধিক কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর্যস্বরূপে সহজেই প্রীতিলাভ করেন, যেহেতু তাঁহাদের নিরুপাধিক প্রেমময় স্বচক্ষু নিমীলিত থাকে ॥ ৮ ॥

টীকা—ইদমিন্দ্রজালং মায়াময়ং বা রূপমিত্যর্জুনো মা মন্যতাং, কিন্তু সচ্চিদানন্দময়মেব স্বরূপমন্তর্ভূতসর্বজগৎকমতীন্দ্রিয়ত্বেনৈব বিশ্বসিতুমিত্যেতদর্থমাহ—ন ত্বিতি। অনেনৈব প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা মাং চিদ্ঘনাকারং

দ্রষ্টুং ন শক্যসে ন শক্নোষি ইতি, অতস্তুভ্যং দিব্যম্ অপ্রাকৃতং চক্ষুর্দদামি, তেনৈব পশ্যেতি প্রাকৃতনরমানিনমর্জুনং কমপি চমৎকারং প্রাপয়িতুম্ এব ; যতো হি অর্জুনো ভগবৎপার্ষদমুখ্যত্বাৎ নরাবতারত্বাচ্চ প্রাকৃত-নর ইব ন চর্মচক্ষুষ্কঃ। কিঞ্চ, সাক্ষাদ্ভগবন্মাধুর্যমেব যঃ স্বচক্ষুযা সাক্ষাদনু-ভবতি, সোঽর্জুনো ভগবদংশং দ্রষ্টুং তেন অশক্নুবন্ দিব্যং চক্ষুর্গৃহ্ণীয়াদিতি কঃ খলু ন্যায়ঃ ? একে ত্বেবমাচক্ষতে—ভগবতো নরলীলত্বমহামাধুর্যৈক-গ্রাহি-সর্বোৎকৃষ্টং যদ্ভবতি, তচ্চক্ষুরনন্যভক্ত ইব ভগবতো দেবলীলত্ব-সম্পদং নৈব গৃহ্ণাতি,—ন হি সিতোপলরসাস্বাদিনী রসনা খণ্ডং গুড়ং বা স্বাদয়িতুং শক্নোতি। তস্মাদর্জুনায় তৎপ্রার্থিতং চমৎকারবিশেষং দাতুং দেবলীলত্বময়ৈশ্বর্যং জিগ্রাহয়িষুর্ভগবান্ প্রেমরসাননুকূলং দিব্যমমানুষম্ এব চক্ষুর্দদাবিতি। তথা দিব্যচক্ষুর্দানাভিপ্রায়োঽধ্যায়ান্তে ব্যক্তী-ভবিষ্যতীতি ॥ ৮ ॥

উবাচ সঞ্জয়

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন), রাজন্ ! (হে রাজন্ !) মহাযোগেশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (হরি) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (কহিয়া) ততঃ (অনন্তর) পার্থায় (অর্জুনকে) পরমম্ (উৎকৃষ্ট ঐশ্বরং (ঐশ্বর) রূপং (রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নম্ (বহুমুখ ও বহুনেত্রবিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ (অনেক আশ্চর্য্যাকৃতিবিশিষ্ট) অনেকদিব্যাভরণং (অসংখ্যদিব্যভূষণে ভূষিত) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ (অনেক দিব্যাস্ত্রযুক্ত) ॥ ১০ ॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত) দিব্য-গন্ধানুলেপনং (দিব্যগন্ধানুলিপ্ত) সর্বাশ্চর্যময়ং (সর্ববিধ আশ্চর্যময়) দেবম্ (উজ্জ্বল) অনন্তং (অনন্ত) বিশ্বতোমুখম্ (সর্বত্র মুখবিশিষ্ট) [রূপ দেখাইলেন] ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্, মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি এই প্রকার উক্তি করিয়া অর্জুনকে পরম ঐশ্বর-রূপ দেখাইলেন। সেই মূর্তি—অদ্ভুত-দর্শন ; তাহা অনেক বক্ত্র ও নয়নযুক্ত, অনেক দিব্য আভরণ ও অনেক দিব্যাস্ত্রযুক্ত এবং দিব্য মালা ও বস্ত্র-শোভিত, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, সর্বাশ্চর্যময়, উজ্জ্বল, অনন্ত, সর্বত্রাবস্থিত-মুখবিশিষ্ট মূর্তি ॥ ৯-১১ ॥

টীকা—বিশ্বতঃ সর্বতো মুখানি যস্য তৎ ॥ ১১ ॥

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যদি (যদি) দিবি (আকাশে) সূর্যসহস্রস্য (সহস্রসূর্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (এককালে) উত্থিতা (সমুত্থিত) ভবেৎ (হয়) [তবেই] সা (সেই প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহাত্মার) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—যদি কখনও এককালে সহস্র সূর্য উদিত হয়, তবে কতক-পরিমাণে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের তেজঃসদৃশ হইতে পারে ॥ ১২ ॥

টীকা—একদৈব যদি ভাঃ কান্তিরুত্থিতা ভবেৎ, তদা তস্য মহাত্মনঃ বিশ্বরূপপুরুষস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কান্তেঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী ভবেৎ ॥ ১২ ॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (পাণ্ডব) তত্র (সেই যুদ্ধভূমিতেই) দেবদেবস্য (দেবদেবের) শরীরে (দেহে) অনেকধা (অনেক ভাগে) প্রবিভক্তং (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (ব্রহ্মাণ্ড) একস্থম্ (এক-দেশে অবস্থিত) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—তখন অর্জুন সেই পরম-দেবের শরীরে অনন্ত জগৎ একত্র স্থিত এবং অনেকরূপে বিভক্ত,—এরূপ নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

টীকা—তত্র তস্যাং যুদ্ধভূমাবেব দেবদেবস্য শরীরে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডং কৃৎস্নং সর্বমেব গণয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। প্রবিভক্তং পৃথক্পৃথক্কৃতয়া স্থিতম্ একস্থম্ একদেশস্থং প্রতিরোমকূপস্থং প্রতিকুক্ষিস্থং বা ইত্যর্থঃ। অনেকধা মৃন্ময়ং হিরণ্ময়ং মণিময়ং বা পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণং শতকোটি-যোজনপ্রমাণং লক্ষকোট্যাদিযোজনপ্রমাণং বা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তর) সঃ ধনঞ্জয়ঃ (সেই ধনঞ্জয়) বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত হইয়া) দেবং [সেই] (দেবতাকে) শিরসা (মস্তকদ্বারা) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (করযোড়ে) অভাষত (বলিতে লাগিলেন) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—তখন বিস্মিত ও হৃষ্টরোম ধনঞ্জয় প্রণতিপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীঅর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঅর্জুনঃ উবাচ (শ্রীঅর্জুন বলিলেন), দেব ! (হে দেব !) তব (আপনার) দেহে (শরীরে) সর্বান্ দেবান্ (সমস্ত দেবতা) তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (এবং জরায়ুজাদিভূতসমূহ) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ চ (ঋষিসঙ্ঘ) সর্বান্ উরগান্ চ (বাসুকি প্রভৃতি সর্পসমূহ) ঈশং (এবং তাঁহাদের স্বামী) কমলাসনস্থং (মেরুতে অবস্থিত অথবা ভগবানের নাভিপদ্মে অবস্থিত) ব্রহ্মাণং (ব্রহ্মাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—হে দেব, আপনার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূতসঙ্ঘ, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা, মহাদেব, সমস্ত ঋষিগণ ও উরগগণকে দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

টীকা—ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সংঘান্ কমলাসনস্থং পৃথ্বীপদ্ম-কর্ণিকায়াং সুমেরৌ স্থিতং ব্রহ্মাণম্ ॥ ১৫ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বেশ্বর ! (হে বিশ্বেশ্বর !) বিশ্বরূপ ! (হে বিশ্বরূপ !) অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ (বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্রবিশিষ্ট) অনন্তরূপং (অনন্তরূপধারী) ত্বাং (আপনাকে) সর্বতঃ (সর্বত্র)

পশ্যামি (দেখিতেছি) পুনঃ (কিন্তু) তব (আপনার) ন অন্তং (না অন্ত) ন মধ্যং (না মধ্য) ন আদিং (না আদি) পশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আপনার শরীরে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র, নেত্র সর্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি। আপনার অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাই না ॥ ১৬ ॥

টীকা—হে বিশ্বেশ্বর, আদিপুরুষ ॥ ১৬ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—কিরীটিনং (কিরীট) গদিনং (গদা) চক্রিণং চ (ও চক্রধারী) সর্বতঃ (সর্বত্র) দীপ্তিমন্তং (প্রকাশমান) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জ) দুর্নিরীক্ষ্যং (দুর্দর্শ) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট) অপ্রমেয়ং (ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অতর্ক্য) ত্বাং (আপনাকে) সমন্তাৎ (সর্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—আপনার মূর্তি—দুর্নিরীক্ষ্য, সম্যক্‌প্রদীপ্ত, অনলার্কদ্যুতিস্বরূপ ও অপ্রমেয়, তাহাতে নানাবিধ কিরীট, গদা, চক্র ও তেজোরাশি সর্বদিকে দীপ্তিমান্ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (আপনি) বেদিতব্যং (মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয়) পরমম্ (পর অর্থাৎ শ্রীসমন্বিত) অক্ষরং (ব্রহ্ম) ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই)

বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানং (লয়স্থান) ত্বম্ (আপনি) অব্যয়ঃ (অবিনাশী) শাশ্বতধর্মগোপ্তা [বেদোক্ত] (নিত্য ধর্মের—ভক্তির পালক) ত্বং (আপনি) সনাতনঃ (সনাতন) পুরুষঃ (পুরুষ) [ইতি] [ইহা] মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—আপনি—পরমজ্ঞাতব্য অক্ষর-তত্ত্ব ; আপনি—এই বিশ্বের পরমনিধান ; আপনি—অব্যয়, আপনি—সনাতন-ধর্মরক্ষক এবং সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥

টীকা—বেদিতব্যং মুক্তৈর্জ্ঞেয়ং যদক্ষরং ব্রহ্মতত্ত্বং নিধানং লয়স্থানম্ ॥১৮॥

অনাদি-মধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্তরহিত) অনন্তবীর্যম্ (অনন্তঐশ্বর্যশালী) অনন্তবাহুং (অনন্তবাহু) শশি-সূর্যনেত্রং (চন্দ্র ও সূর্যরূপ চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য মুখবিশিষ্ট) স্বতেজসা (স্বীয় তেজোদ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বং (বিশ্ব) তপন্তং (সন্তাপকারী) ত্বাং (আপনাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৯॥

মর্মানুবাদ—আপনি—আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অনন্তবীর্য ; অনন্ত-বাহু, চন্দ্র ও সূর্যরূপ নেত্রবিশিষ্ট ও দীপ্তহুতাশ-বক্ত্র, স্বীয় তেজোদ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

টীকা—অনাদীত্যত্র মহাবিস্ময়রসসিন্ধুনিমগ্নস্যার্জুনস্য বচসি পৌনরুক্ত্যং ন দোষায়, যদুক্তং—'প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দুষ্যতি' ॥ ১৯ ॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মন্! (হে মহাত্মন্!) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (আকাশ ও পৃথিবীর ইদম্ (এই) অন্তরং (মধ্যস্থল) সর্বাঃ দিশঃ চ (ও দিক্‌সমূহ) একেন হি (এককই) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) ব্যাপ্তং (পরিব্যাপ্ত) তব (আপনার) ইদম্ (এই) অদ্ভুতম্ (অদ্ভুত) উগ্রং (ভয়ানক) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (লোকত্রয়) প্রব্যথিতম্ (অতিশয় ভীত হইতেছে) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে, আপনি এক হইয়াও সর্বত্র ব্যাপ্ত; হে মহাত্মন্, আপনার এই উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিতেছি, ইহার দর্শনে লোকত্রয় ব্যথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

টীকা—অথ প্রস্তুতোপযোগিত্বাত্তস্যৈব রূপস্য কালরূপত্বং দর্শয়ামাস—দ্যাবেত্যাদি-দশভিঃ ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ
॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অমী হি (ঐ) সুরসঙ্ঘাঃ (দেবতাগণ) ত্বাং (আপনাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন) কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটে) গৃণন্তি (স্তুতি করিতেছেন) মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (মহর্ষি ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা ('বিশ্বের মঙ্গল হউক' এই বলিয়া) পুষ্কলাভিঃ (প্রচুর) স্তুতিভিঃ (স্তুতিদ্বারা) ত্বাং (আপনাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—ঐ দেবতাসকল আপনাতেই প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ ভয়প্রযুক্ত প্রাঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া আপনার স্তব করিতেছেন, মহর্ষিসকল আপনার স্বস্তিবাদ করিতেছেন এবং পুষ্কল-স্তুতিদ্বারা আপনাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

টীকা—ত্বা ত্বাম্ ॥ ২১ ॥

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যে চ (যে সকল) রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (বসুগণ) সাধ্যাঃ (সাধ্যগণ) বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) মরুতঃ চ (মরুদ্গণ) উষ্মপাঃ চ (ও পিতৃগণ) গন্ধর্ব-যক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (গন্ধর্ব-যক্ষ-অসুর ও সিদ্ধগণ) [তে] [তাঁহারা] সর্বে এব চ (সকলেই) বিস্মিতাঃ (বিস্মিত হইয়া) ত্বাং (আপনাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ—রুদ্র, আদিত্য, বসুসকল, সাধ্য, বিশ্বদেবসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎসকল, পিতৃলোক, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ, সকলেই বিস্মিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

টীকা—উষ্মাণং পিবন্তীতি উষ্মপাঃ পিতরঃ—"উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২২ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো ! (হে মহাবাহো !) তে (আপনার) বহুবক্ত্র-নেত্রং (বহুমুখ ও বহুনেত্রযুক্ত) বহুবাহূরুপাদং (বহু বাহু, বহু উরু ও

বহুচরণবিশিষ্ট) বহূদরং (অনেক উদরবিশিষ্ট) বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহুদশন-দ্বারা বিকৃত) মহৎ (বিশাল) রূপং (মূর্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (লোকসমূহ) প্রব্যথিতাঃ (ভীত হইয়াছে) তথা (তদ্রূপ) অহম্ (আমি) [ব্যথিত হইয়াছি] ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে মহাবাহো, আপনার বহু বক্ত্র, বহু নেত্র, বহু বাহু, উরু, পাদ এবং বহু উদর ও করাল দংষ্ট্রাবিশিষ্ট রূপ দেখিয়া লোকসকল আমার ন্যায় ব্যথিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো
॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণো ! (হে বিষ্ণো !) নভঃস্পৃশং (আকাশস্পর্শী) দীপ্তম্ (তেজোযুক্ত) অনেকবর্ণং (নানাবর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিস্ফারিত-মুখ) দীপ্তবিশালনেত্রং (উজ্জ্বলায়ত-চক্ষুবিশিষ্ট) ত্বাং হি (আপনাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (ভীতমনা) ধৃতিং (ধৈর্য) শমং চ (ও শান্তি) ন বিন্দামি (পাইতেছি না) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—হে বিশ্বব্যাপিন্, নভঃস্পর্শী, দীপ্ত, বহুবর্ণ, ব্যাত্ত (ব্যাদিত)-আনন এবং দীপ্ত-বিশাল-নেত্রবিশিষ্ট আপনাকে দৃষ্টি করিয়া ধৈর্য ও শমকে অবলম্বন করিতে অক্ষম হইতেছি ॥ ২৪ ॥

টীকা—শমম্ উপশমম্ ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেবেশ ! (হে দেবেশ !) দংষ্ট্রাকরালানি (দশনসমূহদ্বারা ভীষণ) কালানলসন্নিভানি চ (এবং প্রলয়াগ্নিতুল্য) তে (আপনার) মুখানি (মুখসমূহ) দৃষ্টা এব (দেখিয়াই) দিশঃ ন জানে (দিক্‌সমূহ জানিতে পারিতেছি না) শর্ম চ (ও সুখ) ন লভে (পাইতেছি না) জগন্নিবাস ! (হে জগদাশ্রয় !) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন্) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—আপনার কালানলের ন্যায় করালদংষ্ট্রাযুক্ত মুখসকল দেখিয়া আমি দিগ্‌বিভ্রমে পড়িয়াছি ; কিসে সুবিধা হয়, তাহা স্থির করিতে পারি না। হে দেব, হে জগন্নিবাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ২৫ ॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অবনিপালসংঘৈঃ সহ এব (নৃপতিবৃন্দসহই) অমী সর্বে (ঐ সমস্ত) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) তথা (এবং) ভীষ্মঃ (ভীষ্ম) দ্রোণঃ (দ্রোণ) অসৌ সূতপুত্রঃ চ (এবং এই কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের) যোধমুখ্যৈঃ সহ অপি (প্রধান প্রধান যোদ্ধা-দিগেরও সহিত) ত্বাং ত্বরমাণাঃ (আপনার দিকে ত্বরান্বিত হইয়া) তে (আপনার) দংষ্ট্রাকরালানি (দশনসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত) ভয়ানকানি (ভয়ানক) বক্ত্রাণি (মুখসমূহমধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন) কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণিত) উত্তমাঙ্গৈঃ (মস্তকসমূহের দ্বারা) দশনান্তরেষু (দন্তসমূহের সন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ (লীন) সংদৃশ্যন্তে (দেখা যাইতেছে) ॥ ২৬-২৭ ॥

মর্মানুবাদ—ঐসকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়া তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধপ্রধানগণকে

লইয়া আপনার করাল-দন্তবিশিষ্ট মুখের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতেছে এবং সেই দন্তমধ্যে বিলগ্ন হইয়া কাহারও কাহারও উত্তমাঙ্গ চূর্ণিতরূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ২৬-২৭ ॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ (বহু) অম্বুবেগাঃ (জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখী হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে) তথা (তদ্রূপ) অমী (এই) নরলোকবীরাঃ (বীরপুরুষেরা) তব (আপনার) জ্বলন্তি (প্রদীপ্যমান) বক্ত্রাণি (মুখসমূহে) অভিতঃ (সর্বত্র) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—যেমত নদীগণের জলবেগসমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ নরবীরসকল আপনার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সর্বতোভাবে জ্বলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেমন) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গগণ) নাশায় (মরণের জন্য) সমৃদ্ধবেগাঃ (প্রবলবেগে) প্রদীপ্তং জ্বলনং (প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে) তথা (সেইরূপ) লোকাঃ অপি (জীবসমূহও) নাশায় এব (মরণের জন্যই) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগে) তব (আপনার) বক্ত্রাণি (মুখসমূহমধ্যে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হইতেছে) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—যেরূপ পতঙ্গসকল সমৃদ্ধ-বেগ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ লোকসকল বিনাশলাভ করিবার জন্য সমৃদ্ধবেগে আপনার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—[আপনি] জ্বলদ্ভিঃ (প্রদীপ্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহদ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোকদিগকে) গ্রসমানঃ (গ্রাস করতঃ) সমন্তাৎ (সর্বতোভাবে) লেলিহ্যসে (অতিশয় ভক্ষণ করিতেছেন) বিষ্ণো ! (হে বিশ্বব্যাপিন্ !) তব (আপনার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (দীপ্তিসমূহ) তেজোভিঃ (তেজোরাশিদ্বারা) সমগ্রং (সমস্ত) জগৎ (জগৎ) আপূর্য (ব্যাপিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—হে বিষ্ণো, আপনি প্রজ্বলিতমুখদ্বারা এই সমস্ত লোককে সম্যক্ গ্রাস করিতেছেন, সমস্ত জগৎকে আপনার তেজোদ্বারা আপূরিত করিয়া উগ্র প্রতাপের সহিত প্রকাশমান হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্তি) ভবান্ (আপনি) কঃ (কে) মে (আমায়) আখ্যাহি (বলুন্) তে (আপনাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) দেববর ! (হে দেববর !) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন্) আদ্যং (আদি-পুরুষ) ভবন্তং (আপনাকে) বিজ্ঞাতুম্ (বিশেষভাবে জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) হি (যেহেতু) তব (আপনার) প্রবৃত্তিং (চেষ্টা) ন প্রজানামি (প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিতেছি না) ॥ ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—উগ্ররূপ আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন্ ; হে দেব, আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হউন্, আমি আপনার প্রবৃত্তি অবগত নই ; আমি আপনাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ
॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন), [আমি] লোক-ক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) কালঃ অস্মি (কাল হই) ইহ (এই সময়ে) লোকান্ (লোকসকলকে) সমাহর্তুং (সংহার করিতে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) ত্বাম্ ঋতে অপি (তোমাব্যতীতও) প্রত্যনী-কেষু (প্রতিপক্ষ-সৈন্যমধ্যে) যে যোধাঃ (যে সকল যোদ্ধা) অবস্থিতাঃ (অবস্থান করিতেছে) সর্বে অপি (সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবে না) ॥ ৩২ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—এই প্রবৃদ্ধ লোকসকলকে ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় আমি কালরূপে অবতীর্ণ ; প্রতিপক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকে আমি বিনাশ করিব। এই বিনাশ-কার্যে তুমি কর্তা নও, কিন্তু আমিই কর্তা ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) যশঃ লভস্ব (যশঃ লাভ কর) শত্রূন্ (শত্রুদিগকে) জিত্বা (জয় করিয়া) সমৃদ্ধং রাজ্যং (নিষ্কণ্টক রাজ্য) ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ কর) ময়া এব (মৎকর্তৃকই) পূর্বম্ এব (পূর্বেই) এতে (ইহারা) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে) সব্যসাচিন্ ! (হে বামহস্তদ্বারা শরসন্ধানকারী অর্জুন !) নিমিত্তমাত্রং (নিমিত্রমাত্র) ভব (হও) ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ—এই বিনাশ-কার্যে যখন তোমার অপেক্ষা নাই, তখন তোমার যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয়জনিত যশঃ লাভ ও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করা উচিত। আমি সকলকেই বিনাশ করিয়াছি; হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—ময়া (আমাকর্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণং চ (দ্রোণ) ভীষ্মং চ (ভীষ্ম) জয়দ্রথং চ (জয়দ্রথ) কর্ণং (কর্ণ) তথা (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যোদ্ধগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (হনন কর) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুগণকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে) ॥ ৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—আমি দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীর-সকলকে নষ্ট করিয়াছি, তুমি ক্লেশত্যাগ-পূর্বক যুদ্ধ কর এবং তোমার প্রতিপক্ষগণকে জয় কর ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন), কেশবস্য (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কাঁপিতে কাঁপিতে) কিরীটী (অর্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) নমস্কৃত্বা (নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ (অতি ভীতচিত্তে) ভূয় এব (পুনরায়) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) সগদ্গদম্ (গদ্গদভাবে) আহ (বলিলেন) ॥ ৩৫ ॥

মর্ম্মানুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্, অর্জুন ভগবানের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিতশরীরে কৃতাঞ্জলিপূর্বক ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি-পুরঃসর গদ্গদ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

টীকা—নমস্কৃত্বা ইত্যার্ষম্ ॥ ৩৫ ॥

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন কহিলেন), হৃষীকেশ! (হে হৃষীকেশ!) তব (আপনার) প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্য-সংকীর্তনদ্বারা) জগৎ (জগৎ) প্রহৃষ্যতি (প্রহৃষ্ট হইতেছে) অনুরজ্যতে চ (এবং অনুরক্ত হইতেছে) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিক্‌সমূহে) দ্রবন্তি (পলায়ন করিতেছে) সর্বে সিদ্ধসংঘাঃ চ (এবং সকল সিদ্ধসংঘ) নমস্যন্তি (নমস্কার করিতেছেন) [সমস্তই] স্থানে (যুক্তিযুক্ত) ॥ ৩৬ ॥

মর্ম্মানুবাদ—হে হৃষীকেশ, তোমার যশঃকীর্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে, রক্ষঃসকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধসকল নমস্কার করে,—ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্ত-কার্য ॥ ৩৬ ॥

টীকা—ভগবদ্বিগ্রহস্যাতিপ্রসন্নত্বমতিঘোরত্বঞ্চ ইদমুন্মুখবিমুখবিষয়-কমিতি সহসৈব জ্ঞাত্বা তদেব তত্ত্বং ব্যাচক্ষাণঃ স্তৌতি,—স্থানে ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যর্থঃ। হে হৃষীকেশ, স্বভক্তেন্দ্রিয়াণাং স্বাভক্তেন্দ্রিয়াণাঞ্চ স্বাভিমুখ্যে স্ববৈমুখ্যে চ প্রবর্তক, তব প্রকীর্ত্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্যসংকীর্তনেন জগদিদং প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে অনুরক্তং ভবতীতি যুক্তমেব জগতোঽস্য ত্বদোন্মুখ্যাদিতি

ভাবঃ। তথা রক্ষাংসি রাক্ষসাঃ সুরদানবপিশাচাদীনি ভীতানি ভূত্বা দিশো দ্রবন্তি দিশঃ প্রতিপলায়ন্তে ; ইত্যেতদপি স্থানে যুক্তমেব তেষাং ত্বদ্বৈমুখ্যাদিতি ভাবঃ। তথা ত্বদ্ভক্ত্যা যে সিদ্ধাঃ, তেষাং সংঘাঃ সর্বে নমস্যন্তি চ ইত্যপি যুক্তমেব তেষাং ত্বদ্ভক্তত্বাদিতি ভাবঃ। শ্লোকোঽয়ং রক্ষোঘ্নমন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মন্! (হে মহাত্মন্!) অনন্ত! (হে অনন্ত!) দেবেশ! (হে দেবেশ!) জগন্নিবাস! (হে জগন্নিবাস!) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মারও) গরীয়সে (গুরুতর) আদিকর্ত্রে (আদিকর্তা) তে (আপনাকে) [সকলে] কস্মাৎ চ (কেনই বা) ন নমেরন্ (না নমস্কার করিবেন) সৎ (কার্য) অসৎ (কারণ) তৎপরং (ও তাহা হইতে ভিন্ন উৎকৃষ্ট) যৎ অক্ষরং (যে ব্রহ্ম) ত্বম্ [তাহা] (আপনি) ॥ ৩৭ ॥

মর্মানুবাদ—হে মহাত্মন্, তুমি—সকলের শ্রেষ্ঠ, আদি-কর্তা ও ব্রহ্ম, তাহারা কেনই বা নমস্কার করিবে না? হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি সৎ ও অসৎ—উভয়ের অতীত-তত্ত্ব এবং অচ্যুত ॥ ৩৭ ॥

টীকা—তে কস্মান্নমেরন্, অপি তু নমেরন্নেব,—আত্মনেপদমার্ষম্। সৎ কার্যমসৎ কারণঞ্চ তাভ্যাং পরং যদক্ষরং ব্রহ্ম তৎ ত্বম্ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তরূপ! (হে অনন্তরূপ!) ত্বম্ (আপনি) আদিদেবঃ (আদিদেব) পুরাণঃ পুরুষঃ (চিরন্তন পুরুষ) ত্বম্ (আপনি) অস্য

(এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানং (লয়স্থান) [আপনি] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়) পরং ধাম চ (ও গুণাতীত-স্বরূপ) অসি (হ'ন) ত্বয়া (আপনা-কর্তৃক) বিশ্বং (জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত) ॥ ৩৮ ॥

মর্মানুবাদ—তুমিই আদিদেব ও সনাতন পুরুষ ; তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র লয়-স্থান ; তুমিই বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত-স্বরূপ ; হে অনন্তরূপ, এই বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

টীকা—নিধানং লয়স্থানং পরং ধাম গুণাতীতং স্বরূপম্ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (আপনি) বায়ুঃ (বায়ু) যমঃ (যম) অগ্নিঃ (অগ্নি) বরুণঃ (বরুণ) শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) প্রপিতামহঃ চ (ও তাহার জনক) তে (আপনাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্র-সহস্রবার) নমঃ অস্তু (নমস্কার) পুনঃ চ নমঃ (পুনরায় নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (পুনরপি) তে (আপনাকে) নমঃ নমঃ (নমস্কার নমস্কার) ॥ ৩৯ ॥

মর্মানুবাদ—তুমিই বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি এবং ব্রহ্মা ; অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব ! (হে সর্ব !) তে (আপনাকে) পুরস্তাৎ (পূর্ব-দিকে) নমঃ (নমস্কার) অথ (এবং) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাদ্‌ভাগে) [নমস্কার] তে

(আপনাকে) সর্বতঃ এব (সর্বদিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার) অনন্ত-বীর্য (হে অসীমসামর্থ্যশালিন্) ত্বম্ (আপনি) অমিতবিক্রমঃ (অপরিমিত বিক্রমশালী) সর্বং (সমস্ত) [জগতে] সমাপ্নোষি (পরিব্যাপ্ত আছেন) ততঃ (সেই হেতু) সর্বঃ (সর্বস্বরূপ) অসি (হ'ন) ॥ ৪০ ॥

মর্মানুবাদ—তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্বদিকে তোমাকে নমস্কার করি ; হে অনন্তবীর্য, তুমিই অপরিমেয়-শক্তিসম্পন্ন, তুমিই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব ॥ ৪০ ॥

টীকা—সর্বং স্বকার্যং জগৎ আপ্নোষি ব্যাপ্নোষি স্বর্ণমিব কটক-কুণ্ডলাদিকমতস্ত্বমেব সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—তব (আপনার) মহিমানম্ (মহিমা) ইদম্ (এই বিশ্বরূপ) অজানতা (না জানিয়া) ময়া (আমা-কর্তৃক) প্রমাদাৎ (প্রমাদবশতঃ) অপি বা প্রণয়েন (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা এই মনে করিয়া) হে কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) হে যাদব ! (হে যাদব !) হে সখে ! (হে সখে !) ইতি (এইরূপ) প্রসভং (হঠাৎ তিরস্কারপূর্বক) যৎ (যাহা) উক্তম্ (উক্ত হইয়াছে) ॥ ৪১ ॥

অচ্যুত ! (হে অচ্যুত !) বিহারশয্যাসনভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন ও আহার-সময়ে) একঃ (একাকী) অথবা (অথবা) তৎ-সমক্ষম্ অপি (সেই সখাগণ-সমক্ষেও) অবহাসার্থং (পরিহাস-নিমিত্ত) যৎ চ (যে) অসৎকৃতঃ (অসম্মানিত) অসি (হইয়াছেন) অহম্ (আমি)

অপ্রমেয়ং (অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন) ত্বাং (আপনার নিকট) তৎ (তাহার জন্য) ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি) ॥ ৪২ ॥

মর্মানুবাদ—হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, তোমাকে এইরূপ যে সামাজিক অভিমানসহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমার বিশ্বরূপসম্বন্ধী মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয়, অতএব প্রমাদপূর্বক কখনও সেইসকল উক্তি করিয়াছি। বিহার, শয়ন ও ভোজন-সময়ে তোমাকে পরিহাসপূর্বক যে অসৎকার করিয়াছি, তাহা কখনও কোন বন্ধুজনের সমক্ষে বা কখনও একাকী স্থিতিসময়ে কৃত হইয়াছে। সেই সহস্র সহস্র অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকা—হন্ত হন্তৈতাদৃশ-মহামহৈশ্বর্যমত্ত্বয্যহংকৃতমহাপরাধপুঞ্জোঽস্মী-ত্যনুতাপমাবিষ্কুর্বন্নাহ—সখেতীতি। হে কৃষ্ণেতি—ত্বং বসুদেবনাম্নো নরস্যার্ধরথত্বেনাপ্যপ্রসিদ্ধস্য পুত্রঃ কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধঃ। অহন্তু নরপতেঃ পাণ্ডোঃ অতিরথস্য পুত্রোঽর্জুন ইতি প্রসিদ্ধঃ। হে যাদবেতি—যদুবংশস্য তব নাস্তি রাজত্বং, মম তু পুরুবংশস্যাস্ত্যেব রাজত্বম্; হে সখেতি—সন্ধিরার্ষঃ, তদপি ত্বয়া সহ মম যৎ সখ্যং তত্র তব পৈত্রিকঃ প্রভাবো ন হেতুঃ, নাপি কৌলিকঃ, কিন্তু তাবক এব ইত্যভিপ্রায়তো যৎ প্রসভং স-তিরস্কারমুক্তং ময়া, তৎ ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তবেদং বিশ্বরূপাত্মকং স্বরূপমেব মহিমানং প্রমাদাদ্বা প্রণয়েন স্নেহেন বা; পরিহাসার্থং বিহারাদিষু অসৎকৃতোঽসি ত্বং সত্যবাদী নিষ্কপটঃ পরমসরল ইত্যাদিবক্রোক্ত্যা তিরস্কৃতোঽসি; ত্বম্ একঃ সখীন্ বিনৈব রহসি অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽসি যদা স্থিতঃ, তদা জাতং তৎ সর্বমপরাধং সহস্রং ক্ষাময়ে,—হে প্রভো, ক্ষমস্বেত্যনুনয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৪১-৪২ ॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্য-
প্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অপ্রতিমপ্রভাব ! (হে অতুলনীয়-প্রভাবশালিন্ !) ত্বম্ (আপনি) অস্য (এই) চরাচরস্য (চরাচর) লোকস্য (জগতের) পিতা (জনক) পূজ্যঃ (পূজ্য) গুরুঃ (গুরু) গরীয়ান্ চ (ও গুরুতর) অসি (হ'ন) [অতঃ] [অতএব] লোকত্রয়ে (ত্রিজগতে) ত্বৎসমঃ অপি (আপনার সমানই) ন অস্তি (নাই) অভ্যধিকঃ (গুরুতর) অন্যঃ (অপর) কুতঃ (কোথায় ?) ॥ ৪৩ ॥

মর্মানুবাদ—তুমি—এই জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু, তোমার সমান কেহই নাই, তোমার অপেক্ষা অধিক হওয়া দূরে থাকুক, এই লোকত্রয়ে তুমিই অপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—দেব ! (হে দেব !) তস্মাৎ (অতএব) অহং (আমি) কায়ং (শরীরকে) প্রণিধায় (দণ্ডবৎ নীচে স্থাপন করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম-পূর্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশং (ঈশ্বর) ত্বাং (আপনাকে) প্রসাদয়ে (প্রসাদিত করিতেছি) পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের) সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যুঃ (সখার) প্রিয়ঃ [ইব] (প্রিয় যেমন) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধ ক্ষমা করেন] [সেইরূপ] [মম] [আমার] [অপরাধম্] [অপরাধ] সোঢ়ুম্ অর্হসি (ক্ষমা করিবেন) ॥ ৪৪ ॥

মর্ম্মানুবাদ—বস্তুতঃ তুমিই জীবের ঈশ এবং সেব্য ; দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আমি প্রণতিপূর্বক তোমার প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতেছি। জীব ও তুমি নিত্য-অবস্থায় সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসগত-সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ। সেই সেই সম্বন্ধব্যাপারে নিত্যদাসরূপ জীবসকল তোমার প্রতি যে সমতা ব্যবহার করে, তাহা তুমি কৃপাপূর্বক স্বীকার করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

টীকা—কায়ং প্রণিধায় ভূমৌ দণ্ডবন্নিপাত্য ; প্রিয়ায়ার্হসীতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেব ! (হে দেব !) অদৃষ্টপূর্বং (অদৃষ্টপূর্ব) [এই বিশ্বরূপ] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ (আহ্লাদিত) অস্মি (হইয়াছি) ভয়েন চ (এবং ভয়ে) মে (আমার) মনঃ (মন) প্রব্যথিতং (ব্যাকুল হইতেছে) [অতএব] দেবেশ ! (হে দেবেশ !) জগন্নিবাস ! (হে জগন্নিবাস !) তৎ এব রূপং (সেই পূর্ব-রূপই) মে (আমায়) দর্শয় (প্রদর্শন করুন্) প্রসীদ (প্রসন্ন হউন্) ॥ ৪৫ ॥

মর্ম্মানুবাদ—তোমার এই বিশ্বরূপ,—যাহা পূর্বে দেখি নাই তাহা,—দর্শন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের মনোনয়নের আনন্দোৎপত্তি হয় না, তজ্জন্যই তাহা দর্শন করিয়া আমার মন ভয়ে ব্যথিত হইয়াছে। হে জগন্নিবাস, হে দেবেশ, তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভুজ-রূপ দর্শন করাও ॥ ৪৫ ॥

টীকা—যদ্যপ্যদৃষ্টপূর্বমিদং তে বিশ্বরূপাত্মকং বপুর্দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি, তদপ্যস্য ঘোরত্বাৎ ভয়েন মনঃ প্রব্যথিমতভূৎ। তস্মাৎ তদেব মানুষং রূপং মৎপ্রাণকোট্যধিকপ্রিয়ং মাধুর্যপারাবারং বসুদেবনন্দনাকারং মে

দর্শয় প্রসীদেতি অলং তবৈতাদৃশৈশ্বর্যস্য দর্শনায় ইতি ভাবঃ। দেবেশেতি ত্বং সর্বদেবানামীশ্বরঃ সর্বজগন্নিবাসো ভবস্ত্বেবেতি ময়া প্রতীতমিতি ভাবঃ। অত্র বিশ্বরূপদর্শনকালে সর্বস্বরূপমূলভূতং নরাকারং কৃষ্ণবপুস্তত্রৈব স্থিতমপি যোগমায়াচ্ছাদিতত্বাৎ অর্জুনেন ন দৃষ্টমিতি গম্যতে ॥ ৪৫ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) ত্বাং (আপনাকে) তথা এব (পূর্বের মতই) কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধর) চক্রহস্তং (চক্রপাণি) [রূপে] দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) সহস্রবাহো ! (হে সহস্রবাহো !) বিশ্বমূর্তে ! (হে বিশ্বমূর্তে !) তেন (সেই) চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (চতুর্ভুজ-মূর্তি) ভব (হউন্) ॥ ৪৬ ॥

মর্মানুবাদ—এখন আমি তোমার চতুর্ভুজ-মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করি,—সেই মূর্তির মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা, চক্রাদি আয়ুধ আছে। সেই মূর্তি হইতেই এই সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিশ্বরূপ-মূর্তি স্থিতিকালে উদয় করাইয়া থাক। হে কৃষ্ণ, আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভুজ-সচ্চিদানন্দময়রূপই সর্বোপরি তত্ত্ব এবং সর্বজীবাকর্ষক ও সনাতন ; সেই দ্বিভুজমূর্তির ঐশ্বর্যবিলাসরূপ তোমার চতুর্ভুজ-নারায়ণ-মূর্তি নিত্য বিরাজমান এবং যখন জগৎ সৃষ্ট হয়, তখন সেই চতুর্ভুজ-রূপ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট্-মূর্তি আবির্ভূত হয়। এই পরম-জ্ঞানের দ্বারাই আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইল ॥ ৪৬ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যদৈশ্বর্যং দর্শয়িষ্যসি, তদা তব নরলীলত্বেন বসুদেবনন্দনাকারেণৈব যদস্মদাদিভির্দৃষ্টং পূর্বং তদেবৈশ্বর্যং পরমরসময়-মস্মাদৃশলোকমনোনয়নাহ্লাদকং দর্শয়ন্ পুনরদৃষ্টপূর্বমিদং দেবলীল-

বিশ্বরূপাদিপুরুষরূপেণাত্মপ্রত্যক্ষীকৃতমৈশ্বর্যমস্মন্মনোনয়নারোচকম্ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—কিরীটিনং দিব্যমহার্ঘ্যরত্নকিরীটযুক্তং তথৈবেতি যথা অস্মাভিঃ কদাচিদ্দৃষ্টং ত্বং জন্মসময়ে চ তৎপিতৃভ্যাং যথাদৃষ্টঃ, হে বিশ্বমূর্তে, হে সম্প্রতি সহস্রবাহো, ইদং রূপমুপসংহৃত্য তেনৈব চতুর্ভুজরূপেণ ভব আবির্ভব ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন), অর্জুন! (হে অর্জুন!) প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) ময়া (আমা-কর্তৃক) আত্মযোগং (আত্মযোগস্বরূপ) তব (তোমাকে) ইদং (এই) তেজোময়ম্ (তেজোময়) অনন্তম্ (অনন্ত) আদ্যং (আদিভূত) মে (আমার) পরং (উত্তম) বিশ্বং রূপং (বিশ্বরূপ) দর্শিতং (দর্শিত হইল) যৎ (যে রূপ) ত্বদন্যেন (তোমা-ভিন্ন অন্যকর্তৃক) দৃষ্টপূর্বং ন (পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই) ॥ ৪৭ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জুন, আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে জড়জগতের অন্তর্গত আত্মযোগস্বরূপ শ্রেষ্ঠরূপ দেখাইলাম। তোমা-ব্যতীত পূর্বে আর কেহই সেই অনন্ত, আদি-তেজোময়রূপ দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

টীকা—ভো অর্জুন, "দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্ ঐশ্বরং পুরুষোত্তম" ইতি ত্বৎপ্রার্থনয়ৈবেদং ময়া মদংশস্য বিশ্বরূপ-পুরুষস্য রূপং দর্শিতম্; কথমত্র তে মনঃ প্রব্যথিতমভূৎ? যতঃ প্রসীদ প্রসীদেত্যুক্ত্বা তস্মান্মনুষমেব রূপং মে দিদৃক্ষসে, তস্মাৎ কিমিদমাশ্চর্যং ব্রূষে? ইত্যাহ—ময়েতি।

প্রসন্নেনৈব ময়া তব তুভ্যমেব ইদং রূপং দর্শিতং, নান্যস্মৈ, যতস্ত্বত্তোঽন্যেন কেনাপি এতন্ন পূর্বং দৃষ্টং, তদপি ত্বম্ এতন্ন স্পৃহয়সি কিমিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—কুরুপ্রবীর ! (হে কুরুপ্রবীর !) বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন (বেদ ও যজ্ঞবিজ্ঞান-অধ্যয়নদ্বারা নহে) দানৈঃ ন (দানদ্বারা নহে) ক্রিয়াভিঃ ন (অগ্নিহোত্রাদি কর্মদ্বারা নহে) উগ্রৈঃ (উগ্র) তপোভিঃ চ ন (এবং চান্দ্রায়ণাদিদ্বারা নহে) এবংরূপঃ (এবম্বিধ-রূপবিশিষ্ট) অহং (আমি) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) ত্বদন্যেন (তোমাভিন্ন ভক্তিহীন অন্যকর্তৃক) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দর্শনযোগ্য হই) ॥ ৪৮ ॥

মর্মানুবাদ—হে কুরুপ্রবীর, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র-তপস্যা-দ্বারা ইহলোকে কেহ আমার আত্মযোগ-জনিত বিশ্বরূপ দর্শন করে নাই, তুমিই কেবল তাহা দর্শন করিলে। যে-সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহারাই দিব্যচক্ষু ও দিব্যমনদ্বারা আমার এই দিব্যরূপ দর্শন ও স্মরণ করে। জড়মধ্যে যাহারা মূঢ়-প্রতীতিতে আবদ্ধ, তাহারা এই দিব্যরূপ দেখিতে পায় না। কিন্তু আমার ভক্তসকল মূঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করতঃ আমার যোগে নিত্য চিৎতত্ত্বে অবস্থিত ; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাহাতে সুখী না হইয়া, আমার চিন্ময় নিত্যরূপ-দর্শনের লালসা করেন ॥ ৪৮ ॥

টীকা—তুভ্যং দর্শিতমিদং রূপন্তু বেদাদিসাধনৈরপি দুর্লভমিত্যাহ—ন বেদেতি। ত্বত্তোঽন্যেন ন কামপ্যহমেবংরূপং দ্রষ্টুং শক্যঃ ; শক্য অহমিতি—যদ্বয়লোপাবার্ষৌ। তস্মাদলভ্যলাভমাত্মনো মত্বা ত্বমস্মিন্নেবেশ্বরে

সর্বদুর্লভে রূপে মনো নিষ্ঠাং কুরু ; এতদ্রূপং দৃষ্ট্বাপ্যলং তে পুনর্মে মানুষরূপেণ দিদৃক্ষিতেনেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—মম (আমার) ঈদৃক্ (এই প্রকার) ঘোরম্ (ভয়ানক) ইদং রূপং (এই রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা (না হউক) বিমূঢ়ভাবঃ চ (এবং মূঢ়তা) মা (না হউক) ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়) প্রীতমনাঃ (ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া) পুনঃ (পুনর্বার) ত্বং (তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ রূপম্ এব (সেই চতুর্ভুজ-রূপই) প্রপশ্য (দেখ) ॥ ৪৯ ॥

মর্মানুবাদ—মূঢ়বুদ্ধি লোকগণ এই বিশ্বরূপ-চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে। এই ঘোররূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার যেন ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হয়। আমার ভক্তসকল—শান্তিপ্রিয় এবং আমার সচ্চিদানন্দ-রূপের পক্ষপাতী, তাঁহারা আমার এই উগ্ররূপ দর্শন করিয়া চিত্তে ব্যথা প্রাপ্ত হ'ন ; অতএব আমার বিশ্বরূপ-সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব যেন না হয়,—আমি এরূপ আশীর্বাদ করি। এই বিশ্বরূপের সহিত আমার মাধুর্য-ভক্ত-সকলের কোন সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি—আমার লীলা-পোষক সখা ; তোমাকে আমার সকল-লীলারই 'উপকরণ' হইতে হইবে ; তোমার সেরূপ ব্যথা থাকা উচিত নয়। অতএব ভয় পরিত্যাগপূর্বক প্রীতমনা হইয়া আমার নিত্যরূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

টীকা—ভোঃ পরমেশ্বর, মাং ত্বং কিং ন গৃহ্নাসি ? যদনিচ্ছতেঽপি মহ্যং পুনরিদমেব বলাদ্দিৎসসি ; দৃষ্টেন্দং তবৈশ্বর্যং মম গাত্রাণি ব্যথন্তে, মনো মে ব্যাকুলী ভবতি, মুহুরহং মূর্চ্ছামি, তবাস্মৈ পরমৈশ্বর্যায় দূরত এব

মম নমো নমোঽস্তু, ন কদাপ্যহমেবং দ্রষ্টুং প্রার্থয়িষ্যে, ক্ষমস্ব ক্ষমস্ব; তদেব মানুষাকারং বপুরপূর্বমাধুর্যধুর্যস্মিতহসিতসুধাসারবর্ষিমুখচন্দ্রং মে দর্শয় দর্শয়েতি ব্যাকুলমর্জুনং প্রতি সাশ্বাসমাহ--মা তে ইতি ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন), বাসুদেবঃ (বাসুদেব) অর্জুনম্ (অর্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনর্বার) তথা (সেই প্রকার) স্বকং রূপং (স্বীয় চতুর্ভুজরূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) মহাত্মা (উদারহৃদয়) [কৃষ্ণ] সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নমূর্তি) ভূত্বা (হইয়া) পুনঃ (পুনর্বার) ভীতম্ (ভীত) এনম্ (এই অর্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস চ (আশ্বস্ত করিলেন) ॥ ৫০ ॥

মর্মানুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে এইরূপ বলিয়া স্বীয় চতুর্ভুজ-মূর্তি দর্শন করাইয়া অবশেষে নিজ দ্বিভুজ-সৌম্য-মূর্তি প্রকাশ করতঃ ভীতমনা অর্জুনকে সাহস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

টীকা—যথা স্বাংশস্য মহোগ্ররূপং দর্শয়ামাস, তথা মহামধুরং স্বকং রূপং চতুর্ভুজং কিরীটগদাচক্রাদিযুক্তং তৎপ্রার্থিতং মধুরৈশ্বর্যময়ং ভূয়ো দর্শয়ামাস। ততঃ পুনঃ স মহাত্মা সৌম্যবপুঃ কটককুণ্ডলোষ্ণীষ-পীতাম্বরধরো দ্বিভুজো ভূত্বা ভীতমেনমাশ্বাসয়ামাস ॥ ৫০ ॥

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন), জনার্দন ! (হে জনার্দন !) তব (আপনার) ইদং (এই) সৌম্যং (মনোহর) মানুষং (মানুষ) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীং (এখন) সচেতাঃ (প্রসন্ন-চিত্ত) সংবৃত্তঃ অস্মি (হইলাম) প্রকৃতিং (ও স্বাস্থ্য) গতঃ (লাভ করিলাম) ॥ ৫১ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের পরম-মাধুর্যময় দ্বিভুজ-মূর্তি দর্শন করতঃ অর্জুন কহিলেন,—হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ-মূর্তি দৃষ্টি করিয়া আমার চিত্ত স্থির হইল এবং আমার ভক্তপ্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

টীকা—ততশ্চ মহামধুরমূর্তিং কৃষ্ণমালোক্যানন্দসিন্ধুস্নাতঃ সন্নাহ—ইদানীমেবাহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ সচেতা অভূবং প্রকৃতিং গতঃ স্বাস্থ্যং প্রাপ্তোঽস্মি ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), মম (আমার) ইদং (এই) সুদুর্দর্শং (অতিদুঃখেও অদর্শনীয়) রূপং (রূপ) যৎ (যাহা) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য (এই) রূপস্য (রূপের) নিত্যং (নিত্য) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাভিলাষী) ॥ ৫২ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জুন, তুমি এখন আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহা—সুদুর্দর্শনীয়, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণও এই নিত্যরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। যদি বল যে সকলেই এই মানুষ-রূপদর্শন করিতেছে, ইহা কিরূপ দুর্দর্শনীয় হইল, তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি,

শুন। আমার এই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপসম্বন্ধে দর্শকদিগের তিন প্রকার প্রতীতি হয় অর্থাৎ বিদ্বৎপ্রতীতি, অবিদ্বৎপ্রতীতি ও যৌক্তিক-প্রতীতি। অবিদ্বৎ-মূঢ়প্রতীতিদ্বারা মানবগণ আমার এই মায়িক অর্থাৎ জড়ধর্মাশ্রিত ও অনিত্য প্রতীতিকে 'সত্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহাতে এই স্বরূপের পরম ভাব জানিতে পারে না। যৌক্তিক বা দিব্য-প্রতীতিদ্বারা জ্ঞানাভিমানী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে জড়ধর্মাশ্রিত ও অনিত্য বলিয়া মনে করিয়া, হয় আমার বিশ্বব্যাপী বিরাট্ মূর্তিকে, নতুবা বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক-ভাব-গত নির্বিশেষ-ব্রহ্মকে 'নিত্যতত্ত্ব' বলিয়া মনে করতঃ আমার এই মানুষাকারকে 'অর্চনোপায়' বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। বিদ্বৎপ্রতীতিদ্বারা আমার ঐ মানুষ-রূপকে সাক্ষাৎ 'সচ্চিদানন্দ-ধাম' বলিয়া চিচ্চক্ষুবিশিষ্ট ভক্তগণ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; অতএব এরূপ সাক্ষাদ্দর্শন—দেবতাদিগেরও দুর্লভ। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিবই আমার শুদ্ধভক্ত, অতএব তাঁহারা এই রূপের দর্শন লালসা করিয়া থাকেন। তুমি আমার শুদ্ধসখ্যভক্তি আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া আমার কৃপায় বিশ্বরূপাদি দর্শন করতঃ নিত্যরূপের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে ॥ ৫২ ॥

টীকা—দর্শিতস্য স্বরূপস্য মাহাত্ম্যমাহ—সুদুর্দর্শমিতি ত্রিভিঃ। দেবতা অপ্যস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ এব, ন তু দর্শনং লভন্তে। ত্বন্তু নৈবেদমপি স্পৃহয়সি, মন্মনুষ্যস্বরূপনরাকারমহামাধুর্যনিত্যাস্বাদিনে ত্বচ্চক্ষুষে কথমেতদ্ রোচতাম্? অতএব ময়া "দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ" ইতি দিব্যং চক্ষুর্দত্তং, কিন্তু দিব্যচক্ষুরিব দিব্যং মনো ন দত্তম্; অতএব দিব্যচক্ষুষাপি ত্বয়া ন সম্যক্তয়া রোচিতং মন্মানুষরূপমহামাধুর্যৈকগ্রাহিমনস্কত্বাৎ যদি দিব্যং মনোঽপি তুভ্যমদাস্যং, তদা দেবলোক ইব ভবানপ্যেতদ্বিশ্বরূপ-পুরুষস্বরূপমরোচয়িষ্যদেবেতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—মাং (আমাকে) যথা (যেরূপে) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) এবংবিধঃ (এতাদৃশরূপবিশিষ্ট) অহং (আমি) বেদৈঃ ন (বেদসমূহদ্বারা নহে) তপসা ন (তপস্যাদ্বারা নহে) দানেন ন (দানের দ্বারা নহে) ইজ্যয়া চ ন (এবং যাগদ্বারা নহে) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দর্শনযোগ্য হই) ॥ ৫৩ ॥

মর্মানুবাদ—তুমি যে বিজ্ঞানসহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা প্রভৃতি উপায়দ্বারা কেহ দর্শন করিতে শক্য (সমর্থ) হ'ন না ॥ ৫৩ ॥

টীকা—কিঞ্চ, যুষ্মদস্পৃহণীয়মপ্যেতৎ স্বরূপমন্যে পুরুষার্থসারত্বেন যে স্পৃহয়ন্তি, তৈর্বেদাধ্যয়নাদিভিরপি সাধনৈরেতজ্ জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চাশক্যমেবেতি প্রতীহীত্যাহ—নাহমিতি ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ ! (হে পরন্তপ !) অর্জুন ! (হে অর্জুন !) অনন্যয়া (কেবলা) ভক্ত্যা তু (ভক্তির দ্বারাই) এবংবিধঃ (এতাদৃশ-রূপবিশিষ্ট) অহং (আমি) তত্ত্বেন (যথার্থরূপে) জ্ঞাতুং (জ্ঞাত) দ্রষ্টুং চ (দৃষ্ট) প্রবেষ্টুং চ (এবং সাক্ষাৎকৃত) শক্যঃ (হই) ॥ ৫৪ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, অনন্যভক্তিদ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই ॥ ৫৪ ॥

টীকা—তর্হি কেন সাধনেনৈতৎ প্রাপ্যতে ? ইত্যত আহ—ভক্ত্যা ত্বিতি। শক্য অহমিতি—যদ্বয়লোপাবার্ষৌ। যদি নির্বাণমোক্ষেচ্ছা

ভবেৎ, তদা তত্ত্বেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন প্রবেষ্টুমপি অনন্যয়া ভক্ত্যৈব শক্যো, নান্যথা। জ্ঞানিনাং গুণীভূতাপি ভক্তিরন্তিমসময়ে জ্ঞানসন্ন্যাসানন্তরমূর্বরিতা অল্পীয়সী নাষ্টৈব ভবেত্তয়ৈব তেষাং সাযুজ্যং ভবেদিতি; "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" ইত্যত্র প্রতিপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৫৪ ॥

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) যঃ (যিনি) মৎকর্মকৃৎ (আমার মন্দির-নির্মাণ-মার্জনাদি-কর্মকারী) মৎপরমঃ (মৎপরায়ণ) মদ্ভক্তঃ (আমাতে শ্রবণাদি-নববিধ-ভক্তিযুক্ত) সঙ্গবর্জিতঃ (আসক্তিরহিত) সর্বভূতেষু (সর্বপ্রাণীর প্রতি) নির্বৈরঃ (শত্রুভাবরহিত) সঃ (তিনি) মাম্ (আমাকে) এতি (লাভ করেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি একাদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, কর্মজ্ঞান-ফলসঙ্গ-বর্জিত হইয়া সমস্ত ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সর্বভূতের প্রতি সদয় হ'ন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বরূপ ও নারায়ণ-মূর্ত্যাদি যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ঐশ্বর্য-স্বরূপ,—ইহাই এই অধ্যায়ে বিচারিত হইল।

ইতি একাদশ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—অথ ভক্তিপ্রকরণোপসংহারার্থং সপ্তমাধ্যায়াদিষু যে যে ভক্তা উক্তাস্তেষাং সামান্যলক্ষণমাহ—মৎকর্মকৃদিতি। সঙ্গবর্জিতঃ সঙ্গরহিতঃ ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণস্যৈব মহৈশ্বর্যং মমৈবাস্মিন্ রণে জয়ঃ।
ইত্যর্জুনো নিশ্চিকায়েত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বেকাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগঃ

কথাসার। যে-সকল ভক্ত সর্বদা ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, আর যে-সকল সাধক নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন—এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ভক্তিযোগীই যুক্ততম অর্থাৎ সর্বোত্তম যোগী। যাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত, তাঁহারা অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়া নির্বিশেষ-গতি প্রাপ্ত হ'ন। ভগবানে আবিষ্টচিত্ত ভক্তগণকে ভগবান্ মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন। অতএব ভগবানেই মন স্থির ও বিচারবুদ্ধি নিবিষ্ট করা কর্তব্য; তাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে। ভগবানে চিত্ত স্থিরভাবে সমাহিত করিতে অসমর্থ ব্যক্তির অভ্যাস-যোগদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির চেষ্টা করা কর্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করিলেও সিদ্ধিলাভ হইবে। ভগবৎ-কর্মপরায়ণ হইতে অসমর্থ হইলে সংযতচিত্তে ভগবৎ-শরণ গ্রহণপূর্বক সকল কর্মের ফল ত্যাগ করা বিধেয়। কর্মফলত্যাগে চিত্তের স্থিরতা বা শুদ্ধি হইলে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যে ভক্ত সর্বজীবে হিংসারহিত, মিত্রতাযুক্ত, দয়ালু, অহং-মম-ভাবশূন্য, সুখে দুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, যোগী অর্থাৎ সাধনপরায়ণ, সংযতেন্দ্রিয়, দৃঢ়সঙ্কল্প, যাঁহার মন ও বুদ্ধি ভগবানে সমর্পিত, যাঁহার নিকট হইতে কেহ উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না এবং যিনি কাহারো নিকট হইতে উদ্বেগপ্রাপ্ত হ'ন না, যিনি হর্ষ-ক্রোধ-ভয়-দ্বেষ-শোক-কামনা-মুক্ত, নিঃস্পৃহ, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন, অচঞ্চল, সর্বপ্রকার-কার্য-প্রয়াসপরিত্যাগকারী এবং শত্রু-মিত্রে, মানাপমানে, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখে সমভাবযুক্ত, অনাসক্ত, নিন্দা-স্তুতিতে তুল্য-জ্ঞানকারী, মৌনী অর্থাৎ সংযতবাক্, অনিকেত ও স্থিরবুদ্ধি-সম্পন্ন, তিনি ভগবানের

প্রিয়। এই সকল সজ্জন প্রথমে ভগবানে প্রকৃত-শ্রদ্ধাযুক্ত, তৎপরে তাঁহাতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও অবশেষে ভগবানে প্রীতিযুক্ত প্রকৃত সেবক।

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন কহিলেন), যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) এবং (এই প্রকারে) সততযুক্তাঃ (সর্বদা তোমাতে অনন্যভক্তিযুক্ত) [হইয়া] ত্বাং (তোমার শ্যামসুন্দরাকারের) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন) যে চ অপি (এবং যাঁহারা) অব্যক্তম্ (নির্বিশেষ) অক্ষরং (ব্রহ্মের) [উপাসনা করেন] তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ (এই দুইপ্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, তুমি এপর্যন্ত আমাকে যে সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে, যোগী—দুই প্রকার। এক প্রকার যোগী সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্মসকলকে তোমার অনন্যভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তোমার নির্মল-ভক্তিদ্বারা তোমার উপাসনা করেন ; অন্যপ্রকার যোগিগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্মসকলকে নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা আবশ্যকমত স্বীকার করতঃ অক্ষর ও অব্যক্তস্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিকযোগ অবলম্বন করেন। ঐ দুইপ্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ১ ॥

টীকা—দ্বাদশে সর্বভক্তানাং জ্ঞানিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে।
ভক্তেষপি প্রশস্যন্তে যেঽদ্বেষাদিগুণান্বিতাঃ ॥

ভক্তিপ্রকরণস্যোপক্রমে "যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" ইতি ভক্তেঃ

সর্বোৎকর্ষো যথা শ্রুতঃ, তথৈবোপসংহারেঽপি তস্যা এবং সর্বোৎকর্ষং শ্রোতুকামঃ পৃচ্ছতি। এবং সততযুক্তা "মৎকর্মকৃন্মৎপরমঃ" ইতি ত্বদুক্তলক্ষণা ভক্তাস্ত্বাং শ্যামসুন্দরাকারং যে পর্যুপাসতে, যে চাব্যক্তং নির্বিশেষম্ অক্ষরম্—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূল-মনণ্বহ্রস্বম্" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তং ব্রহ্ম উপাসতে, তেষামুভয়েষাং যোগবিদাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদশ্চ ত্বৎপ্রাপ্তৌ শ্রেষ্ঠমুপায়ং জানন্তি, ন লভন্তে বা, তে যোগবিত্তরা ইতি বক্তব্যে যোগবিত্তমা ইত্যুক্তির্যোগবিত্তরাণামপি বহূনাং মধ্যে কে যোগবিত্তমা ইত্যর্থং বোধয়তি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন), যে (যাঁহারা) পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (নির্গুণশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) ময়ি (আমার শ্যামসুন্দরাকারে) মনঃ (মন) আবেশ্য (অভিনিবিষ্ট করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (অনন্যভক্তিযোগের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী) [ইহা] মে (আমার) মতাঃ (অভিমত) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—যিনি নির্গুণশ্রদ্ধা-সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেই ভক্তব্যক্তিই সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

টীকা—তত্র মদ্ভক্তাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ—ময়ি শ্যামসুন্দরাকারে মন আবেশ্য আবিষ্টং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মন্নিত্যযোগকাঙ্ক্ষিণঃ পরয়া গুণাতীতয়া শ্রদ্ধয়া; যদুক্তং—"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্মে যা

শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা ॥" ইতি,—তে মে মদীয়া অনন্যভক্তা যুক্ততমা যোগবিত্তমা ইত্যর্থঃ। তেনানন্যভক্তেভ্যো ন্যূনা অন্যে জ্ঞানকর্মাদি-মিশ্রভক্তিমন্তো যোগবিত্তরা ইত্যর্থোঽভিব্যঞ্জিতো ভবতি। ততশ্চ জ্ঞানাদ্ভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ভক্তাবপ্যনন্যভক্তিঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুপপাদিতম্ ॥ ২ ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বত্র (সমস্ত অধিষ্ঠানে) সমবুদ্ধয়ঃ (অবস্থিত পরব্রহ্মে বুদ্ধি-যুক্ত) সর্বভূতহিতে রতাঃ (সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলে নিরত) যে তু (যাঁহারা) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সংনিয়ম্য (সম্যক্‌প্রকারে নিরোধ করিয়া) অনির্দেশ্যম্ (অনির্বচনীয়) অব্যক্তং (প্রাকৃতরূপাদিহীন) সর্বত্রগম্ (সর্বদেশব্যাপী) অচিন্ত্যং চ (এবং তর্কের অগম্য) কূটস্থম্ (সর্বকাল-ব্যাপী) অচলং (বৃদ্ধ্যাদিরহিত) ধ্রুবম্ (নিত্য) অক্ষরং (ব্রহ্মকে) পর্যুপাসতে (ধ্যান করেন) তে (তাঁহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৩-৪ ॥

মর্মানুবাদ—যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সকলের প্রতি সমদর্শন অবলম্বন করতঃ সর্বভূতের হিতকার্যে রত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্বিশেষ-স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা বহুকষ্টের পর আমাতেই স্থিতি লাভ করেন। আমি ব্যতীত আর যখন উপাস্য বস্তু নাই, অতএব যে যে-প্রকারেই পরমবস্তুলাভের যত্ন করুক, সে আমাকেই লাভ করে ॥৩-৪

টীকা—মদীয়-নির্বিশেষব্রহ্মস্বরূপোপাসকাস্তু দুঃখিত্বাত্ততো ন্যূনা ইত্যাহ —যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। অক্ষরং ব্রহ্ম অনির্দেশ্যং শব্দেন ব্যপদেষ্টুমশক্যং

যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং, সর্বত্রগং সর্বদেশব্যাপি, অচিন্ত্যং তর্কাগম্যং, কূটস্থং সর্বকালব্যাপি ;—"একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থঃ" ইত্যমরঃ। অচলং বৃদ্ধ্যাদিরহিতং, ধ্রুবং নিত্যম্। মামেবেতি অক্ষরস্য তস্য মত্তো ভেদাভাবাৎ ॥ ৩-৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাম্ (সেই) অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (ব্রহ্মাসক্তচিত্ত-ব্যক্তিগণের) অধিকতরঃ (অধিকতর) ক্লেশঃ (ক্লেশ হয়) হি (যেহেতু) দেহবদ্ভিঃ (দেহাভিমানী জীবকর্তৃক) অব্যক্তা (অক্ষরবিষয়া) গতিঃ (মনোবৃত্তি) দুঃখম্ (দুঃখে) অবাপ্যতে (লব্ধ হয়) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—জ্ঞানযোগী ও ভক্তযোগীর ভেদ এই যে, উপায়কালে ভক্তযোগী অতি-সহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলনপূর্বক ফলকালে নির্ভয়ে তাঁহাকে লাভ করেন। জ্ঞানযোগী সর্বদা অব্যক্ততত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেক-চিন্তার যে কষ্ট, তাহা ভোগ করিতে থাকেন। ব্যতিরেক-চিন্তা অর্থাৎ সহজপ্রতীতির বিপরীত চিন্তা—জীবের পক্ষে সুতরাং দুঃখজনক ; ফলকালেও তাহাতে নির্ভয়তা নাই ; যেহেতু, সাধন-সময় অতিবাহিত করিবার পূর্বেই আমার নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিলে, চরমগতিও তাঁহাদের পক্ষে অসুখজনক। জীব—নিত্যচিন্ময় বস্তু ; জীব যদি অব্যক্ত-অবস্থায় লীন হয়, তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয়। যদি তাহার স্ব-স্বরূপ উদিত হয়, তবে বিপরীত-স্বরূপ যে অহংগ্রহ-বুদ্ধি, তাহার পরিত্যাগ-কালেও কষ্ট হয়। সেই জীব দেহবিশিষ্ট হইয়া উপায়কালে বা ফল-কালে অব্যক্ত-ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপ ফলই লাভ করে। বস্তুতঃ জীব—

চৈতন্যস্বরূপ এবং চিদ্দেহবিশিষ্ট। অতএব অব্যক্ত-ভাবকে কেবল জীবের স্বরূপবিরোধী ও দুঃখজনক ভাব বলিয়াই জানিবে। ভক্তিযোগই জীবের মঙ্গলজনক। ভক্তি হইতে জ্ঞানযোগ স্বাধীন হইতে গেলে, সর্বত্রই অমঙ্গল উৎপন্ন করে ; অতএব নিরাকার, নির্বিকার, সর্বব্যাপী ও নির্বিশেষ-স্বরূপকে উপাসনা করতঃ যে অধ্যাত্ম-যোগ সাধিত হয়, তাহা প্রশস্ত নয় ॥ ৫ ॥

টীকা—তর্হি কেনাংশেন তেষামপকর্ষস্তত্রাহ—ক্লেশ ইতি। ন কেনাপি ব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তং ব্রহ্ম তত্রৈবাসক্তচেতসাং তদেবানুবুভুষূণাং তেষাং তৎপ্রাপ্তৌ ক্লেশোঽধিকতরঃ ; হি যস্মাৎ অব্যক্তা গতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ব্যক্তীভবতি, সা গতির্দেহবদ্ভির্জীবৈর্দুঃখং যথা ভবত্যেবম্ অবাপ্যতে। তথা হি ইন্দ্রিয়াণাং শব্দাদিজ্ঞানবিশেষ এব শক্তিঃ, ন তু বিশেষেতরজ্ঞানে ইতি অত ইন্দ্রিয়নিরোধঃ তেষাং নির্বিশেষজ্ঞান-মিচ্ছতামবশ্য-কর্তব্য এব। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধস্তু স্রোতস্বতীনামিব নিরোধো দুষ্কর এব ; যদুক্তং সনৎকুমারেণ—"যৎপাদপঙ্কজপলাশ-বিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ। তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥" "কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি। তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্‌ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥" ইতি তাবতা ক্লেশে-নাপি সা গতির্যদ্যবাপ্যতে, তদপি ভক্তিমিশ্রেণৈব। ভগবতি ভক্তিং বিনা কেবলব্রহ্মোপাসকানান্তু কেবল ক্লেশ এব লাভো, ন তু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ, যদুক্তং ব্রহ্মণা—"তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতি-নাম্" ইতি ॥ ৫ ॥

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যে তু (যে সকল ব্যক্তি) সর্বাণি (সমস্ত) কর্মাণি (কর্ম) ময়ি (আমার প্রাপ্তির জন্য) সংন্যস্য (ত্যাগ করিয়া) মৎপরাঃ [সন্তঃ] (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব (জ্ঞান-কর্ম-তপঃ প্রভৃতি সম্পর্করহিত কেবলমাত্র) যোগেন (ভক্তিযোগদ্বারা) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যানপূর্বক) উপাসতে (উপাসনা করেন) অহং (আমি) ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাম্ (আবিষ্টচিত্ত) তেষাং (তাঁহাদিগকে) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে) ন চিরাৎ (শীঘ্রই) সমুদ্ধর্তা ভবামি (উদ্ধার করিয়া থাকি) ॥৬-৭॥

মর্মানুবাদ—যাঁহারা—আমার ভগবৎস্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎসম্বন্ধীয় অনন্যভক্তিযোগদ্বারা আমার নিত্যবিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্টচিত্ত পুরুষদিগকে আমি অতিশীঘ্রই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মায়িক-সংসার হইতে মুক্তিদান করি এবং মায়া-বন্ধ নষ্ট হইলে অভেদবুদ্ধিরূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের অভেদবুদ্ধিজনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ; ইহাদ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে, অব্যক্তের ধ্যানশীল পুরুষদিগের অব্যক্তস্বরূপ আমাতে লীন হয় ; তাহাতে আমার ক্ষতি কি ? অভেদবাদি-জীবের সেরূপ গতিলাভদ্বারা তাহার স্ব-স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয় ॥ ৬-৭ ॥

টীকা—ভক্তানান্তু জ্ঞানং বিনৈব কেবলয়া ভক্ত্যৈব সুখেন সংসারান্মুক্তিঃ ইত্যাহ—যে ত্বিতি। ময়ি মৎপ্রাপ্ত্যর্থং সংন্যস্য ত্যক্ত্বা সন্ন্যাস-শব্দস্য

ত্যাগার্থত্বাৎ অনন্যেনৈব জ্ঞানকর্মতপাদিরহিতেনৈব যোগেন ভক্তিযোগেন। যদুক্তং—"যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যনন্তরং "সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্‌ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্‌যদি বাঞ্ছতি ॥" ইতি; মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়ে চ—"যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥" ইতি। নহু তদপি তেষাং সংসারতরণে কঃ প্রকার ইতি চেৎ? সত্যং, তেষাং সংসারতরণপ্রকারে জিজ্ঞাসা নৈব জায়তে, যতস্তৎপ্রকারং বিনৈব অহমেব তাংস্তারয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেন ভগবতো ভক্তেষ্বেব বাৎসল্যং ন তু জ্ঞানিম্বিতি ধ্বনিঃ ॥ ৬-৭ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ময়ি এব (শ্যামসুন্দরাকার আমাতেই) মনঃ (মন) আধৎস্ব স্থির কর অর্থাৎ আমার স্মরণ কর) ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) নিবেশয় (অর্পণ কর অর্থাৎ আমার মনন কর) অতঃ ঊর্ধ্বং (ইহার পরে অর্থাৎ দেহান্তে) ময়ি এব (আমার সমীপেই) নিবসিষ্যসি (বাস করিবে) সংশয়ঃ ন (সন্দেহ নাই) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—আমার নিত্যভগবৎস্বরূপে তোমার মনকে স্থির করিয়া আমারই স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবৎতত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও; তাহা হইলেই সেই সাধনভক্তির সর্বোচ্চফল যে নিরুপাধিক প্রেম, তাহা তুমি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

টীকা—যস্মান্মদ্ভক্তিরেব শ্রেষ্ঠা তস্মাত্ত্বং ভক্তিমেব কুর্বিতি তামুপদিশতি—ময্যেবেতি ত্রিভিঃ। এব-কারেণ নির্বিশেষব্যাবৃত্তিঃ। ময়ি শ্যামসুন্দরে পীতাম্বরে বনমালিনি মন আধৎস্ব মৎস্মরণং কুর্বিত্যর্থঃ। তথা ময়ি বুদ্ধিং

বিবেকবতীং নিবেশয়, মন্মননং কুর্বিত্যর্থঃ। তচ্চ মননং ধ্যানপ্রতিপাদক-শাস্ত্রবাক্যানুশীলনং, ততশ্চ ময্যেব নিবসিষ্যসীতি চ্ছান্দসং মৎসমীপ এব নিবাসং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) অথ (আর যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্তকে) স্থিরং (স্থিরভাবে) সমাধাতুং (স্থাপন করিতে) ন শক্নোষি (না পার) ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাস-যোগদ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুম্ (পাইতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর) ॥৯॥

মর্মানুবাদ—যে নিরুপাধিক-প্রেমের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহাকে মন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণব্যাপার বলিয়া জান; তাহা সাধন করিতে হইলে অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। যদি তুমি আমাতে চিত্ত সমাধান করিতে অশক্ত হও, তবে তোমার পক্ষে অভ্যাসযোগই শ্রেয়ঃ ॥ ৯ ॥

টীকা—সাক্ষাৎ স্মরণাসমর্থং প্রতি তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মাহ—অথেতি। অভ্যাসযোগেন অন্যত্রান্যত্রগতমপি মনঃ পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদ্রূপ এব স্থাপনমভ্যাসঃ; স এব যোগস্তেন প্রাকৃতত্বাদিতি কুৎসিতরূপ-রসাদিষু চলন্ত্যা মনোনদ্যাস্তেষু চলনং নিরুধ্য অতিসুভদ্রেষু মদীয়রূপ-রসাদিষু তচ্চলনং শনৈঃ শনৈঃ সম্পাদয় ইত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয়েতি—বহূন্ শত্রূন্ জিত্বা ধনমাহৃতবতা ত্বয়া মনোঽপি জিত্বা ধ্যানধনং গ্রহীতুং শক্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অভ্যাসে অপি (অভ্যাসযোগেও) [যদি] অসমর্থঃ (অক্ষম) অসি (হও) মৎকর্মপরমঃ [তবে] (মৎকর্মপরায়ণ) ভব (হও) মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থ) কর্মাণি (শ্রবণকীর্তনাদি কর্ম) কুর্বন্ অপি (করিয়াও) সিদ্ধিম্ (সিদ্ধি) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মদর্পিত কর্ম আচরণ কর ; তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষতত্ত্বে চিত্তস্থৈর্যরূপা সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

টীকা—অভ্যাসেঽপীতি—যথা পিত্তদূষিতা রসনা মৎস্যণ্ডিকাং নেচ্ছতি, তথৈবাবিদ্যাদূষিতং মনঃ ত্বদ্রূপাদিকং মধুরমপি ন গৃহ্লাতীত্যতস্তেন দুগ্রহেণ মহাপ্রবলেন মনসা সহ যোদ্ধুং ময়া নৈব শক্যতে ইতি মন্যসে চেদিতি ভাবঃ। মৎকর্মাণি পরমাণি যস্য সঃ। কর্মাণি মদীয়-শ্রবণ-কীর্তনবন্দনার্চন-মন্মন্দিরমার্জনাভ্যুক্ষণপুষ্পাহরণাদিপরিচরণানি কুর্বন্ বিনাপি মৎস্মরণং সিদ্ধিং প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণাং প্রাপ্স্যসীতি ॥ ১০ ॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্তুম্ (করিতে) অশক্তঃ (অক্ষম) অসি (হও) ততঃ (তাহা হইলে) মদ্‌যোগম্ (আমাতে সর্বকর্মার্পণরূপ যোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) যতাত্মবান্ (সংযত-চিত্তে) সর্বকর্মফলত্যাগং (সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—যদি মদর্পিত-কর্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান্ হইয়া সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

টীকা—এতদপি কর্তুমশক্তশ্চেত্তর্হি মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ময়ি সর্বকর্ম-সমর্পণং মদ্‌যোগস্তমাশ্রিতঃ সন্ সর্বকর্মফলত্যাগং প্রথমষট্‌কোক্তং কুরু।

অয়মর্থঃ—প্রথমষট্‌কে ভগবদর্পিতনিষ্কামকর্মযোগ এব মোক্ষোপায় উক্তঃ ; দ্বিতীয়ষট্‌কেঽস্মিন্ ভক্তিযোগে এব ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায় উক্তঃ। স চ ভক্তিযোগো দ্বিবিধঃ—ভগবন্নিষ্ঠোঽন্তঃকরণব্যাপারো, বহিষ্করণব্যাপারশ্চ। তত্র প্রথমস্ত্রিবিধঃ—স্মরণাত্মকো, মননাত্মকশ্চ, অখণ্ডস্মরণাসামর্থ্যে তদনুরাগিনাং তদভ্যাসরূপশ্চ,—ইতি ত্রিক এবায়ং মন্দধিয়াং দুর্গমঃ, সুধিয়াং নিরপরাধানান্তু সুগম এব ; দ্বিতীয়ঃ শ্রবণকীর্তনাত্মকস্তু সর্বেষাম্ এব সুগম এবোপায়ঃ। এবমুভয়োপায়বন্তোঽধিকারিণঃ সর্বতঃ প্রকৃষ্টা দ্বিতীয়ষট্‌কেঽস্মিন্নুক্তাঃ। এতৎকৃত্যসমর্থা ইন্দ্রিয়াণাং ভগবন্নিষ্ঠী-কৃতাবশ্রদ্ধালবশ্চ ভগবদর্পিতনিষ্কামকর্মিণঃ প্রথমষট্‌কোক্তাধিকারিণোঽস্মান্নিকৃষ্টা এবেতি ॥ ১১ ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—হি (কেন না) অভ্যাসাৎ (অভ্যাস অপেক্ষা) জ্ঞানং ('ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'—এই সন্দর্ভ-কথিত "ধ্যানপ্রতিপাদক-শাস্ত্রানুশীলনরূপ" 'মনন') শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং (আমার স্মরণ) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) ধ্যানাৎ (ধ্যান হইতে) কর্মফলত্যাগঃ [স্যাৎ] (স্বর্গাদিসুখ ও মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা থাকে না) ত্যাগাৎ অনন্তরং (বৈতৃষ্ণ্যের পরেই) শান্তিঃ (আমাভিন্ন সর্ববিষয়ে ইন্দ্রিয়ের উপরতি) [ভবতি] [হইয়া থাকে] ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, একমাত্র সাধন-ভক্তিই নিরুপাধিক-প্রেমলাভের উপায় ; সেই ভক্তিযোগ—দ্বিবিধ অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ-ব্যাপার ও বহিষ্করণ-ব্যাপার। ভগবন্নিষ্ঠ অন্তঃকরণ-ব্যাপার—ত্রিবিধ অর্থাৎ স্মরণাত্মক, মননাত্মক এবং অভ্যাসাত্মক। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি—মন্দ, তাহাদের পক্ষে উক্ত তিনপ্রকার অন্তঃকরণ-

ব্যাপার—দুর্গম। শ্রবণকীর্তনরূপ বহিষ্করণ অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার—সকলের পক্ষেই সুগম। অতএব আমার সম্বন্ধে মনন বা বুদ্ধিই উৎকৃষ্ট জ্ঞান, তাহাই অভ্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ। অভ্যাসকালে যত্নপূর্বক ধ্যান কৃত হয়, কিন্তু অভ্যাসের ফল যে মনন, তাহা উপস্থিত হইলে অনায়াসে ধ্যান হইয়া থাকে, কেবল-জ্ঞানাপেক্ষা ধ্যানের শ্রেষ্ঠতা কাজেকাজেই হইয়া থাকে; কেননা, ধ্যান স্থির হইলে সামান্য স্বর্গসুখ বা মোক্ষসুখ-স্পৃহা দূর হয়। সেই স্পৃহাদ্বয় ত্যক্ত হইলে আমার রূপ-গুণাদি ব্যতীত সমস্ত ইন্দ্রিয়বিষয়ে উপরতিরূপ শান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়॥ ১২॥

টীকা—অথোক্তানাং স্মরণমননাভ্যাসানাং যথাপূর্বং শ্রৈষ্ঠ্যং স্পষ্টীকৃত্যাহ—শ্রেয়ো হীতি। অভ্যাসাৎ জ্ঞানং ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়েত্যুক্তং মন্মননং শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠম্; অভ্যাসে সতি, আয়াসত এব ধ্যানং স্যাৎ, মননে সতি তু অনায়াসত এব ধ্যানমিতি বিশেষাৎ; তস্মাৎ জ্ঞানাদপি ধ্যানং বিশিষ্যতে—শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ; কুতঃ? ইত্যত আহ—ধ্যানাৎ কর্মফলানাং স্বর্গাদিসুখানাং নিষ্কামকর্মফলস্য মোক্ষস্য চ ত্যাগস্তৎস্পৃহারাহিত্যং স্যাৎ, স্বতঃ প্রাপ্তস্যাপি তস্যোপেক্ষা। নিশ্চলধ্যানাৎ পূর্বন্তু ভক্তানামজাতরতীনাং মোক্ষত্যাগেচ্ছৈব ভবেৎ। নিশ্চলধ্যানবতাং তু মোক্ষোপেক্ষা, সৈব মোক্ষলঘুতাকারিণী; যদুক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—"ক্লেশঘ্নী শুভদা" ইত্যত্র ষড়্ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং কীর্তিতমিতি; যদুক্তং—"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং, ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥" ইতি; ময্যর্পিতাত্মা—মদ্ধ্যাননিষ্ঠঃ। ত্যাগাৎ বৈতৃষ্ণ্যাদনন্তরমেব শান্তিঃ মদ্রূপগুণাদিকং বিনা সর্ববিষয়েষ্বেব ইন্দ্রিয়াণামুপরতিঃ। অত্র পূর্বার্ধে 'শ্রেয়' ইতি, 'বিশিষ্যত' ইতি পদদ্বয়েনান্বয়াৎ; উত্তরার্ধে তু 'অনন্তরম্' ইত্যনেনৈবান্বয়াৎ এষৈব ব্যাখ্যা সম্যগুপপদ্যতে নান্যা, ইত্যবধেয়ম্॥ ১২॥

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বভূতানাম্ (সমস্ত প্রাণীর প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষবর্জিত) মৈত্রঃ (তুল্যব্যক্তিতে মিত্রভাবে বর্তমান) করুণঃ এব চ (এবং হীনব্যক্তির প্রতি কৃপালু) নির্মমঃ (পুত্রকলত্রাদির প্রতি মমতাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ (দেহে অহঙ্কাররহিত) সমদুঃখসুখঃ (সুখে ও দুঃখে প্রারব্ধফলভাবনাদ্বারা সমদর্শী) ক্ষমী (সহিষ্ণু) ॥ ১৩ ॥

সন্তুষ্টঃ (যদৃচ্ছাক্রমে অথবা কিঞ্চিৎ যত্নদ্বারা উপস্থিত ভক্ষ্যবস্তুতে সন্তোষযুক্ত) সততং (সর্বদা) যোগী (ভক্তিসিদ্ধির জন্য ভক্তিযোগযুক্ত) যতাত্মা (দৈবাৎ ভক্ষ্যবস্তুর অপ্রাপ্তিতে সংযতচিত্ত) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (অনন্য-ভক্তিতে স্থিরনিশ্চয়) ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি সমর্পণকারী অর্থাৎ মৎস্মরণ-মননপরায়ণ) যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—সেই শান্ত ভক্ত—সর্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃই দ্বেষশূন্য অর্থাৎ যে-সকল লোক তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে, তাহাদের প্রতি তিনি দ্বেষ করেন না ; বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন। কুপথগামী জীবের অসদ্‌গতি হইতে কিসে রক্ষা হইবে, তদ্বিষয়ে তিনি—কৃপালু এবং জড়ীয়দেহের সম্বন্ধে নির্মম অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য। তিনি অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও প্রারব্ধফল বলিয়া তাহাতে ক্ষোভ প্রাপ্ত হ'ন না, অতএব ক্ষমাবান্ ; তিনি যদৃচ্ছালাভে দেহযাত্রা নির্বাহ করতঃ সর্বদা সন্তুষ্ট, উপায়শৃঙ্খলক্রমে ফলোদ্দেশনিষ্ঠারূপ যোগপরিনিষ্ঠিত এবং দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সর্বদা নিরুপাধিক-প্রেমলাভের জন্য যত্নশীল ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকা—এতাদৃশ্যাঃ শান্ত্যাঃ ভক্তঃ কীদৃশো ভবতি ? ইত্যপেক্ষায়াং বহুবিধ-ভক্তানাং স্বভাবভেদানাহ—অদ্বেষ্টা ইত্যষ্টভিঃ। 'অদ্বেষ্টা' দ্বিষৎস্বপি দ্বেষং ন করোতি, প্রত্যুত 'মৈত্রঃ' মিত্রতয়া বর্ততে, 'করুণঃ' এষামসদ্গতির্মা ভবতু ইতি বুদ্ধ্যা তেষ্বপি কৃপালুঃ ; নন্থ কীদৃশেন বিবেকেন দ্বিষৎস্বপি মৈত্রীকারুণ্যে স্যাতাং, তত্র বিবেকং বিনৈবেত্যাহ—'নির্মমো', 'নিরহঙ্কারঃ' ইতি—পুত্রকলত্রাদিষু মমত্বাভাবাৎ দেহে চাহঙ্কারাভাবাৎ তস্য মদ্ভক্তস্য ক্বাপি দ্বেষ এব নৈব ফলতি ; কুত্তঃ পুনর্দ্বেষজনিতদুঃখ-শান্ত্যর্থং তেন বিবেকঃ স্বীকর্তব্য ইতি ভাবঃ। নন্থ তদপি অন্যকৃতপাদুকামুষ্টিপ্রহারাদিভি-র্দেহব্যথাধীনং দুঃখং কিঞ্চিদ্ভবত্যেব ? তত্রাহ—সমদুঃখসুখঃ ; যদুক্তং ভগবতা চন্দ্রার্ধশেখরেণ—"নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥" ইতি। সুখদুঃখয়োঃ সাম্যং সমদর্শিত্বং, তচ্চ মম প্রারব্ধফলম্ ইদমবশ্যভোগ্যমিতি ভাবনাময়ং সাম্যেঽপি সহিষ্ণুনৈব দুঃখং সহ্যতে ইতি আহ—'ক্ষমী' ক্ষমাবান্, ক্ষম্ সহনে ধাতুঃ। নন্থ এতাদৃশস্য ভক্তস্য জীবিকা কথং সিধ্যেৎ ? তত্রাহ—'সন্তুষ্টঃ'—যদৃচ্ছোপস্থিতে কিঞ্চিৎ যত্নোপস্থিতে বা ভক্ষ্যবস্তুনি সন্তুষ্টঃ ; নন্থ সমদুঃখসুখ ইত্যুক্তং, তৎ কথং স্বভক্ষ্যমালক্ষ্য সন্তুষ্ট ইতি তত্রাহ—'সততং যোগী' ভক্তিযোগযুক্তঃ ভক্তিসিদ্ধ্যর্থমিতি ভাবঃ ; যদুক্তং—"আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্। তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ॥" ইতি। কিঞ্চ, দৈবাদপ্রাপ্তভক্ষ্যোঽপি 'যতাত্মা' সংযতচিত্তঃ ক্ষোভরহিত ইত্যর্থঃ। দৈবাচ্চিত্তক্ষোভে সত্যপি তদুপশ-মার্থমষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসাদিকং নৈব করোতীত্যাহ—'দৃঢ়নিশ্চয়ঃ' অনন্য-ভক্তিরেব মে কর্তব্যেতি নিশ্চয়ঃ, তস্য ন শিথিলীভবতীত্যর্থঃ। সর্বত্রহেতুঃ—'ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ' মৎস্মরণমননপরায়ণ ইত্যর্থঃ। ঈদৃশো ভক্তস্তু মে প্রিয়ঃ মামতিপ্রীণয়তীত্যর্থঃ॥ ১৩-১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ (যাহা হইতে) লোকঃ (কোন লোক) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না) যঃ চ (ও যিনি) লোকাৎ (কোন লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বেগপ্রাপ্ত হ'ন না) যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈঃ (প্রাকৃত হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৫ ॥

মর্ম্মানুবাদ—যাহা হইতে লোকসকল উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় না এবং লোকদ্বারা যিনি উদ্বেগপ্রাপ্ত হ'ন না,—এরূপ হর্ষ, অমর্ষ অর্থাৎ ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে পরিমুক্ত আমার শান্ত ভক্তসকলই আমার প্রিয় ॥১৫॥

টীকা—কিঞ্চ, "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" ইত্যাদ্যুক্তের্মৎপ্রীতিজনকা অন্যেঽপি গুণাঃ মদ্ভক্ত্যা মুহুরভ্যস্তয়া স্বত এবোৎপদ্যন্তে, তানপি ত্বং শৃণ্বিত্যাহ—যস্মাদিতি পঞ্চভিঃ। হর্ষাদিভিঃ প্রাকৃতৈঃ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্ত ইত্যাদিনোক্তানপি কাংশ্চিৎ গুণান্ দুর্লভত্বজ্ঞাপনার্থং পুনরাহ—যো ন হৃষ্যতীতি ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অনপেক্ষঃ (ব্যবহারিককার্যে অপেক্ষাশূন্য) শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্ন) দক্ষঃ (নিপুণ) উদাসীনঃ (ব্যবহারিক লোকসমূহের প্রতি অনাসক্ত) গতব্যথঃ (অপকৃত হইয়াও উদ্বেগশূন্য) সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী (ভক্তিপ্রতিকূল-নিখিলোদ্যমরহিত) যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—ব্যবহারিক-কার্যাপেক্ষা-শূন্য, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য এবং আরব্ধ কার্যসকলের ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত আমার ভক্তগণই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

টীকা—'অনপেক্ষঃ' ব্যবহারিককার্যাপেক্ষারহিতঃ, 'উদাসীনঃ' ব্যবহারিকলোকেষ্বনাসক্তঃ ; সর্বান্ ব্যবহারিকান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাংস্তথা পারমার্থিকানপি কাংশ্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিহর্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ১৬ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) ন হৃষ্যতি (লৌকিক প্রিয়বস্তুলাভে হৃষ্ট হ'ন না) ন দ্বেষ্টি (অপ্রিয়বস্তুর উপস্থিতিতে দ্বেষ করেন না) ন শোচতি (লৌকিক প্রিয়বস্তুনাশে শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (অপ্রাপ্তবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না) শুভাশুভপরিত্যাগী (পুণ্য ও পাপ-কর্মত্যাগকারী) যঃ (যিনি) ভক্তিমান্ (ভক্তিমান্) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি জড়ীয়ফললাভে আশাযুক্ত বা হৃষ্টচিত্ত হ'ন না জড়ীয়-ফললাভের ব্যাঘাত হইলে দ্বেষ বা শোক করেন না, এবং সমস্ত শুভাশুভ আত্মসাৎ করেন, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—শত্রৌ চ (শত্রুতে) মিত্রে চ (ও মিত্রে) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) সমঃ (তুল্যজ্ঞানবিশিষ্ট) শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে) সমঃ (হর্ষ-বিষাদশূন্য) সঙ্গ-বিবর্জিতঃ (আসক্তিরহিত) ॥ ১৮ ॥

তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যজ্ঞানবিশিষ্ট) মৌনী (যতবাক্ বা ইষ্টমননশীল) যেন কেনচিৎ (শরীরস্থিতিহেতু মাত্র যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট) অনিকেতঃ (গৃহাসক্তিরহিত) স্থিরমতিঃ (পরমার্থবিষয়ে নিশ্চিতজ্ঞানবিশিষ্ট) ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত) নরঃ (মনুষ্য) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—শত্রু ও মিত্রের প্রতি এবং মানাপমান, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখের প্রতি নিঃসঙ্গ, সমতা, তথা নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধি, যাহাতে তাহাতেই সন্তোষ, মৌন-ধর্ম ও গৃহাসক্তিশূন্যতা ও স্থিরা মতি লাভ করতঃ আমার ভক্ত সহজেই আমার প্রিয় হ'ন ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকা—'অনিকেতঃ' প্রাকৃতস্বাস্পদাসক্তিশূন্যঃ ॥ ১৯ ॥

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) যে তু (আর যে-সকল ব্যক্তি) যথোক্তম্ (উক্তপ্রকারে) ইদং (এই) ধর্মামৃতং (ধর্মরূপ অমৃতের) পর্যুপাসতে [শ্রবণাদি দ্বারা] (উপাসনা করেন)

তে ভক্তাঃ (সেই সেই সমস্তলক্ষণাভিলাষী ভক্তগণ) মে (আমার) অতীব (অতিশয়) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥ ২০ ॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—মৎপর-শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহারা আনুপূর্বিক মদ্বর্ণিত ধর্মামৃতের পর্যুপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার ভক্ত, অতএব আমার অত্যন্ত প্রিয়। মদুক্ত ক্রমোন্নতি-প্রথাই জীবের আশ্রয়ণীয় ; ক্রমোন্নতি-পন্থাদ্বারা জীবের নিরুপাধিক-প্রেমলাভ হয় ॥ ২০ ॥

ভক্তিই যে সুখময়ী ও সর্বসাধ্যসাধিনী,—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—উক্তান্ বহুবিধ-স্বভক্তনিষ্ঠান্ ধর্মানুপসংহরণকার্ৎস্নেনৈতল্লিপ্সূনাং তচ্ছ্রবণপঠনবিচারণাদিফলমাহ—যে ত্বিতি। এতে ভক্ত্যুত্থশান্ত্যুত্থধর্মাঃ, ন প্রাকৃতা গুণাঃ,—"ভক্ত্যা তুষ্যতি কৃষ্ণো ন গুণৈঃ" ইত্যুক্তিকোটিতঃ। 'তু'—ভিন্নোপক্রমে উক্তলক্ষণা ভক্তা একৈকস্বস্বভাবনিষ্ঠাঃ। এতে তু তত্তৎসর্বসল্লক্ষণেপ্সবঃ সাধকা অপি তেভ্যঃ সিদ্ধেভ্যোঽপি শ্রেষ্ঠাঃ, অতএব অতীবেতি পদম্ ॥ ২০ ॥

সর্বশ্রেষ্ঠা সুখময়ী সর্বসাধ্যসুসাধিকা।
ভক্তিরেবাদ্ভুতগুণেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥
নিম্বদ্রাক্ষে ইব জ্ঞানভক্তী যদ্যপি দর্শিতে।
আদীয়েতে তদপ্যেতে তত্তদাস্বাদ-লোভিভিঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাসু দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম ॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগঃ

কথাসার। পূর্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করেন। ভক্তকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানদ্বারাই তিনি তাঁহার উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া থাকেন। এই অধ্যায়ে সেই তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত হইতেছে। সপ্তমাধ্যায়ে কথিত ভগবানের অপরা ও পরা প্রকৃতিকে এই অধ্যায়ে যথাক্রমে 'ক্ষেত্র' ও 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞগণ দেহকে ক্ষেত্র এবং দেহকে যিনি 'আমি', 'আমার' বলিয়া জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে তত্ত্বজ্ঞান, ভগবান্ তাহাকে 'জ্ঞান'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ঋষিগণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বহুপ্রকারে বর্ণন করিয়াছেন। বিবিধ বেদে এবং যুক্তি ও সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্রহ্মসূত্রসমূহে তাহা পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রকৃতি—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি ক্ষেত্রের পরিচয়াত্মক। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষোভের কারণ-সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষুব্ধতা, সরলতা, আচার্য-সেবা, শৌচ, দৃঢ়নিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখ-দোষানুসন্ধান, স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে অনাসক্তি ও মমতা-রাহিত্য, ইষ্ট ও অনিষ্টে সমচিত্তত্ব, ভগবানে স্থিরা ভক্তি, বহির্মুখসঙ্গ-পরিত্যাগের নিমিত্ত নির্জনস্থান-প্রিয়তা, বহির্মুখ-লোক-সংঘট্টে অরুচি, আত্মজ্ঞানের নিত্যালোচনা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনালোচনা—এই সমস্ত জ্ঞান-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ইহার বিপরীত অজ্ঞান।

জ্ঞেয়—অনাদি ব্রহ্মতত্ত্ব ; তাহা শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত। এই জ্ঞেয় ব্রহ্ম সকল-জড়েন্দ্রিয়রহিত হইয়াও সকল ইন্দ্রিয় ও গুণের প্রকাশক, অনাসক্ত অথচ সর্বপালক, প্রাকৃত-গুণাতীত অথচ গুণের অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যের ভোক্তা। তিনি অবিজ্ঞেয় অখণ্ড হইয়াও খণ্ডের ন্যায় সর্বভূতে অবস্থিত, সর্বভূতপালক, সর্বগ্রাসী ও প্রভুত্বকারী। তিনি অজ্ঞান বা প্রকৃতির অতীত সকল জ্যোতির্ময় বস্তুর জ্যোতিঃস্বরূপ অর্থাৎ প্রকাশ। ভগবদ্ভক্ত ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়তত্ত্ব অবগত হইয়া ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ প্রেমভক্তি-লাভের যোগ্য হ'ন।

এই অধ্যায়ের ১৯শ—২৩শ শ্লোক-পঞ্চকে প্রকৃতি-পুরুষের সংসার-হেতুত্ব-বর্ণনপ্রসঙ্গে ক্ষেত্রের বিকার, উৎপত্তি, প্রয়োজন ও প্রভাব ; ২৪শ ও ২৫শ শ্লোকে আত্মজ্ঞান-লাভের বিভিন্ন সাধন এবং ২৬শ শ্লোক হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্যন্ত জ্ঞান বা সাংখ্যতত্ত্ব সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য এই যে, শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। শ্রীভগবান্ সর্বক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার অন্তর্যামী। জীবাত্মা পরমাত্মার কর্তৃত্বাধীনে বিভিন্নদেহে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারে ঈশ্বর, জীব ও জড়—তত্ত্বত্রয়ের জ্ঞানলাভই বিজ্ঞান। সমস্ত জড়ক্ষেত্র—প্রকৃতি ; জীব—পুরুষ ; পরমাত্মা—উভয়ের নিয়ন্তা। সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেমেই জৈব-ধর্মের পূর্ণতম বিকাশ।

অর্জুন উবাচ

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন কহিলেন), কেশব ! (হে কেশব !) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং চ এব (ও পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ (এবং ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সমস্ত) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—হে কেশব, আমি প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়,—এই সকল তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

টীকা—নমোঽস্তু ভগবদ্ভক্ত্যৈ কৃপয়া স্বাংশলেশতঃ।
জ্ঞানাদিষ্বপি তিষ্ঠৈত্তৎসার্থকীকরণায় যা ॥
ষট্‌কে তৃতীয়েঽত্র ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানং নিরূপ্যতে।
তন্মধ্যে কেবলা ভক্তিরপি ভঙ্গ্যা প্রকৃষ্যতে ॥
ত্রয়োদশে শরীরঞ্চ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।
জ্ঞানস্য সাধনং জীবঃ প্রকৃতিশ্চ বিবিচ্যতে ॥

তদেবং দ্বিতীয়েন ষট্‌কেন কেবলয়া ভক্ত্যা ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ; ততোঽন্যা অহংগ্রহোপাসনাদ্যাস্তিস্র উপাসনাশ্চোক্তাঃ। অথ প্রথমষট্‌কোদিতানাং নিষ্কামকর্মযোগিনাং ভক্তিমিশ্রজ্ঞানাদেব মোক্ষস্তচ্চ জ্ঞানং সংক্ষেপাদুক্তমপি পুনঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞাদিবিবেচনেন বিবরিতুং তৃতীয়ং ষট্‌কমারভতে ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) ইদং (এই) শরীরং (শরীর) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নামে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) যঃ (যিনি) এতৎ (ইহা) বেত্তি (জানেন) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ)

তং (তাঁহাকে) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি (ক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে) প্রাহুঃ (অভিহিত করেন) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জুন, আমি তোমাকে পরমরহস্য-স্বরূপ ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার 'স্বরূপ' এবং বদ্ধজীবের কর্মসকল ব্যাখ্যা করিয়াছি। নিরুপাধিক-ভক্তিস্বরূপও বলিলাম; তাহাতে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ অভিধেয়-বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বিজ্ঞান-বিচারদ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহা শ্রবণ করতঃ তোমার নিরপাধিক-ভক্তিতত্ত্বে অধিকতর দার্ঢ্য হইবে। যখন ব্রহ্মাকে আমি ভাগবত-শাস্ত্রের মূল চতুঃশ্লোকী বলিয়াছিলাম, তখনও "জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥" এই বাক্যদ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ,—এই চারিটী বিষয়ের উপদেশ দিই, এই চারিটী বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না। অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশপূর্বক রহস্যোপযোগিনী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি। বিশুদ্ধ-ভক্তি উদিত হইলে অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। তুমি ভক্তি আচরণপূর্বক ঐ দুইটি আনুষঙ্গিক ফল অনুভব কর। হে কৌন্তেয়, এই শরীরের নামই 'ক্ষেত্র'; যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হ'ন, তিনিই 'ক্ষেত্রজ্ঞ' ॥ ২ ॥

টীকা—তত্র কিং ক্ষেত্রং কঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ইদমিতি। ইদং সেন্দ্রিয়ং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রং, সংসারবৃক্ষস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। তদ্ যো বেত্তি বন্ধদশায়ামহং-মমেত্যভিমন্যমানং স্বসম্বন্ধিত্বেন এব জানাতি। মোক্ষদশায়ান্তু অহং-মমেত্যভিমানরহিতঃ স্বসম্বন্ধরহিতমেব যো জানাতি, তম্ উভয়াবস্থং জীবং ক্ষেত্রজ্ঞমিতি প্রাহুঃ,—কৃষীবলবৎ স এব ক্ষেত্রজ্ঞস্তৎফলভোক্তা চ; যদুক্তং ভগবতা"—অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স

বেদ বেদম্ ॥” অস্যার্থঃ—গৃধ্যন্তীতি গৃধ্রাঃ গ্রামেচরাঃ বদ্ধজীবাঃ অস্য বৃক্ষস্যৈকং ফলং দুঃখম্ অদন্তি, পরিণামতঃ স্বর্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ; অরণ্যবাসা হংসা মুক্তজীবা একফলং সুখমদন্তি সর্বথা সুখরূপস্য অপবর্গস্যাপি এতজ্জন্যত্বাৎ। এবমেকমপি সংসারবৃক্ষং বহুবিধনরকস্বর্গাপবর্গপ্রাপকত্বাদ্বহুরূপং মায়াশক্তিসমুদ্ভূতত্বাৎ মায়াময়ম্। ইজ্যৈঃ পূজ্যৈগুরুভিঃ কৃত্বা যো বেদেতি তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বেদিতারঃ ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) অপি (আর) সর্বক্ষেত্রেষু (সমস্ত ক্ষেত্রে) মাং চ [অবস্থিত] (আমাকেও) ক্ষেত্রজ্ঞং (ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্রের সহিত জীব ও ঈশ্বর এই ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) তৎ (তাহাই) জ্ঞানং (জ্ঞান বলিয়া) মম (আমার) মতম্ (সম্মত) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—‘ক্ষেত্র’ ও ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’-বিচারে তিনটী তত্ত্ব দেখিতে পাইবে; সেই তিনটি তত্ত্বের নাম—‘ঈশ্বর’, ‘জীব’ ও ‘জড়’। যেমত একটী একটী শরীরে জীবাত্মরূপ একটী একটী ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ আমাকেই সমস্ত জড়জগতে প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ‘ঈশ্বর’ বলিয়া জানিবে। আমার ঐশী শক্তি-দ্বারা আমি—পরমাত্মরূপে সর্বক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারপূর্বক যাঁহাদের ত্রিতত্ত্ব-বোধ হয়, তাঁহাদের জ্ঞানই ‘বিজ্ঞান’ ॥ ৩ ॥

টীকা—এবং ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তং, পরমাত্মনস্তু ততোঽপি কার্ৎস্ন্যেন সর্বক্ষেত্রজ্ঞত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। সর্বক্ষেত্রেষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতং মাং পরমাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি। জীবানাং

প্রত্যেকমেকৈকক্ষেত্রজ্ঞানাং, তদপি ন কৃৎস্নম্। মম ত্বেকস্যৈব সর্বক্ষেত্রজ্ঞত্বং কৃৎস্নমেবেতি বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। কিং জ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবাত্মপরমাত্মনোর্যজ্জ্ঞানং ক্ষেত্রজীবাত্মপরমাত্মানাং যজ্জ্ঞানমিত্যর্থঃ। তদেব জ্ঞানং মম মতং সম্মতং চ। তত্র 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ' ইত্যুত্তরগ্রন্থবিরোধাৎ ব্যাখ্যান্তরেণৈকাত্মবাদপক্ষো নানুকর্তব্যঃ ॥ ৩ ॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (সেই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা) যাদৃক্ চ (যাদৃশ-ধর্মবিশিষ্ট) যদ্বিকারি (যেরূপ-বিকারযুক্ত) যতঃ চ (যাহা হইতে) যৎ (যেরূপে উৎপন্ন) স চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যৎস্বরূপ) যৎপ্রভাবঃ চ (ও যেরূপ-প্রভাববিশিষ্ট) তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কি, তাহা কাঁহা হইতে হইয়াছে এবং তাঁহার প্রভাব কি, তাহা আমি সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

টীকা—সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিবরিতুমারভতে—তৎ ক্ষেত্রং শরীরং যচ্চ মহাভূতপ্রাণেন্দ্রিয়াদি-সংঘাতরূপং যাদৃক্ যাদৃশমিচ্ছাদিধর্মকং যদ্বিকারি যৈরিপ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদুদ্ভূতং যদিতি যৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স ক্ষেত্রজ্ঞো—জীবাত্মা পরমাত্মা চ। 'যৎ তদি'তি নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চেতি 'একশেষঃ'। সমাসেন সংক্ষেপেণ ॥ ৪ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষিভিঃ (ঋষিগণকর্তৃক) বিবিধৈঃ (বিবিধ) ছন্দোভিঃ (বেদের দ্বারা) হেতুমদ্ভিঃ চ (ও যুক্তিযুক্ত) বিনিশ্চিতৈঃ (বিশেষভাবে নিশ্চিতজ্ঞানোৎপাদক) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব (ব্রহ্মসূত্রপদ অর্থাৎ বেদান্তবাক্য-দ্বারাও) পৃথক্ (পৃথক্) বহুধা (বহুপ্রকারে) গীতম্ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—স্মৃতিশাস্ত্রে ঋষিগণকর্তৃক সেই ক্ষেত্রতত্ত্ব বহুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ; বেদবাক্যদ্বারা বিবিধপ্রকারে পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্তসূত্রদ্বারা হেতু-সহকারে নিশ্চিত-সিদ্ধান্তবাক্যে পরিণীত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

টীকা—কৈর্বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভি-র্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ছন্দোভির্বেদৈশ্চ। ব্রহ্মসূত্রাণি—"অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি তান্যেব শব্দানি ব্রহ্ম পদ্যতে জ্ঞায়তে এভিরিতি তানি তথা তৈঃ কীদৃশৈর্হেতুমদ্ভিঃ, "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইতি যুক্তিমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ বিশেষতো নিশ্চিতার্থৈঃ ॥ ৫ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মহাভূতানি (আকাশাদি সূক্ষ্মমহাভূত) অহঙ্কারঃ (তাহার কারণ অহঙ্কার) বুদ্ধিঃ (অহঙ্কার-কারণ বুদ্ধি অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব) অব্যক্তম্ এব চ (ও প্রকৃতি) দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়) একং চ (ও এক মন) পঞ্চ চ (শব্দাদি পাঁচটী) ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (ইন্দ্রিয়বিষয়) ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা (ইচ্ছা) দ্বেষঃ (দ্বেষ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) সংঘাতঃ (দেহ) চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) ধৃতিঃ (ধৈর্য) সবিকারম্ (জন্মাদি ষড়্-বিকারসহিত) এতৎ (এই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (কথিত হইল) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—সেই সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্তসূত্রবাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ,—এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের কারণ প্রকৃতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ প্রভৃতি দশটি বাহ্যেন্দ্রিয়, মনোরূপ একটী অন্তরিন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি বিষয়,—এবম্ভূত চব্বিশটি প্রাকৃত তত্ত্বই ‘ক্ষেত্র’। এই চব্বিশ তত্ত্ব আলোচনা করিলে ‘ক্ষেত্র’ কি এবং তাহা কি প্রকার, তাহা জানিবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ দেহব্যাপার, চেতনা অর্থাৎ চিদাভাসরূপ মনোবৃত্তি, ধৃতি প্রভৃতিকে ক্ষেত্রের ‘বিকার’ বলিয়া জানিবে ; অতএব তাহাও ‘ক্ষেত্র’ ॥ ৬-৭ ॥

টীকা—তত্র ক্ষেত্রস্য স্বরূপমাহ—‘মহাভূতানি’ আকাশাদীনি, অহঙ্কারস্তৎকারণং বুদ্ধির্বিজ্ঞানাত্মকং, মহত্তত্ত্বমহঙ্কারকারণম্, অব্যক্তং প্রকৃতির্মহত্তত্ত্বকারণম্, ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি দশ, একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চশব্দাদয়ো বিষয়াঃ ;—তদেবং চতুর্বিশতিতত্ত্বাত্মকমিতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ ; সংঘাতঃ পঞ্চমহাভূতপরিণামো দেহঃ, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্যম্ ;—ইচ্ছাদয়শ্চৈতে মনোধর্মা এব, ন ত্বাত্মধর্মাঃ। অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব উপলক্ষণং চ এতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্ ;—তথা চ শ্রুতিঃ—“কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব” ইতি অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং—সবিকারং জন্মাদিষড়্বিকারসহিতম্ ॥ ৬-৭ ॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অমানিত্বম্ (নিজ পূজায় অনপেক্ষিতা) অদম্ভিত্বম্ (খ্যাতি-ফলকধর্মাচরণবিরহ) অহিংসা (অহিংসা) ক্ষান্তিঃ (অপমানসহিষ্ণুতা) আর্জবম্ (কপটিগণের প্রতিও সরলতা) আচার্যোপাসনং (অকৈতবে সদ্‌গুরুসেবা) শৌচং (বাহ্য ও অন্তরের পবিত্রতা-সম্পাদন) স্থৈর্যম্ (সন্মার্গে অবিচলিতনিষ্ঠা) আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরসংযম) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদি প্রতিকূলবিষয়ে) বৈরাগ্যম্ (রুচির অভাব) অনহঙ্কারঃ এব চ (ও দেহাদিতে আত্মাভিমানত্যাগ) জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনং (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ চিন্তন) পুত্র-দার-গৃহাদিষু (পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে) অসক্তিঃ (প্রীতিত্যাগ) অনভিষ্বঙ্গঃ (অন্যের সুখে দুঃখে অভিনিবেশরাহিত্য) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের উপস্থিতিতে) নিত্যং (সর্বদা) সমচিত্তত্বং চ (হর্ষবিষাদরাহিত্য) ॥ ৮-১০ ॥

ময়ি চ (এবং আমার প্রতি) অনন্যযোগেন (জ্ঞান, কর্ম, তপঃ-যোগ প্রভৃতির অমিশ্রণ-হেতু) অব্যভিচারিণী (ঐকান্তিকী) ভক্তিঃ (ভক্তি)

বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জনস্থান-প্রিয়তা) জনসংসদি (প্রাকৃত জনগণের সভায়) অরতিঃ (রতিত্যাগ) ॥ ১১ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মাদিবিষয়কজ্ঞানের নিত্য অনুশীলন) তত্ত্ব-জ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহার আলোচন) এতৎ (এই বিংশতিসংখ্যক) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের সাধন) ইতি (ইহা) [ঋষিগণকর্তৃক] প্রোক্তম্ (কথিত হইয়াছে) অতঃ (ইহা হইতে) যৎ (যাহা) অন্যথা (বিপরীত অর্থাৎ মানিত্বাদি) [তাহা] অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্যোপাসন অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষ-দর্শন, পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, পুত্রাদির সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য, সর্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্ত (নির্জন) স্থানে অবস্থিতি, জনাকীর্ণ-স্থানে অরুচি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ব-বুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনরূপ মোক্ষানুসন্ধান,—এই বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রবিকার' বলিয়া আশঙ্কা করে। বস্তুতঃ ইহারা প্রত্যক্ জ্ঞানস্বরূপ ; ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধতত্ত্ব-লাভ হয় ; ইহারা ক্ষেত্রের বিকার নয়, কিন্তু ক্ষেত্রবিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে আমাতে অনন্যা ও অব্যভিচারিণী ভক্তিই একমাত্র অবলম্বনীয়া। অন্য ঊনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর-ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা এবং চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্বক নিত্যসিদ্ধ-ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। ভক্তিদেবীর সিংহাসন-স্বরূপ ঐ ঊনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'স-বিজ্ঞান জ্ঞান' বলিয়া জানিবে ; আর যত কিছু আছে, সে সমুদায়ই অজ্ঞান ॥ ৮-১২ ॥

টীকা—উক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাৎ বিবিক্ততয়া জ্ঞেয়ৌ জীবাত্মপরমাত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তজ্‌জ্ঞানস্য সাধনানি অমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ। অত্র অষ্টাদশ ভক্তানাং জ্ঞানিনাঞ্চ সাধারণানি, কিন্তু ভক্তৈঃ 'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী' ইত্যেকমেব ভগবদনুভবসাধনত্বেন যত্নতঃ ক্রিয়তে। অন্যানি সপ্তদশ উক্তাভ্যাসবতাং তেষাং স্বত এবোৎপদ্যন্তে, ন তু তেষু যত্নঃ—ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। অন্তিমে দ্বে তু জ্ঞানিনামসাধারণে এব। অত্র অমানিত্বাদীনি বিস্পষ্টার্থানি। 'শৌচং' বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ, তথা চ স্মৃতিঃ—"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥" ইতি; 'আত্মনিগ্রহঃ' শরীরসংযমঃ; জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনম্; 'অসক্তিঃ' পুত্রাদিষু প্রীতিত্যাগঃ; 'অনভিষ্বঙ্গঃ' পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে চাহমেব সুখী দুঃখীত্যধ্যাসাভাবঃ; ইষ্টানিষ্টয়োর্ব্যবহারিকয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্বদা সমচিত্তত্বম্; 'ময়ি' শ্যামসুন্দরাকারে, 'অনন্যযোগেন' জ্ঞানকর্মতপোযোগাদ্যমিশ্রণেন ভক্তিঃ; চ-কারাৎ জ্ঞানাদিমিশ্রণপ্রাধান্যেন চ। আদ্যা ভক্তৈরনুষ্ঠেয়া, দ্বিতীয়া জ্ঞানিভিরিতি কেচিদন্যে তু অনন্যা ভক্তির্যথা প্রেম্ণঃ সাধনং তথা পরমাত্মানুভবস্যাপীতি জ্ঞাপনার্থমত্র ষট্‌কেঽপ্যুক্তিরিতি ভক্তা ব্যচক্ষ্যতে; জ্ঞানিনস্তু অনন্যেন যোগেন সর্বাত্মদৃষ্ট্যা ইতি। 'অব্যভিচারিণী'—প্রতিদিনমেব কর্তব্যা, 'কেনাপি নিবারয়িতুমশক্যা' ইতি মধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ। আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞানম্ 'অধ্যাত্মজ্ঞানং', তস্য নিত্যত্বং নিত্যানুষ্ঠেয়ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং স্বাভীষ্টত্বেনালোচনমিত্যর্থঃ। এতদ্বিংশতিকং জ্ঞানং সাধারণ্যেন জীবাত্মপরমাত্মনোঃ জ্ঞানস্য সাধনম্; অসাধারণং পরমাত্মজ্ঞানং ত্বগ্রে বক্তব্যম্। ততোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদিকম্ ॥ ৮-১২ ॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞানের বিষয়) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [মুমুক্ষু] অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করেন) তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে বলিব) তৎ (তাহা) অনাদি (নিত্য) মৎপরং (আমার আশ্রিত) ব্রহ্ম ('ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য) ন সৎ (কার্যাতীত) নাসৎ (ও কারণাতীত) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হ'ন) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, তোমাকে আমি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বলিলাম অর্থাৎ 'ক্ষেত্র' বলিলে যে শরীরকে বুঝায়, তাহার স্বরূপ, বিকার ও বিকারঘ্ন প্রক্রিয়া বলিলাম ; সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, তাহাও বলিলাম। সম্প্রতি সেই বিজ্ঞানদ্বারা যে তত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই জ্ঞেয়বস্তু—অনাদি, মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত তত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত 'ব্রহ্ম'। তাহা অবগত হইলে মদ্ভক্তিরূপ অমৃত-ভোগ হয় ॥ ১৩ ॥

টীকা—এবং সাধনৈর্জ্ঞেয়ো জীবাত্মা পরমাত্মা চ তত্র পরমাত্মৈব সর্বগতো 'ব্রহ্ম'-শব্দেনোচ্যতে। তচ্চ ব্রহ্ম 'নির্বিশেষং' 'সবিশেষঞ্চ' ক্রমেণ জ্ঞানিভক্তয়োরুপাস্যম্। দেহগতোঽপি চতুর্ভুজত্বেন ধ্যেয়ঃ 'পরমাত্ম'-শব্দেনোচ্যতে। তত্র প্রথমং ব্রহ্মাহ—জ্ঞেয়মিতি। 'অনাদি' ন বিদ্যতে আদির্যস্য মৎস্বরূপত্বান্নিত্যমিত্যর্থঃ। 'মৎপরম্' অহমেব পর উৎকৃষ্ট আশ্রয়ো যস্য তৎ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি মদগ্রিমোক্তেঃ। তদেব কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তদ্‌ব্রহ্ম—ন সৎ, নাপ্যসৎ, কার্যকারণাতীতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ— সর্বতঃ পাণিপাদং (সর্বত্র প্রাণিবৃন্দের হস্তপদাদিদ্বারা হস্ত-পদবিশিষ্ট) সর্বতঃ (সর্বত্র) অক্ষিশিরোমুখং (চক্ষু, মস্তক ও মুখ-বিশিষ্ট) সর্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট) তৎ (তিনি) লোকে (প্রাণিসমূহে) সর্বম্ (সমস্ত পদার্থ) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (স্থিত আছেন) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—কিরণসমূহ যেমত সূর্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বৃহত্ত্বের সীমা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মাদি-পিপীলিকা পর্যন্ত অনন্তজীবের অবস্থান-স্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্বত্র অনন্ত পাণি-পাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ-কর্ণ ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত করিয়া বিরাজমান ॥ ১৪ ॥

টীকা—নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্" ইত্যাদি-শ্রুতির্বিরুধ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য স্বরূপতঃ কার্য-কারণাতীতত্বেঽপি শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ কার্যকারণাত্মকমপি তদিত্যাহ —সর্বত এব পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তানাং পাণিপাদ-বৃন্দৈঃ সর্বত্র দৃষ্টৈরেব তদ্ব্রহ্মৈবাসংখ্যপাণিপাদৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ। এবমেব সর্বতোঽক্ষীত্যাদি ॥ ১৪ ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ— সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের দ্বারা বিরাজমান) সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ (জড়েন্দ্রিয়রহিত) অসক্তং (আসক্তি-শূন্য) সর্বভৃৎ চ এব (সকলের পালক) নির্গুণং (সত্ত্বাদিগুণরহিতাকার) গুণভোক্তৃ চ (এবং ত্রিগুণাতীত-ভগশব্দবাচ্য-ষড়্গুণের আস্বাদক) ॥১৫॥

মর্মানুবাদ—সেই বৃহৎ তত্ত্ব—সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, স্বয়ং সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিত, অনাসক্ত, শ্রীবিষ্ণুরূপে সর্বভৃৎ, নির্গুণ অর্থাৎ স্বয়ং প্রাকৃতগুণ-রহিত অথচ ত্রিগুণাতীত-'ভগ'-শব্দবাচ্য-ষড়্গুণাস্বাদক ॥১৫॥

টীকা—কিঞ্চ, সর্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণান্ ইন্দ্রিয়বিষয়াংশ্চ আভাসয়তীতি "তচ্চক্ষুষশ্চক্ষু" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ; যদ্বা, সর্বেন্দ্রিয়ৈর্গুণৈঃ শব্দাদিভিশ্চাভাসতে বিরাজতীতি তৎ; তদপি 'সর্বেন্দ্রিয়বর্জিতং' প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতম্; তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি, "পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধস্বরূপশক্ত্যাস্পদত্বাদিতি ভাবঃ। 'অসক্তম্' আসক্তিশূন্যং, 'সর্বভৃৎ' শ্রীবিষ্ণুস্বরূপেণ সর্বপালকং, 'নির্গুণং' সত্ত্বাদিগুণরহিতাকারম্; কিঞ্চ, 'গুণভোক্তৃ' ত্রিগুণাতীত-'ভগ'-শব্দবাচ্য-ষড়্গুণাস্বাদকম্ ॥ ১৫ ॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তিনি) ভূতানাং (সর্বভূতের) বহিঃ (বাহিরে) অন্তঃ চ (ও অন্তরে স্থিত) [কারণ হইতে কার্য অভিন্ন বলিয়া] অচরং (স্থাবর) চরম্ এব চ (এবং জঙ্গম) [তিনি] সূক্ষ্মত্বাৎ (প্রাকৃত-রূপাদিরাহিত্যহেতু) অবিজ্ঞেয়ং (ইহাই সেই বস্তু এইরূপ স্পষ্টজ্ঞানের অযোগ্য) [অজ্ঞগণের] তৎ [তিনি] দূরস্থং চ (দূরস্থিত) [এবং বিদ্বান্গণের] অন্তিকে চ (নিকটে অবস্থিত) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—সেই তত্ত্ব—সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান; তাঁহা হইতেই সমস্ত চরাচর; তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয় এবং যুগপৎ দূরস্থ ও নিকটস্থ তত্ত্ব ॥ ১৬ ॥

টীকা—ভূতানাং স্বকার্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ যথা দেহানামাকাশাদিকম্‌ ; অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমঞ্চ ভূতজাতং তদেব কার্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ। এবমপি রূপাদিভিন্নত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্‌ ইদং তদিতি স্পষ্টং জ্ঞানার্হং ন ভবতীতি ; অতএবাবিদুষাং যোজনকোট্যন্তরমিব দূরস্থং বিদুষাং পুনঃ স্বগৃহস্থিতমিবান্তিকে চ তৎস্বদেহ এবান্তর্যামিত্বাৎ,—"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্‌" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ ॥ ১৬ ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌ ।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তিনি) ভূতেষু (পরস্পরভিন্ন জীবসমূহে) অবিভক্তং চ (এক হইয়াও) বিভক্তম্‌ ইব চ (ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া) স্থিতং (প্রতীত হয়েন) [তিনি] ভূতভর্তৃ চ (প্রাণিসমূহের পালক) গ্রসিষ্ণু (সংহারক) প্রভবিষ্ণু চ (এবং প্রধান ও জীবশক্তিদ্বারা নানাকার্যরূপে উৎপত্তিশীল অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলিয়া) জ্ঞেয়ম্‌ (জ্ঞাতব্য) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—সমস্তভূতে বিভক্তরূপে তাঁহাকে বোধ হয়, কিন্তু তিনি—অবিভক্ত ; প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত ব্যষ্টিপুরুষরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনি—সর্বভূতের এক অখণ্ড বিরাট্‌ সমষ্টিস্বরূপ পরমেশ্বর, তিনি—সমস্তভূতের ভর্তা, সংহারকর্তা ও প্রভবনশীল তত্ত্ব ॥ ১৭ ॥

টীকা—ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু অবিভক্তং কারণাত্মনাভিন্নং কার্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং, তদেব শ্রীনারায়ণস্বরূপং সৎ, ভূতানাং 'ভর্তৃ' স্থিতিকালে পালকং, প্রলয়কালে 'গ্রসিষ্ণু' সংহারকং, স্থিতিকালে 'প্রভবিষ্ণু' চ—নানাকার্যাত্মনা প্রভবনশীলম্‌ ॥ ১৭ ॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (চন্দ্রসূর্যাদিরও) জ্যোতিঃ (প্রকাশক) তমসঃ (অজ্ঞানের) পরম্ (অতীত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হ'ন) [তিনি] জ্ঞানং (বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (রূপাদির আকারে পরিণত জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (অমানিত্বাদি জ্ঞানের সাধনদ্বারা প্রাপ্য) সর্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতম্ (নিয়ন্তৃ-রূপে অবস্থিত) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—তিনি—সমস্ত জ্যোতির পরম-জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক ; তিনি—সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্তস্বরূপ ; তিনিই 'জ্ঞান' ; 'জ্ঞানগম্য' ও 'জ্ঞেয়' ; তিনিই সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

টীকা—জ্যোতিষাং চন্দ্রাদিত্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ প্রকাশকং, যেন সূর্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ ;—"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাস্পৃষ্টম্ উচ্যতে—"আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। 'জ্ঞানং' তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং সৎ, জ্ঞানমুচ্যতে ; তদেব রূপাদ্যাকারেণ পরিণতং 'জ্ঞেয়ঞ্চ' ; তদেব 'জ্ঞানগম্যং' পূর্বোক্তেন অমানিত্বাদি-জ্ঞান-সাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। তদেব পরমাত্মস্বরূপং সৎ, সর্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি ধিষ্ঠিতং নিয়ন্তৃতয়া অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এই) ক্ষেত্রং ('মহাভূতা'দি-'ধৃতি'পর্যন্ত 'ক্ষেত্র') তথা জ্ঞানং (এবং 'অমানিত্বা'দি-তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন' পর্যন্ত 'জ্ঞান') জ্ঞেয়ং চ (ও 'অনাদি' প্রভৃতি 'ধিষ্ঠিত' পর্যন্ত ব্রহ্ম-ভগবৎ-পরমাত্মশব্দবাচ্য 'জ্ঞেয়')

সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (কথিত হইল) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (ইহা) বিজ্ঞায় (বিদিত হইয়া) মদ্ভাবায় (আমার সাযুজ্যলাভের বা আমার প্রেমভক্তির লাভের) উপপদ্যতে (যোগ্য হ'ন) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, সংক্ষেপতঃ তোমাকে আমি ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়,—এই তিনটী তত্ত্ব বলিলাম ; ইহার নামই বিজ্ঞানসহিত 'জ্ঞান'। ভগবদ্ভক্তগণ এই 'জ্ঞান' লাভ করতঃ আমার নিরুপাধিক-প্রেমভক্তি লাভ করেন। যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক-সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করতঃ যথার্থ জ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। 'জ্ঞান' আর কিছুই নয়, কেবল ভক্তিদেবীর পীঠস্বরূপ ভক্তির আশ্রয়রূপ জীবাত্মার সত্ত্বশুদ্ধিমাত্র। পুরুষোত্তমতত্ত্ব-বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে ॥১৯॥

টীকা—উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্ অধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি। 'ক্ষেত্রং'—মহাভূতাদি-ধৃত্যন্তম্ (৬-৭); 'জ্ঞানম্'—অমানিত্বাদি-তত্ত্ব-জ্ঞানার্থদর্শনান্তম্ (৮-১২); 'জ্ঞেয়ং' 'জ্ঞানগম্যঞ্চ'—অনাদীত্যাদি-ধিষ্ঠিত-মিত্যন্তম্ (১৩-১৮); একমেব তত্ত্বং ব্রহ্ম-ভগবৎ-পরমাত্ম-শব্দবাচ্যঞ্চ সংক্ষেপেণোক্তম্। মদ্ভক্তঃ ভক্তিমজ্জ্ঞানী মদ্ভাবায় মৎসাযুজ্যায় ; যদ্বা, মদ্ভক্তঃ মমৈকান্তিকো দাসঃ এতদ্বিজ্ঞায় মৎপ্রভোরেতাবদৈশ্বর্যমিতি জ্ঞাত্বা ময়ি ভাবায় প্রেম্নে উপপদ্যতে উপপন্নো ভবতি ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষম্ এব চ (ও পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী (অনাদি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) বিকারান্ চ (দেহেন্দ্রিয়াদি-বিকার) গুণান্ চ (ও গুণপরিণাম সুখদুঃখ-

মোহাদিকে) প্রকৃতিসম্ভবান্ এব (প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২০ ॥

মর্ম্মানুবাদ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞানদ্বারা কি ফল হইবে, তাহা বলিতেছি। জড়বদ্ধ-জীবসত্তায় তিনটী তত্ত্ব লক্ষিত হইবে অর্থাৎ প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রই 'প্রকৃতি' ও জীবই 'পুরুষ'; পরমাত্মা—আমার তদুভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই অনাদি, জড়ীয়-কালের পূর্ব হইতেই আছে; জড়ীয়-কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয়। আমারই শক্তি হইতে আমার পরম-অস্তিত্বস্বরূপ চিন্ময়কালে উহাদের উদয় হইয়াছে; জড়া প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্যকালে জড়ীয়কালকে আশ্রয় করতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। জীব—আমার নিত্যশক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্যবশতঃ জড়া প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট; বাস্তবিক জীব—শুদ্ধচিৎতত্ত্ব, মদীয় পরশক্তিক্রমে তাহাতে একটু তটস্থ-ধর্ম নিহিত হওয়ায়, তাহা জড়া প্রকৃতিতেও উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। চিৎ কিরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা তুমি বদ্ধযুক্তি ও বদ্ধজ্ঞানদ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি—তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল—জড়-প্রকৃতি-সম্ভূত, জীবের স্বধর্মগত তত্ত্ব ন'ন ॥ ২০ ॥

টীকা—পরমাত্মানমুক্ত্বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-শব্দবাচ্যং জীবাত্মানং বক্তুং কুতস্তস্য মায়া-সংশ্লেষঃ কদারম্ভঃ তদভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিং মায়াং পুরুষং জীবঞ্চ উভাবপি অনাদী ন বিদ্যতে আদিকারণং যয়োঃ তথাভূতৌ বিদ্ধি, অনাদেরীশ্বরস্য মম শক্তিত্বাৎ। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং

প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥" ইতি মদুক্তেঃ মায়াজীবয়োরপি মৎশক্তিত্বেন অনাদিত্বাৎ তয়োঃ সংশ্লেষোঽপ্যনাদিরিতি ভাবঃ। তত্র মিথঃ সংশ্লিষ্টয়োরপি তয়োর্বস্তুতঃ পার্থক্যমস্ত্যেব ইত্যাহ—বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখশোকমোহাদীন্ প্রকৃতিসম্ভূতান্ প্রকৃত্যুদ্ভূতান্ বিদ্ধীতি ক্ষেত্রাকার-পরিণতায়াঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভিন্নমেব জীবং বিদ্ধীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—কার্যকারণ-কর্তৃত্বে [শরীর, ইন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাতৃদেবতাসমূহের] (কার্যাদি-আকারে পরিণতিতে) [পুরুষাধিষ্ঠিতা] প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) হেতুঃ (হেতু বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) পুরুষঃ (জীব) সুখদুঃখানাং (সুখ ও দুঃখের) ভোক্তৃত্বে (ভোগবিষয়ে) হেতুঃ (কর্তা বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—জড়ীয়-কার্যকারণ ও কর্তৃত্ব—প্রকৃতির ধর্ম ; অতএব প্রকৃতিই তাহাদের হেতু। পুরুষের তটস্থ-স্বভাব-বশতঃ জড়াভিমান হইতে সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব উদিত হয়। শুদ্ধজীবের ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়া প্রকৃতিতে আত্মাভিমানবশতঃ জীব তটস্থ-স্বভাব হইতে সেই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে ॥ ২১ ॥

টীকা—তস্য মায়া-সংশ্লেষং দর্শয়তি—কার্যং শরীরং কারণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি কর্তার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাঃ, তত্র তথাধ্যাসেন পুরুষস্য তদ্ভাবাপত্তৌ হেতুঃ প্রকৃতিরেব স্যাৎ—প্রকৃতিরেব পুরুষসংসর্গাৎ কার্যাদিরূপেণ পরিণতা স্যাৎ, অবিদ্যাখ্যা স্ববৃত্ত্যা তদধ্যাসপ্রদা চ স্যাদিত্যর্থঃ। তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে তু পুরুষো জীব এব হেতুঃ। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপি কার্যত্বকারণত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বানি প্রকৃতিধর্মা এব

স্যন্তদপি কার্যত্বাদিষু জড়াংশপ্রাধান্যাৎ সুখদুঃখসংবেদনরূপে ভোগে তু চৈতন্যাংশ-প্রাধান্যাৎ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়াৎ। কার্যত্বাদিষু প্রকৃতির্হেতুর্ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুরিত্যুচ্যতে ইতি ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) পুরুষঃ (পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিকার্যদেহে স্বরূপাভিমানে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতিজাত) গুণান্ (সুখদুঃখাদি বিষয়সমূহ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) গুণসঙ্গঃ (গুণময় দেহেন্দ্রিয়াদিতে আসক্তি) অস্য (এই পুরুষের) সদসদ্‌যোনি-জন্মসু (দেবাদি-সাধুযোনি ও পশ্বাদি-অসদ্‌যোনিতে জন্মের) কারণম্ (কারণ) ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ—তটস্থ-স্বভাব হইতে শুদ্ধজীব বৈকুণ্ঠের শুদ্ধতা ত্যাগ-পূর্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণসকল ভোগ করেন। প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই সদসদ্‌যোনিসমূহে তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

টীকা—কিন্তু তত্রানাদ্যবিদ্যা-কৃতেনাধ্যাসেন এব কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিকং তদীয়মপি ধর্মং স্বীয়ং মন্যতে। তত এবাস্য সংসার ইত্যাহ—পুরুষ ইতি। প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিকার্যদেহে তাদাত্ম্যেন হি স্থিতঃ; প্রকৃতিজান্ অন্তঃকরণ-ধর্মান্ শোকমোহসুখদুঃখাদীন্ গুণান্ স্বীয়ানেবাভিমন্যমানো ভুঙ্‌ক্তে; তত্র কারণং গুণসঙ্গঃ গুণময়দেহেষু অস্যাসঙ্গস্যাপ্যাত্মনঃ সঙ্গোঽবিদ্যাকল্পিতঃ। ক ভুঙ্‌ক্তে? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্যগাদি-যোনিষু শুভাশুভকর্মকৃতাসু যানি জন্মানি তেষু ॥ ২২ ॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পরঃ (জীব ভিন্ন) পুরুষঃ (পুরুষ) উপদ্রষ্টা (জীবের সমীপে পৃথক্ অবস্থান করতঃ সাক্ষী) অনুমন্তা চ (অনুমোদনকারী) ভর্তা (ধারক) ভোক্তা (পালক) মহেশ্বরঃ (মহেশ্বর) অপি পরমাত্মা ইতি চ উক্তঃ (এবং পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হ'ন) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—জীব—আমার সখা, তাহার তটস্থ-স্বভাব বিশুদ্ধভাবে অবস্থিত হইলে সে আমার সাম্মুখ্য লাভ করে। তটস্থ-স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা; তদ্দ্বারা আমার বিমল-প্রেম লাভ করিলে জৈবধর্মের চরিতার্থতা হয়। সেই স্বভাবের অপব্যবহারদ্বারা জীব যখন প্রাকৃত-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, আমিও তখন পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। অতএব আমিই জীবের কার্যসকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বরস্বরূপে 'পরমাত্ম'-নামে পরমপুরুষ বলিয়া সর্বদা লক্ষিত হই। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে-সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহার ফলদান করি ॥ ২৩ ॥

টীকা—জীবাত্মানমুক্ত্বা পরমাত্মানমাহ উপদ্রষ্টেতি। যদ্যপি অনাদিমৎ পরমব্রহ্ম ইত্যাদিনা হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতমিত্যনেন চ সামান্যতো বিশেষতশ্চ পরমাত্মা প্রোক্ত এব, তদপি তস্য জীবাত্মসাহিত্যেনাপি পৃথগেব স্পষ্টতয়া দেহস্থত্বজ্ঞাপনার্থমিয়মুক্তির্জ্ঞেয়া। অস্মিন্ দেহে পরোঽন্যঃ পুরুষো যো মহেশ্বরঃ স পরমাত্মা ইতি চাপ্যুক্তঃ পরমাত্মেতি চ নাম্নাপ্যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অত্র পরম-শব্দ একাত্মবাদপক্ষে স্বাংশ ইতি দ্যোতনার্থং জীবস্য উপ—সমীপে পৃথক্স্থিত এব দ্রষ্টা সাক্ষী। অনুমন্তা অনুমোদনকর্তা সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ,—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। তথা ভর্তা ধারকঃ ভোক্তা পালকঃ ॥ ২৩ ॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পরমাত্মাকে) গুণৈঃ সহ (ও সুখদুঃখাদি পরিণামের সহিত) প্রকৃতিং চ (মায়াশক্তি ও জীবশক্তিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্বথা (সর্বপ্রকারে) বর্তমানঃ অপি (বর্তমান থাকিয়াও) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে (দেহান্তর গ্রহণ করেন না) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি এই প্রণালীতে নির্গুণ পুরুষতত্ত্ব ও সগুণ প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত হ'ন, তিনি জড়জগতে বর্তমান হইয়াও পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করেন না অর্থাৎ প্রত্যক্-ধর্ম আশ্রয়পূর্বক আমার প্রসাদে আমার পরমধাম প্রাপ্ত হ'ন ॥ ২৪ ॥

টীকা—এতজ্জ্ঞানফলমাহ—য ইতি। পুরুষং পরমাত্মানং প্রকৃতিং মায়াশক্তিং, চ-কারাৎ জীবশক্তিঞ্চ সর্বথা বর্তমানোঽপি লয়বিক্ষেপাদি-পরাভূতোঽপি ॥ ২৪ ॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ভগবৎচিন্তনের দ্বারা) আত্মনি (হৃদয়ে অবস্থিত) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) আত্মনা (স্বয়ংই) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) অন্যে (অপর কেহ কেহ) সাংখ্যেন (আত্মানাত্ম-বিবেকদ্বারা) অপরে (অন্য কেহ কেহ) যোগেন (অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা) কর্মযোগেন চ (অথবা নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা) [পরমাত্মাকে দর্শন করেন] ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, পরমার্থসম্বন্ধে বদ্ধজীব—দুই প্রকারে বিভক্ত, অর্থাৎ 'বহির্মুখ' ও 'অন্তর্মুখ'। নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহবাদী,

কেবলনৈতিক, এইপ্রকার লোকসকল—পরমার্থ-বহির্মুখ। নিতান্ত অভেদবাদ-পরায়ণ সাংখ্যযোগীও বহির্মুখ-মধ্যে পরিগণিত; পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষ, কর্মযোগী ও ভক্ত, ইঁহারা—অন্তর্মুখ। ভক্তগণই সর্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু তাঁহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মতত্ত্বে চিদাশ্রয়দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ঈশানুসন্ধিৎসু সাংখ্যযোগিসকল—দ্বিতীয়-শ্রেণীস্থ; তাঁহারা চতুর্বিংশ-তত্ত্বময়ী প্রকৃতিকে আলোচনা করতঃ পঞ্চবিংশ-তত্ত্ব জীবকে শুদ্ধচিৎস্বরূপ জানিয়া, ষড়্বিংশ-তত্ত্ব যে ভগবান্, তাঁহাতে ক্রমশঃ ভক্তিযোগ বিধান করেন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে কর্মযোগিসকল বর্তমান; তাঁহারা নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা ভগবদালোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হ'ন ॥ ২৫ ॥

টীকা—অত্র সাধনবিকল্পমাহ ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাং,—কেচিদ্ভক্তা ধ্যানেন ভগবচ্চিন্তনেনৈব, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। আত্মনি মনসি আত্মনা স্বয়মেব ন ত্বন্যেন কেনাপি উপকারকেনেত্যর্থঃ। 'অন্যে' জ্ঞানিনঃ সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকঃ তেন। 'অপরে' যোগিনঃ যোগেনাষ্টাঙ্গেন কর্মযোগেন নিষ্কামকর্মণা চ। অত্র সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগনিষ্কাম-কর্মযোগাঃ পরমাত্মদর্শনে পরম্পরৈব হেতবঃ, ন তু সাক্ষাদ্ধেতবঃ, তেষাং সাত্ত্বিকত্বাৎ পরমাত্মনস্তু গুণাতীতত্বাৎ। কিঞ্চ "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানাদি-সন্ন্যাসানন্তরমেব, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইত্যুক্তের্জ্ঞানং বিমুচ্য তয়া ভক্ত্যৈব পশ্যন্তি ॥ ২৫ ॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে তু (অন্যান্য ব্যক্তি) এবম্ (এইসকল উপায়) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অন্য আচার্যের নিকট) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে অপি (তাঁহারাও) শ্রুতি-

পরায়ণাঃ (তত্ত্বদ্বিষয়ক উপদেশ-শ্রবণে শ্রদ্ধালু হইয়া) মৃত্যুং চ (মৃত্যু-যুক্ত সংসার) অতিতরন্তি এব (অতিক্রম করিয়া থাকেন) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু পুরুষসকল ইতস্ততঃ তত্ত্ব সংগ্রহ করেন ; ইঁহারাও সাধুসঙ্গ ও সদালোচনা-ক্রমে অবশেষে ভক্তি লাভ করিবেন ॥ ২৬ ॥

টীকা—অন্যে ইতস্ততঃ কথা-শ্রোতারঃ ॥ ২৬ ॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ !) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবরজঙ্গমং (স্থাবর-জঙ্গম) সত্ত্বং (প্রাণী) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ-হেতু) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—স্থাবর-জঙ্গম-মধ্যে যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জান ॥ ২৭ ॥

টীকা—উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। যাবদিতি—যৎপ্রমাণকং নিকৃষ্টম্ উৎকৃষ্টং বা সত্ত্বং প্রাণিমাত্রম্ ॥ ২৭ ॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বেষু ভূতেষু (ব্রহ্মাদি-স্থাবর পর্যন্ত সকল প্রাণীতে) সমং (একরূপে) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত) বিনশ্যৎসু (সমস্ত পদার্থ বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ দ্রষ্টা) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর সর্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও

বিনশ্বরবস্তুর ধর্ম যে বিনাশ, তাহা স্বীকার করেন না। যিনি পরমাত্মাকে এইরূপ জানেন, তিনি তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ২৮ ॥

টীকা—পরমাত্মানং তু এবং জানীয়াদিত্যাহ—সমমিতি। বিনশ্যৎস্বপি দেহেষু যঃ পশ্যতি, স এব জ্ঞানীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) [তিনি] সর্বত্র (ভূতমাত্রে) সমং (সমভাবে) সমবস্থিতম্ (অপ্রচ্যুত-স্বরূপগুণবিশিষ্ট হইয়া অবস্থিত) ঈশ্বরং (ঈশ্বরকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (কুপথগামি-মনের দ্বারা) আত্মানং (নিজেকে) ন হিনস্তি (অধঃপাতিত করেন না) ততঃ (সেই হেতু) পরাং গতিং (উত্তমা গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—প্রকৃতির ধর্ম অঙ্গীকার করিয়া বদ্ধজীবসকলের অবস্থান-পার্থক্য ঘটিয়াছে ; তন্মধ্যে যিনি বিবেকদ্বারা সর্বভূত-স্থিত আমার ঐশ্বর-ভাবকে সর্বত্র সমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথগামি-মনোদ্বারা তাঁহার জৈবসত্তার অধঃপাত সাধন করেন না ॥ ২৯ ॥

টীকা—আত্মনা মনসা কুপথগামিনা আত্মানং জীবং ন হিনস্তি নাধঃপাতয়তি ॥ ২৯ ॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) সর্বশঃ (সমস্ত) কর্মাণি (কর্ম) প্রকৃত্যা এব চ [ঈশ্বরপ্রেরিতা ও মদধিষ্ঠিতা] (প্রকৃতি-কর্তৃকই) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হইতে) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্তারং (অকর্তা) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থদর্শী) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—'দেহেন্দ্রিয়াদি-আকারে পরিণতা প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম করিতেছে, কিন্তু শুদ্ধাত্ম-স্বরূপ আমি কিছু করি না'—এরূপ যিনি দেখিতে পান, তিনি আপনাকে সমস্ত-কর্মের মধ্যে 'অকর্তা' বলিয়া দৃষ্টি করেন ॥ ৩০ ॥

টীকা—প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ পরিণয়তা সর্বশঃ সর্বাণি আত্মানং জীবং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং, ন তু স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) [তিনি] ভূতপৃথগ্ভাবম্ (স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণি-সমূহের তত্তৎ-আকৃতিগত পার্থক্য) একস্থং [প্রলয়কালে] (একমাত্র-প্রকৃতিতে স্থিত) ততঃ এব চ (এবং সেই প্রকৃতি হইতেই) [সৃষ্টিকালে] [ভূতগণের] বিস্তারম্ (উৎপত্তি) অনুপশ্যতি (আলোচনা করেন) তদা (তখন) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মস্বরূপ হ'ন) ॥ ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—যে-সময়ে বিবেকী পুরুষ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের সেই সেই আকারগত পার্থক্য প্রলয়সময়ে একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সৃষ্টিসময়ে সেই এক-প্রকৃতি হইতেই ভূতসকলের বিস্তার জানিতে পারেন, তৎকালে তাঁহার প্রকৃতিগত-ভেদবুদ্ধি রহিত হয় ; তখন তিনি শুদ্ধচিৎতত্ত্বনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার-সম্বন্ধে 'ঐক্য' লাভ করেন । এই অভেদ-বুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপে দর্শন করেন, তাহা পরে বলিতেছি ॥ ৩১ ॥

টীকা—যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং তত্তদাকারগতং পার্থক্যম্ একস্থম্ একস্যাং প্রকৃতাবেব স্থিতং প্রলয়কালে অনুপশ্যতি

আলোচয়তি। ততঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদেব ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্ব) [ও] নির্গুণত্বাৎ (গুণ-সম্বন্ধরাহিত্য-হেতু) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (অব্যয়) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) [জীববৎ] ন করোতি (কিছু করেন না) ন লিপ্যতে (বা লিপ্ত হ'ন না) ॥ ৩২ ॥

মর্মানুবাদ—ব্রহ্মসম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পান যে, পরমাত্মা—অব্যয়, অনাদি ও নির্গুণ; তিনি এই শরীরে জীবাত্মার সহিত অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্র-ধর্মে বদ্ধজীবের ন্যায় লিপ্ত হ'ন না। ব্রহ্মসম্পন্ন জীবও সুতরাং উক্ত জ্ঞানাশ্রয়ে আর লিপ্ত হ'ন না; লিপ্ত না হইয়াও জীব ক্ষেত্রকে কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা শুন ॥ ৩২ ॥

টীকা—নন্‌, "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি-জন্মসু" ইত্যুক্তম্। তত্র দেহগতত্বেন তুল্যত্বেঽপি জীবাত্মৈব গুণলিপ্তঃ সংসরতি, ন তু পরমাত্মা ইতি। কুতঃ? ইত্যত আহ—অনাদিত্বাদিতি, ন বিদ্যতে আদি কারণং যতঃ স অনাদিঃ;—যথা পঞ্চম্যন্তপদার্থেন 'অনুত্তম'-শব্দেন পরমোত্তম উচ্যতে; অথৈবানাদি-শব্দেন পরমকারণমুচ্যতে। ততশ্চ অনাদিত্বাৎ পরমকারণত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ নির্গতা গুণাঃ সৃষ্ট্যাদয়ো যতস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাচ্চ জীবাত্মনো বিলক্ষণোঽয়ং পরমাত্মা। অব্যয়ঃ সর্বদৈব সর্বথৈব স্বীয়-জ্ঞানানন্দাদিব্যয়রহিতঃ শরীরস্থোঽপি তদ্ধর্মাগ্রহণাৎ ন করোতি, জীববন্ন কর্তা, ন ভোক্তা চ ভবতি, ন চ লিপ্যতি—শরীরগুণলিপ্তশ্চ ন ভবতি ॥ ৩২ ॥

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেমন) সর্বগতম্ (সর্বত্র অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (অসঙ্গত্বহেতু) ন উপলিপ্যতে (উপলিপ্ত হয় না) তথা (তদ্রূপ) সর্বত্র (সর্ব) দেহে (জীবদেহে) অবস্থিতঃ (অবস্থিত) আত্মা (আত্মা) ন উপলিপ্যতে (তাহাতে লিপ্ত হ'ন না) ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ—সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত আকাশ যেরূপ সর্বগত হইয়াও অন্য বস্তুতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ বিবেকী ব্রহ্মসম্পন্ন জীব পরমাত্মার ধর্মের অনুকরণ-বশতঃ সর্বদেহে স্থিত হইয়াও দেহধর্মে লিপ্ত হ'ন না ॥ ৩৩ ॥

টীকা—অথ দৃষ্টান্তমাহ—যথা সর্বত্র পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ অসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্ন লিপ্যতে, তথৈব পরমাত্মা দৈহিকৈর্গুণৈর্দোষৈশ্চ ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত ! (হে ভারত !) যথা (যেমন) একঃ (এক) রবিঃ (সূর্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) লোকং (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সমস্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশিত করেন) ॥ ৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—হে ভারত, একটী সূর্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সেইরূপ সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

টীকা—প্রকাশকত্বাৎ প্রকাশ্যধর্মৈর্ন যুজ্যতে ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। রবির্যথা প্রকাশকঃ প্রকাশ্যধর্মৈর্ন যুজ্যতে, তথা ক্ষেত্রী পরমাত্মা,—"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৪ ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যে (যাঁহারা) এবং (এইরূপে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্রসহ ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুদ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন) তে (তাঁহারা) পরং (পরমপদ) যান্তি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৩৫ ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্যই ‘ক্ষেত্র’; পরমাত্মা ও আত্মরূপ-দ্বিবিধ-তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’। যিনি এই অধ্যায়ের লিখিত প্রণালীমতে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূত-সকলের জড়নিষ্ঠ-প্রবৃত্তির মোক্ষ অবগত হ'ন, তিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পরতত্ত্ব যে ভগবান্, তাঁহাকে অনায়াসে অবগত হ'ন ॥ ৩৫ ॥

দুইটী ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে জীবাত্মাই যে ক্ষেত্র-ধর্ম স্বীকার করে, তাহা এই অধ্যায়ে কথিত হইল।

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ যথাভূতানাং প্রাণিনাং প্রকৃতেঃ সকাশান্মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৫ ॥

দ্বয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্মধ্যে জীবাত্মা ক্ষেত্রধর্মভাক্।
বধ্যতে মুচ্যতে জ্ঞানাদিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশোঽয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়-বিভাগযোগঃ

কথাসার। এই অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সকল-জ্ঞান-সাধন-মধ্যে মুখ্য এক জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, যাহা লাভ করিয়া দেহ-বন্ধন হইতে ঐকান্তিক-মুক্তি-লাভ হয়। এই জ্ঞানের আশ্রয়ে ভগবৎ-সাধর্ম্য প্রাপ্ত হইয়া জীব আদি-সৃষ্টিকালেও পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না এবং প্রলয়েও কোন দুঃখ অনুভব করে না। মহদ্‌ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতি পরমেশ্বরের গর্ভাধান-স্থান। প্রলয়ান্তে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর অণুচেতন জীব-সমূহকে তাহাদের বাসনানুযায়ী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত করেন; ইহাই প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে পুরুষ পরমেশ্বরের বীর্যাধান। অতঃপর প্রকৃতির গুণত্রয় নির্বিকার চিৎস্বরূপ জীবকে গুণজাত দেহে আবদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ—নির্মলত্ব-হেতু প্রকাশ-স্বভাব ও শান্ত; ইহা জীবকে জ্ঞান ও সুখ-সাহচর্যে আবদ্ধ করে। রজোগুণ—পরস্পর-আকর্ষণ-স্বভাব এবং বিষয়-তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক। তমোগুণ—অজ্ঞান-জাত; তাহা সকল জীবকে মোহিত এবং প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা আবদ্ধ করে। জীবকে সত্ত্বগুণ সুখের সহিত, রজোগুণ কর্মের সহিত এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া অনবধানতা ও আলস্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট করে। সত্ত্বগুণ—রজোগুণ ও তমোগুণকে, রজোগুণ—সত্ত্ব ও তমোগুণকে এবং তমোগুণ—সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করে।

দেহের সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ে বস্তুর স্বরূপ-প্রকাশরূপ জ্ঞান অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইলে সত্ত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি, লোভ-কর্মপ্রবৃত্তি-কর্মোদ্যম-অনিবৃত্তি-স্পৃহাদির উৎপত্তিতে রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি এবং আবৃত-ভাব, প্রবৃত্তির

অভাব, মনোযোগাভাব ও বিপরীত-জ্ঞানে তমোগুণের বৃদ্ধি জানিতে হইবে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুতে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের নির্মল লোকসমূহ প্রাপ্তি হয় এবং রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুতে কর্মাসক্ত জনগণমধ্যে ও তমোগুণ-বৃদ্ধিকালে মৃত্যুতে পশু প্রভৃতির মধ্যে জন্ম হয়। সাত্ত্বিক পুণ্যকর্মের ফল অনাবিল-সুখময়, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখময় এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞানময়। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে-কালে গুণত্রয়ের তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি গুণত্রয় হইতে পৃথক্ কোন কর্তাকে দর্শন করেন না এবং গুণত্রয়ের অতীত ও অধীশ্বরকে অবগত হ'ন, তখন তিনি ভগবানে ভাব অর্থাৎ প্রেমলাভ করেন। দেহী জীব দেহ-সংঘটক এই গুণত্রয়কে অতিক্রমপূর্বক জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হ'ন। গুণাতীতের লক্ষণ—তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ তিনি দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত, উদাসীন, অচঞ্চল, ধীর, সর্বোদ্যম-পরিত্যাগী এবং সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা-স্তুতি ও শত্রু-মিত্রে সমভাব-সম্পন্ন। গুণত্রয়-অতিক্রমণের উপায়—ঐকান্তিক ভক্তিযোগে ভগবৎ-সেবা। কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ব্রহ্মের, নিত্য অমৃতের অর্থাৎ মুক্তির, সনাতন-ভক্তিধর্মের ও ঐকান্তিক অনন্ত সুখের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার।

শ্রীভগবান্ উবাচ

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), জ্ঞানানাং [তপস্যা প্রভৃতি] (জ্ঞান-সাধনসমূহের মধ্যে) পরম্ (অতি) উত্তমং (উত্তম) জ্ঞানং (উপদেশ) ভূয়ঃ (পুনর্বার) বক্ষ্যামি (বলিব) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্বে মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষ) গতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—সপ্তম হইতে দ্বাদশ-অধ্যায় পর্যন্ত পরমতত্ত্ব-সম্বন্ধে সমুদায় বলিয়াছি। জ্ঞানদ্বারা সেই ভগবত্তত্ত্বরূপ উত্তম জ্ঞান যে-প্রকারে লব্ধ হয়, তাহা আমি পুনরায় বলিতেছি। জ্ঞাননিষ্ঠ সনকাদি মুনিসকল যাহা অবগত হইয়া পরা-সিদ্ধিরূপা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

টীকা—গুণাঃ স্যুর্বন্ধকাস্তে তু ফলৈর্জ্ঞেয়াশ্চতুর্দশে।
গুণাত্যয়ে চিহ্নতভির্হেতুর্ভক্তিশ্চ বর্ণিতা ॥

পূর্বাধ্যায়ে "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু" ইত্যুক্তম্। তত্র কে গুণাঃ, কীদৃশো গুণসঙ্গঃ, কস্য গুণস্য সঙ্গাৎ কিং ফলং স্যাৎ, গুণযুক্তস্য কিং কিং বা লক্ষণং, কথং বা গুণেভ্যো মোচনম্? ইত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তুবানো বক্তুং প্রতিজানীতে—পরমিতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং পরম্ অত্যুত্তমম্ ॥ ১ ॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) [মুনিগণ] মম (আমার) সাধর্ম্যম্ (গুণসাম্য) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (উৎপন্ন হ'ন না) প্রলয়ে চ (এবং প্রলয়কালে) ন ব্যথন্তি (মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রাপ্ত হ'ন না) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—জ্ঞান—সামান্যতঃ 'সগুণ'; 'নির্গুণ'-জ্ঞানকে 'উত্তম-জ্ঞান' বলা যায়। সেই নির্গুণ-জ্ঞান আশ্রয় করিলে জীব আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ সারূপ্য-ধর্ম লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জীব ধর্ম, রূপ ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানে না যে, জড়জগতে যেরূপ 'বিশেষ'-নামক ধর্মদ্বারা বস্তুসকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমার যে বৈকুণ্ঠধাম আছে, তাহাতেও একটী বিশুদ্ধ 'বিশেষ-ধর্ম' আছে; সেই 'বিশেষ'-দ্বারা তথায় অপ্রাকৃত ধর্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে; তাহাকে আমার 'নির্গুণ-সাধর্ম্য' বলে। নির্গুণ-জ্ঞানদ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রম করতঃ নির্গুণ-ব্রহ্ম লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টিসময়ে জীব আর জড়-জগতে জন্মলাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না ॥ ২ ॥

টীকা—সাধর্ম্যং সারূপ্যলক্ষণাং মুক্তিং ন ব্যথন্তি ন ব্যথন্তে ॥ ২ ॥

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) মহৎ (দেশকালানবচ্ছিন্ন) ব্রহ্ম (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভাধানের স্থান) তস্মিন্ (তাহাতে) গর্ভং (চেতনপুঞ্জরূপ বীজ) দধামি (অর্পণ করি) ততঃ (তাহা হইতে) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—জড়া প্রকৃতির মূল-তত্ত্বই জগতের মাতৃ-যোনি; আমি সেই জগদ্‌যোনি প্রকৃতি-সংজ্ঞক ব্রহ্মে গর্ভাধান করি, তাহাতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়। আমার পরা প্রকৃতির জড়-প্রভাবই ঐ 'ব্রহ্ম',

তাহাতেই ঐ প্রকৃতিতে তটস্থ-প্রভাবরূপ 'জীব' আধান করি ; তাহা হইতেই ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥

টীকা—অথানাদ্যবিদ্যাকৃতস্য গুণসঙ্গস্য বন্ধহেতুতাপ্রকারং বক্তুং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্ভবপ্রকারমাহ—মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং মহদ্‌ব্রহ্ম দেশ-কালানবচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ বৃংহণাৎ কার্যরূপেণ বৃদ্ধের্হেতোর্ব্রহ্ম—প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। শ্রুতাবপি কচিৎ প্রকৃতির্ব্রহ্মেতি নির্দিশ্যতে। তস্মিন্নহং গর্ভং দধামি আদধামি। "ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্, জীবভূতাম্" ইত্যনেন চেতনপুঞ্জরূপা যা জীব-প্রকৃতিঃ তটস্থশক্তিরূপা নির্দিষ্টা, সা সকলপ্রাণি-জীবতয়া গর্ভশব্দেনোচ্যতে, ততো মৎকৃতাৎ গর্ভাধানাৎ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ ॥ ৩ ॥

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) সর্বযোনিষু (সমস্ত যোনিতে) যাঃ (যে-সকল) মূর্তয়ঃ (শরীর) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) তাসাং (তাহাদিগের) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) যোনিঃ (উৎপত্তিহেতু মাতা) অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্তা) পিতা (পিতা) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—দেবতির্যগাদি সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপ-যোনিই সেই সকলের মাতা এবং চৈতন্যরূপ আমিই সেই সকলের বীজপ্রদ পিতা ॥ ৪ ॥

টীকা—ন কেবলং সৃষ্ট্যুৎপত্তিসময় এব সর্বভূতানাং প্রকৃতির্মাতা অহং পিতা, অপি তু সর্বদৈবেত্যাহ—সর্বাসু যোনিষু দেবাদ্যাসু স্তম্বপর্যন্তাসু যা মূর্তয়ো জঙ্গমস্থাবরাত্মিকা উৎপদ্যন্তে, তাসাং মূর্তিনাং মহদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ—যোনিরুৎপত্তিস্থানং মাতা, অহং—বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই) গুণাঃ (গুণত্রয়) দেহে (শরীরে) [অবস্থিত] অব্যয়ং (নির্বিকার) দেহিনং (জীবাত্মাকে) নিবধ্নন্তি (সুখদুঃখমোহাদি-দ্বারা সংযুক্ত করে) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—সেই জড়োৎপাদিনী প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ নিঃসৃত হয়। তটস্থা প্রকৃতি হইতে যে-সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেই অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবগণকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটী গুণ বন্ধন করে ॥ ৫ ॥

টীকা—তদেবং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং কে গুণা উচ্যন্তে? তেষু সঙ্গাৎ জীবস্য কীদৃশো বন্ধ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—সত্ত্বমিতি। দেহে প্রকৃতিকার্যে গুণাঃ, তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং জীবং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্বিকারমসঙ্গিনমপি অনাদ্যবিদ্যয়া কৃতাদ্গুণসঙ্গাদেব হেতোর্গুণা নিবধ্নন্তি ॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অনঘ! (হে নিষ্পাপ!) তত্র (সেই গুণসমূহের মধ্যে) নির্মলত্বাৎ (স্বচ্ছতা-হেতু) প্রকাশকম্ (প্রকাশক) অনাময়ং (ও শান্ত) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গেন (সুখাসক্তি) জ্ঞানসঙ্গেন চ (ও জ্ঞানাসক্তিদ্বারা) বধ্নাতি [জীবকে] (বদ্ধ করে) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—প্রকৃতির সত্ত্ব-গুণ—অপেক্ষাকৃত নির্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য। সত্ত্ব-গুণই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে 'জ্ঞান' ও 'সুখের সঙ্গ'-দ্বারা বদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

টীকা—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ—তত্রেতি। অনাময়ং নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ; শান্তত্বাৎ স্বকার্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গঃ প্রকাশকত্বাৎ স্বকার্যেণ জ্ঞানেন চ যঃ সঙ্গঃ 'অহং সুখী, অহং জ্ঞানী' চেত্যুপাধি-ধর্ময়োরপি সুখজ্ঞানয়োরবিদ্যয়ৈব জীবস্যাভিমানঃ, তেন তং বধ্নাতি। হে অনঘেতি—ত্বন্তু 'অহং সুখী, অহং জ্ঞানী' ইত্যভিমানলক্ষণম্ অঘং মা স্বীকুর্বিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) রজঃ (রজোগুণকে) রাগাত্মকং (অনুরাগস্বরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (অভিলাষ ও প্রীতির উৎপাদক) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিবে) তৎ (তাহা) কর্মসঙ্গেন (কর্মাসক্তিদ্বারা) দেহিনং (জীবকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—রজোগুণকে তৃষ্ণা-সঙ্গজাত 'অভিলাষাত্মক ধর্ম' বলিয়া জানিবে। হে কৌন্তেয়, সেই রজোগুণই দেহীকে কর্মসঙ্গে আবদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

টীকা—রজোগুণং রাগাত্মকম্ অনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। 'তৃষ্ণা' অপ্রাপ্তেঽর্থে অভিলাষঃ, 'সঙ্গঃ' প্রাপ্তেঽর্থে আসক্তিঃ, তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ তদ্‌রজঃ দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্মসু সঙ্গেন আসক্ত্যা বধ্নাতি। তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং কর্মস্বাসক্তির্ভবতি ॥ ৭ ॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত ! (হে ভারত !) তমঃ তু (তমোগুণ কিন্তু) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত) সর্বদেহিনাং (সকল জীবের) মোহনং (ভ্রান্তিজনক) বিদ্ধি (জানিবে) তৎ (তাহা) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (প্রমাদ,আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা) [জীবকে] নিবধ্নাতি (বদ্ধ করে) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—সমস্ত দেহীর মুগ্ধকারী, অজ্ঞানজাত গুণকেই তমঃ বলিয়া জানিবে ; প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদিদ্বারা তমোগুণ জীবকে বদ্ধ করে ॥ ৮ ॥

টীকা—অজ্ঞানজম্ অজ্ঞানাৎ স্বীয়ফলাৎ জাতং প্রতীতম্ অনুমিতং ভবতীত্যজ্ঞানজম্ অজ্ঞানজনকমিত্যর্থঃ। 'মোহনং' ভ্রান্তিজনকং, 'প্রমাদঃ' অনবধানম্, 'আলস্যম্' অনুদ্যমঃ, 'নিদ্রা' চিত্তস্যাবসাদঃ ॥ ৮ ॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত ! (হে ভারত !) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [জীবকে] সুখে (সুখে) সঞ্জয়তি (আসক্ত করে) রজঃ (রজোগুণ) কর্মণি (কর্মে) [আসক্ত করে] উত (এবং) তমঃ তু (তমোগুণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্রমাদে (কর্তব্যাকরণে) সঞ্জয়তি (আসক্ত করে) ॥ ৯ ॥

মর্মানুবাদ—সত্ত্বগুণ জীবকে 'সুখ' দিয়া বদ্ধ করে, রজোগুণ জীবকে 'কর্মে' আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ 'প্রমাদে' বন্ধন করিয়া ফেলে ॥ ৯ ॥

টীকা—উক্তমেবার্থং সংক্ষেপেণ পুনর্দর্শয়তি—'সত্ত্বং' কর্তৃসুখে স্বীয়ফলে আসক্তং জীবং 'সঞ্জয়তি' বশীকরোতি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ ; 'রজঃ' কর্তৃকর্মণি আসক্তং জীবং বধ্নাতি ; 'তমঃ' কর্তৃপ্রমাদেঽভিরতং তং জ্ঞানমাবৃত্য অজ্ঞানমুৎপাদ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয়) রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ এব (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূয়] [অভিভূত করিয়া] [ভবতি] [উদ্ভূত হয়] ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, সেখানে রজঃ ও তমো-গুণদ্বয় পরাজিত; যেখানে রজোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও তমো-গুণদ্বয় পরাজিত এবং যেখানে তমোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও রজো-গুণদ্বয় অভিভূত থাকে। এইরূপ গুণসকলের পৃথক্ স্থিতি ও পরস্পর-সম্বন্ধে অবস্থিতি জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥

টীকা—উক্তং স্ব-স্ব-কার্যং সুখাদিকং প্রতি গুণাঃ কথং প্রভবন্তি? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি—অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি; এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চ ইতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় তাদৃশাদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি; তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি ॥ ১০ ॥

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্বদ্বারেষু (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ে) **প্রকাশঃ** (শব্দাদির যাথার্থ্য-প্রকাশরূপ) **জ্ঞানম্** (জ্ঞান) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা (তখন) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধং (বর্দ্ধিত হইয়াছে) বিদ্যাৎ (জানিবে) উত (এবং) [আত্মোত্থসুখাত্মক প্রকাশ যখন উৎপন্ন হয় তখনও জানিবে] ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিদ্বারা এই জড়-দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার-সকলে 'প্রকাশ'-গুণ বৃদ্ধি পায় ; তাহাই 'ঐন্দ্রিয় জ্ঞান' ॥ ১১ ॥

টীকা—বর্ধমানো গুণ এব স্বাপেক্ষয়া ক্ষীণাবিতরৌ গুণাবভিভবতীত্যুক্তম্। অতস্তেষাং বৃদ্ধিলিঙ্গান্যাহ—সর্বেতি ত্রিভিঃ। সর্বদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা প্রকাশঃ স্যাৎ, কীদৃশঃ ? জ্ঞানং বৈদিকশব্দাদি-যথার্থ-জ্ঞানাত্মকং, তদা তাদৃশজ্ঞানলিঙ্গেনৈব সত্ত্বং বিবৃদ্ধমিতি জানীয়াৎ। উত-শব্দাদাত্মোত্থসুখাত্মকঃ প্রকাশশ্চ যদেতি ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ !) লোভঃ (লোভ) প্রবৃত্তিঃ (নানাপ্রযত্নপরতা) কর্মণাম্ আরম্ভঃ (কর্মসমূহের আরম্ভ) অশমঃ (ভোগে অশান্তি) স্পৃহা (বিষয়াভিলাষ) এতানি (এই সমুদয়) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্ধিত হইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—যাহার রজোগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ কর্মাগ্রহতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায় ॥ ১২ ॥

টীকা—প্রবৃত্তির্নানাপ্রযত্নপরতা ; কর্মণামারম্ভঃ গৃহাদিনির্মাণোদ্যমঃ অশমো বিষয়ভোগানুপরতিঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—কুরুনন্দন ! (হে কুরুনন্দন !) অপ্রকাশঃ (বিবেকরাহিত্য) অপ্রবৃত্তিঃ চ (এবং প্রযত্নহীনতা) প্রমাদঃ (অনবধানতা) মোহঃ এব চ (ও মিথ্যা অভিনিবেশ) এতানি (এইগুলি) তমসি (তমোগুণ) বিবৃদ্ধে (বর্ধিত হইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে কুরুনন্দন, তমোবৃদ্ধি হইতে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

টীকা—'অপ্রকাশো' বিবেকাভাবঃ, শাস্ত্রাবিহিতশব্দাদিগ্রহণম্, 'অপ্রবৃত্তিঃ' প্রযত্নমাত্ররাহিত্যম্ ; 'প্রমাদঃ' কণ্ঠাদিধৃতেঽপি বস্তুনি নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ ; 'মোহো' মিথ্যাভিনিবেশঃ ॥ ১৩ ॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যদা তু (আর যখন) সত্ত্বে (সত্ত্বগুণ) প্রবৃদ্ধে (বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়) তদা (তখন) উত্তম-বিদাম্ (হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের) অমলান্ (রজস্তমোরহিত) লোকান্ (দিব্যভোগসমন্বিত লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের সুখপ্রদ-লোক লাভ হয় ॥ ১৪ ॥

টীকা—'প্রলয়ং যাতি' মৃত্যুং প্রাপ্নোতি । তদা উত্তমং বিন্দন্তি লভন্তে ইতি উত্তমবিদো হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকাঃ তেষাং লোকান্ অমলান্ সুখপ্রদান্ ॥ ১৪ ॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং (মরণ) গত্বা (লাভ করিয়া) কর্মসঙ্গিষু (কর্মাসক্ত মনুষ্যমধ্যে) জায়তে (উৎপন্ন হয়) তথা (এবং) তমসি (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদি-যোনিতে) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কর্মাসক্ত ব্রাহ্মণাদি-কুলে জন্ম হয়। তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মূঢ় চতুস্পদাদি-যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি হয় ॥ ১৫ ॥

টীকা—কর্মসঙ্গিষু কর্মাসক্তমনুষ্যেষু ॥ ১৫ ॥

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—সুকৃতস্য কর্মণঃ (সাত্ত্বিক কর্মের) নির্মলং (প্রকাশবহুল ও সুখকর) সাত্ত্বিকং ফলং (সাত্ত্বিক ফল) রজসঃ তু (ও রাজসিক কর্মের) দুঃখং ফলং (দুঃখময় ফল) তমসঃ (তামসিক কর্মের) অজ্ঞানং ফলম্ (অজ্ঞান ফল) [পণ্ডিতগণ] আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—সুকৃত সাত্ত্বিক-কর্মের ফলকে সাত্ত্বিক নির্মল বলা হইয়াছে ; রাজসিক-কর্মের ফল—দুঃখ, এবং তামসিক-কর্মের ফল—অজ্ঞান বা অচেতনত্ব ॥ ১৬ ॥

টীকা—সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্মণঃ সাত্ত্বিকমেব নির্মলং নিরুপদ্রবম্ ; অজ্ঞানমচেতনতা ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং (জ্ঞান) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভই হয়) তমসঃ (তমোগুণ হইতে) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ ও মোহ) ভবতঃ (হয়) অজ্ঞানম্ এব চ (ও অজ্ঞানই) [ভবতি] [হইয়া থাকে] ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ) ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি (ঊর্ধ্বলোক-সমূহে গমন করেন) রাজসাঃ (রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ) মধ্যে (মনুষ্য-লোকে) তিষ্ঠন্তি (অবস্থান করেন) জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ (প্রমাদ-আলস্যাদি-পরায়ণ) তামসাঃ (তামসব্যক্তিসমূহ) অধঃ গচ্ছন্তি (পশ্বাদি-যোনিতে উৎপন্ন হয়) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বগতি লাভ করে অর্থাৎ 'সত্য'-লোক পর্যন্ত যায় ; রাজস-লোকগণ নরলোকে স্থান লাভ করে ; তামস-ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে ॥ ১৮ ॥

টীকা—সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বতারতম্যেন ঊর্ধ্বং সত্যলোকপর্যন্তম্ ; মধ্যে মনুষ্যলোক এব। জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চেতি, তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদালস্যাদিঃ, তত্র স্থিতা অধোগচ্ছন্তি নরকং যান্তি ॥ ১৮ ॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) দ্রষ্টা (জীব) গুণেভ্যঃ (গুণসমূহ হইতে) অন্যং (অন্যকে) কর্তারং (কর্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (দেখেন না) গুণেভ্যঃ চ (গুণত্রয় হইতে) পরং (ভিন্ন আত্মাকে) বেত্তি (জানিতে পারেন) [তদা] [তখন] সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবম্ (আমাতে সাযুজ্য) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—'গুণসকলই কর্তা, গুণের অন্য কর্তা নাই,'—জীব এইরূপ সূক্ষ্মদর্শন-দ্বারা অনুভব করিয়া, গুণসকলের অতীত যে ভগবদ্ভাব, তাহা জানিতে পারিলে মদ্ভাবরূপ-শুদ্ধভক্তি লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

টীকা—গুণকৃতং সংসারং দর্শয়িত্বা গুণাতীতং মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি দ্বাভ্যাম্। গুণেভ্যঃ কর্তৃকরণবিষয়াকারেণ পরিণতেভ্যঃ অন্যং কর্তারং দ্রষ্টা জীবঃ যদা ন অনুপশ্যতি, কিন্তু গুণা এব সদৈব কর্তার ইত্যেবমনুপশ্যতি অনুভবতীত্যর্থঃ। গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তমেবাত্মানং বেত্তি, তদা স দ্রষ্টা মদ্ভাবং ময়ি সাযুজ্যম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তত্র তাদৃশ-জ্ঞানানন্তরমপি ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বৈব ইত্যুপান্তশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপাদক) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (ত্রিগুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—দেহবিশিষ্ট জীব নির্গুণ-নিষ্ঠাদ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি দেহোদ্ভূত দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্গুণ-প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২০ ॥

টীকা—ততশ্চ সোঽপি গুণাতীত এবোচ্যতে ইত্যাহ—গুণানিতি ॥ ২০ ॥

অর্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন), প্রভো ! (হে প্রভো !) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি চিহ্নদ্বারা) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (গুণত্রয়ের) অতীতঃ ভবতি (অতিক্রমকারী [জ্ঞাত] হ'ন ?) কিমাচারঃ (কীদৃশ আচার-বিশিষ্ট হ'ন ?) কথং চ (ও কি উপায়ে) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (তিন গুণকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন ?) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জুন কহিলেন,—হে প্রভো, যিনি উক্ত তিনগুণের অতীত হ'ন, তাঁহার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন কি ? তিনি কিরূপ আচার করেন এবং ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া কিরূপে বর্তমান থাকেন ? ২১ ॥

টীকা—'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ?' ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপ্যর্থং পুনস্ততোঽপি বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি—'কৈর্লিঙ্গৈঃ' ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ, কৈশ্চিহ্নৈস্ত্রিগুণাতীতঃ স জ্ঞেয়ঃ ইত্যর্থঃ ; 'কিমাচারঃ ?' ইতি দ্বিতীয়ঃ, 'কথঞ্চৈতান্' ইতি তৃতীয়ঃ, গুণাতীতত্বপ্রাপ্তেঃ কিং সাধনমিত্যর্থঃ। 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ?' ইত্যাদৌ স্থিতপ্রজ্ঞো গুণাতীতঃ কথং স্যাদিতি তদানীং ন পৃষ্টম্, ইদানীং তু পৃষ্টমিতি বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন,) পাণ্ডব ! (হে পাণ্ডব !) প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (এবং মোহ) সম্প্রবৃত্তানি (স্বতঃ প্রাপ্ত হইলে) [যিনি] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি (উহাদের নিবৃত্তি) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ॥ ২২ ॥

যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (অবস্থিত) গুণৈঃ (ও গুণকার্য সুখদুঃখাদিকর্তৃক) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হ'ন না) যঃ (যিনি) গুণাঃ (গুণগুলি) [স্ব-স্ব-কার্যে] বর্তন্তে (প্রবৃত্ত হইতেছে) ইতি এবম্ (এইরূপ জানিয়া) অবতিষ্ঠতি (স্থির থাকেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হ'ন না) ॥ ২৩ ॥

[যিনি] সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট) স্বস্থঃ (স্বরূপনিষ্ঠ) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র-প্রস্তর ও কাঞ্চনে তুল্যবুদ্ধি-সম্পন্ন) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্যজ্ঞানযুক্ত) ধীরঃ (বুদ্ধিমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দা ও স্তুতিতে সমানজ্ঞান-বিশিষ্ট) ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) তুল্যঃ (তুল্য) মিত্রারি-পক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রু-পক্ষে) তুল্যঃ (তুল্য) সর্বারম্ভপরিত্যাগী (দেহধারণার্থ কর্ম ভিন্ন সর্বকর্মপরিত্যাগী) সঃ (সেই ব্যক্তি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুনের তিনটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহিতে লাগিলেন,—তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি ?' তাহার উত্তর এই যে, দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা-রাহিত্যই তাহার

লিঙ্গ ; বদ্ধজীব জড়জগতে অবস্থিত হইয়া জড়-প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ের মধ্যেই আছেন। কেবল সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিলেই সেই গুণত্রয়ের উচ্ছিত্তি হয় ; কিন্তু যে-পর্যন্ত লিঙ্গভঙ্গরূপ-মুক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে লাভ না কর, সে-পর্যন্ত একমাত্র দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগকেই নির্গুণতা লাভ করিবার উপায় বলিয়া জানিবে। দেহসত্ত্বে (দেহ থাকা-কালে) 'প্রকাশ,' 'প্রবৃত্তি' ও 'মোহ' (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উদিত হয় বলিয়া) অবশ্যই দেহের সহিত অনুস্যূত থাকিবে। কিন্তু ঐ সকলের প্রতি তুমি আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দ্বেষদ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না ;—এই লিঙ্গদ্বয় যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তিনিই 'নির্গুণ'। চেষ্টা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহদ্বারা যাহারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে 'মিথ্যা' জানিয়া যাহারা চেষ্টা-পূর্বক বৈরাগ্য অভ্যাস করে, তাহারা নির্গুণ নয়।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি ?' তাঁহার আচার এইরূপ,—গুণসকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপন-আপন কার্য করিতেছে। তিনি গুণদিগকে কার্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদিগের সহিত পৃথক্ থাকিয়া চৈতন্যস্বরূপ উদাসীনগণের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হ'ন না। তাঁহার দেহ-চেষ্টাদ্বারা দুঃখ, সুখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি,—এই সমস্ত উপস্থিত হয়, কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে 'তুল্য' জ্ঞান করেন। তাঁহার সাংসারিক ব্যবহারদ্বারা যে মান, অপমান, শত্রু ও মিত্রাদির সংঘটন হয়, সে-সকলকে তিনি ব্যবহারে ন্যস্ত করিয়া উহারা স্বীয় চৈতন্যসম্বন্ধে কিছুই নয়, এরূপ জানেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যতপ্রকার আরম্ভ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্বক 'গুণাতীত'-নাম প্রাপ্ত হ'ন ॥ ২২-২৫ ॥

টীকা—তত্র 'কৈর্লিঙ্গৈগুর্ণাতীতো ভবতি ?' ইতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রকাশং 'সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে' ইতি সত্ত্বকার্যম্। প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্যম্; মোহঞ্চ তমঃকার্যম্—উপলক্ষণমেতৎ সত্ত্বাদীনাং; সর্বাণ্যপি কার্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, গুণকার্যাণ্যেতানি নিবৃত্তানি ভবন্তীতি সুখবুদ্ধ্যা চ যো ন কাঙ্ক্ষতি, স গুণাতীত উচ্যতে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। সংপ্রবৃত্তানীতি ক্লীবত্বমার্ষম্। 'কিমাচারঃ ?' ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ। গুণ-কার্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ যো ন বিচাল্যতে স্বরূপাবস্থানান্ন চ্যবতে, অপি তু গুণা এব স্ব-স্ব-কার্যেষু বর্তন্তে ইত্যেবেতি। এভির্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি—পরস্মৈপদমার্ষম্; 'নেঙ্গতে' ন কাপি দৈহিককৃত্যে যততে। 'গুণাতীতঃ স উচ্যতে' ইতি গুণাতীতস্য এতানি চিহ্নানি এতানাচারাংশ্চ দৃষ্ট্বৈব গুণাতীতো বক্তব্যঃ, ন তু গুণাতীতত্বোপপত্তিবাবদূকো গুণাতীতো বক্তব্য ইতি ভাবঃ॥ **২২-২৫**॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) মাং চ (পরমেশ্বর আমাকেই) অব্যভিচারেণ (জ্ঞানকর্মাদি-অমিশ্র) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগদ্বারা) সেবতে (সেবা করেন) সঃ (তিনি) এতান্ (এই) গুণান্ (গুণত্রয়কে) সমতীত্য (অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মানুভবে) কল্পতে (সমর্থ হ'ন)॥ ২৬॥

মর্মানুবাদ—তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, 'ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্তমান থাকেন?' তাহার উত্তর এই যে, অব্যভিচারী ভক্তিযোগ অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত্যুদ্দেশক জ্ঞান ও কর্মদ্বারা

আমাকে সেবা করিতে করিতে, আমার সাধর্ম্য যে ব্রহ্মভাব, তাহা লাভ করেন ॥ ২৬ ॥

টীকা—'কথঞ্চৈতান্ গুণানতিবর্ততে?' ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—মাঞ্চেতি। 'চ'—এবার্থে, মামেব শ্যামসুন্দরাকারং পরমেশ্বরং ভক্তি-যোগেন যঃ সেবতে, স এব ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মত্বায় ব্রহ্মানুভবায় ইতি যাবৎ। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদ্বাক্যে একয়েতি বিশেষণোপন্যাসাৎ "মামেব যে প্রপদ্যন্তে, মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইত্যত্রাপি এব-কার-প্রয়োগাৎ ভক্ত্যা বিনা প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মানুভবো ন ভবতীতি নিশ্চয়াৎ; ভক্তিযোগেন কীদৃশেন? অব্যভিচারেণ কর্মজ্ঞানাদ্যমিশ্রেণ নিষ্কামকর্মণো ন্যাসশ্রবণাৎ। "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইতি জ্ঞানিনাং চরমদশায়াং জ্ঞানস্যাপি ন্যাসশ্রবণাৎ, ভক্তিযোগস্য তু কাপি ন্যাসাশ্রবণাৎ ভক্তিযোগ এব সোঽব্যভিচারঃ, তেন কর্মযোগমিব জ্ঞানযোগমপি পরিত্যজ্য যদ্যব্যভি-চারেণ কেবলেনৈব ভক্তিযোগেন সেবতে, তর্হি জ্ঞানী অপি গুণাতীতো ভবতি; নান্যথা। অনন্যভক্তস্তু "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" ইত্যেকাদশোক্তেঃ, গুণাতীতো ভবত্যেব। অত্রেদং তত্ত্বং,— "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥" ইত্যত্র অসঙ্গিনঃ কর্মিণঃ জ্ঞানিনো বা সাত্ত্বিকত্বেনৈব সাধকত্বাবগতেঃ তৎসাহ-চর্যাৎ "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ" ইতি ভক্তঃ সাধক এবাবগম্যতে; ততশ্চ জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধঃ সন্নেব সাত্ত্বিকত্বং পরিত্যজ্য গুণাতীতো ভবতি। ভক্তস্তু সাধকদশামারভ্যৈব গুণাতীতো ভবতীত্যর্থো লভ্যতে। অত্র চ-কারোঽব-ধারণার্থ ইতি স্বামিচরণাঃ। মামেবেশ্বরং নারায়ণমব্যভিচারেণ ভক্তি-যোগেন দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন যঃ সেবতে ইতি মধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ ব্যাচক্ষতে স্ম ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুন- সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) অহং (আমি) ব্রহ্মণঃ (নির্বিশেষ ব্রহ্মের), অব্যয়স্য (অব্যয়) অমৃতস্য চ (অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের), শাশ্বতস্য (সাধন ও ফলদশায় নিত্য) ধর্মস্য চ (ভক্তি-নামক পরম ধর্মের), ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ (ও ঐকান্তিক-ভক্তসম্বন্ধি-প্রেমরূপ সুখের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ॥ ২৭ ॥

ইতি চতুর্দশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—যদি বল, ব্রহ্মসম্পত্তিই জীবের সর্বপ্রকার সাধনের ফল, তবে কিরূপে ব্রহ্মভূতব্যক্তি তোমার নির্গুণ প্রেম সম্ভোগ করে? তবে শুন। আমার নিত্য নির্গুণ-অবস্থায় আমি—স্বরূপতঃ ভগবান্। আমার জড়া শক্তিতে আমার তটস্থা শক্তির চৈতন্য-বীজের আধান-কালে প্রথমোক্ত-শক্তির যে আদিপ্রকাশ, তাহাই আমার 'ব্রহ্ম'-স্বভাব। জড়বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ করে, তখন নির্গুণ-অবস্থার প্রথম সীমা প্রাপ্ত হয়। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্বে জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটি 'নির্বিশেষ'-ভাব উপস্থিত হয়; তাহাতে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধভক্তিযোগের আশ্রয় হইলে

সেই নির্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া 'চিদ্বিশেষ' হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্বিশেষ-আলোচকগণ নির্গুণ-ভক্তিরসরূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। যাহাদের মুমুক্ষারূপ-দুর্বাসনা-বশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক্ অবস্থিতি হয় না, তাহারাই চরমে নির্গুণ-ভক্তি লাভ করিতে পারে না; বস্তুতঃ নির্গুণ-সবিশেষতত্ত্ব-স্বরূপ আমিই জ্ঞানিদিগের চরম-গতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্মরূপ প্রেম এবং ঐকান্তিকসুখরূপ ব্রজরস,—এই সমুদায়ই নির্গুণ-সবিশেষ-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয় থাকে ॥ ২৭ ॥

ত্রৈগুণ্যই অনর্থ এবং নিস্ত্রৈগুণ্যই জীবের কৃতার্থতা, এবং তাহারই যে অন্য নাম—'ভক্তি', ইহা এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইল।

ইতি চতুর্দশ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—নন্থ ত্বদ্ভক্তানাং কথং নির্গুণব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিঃ, সা তু অদ্বিতীয়তদেকানুভবেনৈব সম্ভবেত্তত্রাহ—ব্রহ্মণো হীতি। যস্মাৎ পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং যদ্ব্রহ্ম তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ, অন্নময়াদিষু শ্রুতিষু সর্বত্রৈব প্রতিষ্ঠা-পদস্য তথার্থত্বাৎ; তথা অমৃতস্য প্রতিষ্ঠা, কিং স্বর্গীয়সুধায়াঃ? ন, অব্যয়স্য নাশরহিতস্য মোক্ষস্য ইত্যর্থঃ; তথা শাশ্বতস্য ধর্মস্য সাধনফলদশয়োরপি নিত্যস্থিতস্য ভক্ত্যাখ্যস্য পরমধর্মস্য অহং প্রতিষ্ঠা, তথা তৎপ্রাপ্যস্যৈকান্তিকভক্তসম্বন্ধিনঃ সুখস্য প্রেম্নশ্চাহং প্রতিষ্ঠা; অতঃ সর্বস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণি লীয়মানো ব্রহ্মত্বমপি প্রাপ্নোতি। অত্র "ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং, যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ" ইতি স্বামিচরণাঃ। সূর্যস্য তেজোরূপত্বেঽপি যথা তেজস আশ্রয়ত্বমপ্যুচ্যতে, এবং মে কৃষ্ণস্য ব্রহ্মরূপত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বমপি। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি

প্রমাণম্—"শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্বগস্য তথাত্মনঃ" ইতি; ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিচরণৈঃ—"সর্বগস্য আত্মনঃ পর-ব্রহ্মণঃ অপি আশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা; তদুক্তং ভগবতা—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমি'তি।" তথা বিষ্ণুধর্মেঽপি নরকদ্বাদশীপ্রসঙ্গে—"প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ। যথৈক এব পুরুষো বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ॥" ইতি; তত্রৈব মাসর্ক্ষপূজাপ্রসঙ্গে—"যথাচ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্মভূতাৎ পরতঃ পরাত্মা" ইতি; তথা হরিবংশেঽপি বিপ্রকুমারানয়নপ্রসঙ্গে অর্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং (বিষ্ণু-পর্বণি ১১৪ অঃ ১১-১২)—"তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত॥" ইতি। ব্রহ্মসংহিতায়ামপি—"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥" ইতি; অষ্টমস্কন্ধে—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি॥" ইতি ভগবদুক্তিশ্চ। মধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ ব্যাচক্ষতে স্ম যথা—"ননু ত্বদ্ভক্তস্ত্বদ্ভাবমাপ্নোতু নাম কথং ব্রহ্মভাবায় কল্পতে ব্রহ্মণঃ সকাশাত্তবান্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণো হীতি। 'প্রতিষ্ঠা' পর্যাপ্তি-রহমেবেতি;—'পর্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা' ইত্যমরঃ; পরাকৃতমনোদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি। সৌন্দর্যসারসর্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ॥" ইত্যুপ-শ্লোকয়ামাসুশ্চ॥ ২৭॥

অনর্থ এব ত্রৈগুণ্যং নিস্ত্রৈগুণ্যং কৃতার্থতা।
তচ্চ ভক্ত্যৈব ভবতীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দশোঽয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তম-যোগঃ

কথাসার। বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান উপদেশ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের প্রথম সার্ধশ্লোকদ্বয়ে রূপক-অলঙ্কারে সংসারকে একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। অ-শ্ব-ত্থ—আগামী কল্য পর্যন্ত ইহার অবস্থিতি না থাকিতে পারে, অর্থাৎ ইহা নশ্বর। এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষটী ঊর্ধ্বমূল, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম ইহার মূল, অধঃ (ব্রহ্মাদি)-শাখাযুক্ত, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহহেতু নিত্য, অথচ বিনশ্বর। ছন্দঃসমূহ অর্থাৎ সকাম-কর্মোপদেশক বেদবাক্যসকল এই বৃক্ষের পত্রসমূহস্বরূপ। যিনি এই সংসার-অশ্বত্থকে জানেন, তিনি বেদতাৎপর্যবিৎ।

এই বৃক্ষের গুণত্রয়দ্বারা সম্বর্ধিত, বিষয়রূপ পত্র-সমন্বিত শাখাসকল নিম্নদিকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে—কর্মভূমি-ভূলোকে ও পশু প্রভৃতি হীন-যোনিতে এবং ঊর্ধ্বদিকে অর্থাৎ দেবাদি-উত্তমযোনিতে বিস্তারলাভ করিয়াছে। কর্মভূমি-ভূলোকে কর্মপ্রবাহ-সৃষ্টিকারী অবান্তর মূলসকল সর্বদা বিস্তৃত হইতেছে। ইহলোকে এই সংসার-অশ্বত্থের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। ইহার আদি, স্থিতি ও অন্ত দৃগ্‌গোচর হয় না। অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় কুঠারদ্বারা অত্যন্ত-বদ্ধমূল এই অশ্বত্থকে ছেদনপূর্বক তাহার মূলস্বরূপ পরমবস্তু বিষ্ণুপাদপদ্মের অনুসন্ধান করা কর্তব্য। বিষ্ণুপাদপদ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি-গণের আর সংসারে পুনরাবর্তন হয় না। যাঁহা হইতে এই চিরন্তন সংসার-প্রবাহ প্রসারলাভ করিয়াছে, সেই আদি-পুরুষ পুরুষোত্তমের পাদপদ্মে শরণাপন্ন জনগণ অহঙ্কার ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষজয়ী, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, সর্বতোভাবে কামনারহিত এবং সুখ-দুঃখ-অজ্ঞানমুক্ত হইয়া—যাঁহাকে সূর্য,

চন্দ্র বা অগ্নি উদ্ভাসিত করিতে পারে না এবং যথায় গমন করিলে আর সংসারে পুনরাবর্তন হয় না, সেই বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হ'ন।

জীব-জগতে ভগবদংশভূত নিত্য জীব প্রকৃতির অন্তর্গত মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে, তাহা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবার সময়ে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ—এই পঞ্চ তন্মাত্র ভোগ করে। তত্ত্বজ্ঞানিগণ ও যোগিগণ দেহস্থিত জীবাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন, অবিবেকী মূঢ়গণ তাহা পারে না। শ্রীভগবান্ অনন্তশক্তিমান্; সূর্যাদির তেজ-শক্তি ও প্রাণিগণের সকল শক্তির আধার তিনি। তিনি সর্বহৃদয়ে অবস্থিত এবং তাঁহা হইতেই জীবের স্মৃতি, জ্ঞান ও তদুভয়ের বিলোপ। তিনিই সকল বেদের বেদ্য, বেদান্তকর্তা ও বেদার্থজ্ঞাতা। ইহ জগতে 'ক্ষর' ও 'অক্ষর'—এই পুরুষদ্বয় প্রসিদ্ধ। ক্ষর পুরুষ—জীব; অক্ষর পুরুষ—ব্রহ্ম। এই দুই পুরুষ হইতে উত্তম, তথা জ্ঞানিগণধ্যেয় ব্রহ্ম ও যোগিগণধ্যেয় পরমাত্মারও মূল কারণ, সর্বভক্তগণোপাস্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—পুরুষোত্তম। মোহমুক্ত সর্বজ্ঞ ভক্ত—শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম জানিয়া সর্বতোভাবে তাঁহার ভজন করেন। ইহাই গুহ্যতম শাস্ত্র-তাৎপর্য।

[শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের ব্যাখ্যায় ক্ষর—বদ্ধ-জীব, অক্ষর—মুক্ত-জীব; শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন, ক্ষর—জড় দ্রব্য ও রূপসমূহ; অক্ষর—জীবসমূহ। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ উভয়েই বলেন, ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয়ের অতীত পরমাত্মা—পুরুষোত্তম। অবিদ্যাগ্রস্ত-অবস্থায় জীবের স্বরূপ-বিচ্যুতি (বিস্মৃতি) হওয়ায় জীবকে শ্রীল চক্রবর্তিপাদ 'ক্ষর' পুরুষ বলিয়াছেন। ব্রহ্মবস্তু সর্বদা স্বরূপবিচ্যুতি-হীন বলিয়া 'অক্ষর'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।]

শ্রীভগবান্ উবাচ

উর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), [এই সংসার] উর্ধ্বমূলম্ (উর্ধ্বমূলবিশিষ্ট) অধঃশাখম্ (অধঃশাখাবিশিষ্ট) অব্যয়ম্ (নিত্য) অশ্বত্থং (বিনশ্বর অশ্বত্থবৃক্ষ বলিয়া) প্রাহুঃ (শাস্ত্রে কথিত হয়) ; ছন্দাংসি (কর্মপ্রতিপাদক বেদবাক্যসকল) যস্য (যে সংসাররূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষের) পর্ণানি (রক্ষণার্থ পত্রস্থানীয়) তং (সেই বৃক্ষকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদজ্ঞ) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জুন, যদি তুমি এরূপ মনে কর যে, বেদবাক্য অবলম্বনপূর্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি, শুন। কর্ম-নির্মিত এই সংসারটী—অশ্বত্থবৃক্ষ-বিশেষ ; কর্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই। এই বৃক্ষটি—উর্ধ্বমূল ; কর্মপ্রতিপাদক বেদবাক্যসকলই ইহার পত্রস্বরূপ ; ইহার শাখা-সকল অধোভাগে বিস্তৃত ; অর্থাৎ এই বৃক্ষটী—সর্বোর্ধ্বতত্ত্বস্বরূপ আমা হইতে জীবের কর্মফল-প্রাপকরূপে স্থাপিত। যিনি এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব অবগত হ'ন, তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

টীকা—সংসারচ্ছেদকোঽসঙ্গ আত্মেশাংশঃ ক্ষরাক্ষরাৎ ।
উত্তমঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ ইতি পঞ্চদশে কথা ॥

পূর্বাধ্যায়ে "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥" ইত্যুক্তম্। তত্র তব মনুষ্যস্য ভক্তিযোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইতি চেৎ, সত্যম্ ; অহং মনুষ্য এব, কিন্তু ব্রহ্মণোঽপি তস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয় ইত্যস্য সূত্ররূপস্য বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং পঞ্চদশাধ্যায় আরভ্যতে ; তত্র 'স গুণান্ সমতীত্য' ইত্যুক্তমিতি,

গুণময়োঽয়ং সংসারঃ কঃ, কুতো বায়ং প্রবৃত্তঃ, ত্বদ্ভক্ত্যা সংসারমতিক্রাম্যন্ জীবো বা কঃ, ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইত্যুক্তং ব্রহ্ম বা কিং, ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা ত্বং বা ক ইত্যাদ্যপেক্ষায়াং প্রথমমতিশয়োক্ত্যলঙ্কারেণ সংসারোঽয়মদ্ভুতোঽশ্বত্থ-বৃক্ষ ইতি বর্ণয়তি—উর্ধ্বে সর্বলোকোপরিতলে সত্যলোকে প্রকৃতিবীজোত্থ-প্রথম-প্ররোহরূপ-মহৎ-তত্ত্বাত্মকঃ চতুর্মুখ এক এব মূলং যস্য তম্ ; অধঃ—স্বর্ভুবো-ভূর্লোকেষু অনন্তা দেবগন্ধর্বকিন্নরাসুররাক্ষসপ্রেতভূতমনুষ্যগবাশ্বা-দিপশুপক্ষিকৃমিকীটপতঙ্গস্থাবরান্তাঃ শাখা যস্য তম্ অশ্বত্থং ধর্মাদিচতুর্বর্গ-সাধকত্বাৎ অশ্বত্থমুত্তমং বৃক্ষম্ ; শ্লেষেণ,—ভক্তিমতাং ন শ্বঃ স্থাস্যতীত্যশ্বত্থং নষ্টপ্রায়মিত্যর্থঃ, অভক্তানাং তু অব্যয়ম্ অনশ্বরম্। 'ছন্দাংসি' "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত, ভূমিকাম ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্বপেৎ প্রজাকামঃ" ইত্যাদ্যাঃ কর্মপ্রতিপাদকা বেদাঃ সংসারবর্ধকত্বাৎ পর্ণানি,—বৃক্ষো হি পর্ণৈঃ শোভতে ; যস্তং জানাতি, স বেদজ্ঞঃ। তথা চ "উর্ধ্বমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" ইতি কঠবল্লী শ্রুতিঃ ॥ ১ ॥

অধশ্চোর্ধ্বঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (জলসেকস্থানীয় সত্ত্বাদিগুণবৃত্তিসমূহের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) বিষয়প্রবালাঃ (শব্দাদি-বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত) তস্য (সেই অশ্বত্থবৃক্ষের) শাখাঃ (শাখাস্থানীয় জীবসমূহ) অধঃ চ (মনুষ্য-পশ্বাদি-যোনিতে) উর্ধ্বং চ (ও দেবাদি-যোনিতে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে); মনুষ্যলোকে (মনুষ্যলোকে) কর্মানুবন্ধীনি (ধর্মাধর্মপ্রবৃত্তিকারক) মূলানি (ভোগবাসনারূপ জটাসমূহ) অধঃ চ (অধোদিকে) অনুসন্ততানি (বিস্তৃত হইয়াছে) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—এই বৃক্ষের কতকগুলি শাখা তমোগুণকে **আশ্রয়**

করিয়া অধোগামী হইয়াছে; কতকগুলি রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া সমানভাবে আছে; কতকগুলি সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করতঃ উর্ধ্বদিকে প্রসৃত হইতেছে,—সকলগুলিই প্রকৃতির গুণত্রয়দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। জড়ীয় বিষয়সমূহই এই শাখাগণের পল্লব। বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বত্থ-বৃক্ষের জটাসকল অধোভাগে কর্মফলানুসন্ধানপূর্বক বিস্তৃত হইতেছে ॥ ২ ॥

টীকা—অধঃ পশ্বাদিযোনিষু উর্ধ্বে দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসার-বৃক্ষস্য শাখা গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জলসেকৈরিব প্রবৃদ্ধা, বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ। কিঞ্চ, তস্য মূলে সর্বলোকৈরলক্ষিতো মহানিধিঃ কশ্চিদস্তীত্যনুমীয়তে। যমেব মূলজটাভিরবলম্ব্য স্থিতস্য তস্যাশ্বত্থবৃক্ষস্যাপি বটবৃক্ষস্যেব শাখাস্বপি বাহ্যা জটাঃ সন্তীত্যাহ—অধশ্চেতি। ব্রহ্মলোকমূলস্যাপি তস্য অধশ্চ মনুষ্যলোকে কর্মানুবন্ধীনি কর্মানুলম্বীনি মূলানি অনুসন্ততানি নিরন্তরং বিস্তৃতানি ভবন্তি। কর্মফলানাং যতস্ততো ভোগান্তে পুনর্মনুষ্যজন্মন্যেব কর্মসু প্রবৃত্তানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (এই মনুষ্যলোকে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) তথা (সেই উর্ধ্বমূলত্বাদি-প্রকারে) ন উপলভ্যতে [সাধারণতঃ] (জানা যায় না) অন্তঃ ন [ইহার] (বিনাশ জানা যায় না) আদিঃ চ ন (উৎপত্তিও দেখা যায় না) সংপ্রতিষ্ঠা চ ন (এবং আশ্রয়ও লক্ষিত হয় না) এনং (এই)

সুবিরূঢ়মূলম্ (সুদৃঢ়-মূল) অশ্বত্থং (অশ্বত্থকে) দৃঢ়েন (তীব্র) **অসঙ্গ-শস্ত্রেণ** (বৈরাগ্যরূপকুঠারদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) যস্মিন্ গতাঃ (যে পদ লাভ করিয়া) [কেহ] ভূয়ঃ (পুনর্বার) ন নিবর্তন্তি (প্রত্যাবর্তন করেন না) যতঃ (যাঁহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী প্রবৃত্তিঃ (চিরন্তন সংসারবৃক্ষের প্রবর্তন) প্রসৃতা (হইয়াছে) তম্ এব চ (সেই) আদ্যং (আদি) পুরুষং (পুরুষের) প্রপদ্যে (শরণ লইতেছি) [ইতি এবম্] [এই প্রকারে] [একান্ত-ভক্তিদ্বারা] তৎ পদং (সেই বস্তুর) পরিমার্গিতব্যম্ (অন্বেষণ করা কর্তব্য) ॥ ৩-৪ ॥

মর্মানুবাদ—এই বৃক্ষের স্বরূপ মনুষ্যলোকে অবগত হওয়া কঠিন, যেহেতু ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। এই বাস্তব বিনশ্বর দৃঢ়মূল অশ্বত্থবৃক্ষকে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সত্যবস্তুর অন্বেষণ করা কর্তব্য। সেই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইলে তাঁহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদ্যপুরুষ হইতেই এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়াছে। যদি এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি অনুসন্ধান কর, তবে সেই আদ্যপুরুষের প্রতি প্রপত্তি কর ॥ ৩-৪ ॥

টীকা—কিঞ্চেহ মনুষ্যলোকেঽস্য রূপং স্বরূপং তথা সনিশ্চয়ং নোপলভ্যতে—সত্যোঽয়ং মিথ্যায়ং নিত্যোঽয়ম্ ইতি বাদিমত-বৈবিধ্যাদিতি ভাবঃ। ন চান্তোঽবসানঃ অপর্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, **ন চ** সংপ্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ, কিংবাধারঃ কোঽয়মিত্যপি নোপলভ্যতে তত্ত্বজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ। যথা তথায়ং ভবতু জীবমাত্রদুঃখৈকনিদানস্যাস্য ছেদকং শস্ত্রম্ অসঙ্গং জ্ঞাত্বা তেনৈনং ছিত্ত্বা এব অস্য মূলতলস্থো মহানিধি-রন্বেষ্টব্য ইত্যাহ—**অশ্বত্থমিতি**। অসঙ্গোঽত্র অনাসক্তিঃ সর্বত্র বৈরাগ্য-মিতি যাবৎ **তেন শস্ত্রেণ** কুঠারেণ ছিত্ত্বা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য ততস্তস্য মূলভূতং

'তৎ পদং' বস্তু মহানিধিরূপং ব্রহ্ম পরিমার্গিতব্যম্ অন্বেষ্টব্যম; কীদৃশং তদত আহ—যস্মিন্ গতাঃ যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তে ন চাবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। অন্বেষণ-প্রকারমাহ—যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা তমেবাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ভজামীতি ভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪ ॥

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—নির্মানমোহাঃ (গর্ব ও মিথ্যাভিনিবেশরহিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিরূপ-দোষশূন্য) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মানুশীলনতৎপর) বিনিবৃত্তকামাঃ (ভোগাভিলাষবর্জিত) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ (সুখ ও দুঃখ-নামক) দ্বন্দ্বৈঃ (দ্বন্দ্ব হইতে) বিমুক্তাঃ (মুক্ত) অমূঢ়াঃ (মুক্তপুরুষগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং (অব্যয়) পদং (পদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ-রহিত, নিত্যানিত্য-বিচারপরায়ণ, নিবৃত্তকাম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ হইতে মুক্তপুরুষসকল সেই অব্যয় পদ লাভ করেন ॥ ৫ ॥

টীকা—তদুক্তৌ সত্যাং জনাঃ কীদৃশা ভূত্বা তৎপদং প্রাপ্নুবন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—নির্মানেতি। অধ্যাত্মনিত্যাঃ অধ্যাত্মবিচারো নিত্যানিত্য-কর্ত্তব্যো যেষাং তে পরমাত্মালোচনতৎপরাঃ ॥ ৫ ॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যে বস্তু) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [প্রপন্ন ব্যক্তিগণ] [তাঁহা হইতে] ন নিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হ'ন না) তৎ (তাঁহা) **মম**

(আমার) পরমং (সর্বপ্রকাশক) ধাম (তেজঃ); তৎ (তাঁহাকে) সূর্যঃ (সূর্য) ন ভাসয়তে (প্রকাশ করিতে পারে না) ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্র নহে) ন পাবকঃ (অগ্নিও নহে) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয়ধামকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীব আর আনন্দ-লাভে নিবৃত্ত হয় না। মূলতত্ত্ব এই যে, জীবের দুইটি অবস্থা—অর্থাৎ সংসার ও মুক্তি। সংসার-দশায় জীব—দেহাত্মাভিমান-বশতঃ জড়সঙ্গ-লিপ্সু; মুক্ত-অবস্থায় শুদ্ধজীব—আমার পবিত্র-ভাবের নিরন্তর আস্বাদক। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গ-শস্ত্রদ্বারা সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করা কর্তব্য। জড়সম্বন্ধি-বস্তুতে আসক্তিকে 'সঙ্গ' বলা যায়। জড়মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যিনি জড়সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ, তাঁহার স্বভাব—নির্গুণ, তিনিই কেবল নির্গুণ-ভক্তি লাভ করেন। সৎসঙ্গকেও 'অসঙ্গ' বলি; অতএব সংসারী জীব জড়াসক্তি-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের আশ্রয়দ্বারা সংসারকে সমূলে ছেদন করিবেন। কেবলমাত্র সন্ন্যাস-লিঙ্গ ধারণ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্য আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসার-নাশ হয় না। ইতর-তৃষ্ণাত্যাগপূর্বক পরম-রসরূপ-মদ্ভক্তি অবলম্বন করিলে সংসারনাশরূপ-মুক্তিই জীবের অবান্তর ফলস্বরূপে উপস্থিত হয়। অতএব দ্বাদশ-অধ্যায়ে যে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব-অধ্যায়ে সমস্তজ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবকস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের নির্গুণতা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সকলপ্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা এবং ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ ইতর-বৈরাগ্যেরও নির্গুণতা প্রদর্শিত হইল ॥ ৬ ॥

টীকা—তৎ পদমেব কীদৃশমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ন তদিতি। ঔষ্ণ্য-

শৈত্যাদিদুঃখরহিতং তৎ স্বপ্রকাশমিতি ভাবঃ। তন্মম পরমং ধাম সর্বোৎকৃষ্টম্ অ-জড়ম্ অতীন্দ্রিয়ং তেজঃ সর্বপ্রকাশকম্ ; যদুক্তং হরিবংশে —"তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥" ইতি, "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥" ইতি শ্রুতিভ্যশ্চ ॥ ৬ ॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মম এব (আমারই) সনাতনঃ (নিত্য) জীবভূতঃ (জীবরূপ) অংশঃ (বিভিন্নাংশ) জীবলোকে (জীবলোকে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রকৃতিকার্য) মনঃষষ্ঠানি (মনসহ ছয়) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়কে) কর্ষতি (আকর্ষণ করিয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—যদি বল, জীবের এবম্ভূত দুইপ্রকার দশা কিরূপে হয়? —তবে শুন। আমি—পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ ভগবান্ ; আমার অংশ দ্বিবিধ—অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। স্বাংশক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদিরূপে লীলা করি ; বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কররূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশপ্রকাশে আমার অহং-তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে ; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বরীয় অহং-তত্ত্ব থাকে না। তাহাতে জীবের একটী স্বসিদ্ধ অহংত্বের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশ-গত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটী দশা,—মুক্তিদশা ও বদ্ধদশা। উভয়দশাতেই জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য ; বদ্ধদশায় জীব—স্বীয় উপাধিরূপ-প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়,—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

টীকা—ত্বদ্ভক্ত্যা সংসারমতিক্রাম্যন্ তৎপদগামী জীবঃ কঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—মমৈবাংশ ইতি। যদুক্তং বারাহে—"স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশমিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তু জীবঃ স্যাৎ" ইতি। সনাতনো নিত্যঃ স চ বন্ধদশায়াং মন এব ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতাবুপাধৌ স্থিতানি কর্ষতি। মমৈবৈতানীতি স্বীয়ত্বাভিমানেন গৃহীতাং পাদার্গলশৃঙ্খলামিব কর্ষতি ॥ ৭ ॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরঃ (দেহাদির স্বামী জীব) যৎ (যে) শরীরম্ (শরীর) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হ'ন) যৎ চ অপি (ও যে শরীর হইতে) উৎক্রামতি (নিষ্ক্রান্ত হ'ন) বায়ুঃ (বায়ুর) আশয়াৎ (পুষ্পাদি-আধার হইতে) [ত্যক্ত শরীর হইতে] গন্ধান্ ইব (গন্ধগ্রহণের ন্যায়) এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্বক) [শরীরান্তরে] সংযাতি (গমন করেন) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, এরূপ নয়। জীব কর্মানুসারে এই স্থূলশরীর লাভ করে এবং সময় উপস্থিত হইলে পরিত্যাগ করে। এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমন কালে সেই শরীরসম্বন্ধিনী কর্মবাসনা লইয়া গিয়া থাকেন। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয়রূপ পুষ্প-চন্দন হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব এক স্থূলশরীর হইতে অন্য স্থূলশরীরে ভূতসূক্ষ্মের (সূক্ষ্মাবয়বের) সহিত ইন্দ্রিয়সকল লইয়া প্রয়াণ করে ॥ ৮ ॥

টীকা—তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—শরীরমিতি। যৎ স্থূলশরীরং কর্মবশাদবাপ্নোতি, যচ্চ যস্মাচ্চ শরীরাদুৎক্রামতি নিষ্ক্রামতি

ঈশ্বরঃ দেহেন্দ্রিয়াদিস্বামি-জীবঃ, তস্মাত্তত্র এতানীন্দ্রিয়াণি ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বৈব সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবেতি বায়ুর্যথা আশয়াৎ গন্ধাশ্রয়াৎ স্রক্‌চন্দনাদেঃ সকাশাৎ সূক্ষ্মাবয়বৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অন্যত্র যাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং চ (ত্বক্) রসনং (জিহ্বা) ঘ্রাণম্ এব চ (এবং নাসিকা) মনঃ চ (ও মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (শব্দাদি-বিষয়সমূহ) উপসেবতে (ভোগ করেন) ॥ ৯ ॥

মর্মানুবাদ—অন্য স্থূলশরীর লাভ করতঃ তাহাতে শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া মনই বিষয়-সেবা করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

টীকা—তত্র গত্বা কিং করোতীত্যত আহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি মনশ্চাধিষ্ঠায় আশ্রিত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—উৎক্রামন্তং (দেহ হইতে গমনোদ্যত) স্থিতং বা অপি (অথবা দেহান্তরে বর্তমান) ভুঞ্জানং বা (কিংবা বিষয়ভোগনিরত) গুণান্বিতং (ইন্দ্রিয়াদি-সমন্বিত) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (অবিবেকিগণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না); জ্ঞানচক্ষুষঃ (বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুবাদ—মূঢ়-লোকগণ জীবের এইরূপ উৎক্রমণ, স্থিতি ও গুণ-সম্ভোগ বিবেকসহকারে বিচার করিয়া দেখে না। যাঁহারা—শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা এই সমুদায়েরই বিচার করিয়া ইহাই স্থির করেন যে, জীবের বদ্ধদশাটী—জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর ॥ ১০ ॥

টীকা—নমু যস্মাৎ দেহান্নিষ্ক্রামতি যস্মিন্ দেহে বা তিষ্ঠতি তত্র স্থিত্বা বা যথা ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যেবং বিশেষং নোপলভামহে। তত্রাহ—উৎক্রামন্তং দেহান্নিষ্ক্রামন্তং স্থিতং দেহান্তরে বর্তমানঞ্চ বিষয়ান্ ভুঞ্জানঞ্চ গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিসহিতং বিমূঢ়া অবিবেকিনঃ জ্ঞানচক্ষুষো বিবেকিনঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ) আত্মনি (শরীরে) অবস্থিতম্ (অবস্থিত) এনং (এই আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন); অকৃতাত্মানঃ (অশুদ্ধচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) যতন্তঃ অপি (যত্ন করিয়াও) এনং (ইহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুবাদ—বদ্ধজীবের এইরূপ গতি আত্মতত্ত্বেই অবস্থিত বলিয়া যতমান যোগিসকল আলোচনা করেন। অশুদ্ধচিত্ত যতিসকল চিৎতত্ত্বের আলোচনার অভাবে জীবাত্মার তত্ত্ব অবগত হ'ন না ॥ ১১ ॥

টীকা—তে চ বিবেকিনো যতমানা যোগিন এবেত্যাহ—যতন্ত ইতি। অকৃতাত্মানোঽশুদ্ধচিত্তাঃ ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—আদিত্যগতং (সূর্যস্থিত) যৎ (যে) তেজঃ (তেজ) চন্দ্রমসি (চন্দ্রে) যৎ (যে তেজ) অগ্নৌ চ (ও অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ) অখিলং (সমস্ত) জগৎ (জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ (সেই) তেজঃ (তেজ) মামকং (আমার) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—যদি বল,সংসারস্থিত জীব জড় ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপে হইবে ? তবে শুন। জড়-জগতেও আমার চিৎসত্তা—দেদীপ্যমান ; তাহাকে অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ শুদ্ধচিৎপ্রাপ্তি ও জড়ের নাশ সম্ভব। সূর্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে অখিলজগৎপ্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা—আমারই তেজ, অপরের নয় ॥ ১২ ॥

টীকা—তদেবং জীবস্য বদ্ধাবস্থায়াং যৎ যৎ প্রাপ্যবস্তু, তত্র অহমেব সূর্যচন্দ্রাদ্যাত্মকঃ সন্ উপকরোমীত্যাহ—যদিতি ত্রিভিঃ। আদিত্যস্থিতং তেজ এবোদয়পর্বতে প্রাতরুদিত্য জীবস্য দৃষ্টাদৃষ্টভোগসাধনকর্মপ্রবর্তনার্থং জগদ্ভাসয়তে এবঞ্চ যচ্চন্দ্রমসি অগ্নৌ চ তত্তদখিলং মামকমেব, সূর্যাদিসংজ্ঞোঽহমেব ভবামীত্যর্থঃ। মত্তেজস এব তত্তদ্বিভূতিরিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অহম্ (আমি) ওজসা (শক্তিদ্বারা) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (অধিষ্ঠিত হইয়া) ভূতানি (চরাচরপ্রাণীকে) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি) রসাত্মকঃ (ও অমৃতময়) সোমঃ ভূত্বা (চন্দ্র হইয়া) সর্বাঃ (সমস্ত) ওষধীঃ (ব্রীহিযবাদি-ওষধিকে) পুষ্ণামি (পুষ্ট করিতেছি) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করতঃ আমি স্বীয়-শক্তিদ্বারা সমস্ত ভূতকে ধারণ করিতেছি ; রসময় চন্দ্ররূপে আমি ব্রীহ্যাদি ওষধি সংবর্ধন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

টীকা—গাং পৃথ্বীম্ ওজসা স্বশক্ত্যা আবিশ্য অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, তথাহমেবামৃতরসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সংবর্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (শরীরকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান-বায়ুর সংযোগে) চতুর্বিধম্ (চতুর্বিধ) অন্নং (অন্ন) পচামি (পাক করিয়া থাকি) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—আমি প্রাণিদিগের শরীরে জঠরানলরূপে প্রবেশ করতঃ প্রাণ ও অপানবায়ু-সংযোগে 'ভক্ষ্য', 'ভোজ্য', 'লেহ্য' ও 'চূষ্য'—এইরূপ চতুর্বিধ অন্ন পাক করি। অতএব আমিই "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যানুসারে ব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

টীকা—বৈশ্বানরো জঠরানলঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ চতুর্বিধং 'ভক্ষ্যং' 'ভোজ্যং' 'লেহ্যং' 'চূষ্যম্' ;—'ভক্ষ্যং' দন্তচ্ছেদ্যং ভৃষ্টচণকাদি, 'ভোজ্যম্' ওদনাদি, 'লেহ্যং' গুড়াদি, 'চূষ্যম্' ইক্ষুদণ্ডাদি ॥ ১৪ ॥

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অহং চ (আমি) সর্বস্য (সকল প্রাণীর) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট) মত্তঃ (আমা হইতে) স্মৃতিঃ (পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অপোহনং চ (ও তদুভয়ের নাশ) [হয়] সর্বৈঃ বেদৈঃ চ (সমস্ত বেদদ্বারা) অহম্ এব (একমাত্র আমিই) বেদ্যঃ (জ্ঞাতব্য) বেদান্তকৃৎ (বেদব্যাসরূপে বেদার্থনির্ণয়কারী) বেদবিৎ চ (ও বেদার্থবেত্তা) অহম্ এব (আমিই) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—আমিই সর্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত ; আমা-হইতেই জীবের কর্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। অতএব আমি কেবল 'জগদ্ব্যাপী ব্রহ্ম'মাত্র নই, কিন্তু 'জীবহৃদয়স্থিত' কর্মফলদাতা পরমাত্মাও বটে। আবার কেবল 'ব্রহ্ম' বা পরমাত্মরূপেই জীবের উপাস্য নই, কিন্তু জীবের নিত্যমঙ্গল-বিধাতৃস্বরূপ জীবের উপদেষ্টাও বটে। আমিই সর্ববেদ-বেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্তা এবং বেদান্তবিৎ। অতএব সর্বজীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য 'প্রকৃতিগত ব্রহ্ম', 'জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা' এবং 'পরমার্থদাতা ভগবান্'—এবম্ভূত ত্রিবিধ প্রকাশদ্বারা আমিই বদ্ধজীবের উদ্ধারকর্তা ॥ ১৫ ॥

টীকা—যথৈব জঠরে জঠরাগ্নিরহং তথৈব সর্বস্য চরাচরস্য হৃদি সন্নিবিষ্টো বুদ্ধিতত্ত্বরূপোঽহমেব ; যতঃ মত্তো বুদ্ধিতত্ত্বাদেব পূর্বানুভূতার্থ-বিষয়ানুস্মৃতির্ভবতি, তথা বিষয়েন্দ্রিয়যোগজং জ্ঞানঞ্চ অপোহনং স্মৃতি-জ্ঞানয়োরপগমশ্চ ভবতীতি। জীবস্য বন্ধাবস্থায়াং স্বস্যোপকারকত্বমুক্ত্বা মোক্ষাবস্থায়াং যৎ প্রাপ্যং তত্রাপ্যুপকারকত্বমাহ—বেদৈরিতি। বেদব্যাস-দ্বারা বেদান্তকৃদহমেব, যতো বেদবিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞোঽহমেব—মত্তোঽন্যো বেদার্থং ন জানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—লোকে (চতুর্দশ-ভুবনে) ক্ষরঃ চ (ক্ষর) অক্ষরঃ এব চ (ও অক্ষর) ইমৌ দ্বৌ (এই দুই) পুরুষৌ (চেতন) [স্তঃ] [আছেন]; সর্বাণি ভূতানি (ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত-প্রাণিসমূহ) ক্ষরঃ [স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় বলিয়া] (ক্ষর), কূটস্থঃ (ও অবিচ্যুত-স্বরূপে সর্বকাল-ব্যাপী পুরুষ) অক্ষরঃ (অক্ষরশব্দে) [জ্ঞানিগণকর্তৃক] উচ্যতে (কথিত হ'ন) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—যদি বল, প্রকৃতি যে এক,—ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ যে কতগুলি, তাহা বুঝিতে পারি না, তবে শুন। বস্তুতঃ লোকে দুইটী বই পুরুষ নাই; তাহাদের নাম—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। বিভিন্নাংশ-গত চৈতন্যরূপ জীবই ক্ষর-পুরুষ; স্ব-স্বরূপ হইতে ক্ষরণশীল তটস্থ-স্বভাব-বশতঃই জীবকে ক্ষর-পুরুষ বলা যায়। স্ব-স্বরূপ হইতে যাঁহারা কখনই ক্ষরিত হ'ন না, এরূপ 'স্বাংশ'-তত্ত্বই অক্ষর-পুরুষ; অক্ষর-পুরুষের অন্য নাম—'কূটস্থ'-পুরুষ। সেই কূটস্থ অক্ষর-পুরুষের তিনপ্রকার প্রকাশ;—জগৎ সৃষ্ট হইলে তাহাতে সর্বব্যাপি-সত্তা-স্বরূপে এবং তাহার সমস্তধর্মের বিপরীত-অবস্থায় যে অক্ষর-পুরুষ লক্ষিত হ'ন, তিনিই 'ব্রহ্ম', অতএব ব্রহ্ম —জগৎসম্বন্ধি-তত্ত্ববিশেষ, স্বতন্ত্র-তত্ত্ব ন'ন; আর জগতে চিৎস্বরূপ জীবসকলকে আশ্রয় দিয়া যেই প্রকাশ কিয়ৎপরিমাণে শুদ্ধচিৎ-তত্ত্বের প্রকাশক, তাহাই 'পরমাত্মা', তিনিও জগৎসম্বন্ধি-তত্ত্ববিশেষ, স্বতন্ত্র ন'ন ॥ ১৬ ॥

টীকা—যস্মাদহমেব বেদবিৎ তস্মাৎ সর্ববেদার্থনিষ্কর্ষং সংক্ষেপেণ ব্রবীমি, শৃণু ইত্যাহ—দ্বাবিমাবিতি ত্রিভিঃ। লোকে চতুর্দশভুবনাত্মকে জড়প্রপঞ্চে ইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ চেতনৌ স্তঃ, কৌ তাবত আহ—**ক্ষরঃ** স্বস্বরূপাৎ ক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতি ক্ষরো জীবঃ, স্বস্বরূপান্ন ক্ষরতীত্যক্ষরঃ

ব্রহ্মৈব,—"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইতি শ্রুতেঃ; "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্" ইতি স্মৃতেশ্চ অক্ষর-শব্দো ব্রহ্মবাচক এব দৃষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরয়োরর্থং পুনর্বিশদয়তি--সর্বাণি ভূতানি একো জীব এব অনাত্মবিদ্যয়া স্বরূপবিচ্যুতঃ সন্ কর্মপরতন্ত্রঃ সন্নষ্টাত্মকো ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি ভূতানি ভবতীত্যর্থঃ। জাত্যা বা একবচনম্। দ্বিতীয়পুরুষোঽক্ষরস্তু কূটস্থ একেনৈব স্বরূপেণাবিচ্যুতিমতা সর্বকালব্যাপী। "একরূপতয়া তু যঃ কালব্যাপী, স কূটস্থঃ" ইত্যমরঃ ॥ ১৬ ॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অব্যয়ঃ (নির্বিকার হইয়া) লোকত্রয়ম্ (ভূরাদিলোকত্রয়ে) আবিশ্য (প্রবেশপূর্বক) বিভর্তি (পালন করেন) [সঃ] [সেই] উত্তমঃ (উৎকৃষ্ট) পুরুষঃ (পুরুষ) তু অন্যঃ [অক্ষর-প্রকাশ হইতে] (বিলক্ষণ-প্রকাশবিশিষ্ট) [যোগিগণ-কর্তৃক] পরমাত্মা (পরমাত্মা) ইতি (এই শব্দে) উদাহৃতঃ (কথিত হ'ন) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—সেই পরমাত্মরূপ দ্বিতীয় অক্ষর-পুরুষ—সামান্যতঃ অক্ষর-পুরুষরূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম; তিনিই ঈশ্বর এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্তৃস্বরূপে বিরাজমান ॥ ১৭ ॥

টীকা—জ্ঞানিভিরুপাস্যং ব্রহ্মোক্ত্বা যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমাহ—উত্তম ইতি। তু-শব্দঃ পূর্ববৈশিষ্ট্যদ্যোতকঃ। জ্ঞানিভ্যশ্চাধিকো যোগীত্যুপাসকবৈশিষ্ট্যাদেবোপাস্যবৈশিষ্ট্যং চ লভ্যতে। পরমাত্মতত্ত্বমেব দর্শয়তি—য ঈশ্বরঃ ঈশনশীলঃ অব্যয়ো নির্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নমাবিশ্য বিভর্তি ধারয়তি পালয়তি চ ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরম্ (ক্ষরের) অতীতঃ (অতীত) অক্ষরাৎ (অক্ষর-ব্রহ্ম) অপি চ (এবং) [পরমাত্মপ্রকাশ হইতেও] উত্তমঃ (উৎকৃষ্ট-প্রকাশবিশিষ্ট) অতঃ (অতএব) লোকে (লোকে) বেদে চ (ও বেদে) পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম-নামে) প্রথিতঃ অস্মি (প্রসিদ্ধ হইয়াছি) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—তৃতীয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট অক্ষর-পুরুষের নাম—'ভগবান্'। আমিই সেই ভগবত্তত্ত্ব; আমি—ক্ষর-পুরুষ জীবের অতীত এবং অক্ষর-পুরুষ 'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্মা' হইতে উত্তম। অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া উক্তি করে। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে যে, ক্ষর ও অক্ষর—এই দুইটী পুরুষ এবং অক্ষর-পুরুষের তিনটী প্রকাশ,—সামান্যপ্রকাশ 'ব্রহ্ম', উত্তমপ্রকাশ 'পরমাত্মা' ও সর্বোত্তমপ্রকাশ 'ভগবান্' ॥ ১৮ ॥

টীকা—যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমুক্ত্বা ভক্তৈরুপাস্যং ভগবন্তং বদন্ ভগবত্ত্বেঽপি স্বস্য কৃষ্ণস্বরূপস্য পুরুষোত্তম ইতি নাম ব্যাচক্ষাণঃ সর্বোৎকর্ষমাহ--যস্মাদিতি। ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানমতীতঃ, অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মতঃ উত্তমঃ, অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমঃ। "যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" ইতি উপাসকবৈশিষ্ট্যাদেবোপাস্য-বৈশিষ্ট্যলাভাৎ, চ-কারাদ্ভগবতো বৈকুণ্ঠনাথাদেঃ সকাশাদপি "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি সূতোক্তেরহমুত্তমঃ। অত্র যদ্যপ্যেকমেব সচ্চিদানন্দ-স্বরূপং বস্তু ব্রহ্মপরমাত্মভগবৎশব্দৈরুচ্যতে, ন তু বস্তুতঃ স্বরূপতঃ কোঽপি ভেদোঽস্তি, "স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ" (ভাঃ ৬।৯।৩৬) ইতি ষষ্ঠস্কন্ধোক্তেঃ, তদপি তত্তদুপা-

সকানাং সাধনতঃ ফলতশ্চ ভেদদর্শনাৎ ভেদ ইব ব্যবহ্রিয়তে। তথা হি ব্রহ্মপরমাত্মভগবদুপাসকানাং ক্রমেণ তত্তৎপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞানং যোগো ভক্তিশ্চ, ফলঞ্চ জ্ঞানযোগয়োর্বস্তুতো মোক্ষ এব, ভক্তেস্তু প্রেমবৎ পার্ষদত্বঞ্চ; তত্র ভক্ত্যা বিনা জ্ঞানযোগাভ্যাং "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে" ইতি, "পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ" ইত্যাদিদর্শনাৎ ন মোক্ষ ইতি। ব্রহ্মোপাসকৈঃ পরমাত্মোপাসকৈঃ স্বসাধ্যফলসিদ্ধ্যর্থং ভগবতো ভক্তিরবশ্যং কর্তব্যৈব, ভগবদুপাসকৈস্তু স্বসাধ্যফলসিদ্ধ্যর্থং ন ব্রহ্মোপাসনা নাপি পরমাত্মোপাসনা ক্রিয়তে,—"ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ" ইতি, "যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ" ইত্যাদৌ "সর্বং মদ্ভক্তি-যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি ॥" ইতি, "যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥" ইত্যাদি-বচনেভ্যঃ। অতএব ভগবদুপাসনয়া স্বর্গাপবর্গ-প্রেমাদীনি সর্বফলান্যেব লব্ধুং শক্যন্তে। ব্রহ্ম-পরমাত্মোপাসনয়া তু ন প্রেমাদীনি ইত্যত এব ব্রহ্মপরমাত্মভ্যাং ভগবদুৎকর্ষঃ খলু অভেদেঽ-প্যুচ্যতে; যথা তেজস্ত্বেনাভেদেঽপি জ্যোতির্দীপাগ্নিপুঞ্জেষু মধ্যে শীতাদ্যার্তিক্ষয়াদ্ধেতোরগ্নিপুঞ্জ এব শ্রেষ্ঠ উচ্যতে, তত্রাপি ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু পরম এবোৎকর্ষঃ, যথা অগ্নিপুঞ্জাদপি সূর্যস্য; যেন ব্রহ্মোপাসনা-পরিপাকতো লভ্যো নির্বাণ-মোক্ষঃ স্বদ্বেষ্টৃভ্যোঽপ্যঘবকজরাসন্ধাদিভ্যো মহাপাপিভ্যো দত্তঃ ইতি। অতএব "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যত্র যথাবদেব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ। শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীপাদৈরপি "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং, ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্। বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো, ততো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভকৃতিনঃ ॥" ইতি, "বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ, পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ, কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥" ইতি, "প্রমাণতোঽপি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহাত্ম্য-

মদ্ভুতম্। ন শক্নুবন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ॥" ইত্যুক্তবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণে সর্বোৎকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ "দ্বৌ ইমৌ" ইত্যাদিশ্লোক-ত্রয়স্যাস্য ব্যাখ্যায়ামস্যাম্ অভ্যসূয়া নাবিষ্কর্তব্যা; নমোঽস্তু কেবলবিদ্ভ্যঃ॥১৮

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) যঃ (যিনি) এবম্ (পূর্বোক্তপ্রকারে) অসংমূঢ়ঃ (নিঃসন্দেহে) মাং (আমাকে) পুরুষোত্তমং (পুরুষোত্তম বলিয়া) জানাতি (জানিতে পারেন) সঃ (তিনি) সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) মাং (আমাকে) সর্বভাবেন (সর্বপ্রকারে) ভজতি (ভজনা করেন)॥ ১৯॥

মর্মানুবাদ—যিনি নানা মতবাদদ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে 'পুরুষোত্তম-তত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ববিৎ এবং তিনি সর্বভাবে আমাকে ভজনা করিতে সমর্থ॥ ১৯॥

টীকা—নন্বেতস্মিংস্ত্বয়া ব্যবস্থাপিতেঽপ্যর্থে বাদিনো বিবদন্ত এব, তত্র বিবদন্তাং তে মন্মায়ামোহিতাঃ, সাধুস্তু ন মুহ্যতীত্যাহ—যো মামিতি। অসংমূঢ়ঃ বাদিনাং বাদৈরপ্রাপ্তসংমোহঃ। স এব সর্ববিৎ অনধীত-শাস্ত্রোঽপি স এব সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ। তদন্যঃ কিলাধীতাধ্যাপিত-সর্বশাস্ত্রোঽপি সংমূঢ়ঃ সম্যঙ্মূর্খ এবেতি ভাবঃ। তথা য এবং জানাতি, স এব মাং সর্বতোভাবেন ভজতি, তদন্যো ভজন্নপি ন মাং ভজতীত্যর্থঃ॥১৯॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অনঘ! (হে অনঘ!) ভারত! (হে ভারত!) ইতি (এই সংক্ষেপ-প্রকারে) গুহ্যতমম্ (অতিরহস্য) ইদং (এই সম্পূর্ণ) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) ময়া (মৎকর্তৃক) উক্তম্ (কথিত হইল), এতৎ (ইহা) বুদ্ধ্বা (অবগত হইলে) [মানব] বুদ্ধিমান্ (সম্যক্ জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ চ (ও কৃতার্থ) স্যাৎ (হয়েন) ॥ ২০ ॥

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—হে অনঘ, এই পুরুষোত্তম-যোগটীই সর্বগুহ্যতম শাস্ত্র; ইহা অবগত হইলে বুদ্ধিমান্ জীব কৃতকৃত্য হয়। হে ভারত, এই যোগ অবগত হইলে ভক্তির আশ্রয়-গত ও বিষয়-গত সমস্ত কথারই দূর হয়। ভক্তি—একটী বৃত্তিবিশেষ, তাহার সুন্দর ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তাহার আশ্রয়-স্থল জীবের শুদ্ধতা ও বিষয়স্থল ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব,—এই দুইটী নিতান্ত আবশ্যক। ভগবত্তত্ত্বে যে পর্যন্ত ব্রহ্মবুদ্ধি বা পরমাত্ম-বুদ্ধি থাকে, সে-পর্যন্ত জীব বিশুদ্ধভক্তি-ক্রিয়া লাভ করে না; পুরুষোত্তম-বুদ্ধি হইলেই ভক্তি বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয় ॥ ২০ ॥

জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য এবং চৈতন্যতত্ত্বের প্রকাশ-ভেদ-বিচার, এই অধ্যায়ে লক্ষিত হয়।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। বিংশত্যা শ্লোকৈরেভিরতি-রহস্যং শাস্ত্রমেব সম্পূর্ণং ময়োক্তম্ ॥ ২০ ॥

জড়চৈতন্যবর্গাণাং বিবৃতং কুর্বতা কৃতম্।
কৃষ্ণ এব মহোৎকর্ষ ইত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বয়ং পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগ-যোগঃ

কথাসার। এই অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের স্বরূপগত ও পরিণামগত তারতম্য প্রদর্শনপূর্বক আসুরী সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পদ্ গ্রহণদ্বারা মুক্তিলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

অভয়, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞানে দৃঢ়নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য, সরলতা, অহিংসা, সত্যানুশীলন, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপরের দোষানুসন্ধানরাহিত্য, জীবে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, লজ্জা, চঞ্চলতা-রাহিত্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা, দ্রোহশূন্যতা, অভিমানশূন্যতা—এই ২৬টী দৈবী সম্পদ্ মায়া-মুক্তির কারণ এবং দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এই ৬টী আসুরী সম্পদ্ মায়া-বন্ধনের হেতু। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট সুর বা দেববৃন্দ দৈবী সম্পদ্ এবং রজস্তমোগুণবিশিষ্ট অসুরগণ আসুরী সম্পদের অধিকারী। মদ্যমাংসভক্ষণাদি-কদাচারযুক্ত অসুরগণ শুচিতা, সদাচার ও সত্যপরায়ণতা-বর্জিত হইয়া জগৎকে মিথ্যা, নিরাশ্রয়, ঈশ্বরসম্পর্কশূন্য, পরস্পর-সংসর্গ-জাত ও কামোৎপন্ন মনে করে। তাহারা জগৎ-ধ্বংসের কারণ এবং কামোপভোগকে পরম ও চরমলাভ জ্ঞান করিয়া কাম-চরিতার্থের-জন্য অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনকারী। নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত, মোহজালাবৃত ও কামভোগে অতীব আসক্ত হইয়া তাহারা নরকে পতিত হয় এবং ভোগলোলুপতায় দম্ভের সহিত অবিধিপূর্বক যজ্ঞ করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ ও লোভ—নরকের ত্রিবিধ দ্বার। সুতরাং এই তিনটী পরিত্যাগপূর্বক নিজের শ্রেয়ঃ-সাধনদ্বারা পরমগতি—মুক্তি লাভ করা সুধীমাত্রেরই কর্তব্য।

শ্রীভগবান্ উবাচ

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১ ॥

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), ভারত ! (হে ভারত !) অভয়ং (ভয়হীনতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞানোপায়ে নিষ্ঠা) দানং (দান) দমঃ চ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম) যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদপাঠ) তপঃ (তপস্যা) আর্জবম্ (সরলতা) অহিংসা (অহিংসা) সত্যম্ (সত্য) অক্রোধঃ (ক্রোধ-রাহিত্য) ত্যাগঃ (অনাত্মবস্তুতে মমতাত্যাগ) শান্তিঃ (মনঃসংযম) অপৈশুনং (পরোক্ষে পরের দোষ কীর্তন না করা) ভূতেষু (প্রাণিগণের প্রতি) দয়া (দয়া অলোলুপ্ত্বং (লোভের অভাব) মার্দবং (অক্রূরতা) হ্রীঃ (অসৎ-কর্মে লজ্জা) অচাপলং (নিষ্ফলক্রিয়াবিরহ) তেজঃ (তুচ্ছ ব্যক্তিকর্তৃক অনভিভবনীয়তা) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) ধৃতিঃ (দুঃখাদিতে মনঃস্থিরতা) শৌচম্ (বাহ্য ও আভ্যন্তর-শুদ্ধি) অদ্রোহঃ (জিঘাংসা-রাহিত্য) নাতিমানিতা (অতিশয়-পূজনীয়ত্বাভিমানশূন্যতা) [এই গুণ-গুলি] দৈবীং (দৈবী) সম্পদম্ (সম্পদের) অভিজাতস্য (অভিমুখে জাত ব্যক্তিতে) ভবন্তি (উদিত হইয়া থাকে) ॥ ১-৩ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—এখন তোমার মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, সর্বশাস্ত্রেই সাত্ত্বিকধর্মাচরণ-পূর্বক জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা আছে, তাহার তত্ত্ব কি ? সেই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি

বলিতেছি যে, সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের দুইটী ফল আছে ; একটী ফল—জীবের গাঢ়-বন্ধ-সাধক এবং একটী ফল—সংসার-মুক্তিজনক। জীব—শুদ্ধসত্ত্বময় ; বদ্ধদশায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব ধর্মটী গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্ব-সংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে 'অভয়' ; সত্ত্ব-সংশুদ্ধির অভিপ্রায়ে শাস্ত্রসকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্ত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশে যে-সকল কর্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকলই 'দৈবী সম্পৎ'। যে-সকল কার্যদ্বারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেই সকলই 'আসুরী সম্পৎ'। দান, দম, যজ্ঞ, তপঃ,—আর্জব, বেদপাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা-বর্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানতা,—এই ছাব্বিশটী গুণকে 'দৈবী সম্পৎ' বলা যায়। শুভক্ষণে জন্ম হইলে ঐ সম্পৎ লব্ধ হয় ॥ ১-৩ ॥

টীকা—ষোড়শে সম্পদং দৈবীমাসুরীমপ্যবর্ণয়ৎ।
সর্গঞ্চ দ্বিবিধং দৈবমাসুরং প্রভুরক্ষয়াৎ ॥

অনন্তরাধ্যায়ে "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" ইত্যাদিনা বর্ণিতস্য সংসারাশ্বত্থবৃক্ষস্য ফলানি ন বর্ণিতানি ইত্যতস্তত্যাস্মিন্নধ্যায়ে তস্য দ্বিবিধানি মোচকানি বন্ধকানি চ ফলানি বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমং মোচকান্যাহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। ত্যক্তপুত্রকলত্রাদিক একাকী নির্জনে বনে কথং জীবিষ্যামীতি ভয়রাহিত্যমভয়ম্ ; 'সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ' চিত্তপ্রসাদঃ ; জ্ঞানযোগে জ্ঞানোপায়ে অমানিত্বাদৌ ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, 'দানং' স্বভোজ্যস্যান্নাদেঃ যথোচিতং সংবিভাগঃ, 'দমো' বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, 'যজ্ঞো' দেবপূজা, 'স্বাধ্যায়ঃ' বেদপাঠঃ, আদীনি স্পষ্টানি ; 'ত্যাগঃ' পুত্রকলত্রাদিষু মমতাত্যাগঃ, 'অলোলুপ্ত্বং' লোভাভাবঃ,—এতানি ষড়্‌বিংশতিরভয়াদীনি দৈবীং সাত্ত্বিকীং সম্পদম-ভিলক্ষ্য জাতস্য সাত্ত্বিক্যাঃ সম্পদঃ প্রাপ্তিব্যঞ্জকে ক্ষণে জন্মলব্ধবতঃ পুংসো ভবন্তি ॥ ১-৩ ॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) দম্ভঃ (খ্যাতির জন্য ধর্মানুষ্ঠান) দর্পঃ (বিদ্যা ও ধনকুলাদি-নিমিত্ত গর্ব) অভিমানঃ চ (নিজেতে পূজ্যত্ববুদ্ধি) ক্রোধঃ (ক্রোধ) পারুষ্যম্ এব চ (রুক্ষভাষিতা) অজ্ঞানং চ (ও অজ্ঞান) [এই সকল অসদ্‌গুণ] আসুরীং (আসুরী) সম্পদম্ (সম্পদের) অভিজাতস্য (অভিমুখে জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে] ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেকই অসজ্জাত ব্যক্তিগণের আসুরী সম্পৎ ॥ ৪ ॥

টীকা—বন্ধকানি ফলান্যাহ—'দম্ভঃ' স্বস্যাধার্মিকত্বেঽপি ধার্মিকত্ব-প্রখ্যাপনং, 'দর্পো' ধনবিদ্যাদিহেতুকো গর্বঃ, 'অভিমানো'ঽন্যকৃতসংমাননা-কাঙ্ক্ষিত্বং কলত্রপুত্রাদিষ্বাসক্তির্বা, 'ক্রোধঃ' প্রসিদ্ধঃ, 'পারুষ্যং' নিষ্ঠুরতা, 'অজ্ঞান'মবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণং রাক্ষসীমপি সম্পদমভিজাতস্য রাজস্যাস্তামস্যাশ্চ সম্পদঃ প্রাপ্তিসূচকক্ষণে জন্মলব্ধবতঃ পুংসঃ এতানি দম্ভাদীনি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—দৈবী সম্পৎ (দৈবী সম্পদ্) বিমোক্ষায় (মোক্ষের নিমিত্ত) [ও] আসুরী (আসুরী সম্পদ্) নিবন্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত বলিয়া) মতা (বিবেচিত হয়); পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) মা শুচঃ (শোক করিও না) [তুমি] দৈবীং (দৈবী) সম্পদম্ (সম্পদ্) অভিজাতঃ অসি (লক্ষ্য করিয়া জন্মিয়াছ) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—দৈবী সম্পৎ-দ্বারাই মোক্ষ-চেষ্টা সম্ভব এবং আসুরী সম্পৎ-ক্রমেই বন্ধন হইয়া পড়ে। হে অর্জুন, বর্ণাশ্রম-ধর্মাচরণপূর্বক জ্ঞানযোগদ্বারা

সত্ত্ব-সংশুদ্ধি হয়। তোমার ক্ষত্রিয়বর্ণ-লব্ধ দৈবী সম্পৎ লাভ হইয়াছে। ধর্মযুদ্ধে বন্ধুনাশ ও শরাঘাতাদি-কার্য যথাশাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আসুরী সম্পৎ-মধ্যে পরিগণিত নয়, অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর ॥ ৫ ॥

টীকা—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্যং দর্শয়তি—দৈবীতি। হন্ত হন্ত শরপ্রহারৈর্বন্ধূন্ জিঘাংসোঃ পারুষ্যক্রোধাদিমতো মমৈবেয়মাসুরী সম্পৎ সংসারবন্ধপ্রাপিকা দৃশ্যত ইতি খিন্নমর্জুনমাশ্বাসয়তি—মা শুচ ইতি। পাণ্ডবেতি তব ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্নস্য সংগ্রামে পারুষ্যক্রোধাদ্যা ধর্মশাস্ত্রে বিহিতা এব, তদন্যত্রৈব তে হিংসাদ্যা আসুরী সম্পদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) অস্মিন্ (এই) লোকে (সংসারে) দৈবঃ (দৈব) আসুরঃ এব চ (ও আসুর) দ্বৌ (দ্বিবিধ) ভূতসর্গৌ (প্রাণিসৃষ্টি); দৈবঃ (দৈব সর্গ) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) প্রোক্তঃ (কথিত হইয়াছে), আসুরং (আসুর-স্বভাব) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—হে পার্থ, এই জগতে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি,—অর্থাৎ দৈব ও আসুর। দৈবী সম্পৎ-সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি; এক্ষণে আসুরী সম্পৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

টীকা—তদপি বিষণ্ণমর্জুনং প্রতি আসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। বিস্তরশঃ প্রোক্ত ইতি অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদি ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—আসুরাঃ (আসুর) জনাঃ (লোকসমূহ) প্রবৃত্তিং চ (ধর্ম-প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও অধর্ম-নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না); তেষু (তাহাদের মধ্যে) শৌচং (শৌচ) ন (নাই), আচারঃ অপি (আচারও) ন (নাই), সত্যং চ (সত্যও) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্মভেদ জানে না ; শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না ॥ ৭ ॥

টীকা—ধর্মে প্রবৃত্তিম্, অধর্মান্নিবৃত্তিম্ ॥ ৭ ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তাহারা) [কেহ] জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (শুক্তির রজতবৎ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত) অপ্রতিষ্ঠম্ (খপুষ্পবৎ নিরাশ্রয়) অনীশ্বরম্ (ঈশ্বরশূন্য), [কেহ] অপরস্পরসম্ভূতম্ (স্বভাবতঃ উৎপন্ন), অন্যৎ কিম্ (অন্য কি ?) [কেহ কেহ বা] কামহৈতুকম্ (স্বেচ্ছাকল্পিত পরমাণু, মায়া প্রভৃতি উহার হেতু) আহুঃ (বলিয়া থাকে) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—আসুর-স্বভাব লোকগণই এই জগৎকে 'অসত্য', 'আশ্রয়হীন' ও 'অনীশ্বর' বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, 'কার্য-কারণে'র পরস্পর-সম্বন্ধ বিশ্বসৃষ্টির কারণ নয় অর্থাৎ কারণ-শূন্য কার্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই ; যদি কেহ 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের উপাসনার যোগ্য ন'ন ॥ ৮ ॥

টীকা—অসুরাণাং মতমাহ—অসত্যং মিথ্যাভূতং ভ্রমোপলব্ধমেব জগত্তে বদন্তি। 'অপ্রতিষ্ঠং' প্রতিষ্ঠা আশ্রয়স্তদ্রহিতম্,—ন হি খপুষ্পস্য কিঞ্চিদধিষ্ঠানমস্তীতি ভাবঃ। অনীশ্বরং মিথ্যাভূতত্বাদেব ঈশ্বরকর্তৃক-

মেতন্ন ভবতি, স্বেদজাদীনাম্ অকস্মাদেব জাতত্বাৎ অপরস্পরসম্ভূতম্ অন্যৎ কিং বক্তব্যম্? কামহেতুকং—কামো বাদিনামিচ্ছৈব হেতুর্যস্য তৎ। মিথ্যাভূতত্বাদেব যে যথা কল্পয়িতুং শক্নুবন্তি, তথৈবৈতদিতি। কেচিৎ পুনরেবং ব্যাচক্ষতে—'অসত্যং' নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিকং প্রমাণং যত্র তৎ; তদুক্তং—"ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ' ইত্যাদি; 'অপ্রতিষ্ঠং' নাস্তি ধর্মাধর্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা যত্র তৎ, ধর্মাধর্মাবপি ভ্রমোপলব্ধাবিতি ভাবঃ। 'অনীশ্বরম্' ঈশ্বরোঽপি ভ্রমেণৈবোপলভ্যতে ইতি ভাবঃ। নন্থ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরস্পর-প্রযত্নবিশেষাৎ জগদিদম্ উৎপন্নং দৃশ্যতে, তত্র নৈতদপীত্যাহ—'অপরস্পরসম্ভূতম্' ইতি। মাতাপিতৃভ্যাং বালক উৎপদ্যত ইত্যপি ভ্রম এব কুলালস্য ঘটোৎপাদনে জ্ঞানমিব মাতাপিত্রোস্তাদৃশবালোৎপাদনে কিল নাস্তি জ্ঞানমিতি ভাবঃ। 'কিমন্যৎ' —অন্যৎ কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। তস্মাদিদং জগৎ 'কামহেতুকং' কামেন স্বেচ্ছয়ৈব হেতুকা হেতুকল্পকা যত্র তৎ; যুক্তিবলেন যে যৎ পরমাণুমায়েশ্বরাদিকং জল্পয়িতুং শক্নুবন্তি, তে তদেব তস্য হেতুং বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—এতাং (এই আসুর) [ব্যাসদেব-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভাষ্য-সমেত বেদান্তদর্শন ভিন্ন মায়াবাদাদি] দৃষ্টিম্ (দর্শন) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ) অল্পবুদ্ধয়ঃ (দেহাত্মাভিমানী) উগ্রকর্মাণঃ (হিংস্রকর্মকারী জনগণ) অহিতাঃ (শত্রু হইয়া) জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (পরমার্থ-ভ্রংশের জন্য) প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়) ॥ ৯ ॥

মর্মানুবাদ—এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন,

অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্মা আসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়কার্যে প্রভাব লাভ করে ॥ ৯ ॥

টীকা—এবং বাদিনোঽসুরাঃ কেচিন্নষ্টাত্মানঃ কেচিদল্পজ্ঞানাঃ কেচিদুগ্র-কর্মাণঃ স্বচ্ছন্দাচারাঃ মহানারকিনো ভবন্তীত্যাহ—এতামিত্যেকাদশভিঃ। অবষ্টভ্য আলম্ব্য ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—[তাহারা] মোহাৎ (মোহবশতঃ) দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (বিষয়-তৃষ্ণা) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) অসদ্গ্রাহান্ (অসদ্-বিষয়ক আগ্রহ) গৃহীত্বা (লইয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদযুক্ত) অশুচিব্রতাঃ [সন্তঃ] (ও মদ্য-মাংস-ভক্ষণ ও শ্মশানবাস প্রভৃতি অপবিত্র নিয়মপরায়ণ হইয়া) প্রবর্তন্তে [ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদিতে] (প্রবৃত্ত হয়) ॥১০॥

মর্মানুবাদ—দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করতঃ দম্ভ, মান ও মদযুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচি-কার্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥১০॥

টীকা—অসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তে কুমতে এব প্রবৃত্তা ভবন্তি। অশুচীনি শৌচাচারবর্জিতানি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রলয়ান্তাম্ (মৃত্যুকাল পর্যন্ত) অপরিমেয়াং চ (ও অসংখ্য) চিন্তাম্ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) কামোপ-ভোগপরমাঃ (বিষয়ভোগই তাহাদের পরম পুরুষার্থ) এতাবৎ ইতি

(এইরূপ) নিশ্চিতাঃ (নিশ্চয় করিয়া) আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশা-রজ্জুদ্বারা) বদ্ধাঃ (বদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (ও কাম-ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া) কামভোগার্থম্ (কামভোগের জন্য) অন্যায়েন (অন্যায়ভাবে) অর্থ-সঞ্চয়ান্ (অর্থরাশি) ঈহন্তে (ইচ্ছা করে) ॥ ১১-১২ ॥

মর্মানুবাদ—প্রলয়পর্যন্ত-ব্যাপিনী অপরিমেয়-চিন্তাকে আশ্রয় করতঃ কামের উপভোগকে চরম কার্য জানিয়া শত-শত আশা-পাশে আবদ্ধ, কাম ও ক্রোধদ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কাম-ভোগের জন্য অর্থসঞ্চয় করে ॥ ১১-১২ ॥

টীকা—প্রলয়ান্তাং প্রলয়ো মরণং তৎপর্যন্তাম্। এতাবদিতি ইন্দ্রিয়াণি বিষয়-সুখে মজ্জন্তু নাম, কা চিন্তা ইত্যেতাবৎ এব শাস্ত্রার্থতাৎপর্যমিতি নিশ্চিতং যেষাং তে ॥ ১১ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্য (আজ) ময়া (মৎকর্তৃক) ইদং (ইহা) লব্ধম্ (লব্ধ হইয়াছে), ইদং (এই) মনোরথং (মনোঽভীষ্ট) প্রাপ্স্যে (লাভ করিব), ইদম্ (এই ধন) অস্তি (আছে), পুনঃ (পুনর্বার) মে (আমার) ইদং ধনম্ অপি (এই ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৩ ॥

মর্মানুবাদ—তাহারা মনে করে যে, "আমি অদ্য এই ধন লাভ করিলাম, আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে, আমার পুনরায় এই ধন লাভ হইবে" ॥ ১৩ ॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ময়া (মৎকর্তৃক) অসৌ (এই) শত্রুঃ (শত্রু) হতঃ (হত

হইয়াছে), অপরান্ চ অপি (অন্য শত্রুকেও) হনিষ্যে (বিনাশ করিব), অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু), অহং (আমি) ভোগী (ভোগী), অহং (আমি) সিদ্ধঃ (কৃতকৃত্য) বলবান্ (বলবান্) সুখী (সুখী) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—"এই শত্রুটীকে নাশ করিলাম, অন্যান্য শত্রুগণকে শীঘ্র নাশ করিব; আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী" ॥ ১৪ ॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—[আমি] আঢ্যঃ (ধনবান্) অভিজনবান্ (কুলবান্) অস্মি (হই) ময়া সদৃশঃ (আমার মত) অন্যঃ (অপর) কঃ (কে) অস্তি (আছে)? যক্ষ্যে (যাগের দ্বারা অন্যকে অভিভব করিব) দাস্যামি (স্তাবকগনকে দান করিব) মোদিষ্যে (আনন্দ লাভ করিব) ইতি (এইরূপ) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞানবশতঃ বিমোহিত) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—"আমিই আঢ্য অর্থাৎ সম্পন্ন, আমার অনেক জন আছে; আমার ন্যায় আর কে আছে? আমিই যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান ও আনন্দ ভোগ করিব।" তাহারা অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়াই এইরূপ বলে ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (নানাবিষয়ক চিত্তদ্বারা বিভ্রান্ত) মোহজালসমাবৃতাঃ [মোহজালে বেষ্টিত) কামভোগেষু (ও কামভোগে) প্রসক্তাঃ (অত্যন্ত আসক্ত হইয়া) অশুচৌ (অপবিত্র) নরকে (বৈতরণী প্রভৃতি নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ॥ ১৬ ॥

মর্ম্মানুবাদ—অনেকবিষয়ে চিত্তবিভ্রান্ত ও মোহজালদ্বারা আবৃত হইয়া কাম-ভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষগণ বৈতরণ্যাদি অশুচি-নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

টীকা—অশুচৌ নরকে বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মসম্ভাবিতাঃ (আপনাকর্তৃক পূজিত) স্তব্ধাঃ (নম্রতা-রহিত) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধনহেতু মান ও মদযুক্ত) তে (সেই আসুর-ব্যক্তিগণ) দম্ভেন (দম্ভসহকারে) নামযজ্ঞৈঃ (নাম-মাত্র যজ্ঞসমূহদ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকং (অবিধিপূর্ব্বক) যজন্তে (যজ্ঞ করিয়া থাকে) ॥ ১৭ ॥

মর্ম্মানুবাদ—সেই স্বয়ং সম্মানলব্ধ, অনম্র ও ধন, মান ও মদান্বিত পুরুষগণ অবিধিপূর্ব্বক দম্ভের সহিত নাম-মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে ॥১৭॥

টীকা—আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিদিত্যর্থঃ। অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ। নামমাত্রেণৈব যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাস্তৈঃ ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং চ (ও ক্রোধকে) সংশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) আত্মপর-দেহেষু (পরমাত্মপরায়ণ সাধুগণের দেহে অবস্থিত) মাং (আমাকে) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষপূর্ব্বক) অভ্যসূয়কাঃ (সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে) ॥ ১৮ ॥

মর্ম্মানুবাদ—তাহারা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত,

স্বীয় দেহ এবং পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুদিগের গুণে দোষ আরোপ করে ॥ ১৮ ॥

টীকা—মাং পরমাত্মানম্ অমানয়ন্ত এব প্রদ্বিষন্তঃ ; যদ্বা, আত্মপরাঃ পরমাত্মপরায়ণাঃ সাধবস্তেষাং দেহেষু স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তঃ সাধুদেহদ্বেষাদেব মদ্দ্বেষ ইতি ভাবঃ। অভ্যসূয়কাঃ সাধূনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) দ্বিষতঃ (সাধুবিদ্বেষী) ক্রূরান্ (নিষ্ঠুর) নরাধমান্ (নরাধম) অশুভান্ (অশুভকর্মকারী) তান্ (সেই আসুর ব্যক্তিগণকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুরী) যোনিষু এব (যোনিসমূহেই) অজস্রং (অনবরত) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার-মধ্যেই অশুভ-আসুরী যোনিতে সর্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আসুর-ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় ॥ ১৯ ॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) মূঢ়াঃ (সেই মূঢ়গণ) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ (আসুরী যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হয়), [সুতরাং] মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়াই) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) অধমাং (নিকৃষ্ট) গতিং (গতি) যান্তি (লাভ করে) ॥২০॥

মর্মানুবাদ—আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে ॥ ২০ ॥

টীকা—'মামপ্রাপ্যৈব' ইতি, ন তু মাং প্রাপ্যেতি, বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগদ্বাপরান্তেঽবতীর্ণং মাং কৃষ্ণং কংসাদিরূপাস্তে প্রাপ্য প্রদ্বিষন্তোঽপি মুক্তিমেব প্রাপ্নুবন্তীতি। ভক্তিজ্ঞানপরিপাকতো লভ্যামপি মুক্তিং তাদৃশপাপিভ্যোঽপ্যহম্, অপারকৃপাসিন্ধুর্দদামি। "নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ" ইতি শ্রুতয়োঽপ্যাহুঃ। অতঃ পূর্বোক্তো মমৈব সর্বোৎকর্ষো বরীবর্তীতি ভাগবতামৃতকারিকা যথা—"মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি হি স্ফুটম্ ॥" ইতি ॥ ২০ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা (ও) লোভঃ (লোভ) ইদং (এই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) নরকস্য (নরকপ্রাপ্তির) দ্বারম্ (দ্বার) আত্মনঃ (আত্মার) নাশনং (নাশক) তস্মাৎ (অতএব) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনটী) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—আত্মনাশি-নরক-দ্বার তিনপ্রকার—অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ। অতএব উত্তম লোকসকল ঐ তিনটী পরিত্যাগ করিবেন ॥২১॥

টীকা—তদেবমাসুরীঃ সম্পত্তীর্বিস্তার্য প্রোক্তা ইত্যতঃ সাধূক্তম্—"মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি ভারত" ইতি ; কিংবাসুরাণামেতত্ত্রিকমেব স্বাভাবিকমিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি ॥ ২১ ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) তমোদ্বারৈঃ (নরকদ্বার হইতে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত) নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃ

(আপনার) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরতি (সাধন করেন), ততঃ (অনন্তর) পরাং (উৎকৃষ্ট) গতিং (গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ—এই তিনপ্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে, তাহা হইলেই পরাগতি লাভ করিবে। তাৎপর্য এই যে, সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বৈধ-জীবন অবলম্বনপূর্বক ধর্ম আচরণ করিতে করিতে পরাগতি যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূল তত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ সুষ্ঠু থাকিলেই জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ 'অভয়-পদ'-লাভ হয়, তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধি) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) কামচারতঃ (যথেচ্ছভাবে) বর্ততে (কার্যে প্রবৃত্ত হ'ন) সঃ (তিনি) সিদ্ধিং (চিত্তশুদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হ'ন না) সুখং ন (সুখও নহে) পরাং গতিং ন (ও পরাগতিও নহে) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—শাস্ত্রবিধি এই প্রকার ; ইহা পরিত্যাগ-পূর্বক যিনি কামাচারে বর্তমান থাকেন, তিনি সিদ্ধি বা সুখ বা পরা-গতি লাভ করেন না। মূল তত্ত্ব এই যে, মানব সর্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে 'নরাধম' ;—আর ঐন্দ্রিয়-জ্ঞান ও নীতি-সম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা না স্বীকার করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল ; ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যে বিশুদ্ধজ্ঞান-সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, সেও পরা-গতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য যে 'ভক্তি', তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

টীকা—আস্তিক্যবত এব শ্রেয় ইত্যাহ—য ইতি। কামচারতঃ ॥ ২৩ ॥

আস্তিকা এব বিন্দন্তি সদ্গতিং সন্ত এব তে ।
নাস্তিকা নরকং যান্তীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
গীতাসু ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ (কার্যাকার্য-নির্ধারণে) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) তে (তোমার পক্ষে) প্রমাণম্ (প্রমাণস্বরূপ), ইহ (এই কর্মভূমিতে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রবিধানে উক্ত) কর্ম (কর্ম) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) কর্তুম্ (করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ২৪ ॥

ইতি ষোড়শ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত ।

মর্মানুবাদ—অতএব কার্যাকার্য-ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র 'প্রমাণ' । শাস্ত্রের তাৎপর্য যে 'ভক্তি', তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম করিতে যোগ্য হও ॥ ২৪ ॥

আস্তিক্যদ্বারা যে সদ্গতি এবং নাস্তিকসকলের যে নরকলাভ হয়, —ইহাই এই অধ্যায়ের অর্থ ।

ইতি ষোড়শ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগঃ

কথাসার। এই অধ্যায়ে ত্রিবিধ-শ্রদ্ধা, ত্রিবিধ যজ্ঞ, ত্রিবিধ-তপস্যা ও ত্রিবিধ দান বর্ণিত হইয়াছে।

জীবের পূর্বকর্ম-সংস্কারানুরূপ সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ-শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়। সকলেরই নিজ-নিজ চিত্তের অনুরূপ-শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। জীব শ্রদ্ধাময়। সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাসম্পন্ন জনগণ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক জনগণ রজঃপ্রকৃতি যক্ষ-রাক্ষসাদির এবং তামসিক জনগণ তমঃ-প্রকৃতি ভূত-প্রেতগণের পূজা করিয়া থাকে। আসুর-ধর্মে পরিনিষ্ঠিত জনগণ অবিবেকী; তাহারা দম্ভ ও অহঙ্কারসংযুক্ত এবং কামনা, আসক্তি ও আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া শরীরস্থ পঞ্চভূতকে ও অন্তরে অধিষ্ঠিত অন্তর্যামী ভগবান্‌কে ক্লেশ করে এবং শাস্ত্রবিধিবহির্ভূত উৎকট তপস্যা করিয়া থাকে। ত্রিবিধ-গুণানুযায়ী প্রিয় আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দান প্রত্যেকটি ত্রিবিধ। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি জনগণের প্রিয়—আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্ধক এবং রস, স্নেহ ও স্থিরগুণযুক্ত, হৃদয়গ্রাহী আহার। রাজসিক-প্রকৃতি জনগণের প্রিয়—দুঃখ-শোক-রোগপ্রদ অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী আহার। তামসিক-প্রকৃতি ব্যক্তির প্রিয়—ঠাণ্ডা,রসবিহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষ্য দ্রব্য। ত্রিবিধ যজ্ঞের মধ্যে যে যজ্ঞে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই এবং অবশ্যকরণীয়-বিচারে মনকে সমাহিত করিয়া শাস্ত্রবিহিত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ফলাভিসন্ধানপূর্বক দম্ভ-প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজসিক যজ্ঞ। শাস্ত্রবিধিরহিত, অন্নাদ্দিদানশূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা-

হীন ও শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে তামসিক যজ্ঞ বলে। ত্রিবিধ-তপস্যা—শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, অন্তরে বাহিরে পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা—ইহারা শারীরিক-তপস্যা। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও মঙ্গলকর বাক্য এবং বেদপাঠাভ্যাস—বাচিক-তপস্যা। চিত্তের প্রসন্নতা, শান্তভাব, বাক্‌সংযম, চিত্তসংযম, মনোভাবের বিশুদ্ধতা—মানসিক-তপস্যা। ফলকামনারহিত হইয়া পরমশ্রদ্ধার সহিত শারীরাদি-ত্রিবিধ-তপস্যার আচরণ—সাত্ত্বিক-তপস্যা-নামে খ্যাত। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার বশবর্তিতায় অহঙ্কারের সহিত আচরিত তপস্যা—রাজসিক-তপস্যা; ইহা অনিত্য ও অনিশ্চিত। মূর্খোচিত আগ্রহে স্বীয় দেহ ও মনের উৎপীড়নপূর্বক অথবা অপরের উৎসাদনার্থ যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা তামসিক-তপস্যা। ত্রিবিধ দানের মধ্যে—প্রতিদানে অসমর্থ ব্যক্তিকে উপযুক্ত স্থান ও কালে প্রদত্ত দান—সাত্ত্বিক। প্রত্যুপকারের আশায় অথবা পুণ্যাদি-ফলকামনায় মনঃকষ্টে যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা রাজসিক দান। অস্থানে ও অকালে অসমাদরপূর্বক অপাত্রে যে দান প্রদত্ত হয়, তাহা তামসিক দান। 'ওঁ তৎ সৎ'—পরব্রহ্মের এই তিনটী নামের সাহায্যে ব্রহ্মা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ওঁ' এই নাম সর্বশ্রুতিপ্রসিদ্ধ; জগতের কারণরূপে ও অতন্নিরসনদ্বারা প্রসিদ্ধ বলিয়া 'তৎ' এই নাম এবং সর্ব-আদি ও সর্ব-কারণ-কারণ বলিয়া 'সৎ' এই নাম। সর্বদা 'ওঁ' এই নাম উচ্চারণ-পূর্বক বেদবাদিগণ শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ-কার্যাদি করিয়া থাকেন। মোক্ষকামিগণ ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া ঐ সকল কার্যে 'তৎ' এই নাম উচ্চারণ করেন। সদ্ভাবে ও সাধুভাবে এবং শুভ কর্মে 'সৎ'-নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে প্রকৃত তাৎপর্যের উদ্দেশ-পূর্বক যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাও 'সৎ'-শব্দবাচ্য। ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে কৃত কর্মও 'সৎ'-শব্দে অভিহিত। অশ্রদ্ধায় কৃত হোম, দান ও তপস্যাদি-

কর্ম 'অসৎ'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত ; কি ইহলোকে, কি পরলোকে তাহা ফলপ্রসূ হয় না।

অর্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন), কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধি) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগপূর্বক) শ্রদ্ধয়া তু অন্বিতাঃ (অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (দেবাদি-পূজা করিয়া থাকে) তেষাং (তাহাদের) নিষ্ঠা (নিষ্ঠা) কা (কিরূপ)—সত্ত্বম্ (সাত্ত্বিকী) আহো (অথবা) রজঃ (রাজসী) তমঃ (বা তামসী) ? ১ ॥

মর্ম্মানুবাদ—এতাবৎ শ্রবণ করতঃ অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, আমার একটী সংশয় উপস্থিত হইল। আপনি কহিয়াছেন (৪।৩৯) যে, 'শ্রদ্ধাবান্ লোকই জ্ঞানলাভ করেন' ; পুনরায় বলিলেন (১৬।২৩) যে, 'শাস্ত্রবিধি-ত্যাগপূর্বক যিনি কামসহকারে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহার সিদ্ধি, সুখ বা পরাগতি হয় না'। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, 'শ্রদ্ধা' যদি শাস্ত্রবিপরীত-রূপে (অনুশীলিত) হয়, তবে কি হয় ? সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্বসংশুদ্ধি, তাহা লাভ করিবে কি না ? অতএব আমাকে স্পষ্ট বলুন, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক শ্রদ্ধাশ্রয়ে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে 'সাত্ত্বিক', কি 'রাজসিক', কি 'তামসিক' বলা যাইবে ? ১ ॥

টীকা—অথ সপ্তদশে বস্তু সাত্ত্বিকং রাজসং তথা।
তামসঞ্চ বিবিচ্যোক্তং পার্থপ্রশ্নোত্তরং যথা ॥

নন্থ আসুরসর্গমুক্ত্বা তদুপসংহারে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে

কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥” ইতি ত্বয়োক্তং, তত্রাহমিদং জিজ্ঞাসে ইত্যাহ—যে ইতি। যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারতো বর্তন্তে, কিন্তু কামভোগরহিতা এব শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তপোযজ্ঞ-জ্ঞানযজ্ঞ-জপযজ্ঞাদিকং কুর্বন্তি, তেষাং কা নিষ্ঠা স্থিতিঃ কিমালম্বনমিত্যর্থঃ। তৎ কিং সত্ত্বম্ আহোস্বিৎ রজঃ অথবা তমঃ, তৎ ব্রূহীত্যর্থঃ॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন), দেহিনাং (দেহীদিগের) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী) রাজসী চ এব (রাজসী) তামসী চ (ও তামসী) ইতি (এই) ত্রিবিধা (ত্রিবিধ) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) ভবতি (হইয়া থাকে) সা (তাহা) স্বভাবজা (পূর্ব-শুভাশুভ-সংস্কার হইতে গঠিত) [শাস্ত্রজন্য-শ্রদ্ধা অন্যপ্রকার] ; তাং (ত্রিবিধ-‘শ্রদ্ধা’র কথা) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ২॥

মর্মানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—দেহীদিগের স্বভাবজনিত-শ্রদ্ধা তিনপ্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী॥ ২॥

টীকা—ভো অর্জুন! প্রথমং শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজতাং নিষ্ঠাং শৃণু, পশ্চাৎ শাস্ত্রবিধিত্যাগিনাং নিষ্ঠাং তে বক্ষ্যামীত্যাহ—ত্রিবিধেতি। স্বভাবঃ প্রাচীনসংস্কারবিশেষঃ তস্মাৎ জাতা শ্রদ্ধা ; সা চ ত্রিবিধা॥ ২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) সর্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা)

সত্ত্বানুরূপা (বিশিষ্টসংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপা) ভবতি (হইয়া থাকে), অয়ং (এই) পুরুষঃ (পুরুষ) শ্রদ্ধাময়ঃ (ত্রিবিধশ্রদ্ধাবিশিষ্ট), যঃ (যে) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যাদৃশ পুজ্যে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট) সঃ (সে) [পুজক] স এব (তাদৃশ গুণবান্) ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—হে ভারত, সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময়। যে-পুরুষের যে-প্রকার সত্ত্ব, তাহার সেইরূপই শ্রদ্ধা ; যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা, সে—'তৎস্বরূপ'। মূল-তত্ত্ব এই যে, জীব—স্বভাবতঃ মদংশ, অতএব নির্গুণ ; আমার সম্বন্ধ-বিস্মৃতিপ্রযুক্ত জীব 'সগুণ' হইয়াছে ; এই বদ্ধদশায় প্রবেশ-অবধি প্রাচীনসংস্কারবশতঃ তাহার একটী সগুণ স্বভাব হইয়াছে ; সেই স্বভাব হইতেই তাহার অন্তঃকরণের গঠন। সেই অন্তঃকরণকেই 'সত্ত্ব' বলি ; সত্ত্বসংশুদ্ধিই 'অভয়-পদ'। সংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধা—নির্গুণ ভক্তিবীজ এবং অসংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধা—সগুণ। শ্রদ্ধা যতদিন নির্গুণ বা নির্গুণের উদ্দেশিনী না হয়, তৎকাল-পর্যন্ত তাহারই নাম 'কাম' ; কামাত্মিকা সগুণ-শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করি, শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

টীকা—সত্ত্বম্ অন্তঃকরণং ত্রিবিধং—সাত্ত্বিকং, রাজসং, তামসঞ্চ, তদনুরূপা সাত্ত্বিকান্তঃকরণানাং সাত্ত্বিক্যেব শ্রদ্ধা, রাজসান্তঃকরণানাং রাজস্যেব, তামসান্তঃকরণানাং তামস্যেব ইত্যর্থঃ। যচ্ছ্রদ্ধঃ যস্মিন্ যজনীয়ে দেবে অসুরে রাক্ষসে বা শ্রদ্ধাবান্ যো ভবতি, স স এব ভবতি তত্তৎ-শব্দেনৈব ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ (সত্ত্বপ্রকৃতি-দেবতা-সমূহকে) যজন্তে (পুজা করেন), রাজসাঃ (রাজস ব্যক্তিগণ) যক্ষরক্ষাংসি

(যক্ষ-রাক্ষসগণকে), অন্যে (অপর) তামসাঃ (তামস) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (প্রেত ও ভূতগণকে) যজন্তে (পূজা করে) ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুবাদ—সাত্ত্বিক- শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতাদিগকে, রাজসিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে এবং তামসিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূতপ্রেতদিগকে যজন করে ॥ ৪ ॥

টীকা—উক্তমর্থং স্পষ্টয়তি—সাত্ত্বিকান্তঃকরণাঃ সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া সাত্ত্বিকশাস্ত্র-বিধিনা সাত্ত্বিকান্ দেবানেব যজন্তে, দেবেষ্বেব শ্রদ্ধাবত্ত্বাৎ দেবা এবোচ্যন্তে। এবং রাজসাঃ রাজসান্তঃকরণাঃ ইত্যাদি বিবরিতব্যম্ ॥ ৪ ॥

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কাম, আসক্তি ও বলবিশিষ্ট) যে (যে-সকল) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (ব্যক্তি) শরীরস্থং (শরীরস্থ) ভূতগ্রামম্ (ভূতসমূহকে) অন্তঃ-শরীরস্থং (শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত) মাং চ এব (আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (আজ্ঞালঙ্ঘনদ্বারা কৃশ করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতং (অশাস্ত্রবিহিত) ঘোরং (ভীষণ) তপঃ (তপস্যা) তপ্যন্তে (করে) তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (অতি ক্রূর-বুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥৫-৬॥

মর্ম্মানুবাদ—যে-সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বলযুক্ত, তথা দম্ভ ও অহঙ্কারবিশিষ্ট লোকগণ অবলম্বন করে। যাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন তপস্যাদ্বারা কর্ষণ করে, সুতরাং তদন্তঃস্থিত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয়, তাহারা আসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত ॥ ৫-৬ ॥

টীকা—যত্ত্বয়া পৃষ্টং—"যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য (কামভোগরহিতাঃ) শ্রদ্ধয়া যজন্তে তেষাং কা নিষ্ঠা" ইতি, তস্যোত্তরমধুনা শৃণ্বিত্যাহ—অশাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাম্। ঘোরং প্রাণিভয়করং তপস্তপ্যন্তে কুর্বন্তীত্যুপলক্ষণম্ ইদং জপযাগাদিকমপি অশাস্ত্রীয়ং কুর্বন্তি। কামাচরণ-রাহিত্যং শ্রদ্ধান্বিতত্বঞ্চ স্বত এব লভ্যতে। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা ইতি—দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং বিনা শাস্ত্র-বিধ্যুল্লঙ্ঘনানুপপত্তেঃ; 'কামঃ' স্বস্যাজরামরত্বরাজ্যাদ্যভিলাষঃ; রাগ-স্তপস্যাসক্তিঃ; 'বলং' হিরণ্যকশিপুপ্রভৃতীনামিব তপঃকরণসামর্থ্যং, তৈরন্বিতাঃ শরীরস্থমারম্ভকত্বেন দেহস্থিতম্। ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তঃ কৃশীকুর্বন্তঃ মাঞ্চ মদংশভূতং জীবঞ্চ দুঃখয়ন্তঃ। আসুরনিশ্চয়ান্ অসুরাণামেব নিষ্ঠায়াং স্থিতানিত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বস্য (সমস্ত প্রাণীর) প্রিয়ঃ (প্রিয়) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ (ত্রিবিধ) ভবতি (হয়) তথা (এবং) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) দানম্ (ও দান) [ত্রিবিধম্] [তিন প্রকার] ; তেষাম্ (সেই সকলের) ইমং (এই) ভেদং (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—মানবগণের আহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ ; তদ্রূপ তাহাদের যজ্ঞ, তপঃ এবং দানও তদ্ভেদে 'ত্রিবিধ' বলিয়া জানিবে ॥ ৭ ॥

টীকা—তদেবং যে শাস্ত্রবিধিত্যাগিনঃ কামচারেণ বর্তন্তে পূর্বা-ধ্যায়োক্তাঃ, যে চাস্মিন্নধ্যায়ে আসুরশাস্ত্রবিধিনা যক্ষরক্ষঃপ্রেতাদীন্ যজন্তে, যে চ অশাস্ত্রীয়ং তপ-আদিকং কুর্বন্তি, তে সর্বে আসুরসর্গমধ্যগতা এব ভবন্তি ইতি প্রকরণার্থঃ। তথাপ্যাহারাদীনাং বক্ষ্যমাণানাং ত্রৈবিধ্যং

তদ্বতাং যথাযোগং দৈবমাসুরঞ্চ সর্গং স্বয়মেব বিবিচ্য জানীহি ইত্যাহ—আহারস্ত্বিত্যাদি-ত্রয়োদশভিঃ ॥ ৭ ॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ (আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্ধনকারী) রস্যাঃ (রসযুক্ত) স্নিগ্ধাঃ (স্নিগ্ধ) স্থিরাঃ (স্থির) হৃদ্যাঃ (হৃদ্য) আহারাঃ (ভক্ষ্যভোজ্যাদি) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকগণের প্রিয়) ॥ ৮ ॥

মর্মানুবাদ—সাত্ত্বিকপ্রিয় আহারসকল—আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবিবর্ধক ; উহারা—রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্যকারী ও দেহের হিতকারী ॥ ৮ ॥

টীকা—আয়ুরিতি—সাত্ত্বিকাহারবতাম্ আয়ুর্বর্ধতে ইতি প্রসিদ্ধিঃ, সত্ত্বমুৎসাহঃ, রস্যা ইতি কেবলগুড়াদীনাং রস্যত্বেঽপি রূক্ষত্বম্, অত আহ—স্নিগ্ধা ইতি ; দুগ্ধফেনাদীনাং রস্যত্বস্নিগ্ধত্বেঽপি অস্থৈর্যম্, অত আহ—স্থিরা ইতি ; পনসফলাদীনাং রস্যত্বস্নিগ্ধত্বস্থিরত্বেঽপি হৃদুদরাহিতত্বম্, অত আহ—হৃদ্যা হৃদুদরহিতা ইতি ; তেন স-গব্যশর্করা-শালিগোধূমান্নাদয়ঃ এব রস্যত্বাদিচতুষ্টয়গুণবত্ত্বাৎ সাত্ত্বিকলোকপ্রিয়া জ্ঞেয়াঃ, তেষাং প্রিয়ত্বে সত্যেব সাত্ত্বিকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ম্। কিঞ্চ, গুণচতুষ্টয়বত্ত্বেঽপি অপাবিত্র্যে সতি সাত্ত্বিকপ্রিয়তাদর্শনাৎ অত্র পবিত্রা ইত্যপি বিশেষণং দেয়ং, তামসপ্রিয়েষু 'অমেধ্য'-পদ-দর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অত্যম্ল,

অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহারসমুদয়) রাজসস্য (রাজস ব্যক্তির) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ॥ ৯ ॥

মর্মানুবাদ—নিম্বাদি অতিকটু, অত্যম্ল, লবণ ও অত্যুষ্ণ, অতি-তীক্ষ্ণ লঙ্কা-মরিচাদি, অতিবিদাহি-ভৃষ্টচণক-সর্ষপাদি এবং দুঃখ-শোক-রোগকারী আহারসকল—রাজস-লোকের প্রিয় ॥ ৯ ॥

টীকা—'অতি'-শব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে। অতিকটুর্নিম্বাদিঃ ; 'অত্যম্ললবণোষ্ণঃ' প্রসিদ্ধ এব ; 'অতিতীক্ষ্ণো' মূলিকাবিষাদিঃ মরীচ্যাদ্যো বা ; 'অতিরূক্ষো' হিঙ্গুকো দ্রবাদিঃ ; 'বিদাহী' দাহকরঃ ভৃষ্টচণকাদিঃ,—এতে দুঃখাদিপ্রদাঃ। তত্র দুঃখং তাৎকালিকো রসনাকণ্ঠাদিসন্তাপঃ শোকঃ পশ্চাত্তাবিদৌর্মনস্যম্ আময়ো রোগঃ ॥ ৯ ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যাতযামং (প্রহরপূর্বে পক্ব) গতরসং (রসহীন) পূতি (দুর্গন্ধ) পর্যুষিতং চ (রাত্রিব্যবহিত) উচ্ছিষ্টম্ (অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট) অপি চ অমেধ্যং (ও অপবিত্র) যৎ (যে) ভোজনং (আহার) [তৎ] [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামসগণের প্রিয়) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—একপ্রহরের অধিক-কাল পক্ব হইয়া থাকিলে যে খাদ্যদ্রব্য শৈত্য লাভ করে (এরূপ পর্যুষিত খাদ্য), নীরস খাদ্য, যে খাদ্যে পূতি-গন্ধ হইয়াছে, যে খাদ্য পূর্বদিনে পক্ব হইয়া পর্যুষিত আছে, তৎসমুদয় এবং গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও মদ্য-মাংসাদি অমেধ্যদ্রব্য-সকল—তামস লোকের প্রিয় ॥ ১০ ॥

টীকা—যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্বস্যোদনাদেস্তৎ যাতযামং

শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ ; গতরসং ত্যক্তস্বাভাবিকরসং নিষ্পীড়িতরসং পক্কাম্রত্বগষ্ট্যাদিকং বা, পূতি দুর্গন্ধং, পর্যুষিতং দিনান্তরং পক্কম্, উচ্ছিষ্টং গুর্বাদিভ্যোঽন্যেষাং ভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যম্ অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি। ততশ্চৈবং পর্যালোচ্য স্বহিতৈষিভিঃ সাত্ত্বিকাহার এব সেব্য ইতি ভাবঃ। বৈষ্ণবৈস্তু সোঽপি ভগবদনিবেদিতস্ত্যাজ্য এব, ভগবন্নিবেদিতমন্নাদিকন্তু নির্গুণ-ভক্তলোকপ্রিয়মিতি শ্রীভাগবতাজ্‌জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ব্যক্তিগণকর্তৃক) মনঃ সমাধায় (মনকে একাগ্র করিয়া) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ কর্তব্যই) ইতি (এইরূপ) বিধিদিষ্টঃ (বিধিবাক্যাদিষ্ট) যঃ (যে) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—যজ্ঞের ভেদ এই যে, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, বিধিসম্মতকর্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই 'সাত্ত্বিক' যজ্ঞ ॥ ১১ ॥

টীকা—অথ যজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি। ফলা-কাঙ্ক্ষারাহিত্যে কথং যজ্ঞে প্রবৃত্তিরত আহ—যষ্টব্যমেবেতি। স্বানুষ্ঠেয়ত্বেন শাস্ত্রোক্তত্বাদবশ্যকর্তব্যমেতদিতি মনঃ সমাধায় ॥ ১১ ॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অপি তু (কিন্তু) ফলম্ (ফল) অভিসন্ধায় (কামনা করিয়া) দম্ভার্থম্ এব চ (এবং স্বমহিমখ্যাপনার্থই) যৎ (যে) ইজ্যতে (যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়), ভরতশ্রেষ্ঠ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) তং (সেই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) রাজসং (রাজস বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুবাদ—ফলাভিসন্ধির সহিত এবং দম্ভের জন্য কৃত যজ্ঞকে 'রাজস-যজ্ঞ' বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—[পণ্ডিতগণ] বিধিহীনম্ (শাস্ত্রবিধিবর্জিত) অসৃষ্টান্নং (অন্নাদিদানবর্জিত) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রস্বর ও বর্ণহীন) অদক্ষিণং (যথোক্ত-দক্ষিণাশূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামস) পরিচক্ষতে (বলিয়া থাকেন) ॥ ১৩ ॥

মর্ম্মানুবাদ—বিধিহীন, অন্নদান-রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা-হীন ও শ্রদ্ধা-রহিত যজ্ঞই 'তামস-যজ্ঞ'; এস্থলে নিতান্ত স্বরূপভ্রষ্ট বলিয়া তামস-শ্রদ্ধাকে 'শ্রদ্ধা' বলিয়া স্বীকার করা গেল না ॥ ১৩ ॥

টীকা—'অসৃষ্টান্নম্' অন্নদানরহিতম্ ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ-গণের পুজা) শৌচম্ (শৌচ) আর্জবং (সরলতা) ব্রহ্মচর্যম্ (ব্রহ্মচর্য) অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং (শারীরিক) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুবাদ—তপস্যার ভেদ এই যে—দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পুজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা,—ইহারা 'শরীরসম্বন্ধি'-তপঃ ॥ ১৪ ॥

টীকা—তপসস্ত্রৈবিধ্যং বদন্ প্রথমং সাত্ত্বিকস্য তপসস্ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদি-ত্রিভিঃ ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অনুদ্বেগকরং (অন্যের অদুঃখজনক) সত্যং (প্রামাণিক) প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতকর) যৎ (যে) বাক্যং (বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (ও বেদাভ্যাস) বাঙ্‌ময়ং (বাচিক) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্য ও ব্যবহার এবং বেদপাঠ ও অভ্যাস—'বাঙ্ময়' তপঃ ॥ ১৫ ॥

টীকা—অনুদ্বেগকরং—সম্বোধ্য ভিন্নানামপ্যনুদ্বেজকম্ ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—মনঃপ্রসাদঃ (মনের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা) মৌনম্ (মৌন) আত্মবিনিগ্রহঃ (মনঃসংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (ব্যবহারে কপটতাবর্জন) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং (মানসিক) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—চিত্তপ্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবসংস্কারই 'মানস' তপঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্রিবিধং নরৈঃ ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) যুক্তৈঃ (একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (পুরুষগণকর্তৃক) পরয়া (অতিশয়) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তৎ (পূর্বোক্ত) ত্রিবিধং (তিনপ্রকার) তপঃ (তপস্যাকে) [শিষ্টগণ] সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলেন) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ –নিষ্কাম ব ক্তির দ্বারা পরা-শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা-সহকারে এই ত্রিবিধ তপঃ কৃত হইলে সাত্ত্বিক-তপস্যা পর্যনুষ্ঠিত হয় ॥ ১৭ ॥

টীকা – ত্রিবিধম্ উক্তলক্ষণং কায়িকবাচিকমানসম্ ॥ ১৭ ॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—সৎকারমানপূজার্থং (বাচিক, দৈহিক ও আর্থিক পূজালাভের জন্য) দম্ভেন চ এব (দম্ভপূর্বক) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) ইহ (এই লোকে) চলম্ (চঞ্চল) অধ্রুবং (ক্ষণিক) রাজসং (রাজস) [বলিয়া] প্রোক্তম্ (কথিত) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ –'আমাকে সাধু বলিবে' এই মানসে মান ও পূজা-লাভের জন্য দম্ভের সহিত যে তপঃ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত 'রাজস' তপঃ ॥ ১৮ ॥

টীকা—'সৎকারঃ' সাধুরয়মিত্যন্যৈঃ কর্তব্যা বাক্পূজা ; 'মানঃ' প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিভিরন্যৈঃ কর্তব্যা দৈহিকী পূজা ; 'পূজা' অন্যৈর্দীয়-মানৈর্ধনাদিভির্ভাবিনী যা মানসী পূজা। তদর্থং দম্ভেন চ যৎ ক্রিয়তে তদ্রাজসং তপঃ ; 'চলং' কিঞ্চিৎকালিকম্, 'অধ্রুবম্' অনিয়তসৎকারাদি-ফলকম্ ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেকজনিত দুরাগ্রহদ্বারা) আত্মনঃ (নিজেকে) পীড়য়া (পীড়া দিয়া) পরস্য বা (বা পরের) উৎসাদনার্থং (বিনাশের জন্য) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ

(তাহা) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হইয়াছে) ॥১৯॥

মর্মানুবাদ—মূঢ়বুদ্ধির সহিত আত্মপীড়া-দ্বারা এবং পরের বিনাশার্থ যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'তামস' ॥ ১৯ ॥

টীকা—'মূঢ়গ্রাহেণ' মৌঢ্যগ্রহণেন ; 'পরস্যোৎসাদনার্থং' বিনাশার্থম্ ॥ ১৯ ॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারাসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (পুণ্যক্ষেত্রে) কালে চ (পুণ্যকালে) পাত্রে চ (তপস্যা ও বিদ্যাদিগুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে) দাতব্যম্ (দান কর্তব্য) ইতি (এই বুদ্ধিতে) যৎ দানং (যে দান) দীয়তে (প্রদত্ত হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক [বলিয়া] স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—দানের ভেদ এই যে, যিনি কোন উপকার করেন নাই, তাঁহাকে কর্তব্য-বোধে দেশ, কাল ও পাত্র বিচারপূর্বক যে দান করা যায়, তাহাই 'সাত্ত্বিক' ॥ ২০ ॥

টীকা—দাতব্যমিত্যেবং নিশ্চয়েন, ন তু ফলাভিসন্ধিনা যদ্দানম্ ॥ ২০ ॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১

অন্বয়ঃ—যৎ তু (আর যাহা) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকার-লাভের জন্য) বা (বা) ফলম উদ্দিশ্য (ফলের উদ্দেশে) পুনঃ চ পরিক্লিষ্টং (ও পশ্চাৎ তাপযুক্ত-ভাবে) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২১ ॥

মর্ম্মানুবাদ—প্রত্যুপকার আশা করিয়া বা স্বর্গাদি-লাভের উদ্দেশে পশ্চাত্তাপসহকারে যে দান, তাহাই 'রাজস' ॥ ২১ ॥

টীকা—পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়িতমিতি পশ্চাত্তাপযুক্তম্; যদ্বা, দিৎসায়া অভাবেঽপি গুর্বাদ্যাজ্ঞানুরোধবশাদেব দত্তম্; 'পরিক্লিষ্টম্' অকল্যাণদ্রব্যকর্মকং বা ॥ ২১ ॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অদেশকালে (অযোগ্য দেশ ও অযোগ্য কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও অযোগ্য পাত্রে) অসৎকৃতম্ (অনাদর) অবজ্ঞাতং (ও অবজ্ঞাসহ-কৃত) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (প্রদত্ত হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২ ॥

মর্ম্মানুবাদ—যে-স্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে, যে-কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেই কালে, এবং নর্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রে যে দান, তাহাই 'তামস'; সৎপাত্রকে অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলেও 'তামস' দান হয় ॥ ২২ ॥

টীকা—অসৎকারোঽবজ্ঞায়াঃ ফলম্ ॥ ২২ ॥

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ওঁ তৎ সৎ (ওঁ তৎ সৎ) ইতি (এই) ত্রিবিধ (তিনপ্রকার) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নির্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ [শাস্ত্রে] (উক্ত হইয়াছে), তেন (সেই নাম-ব্রহ্মদ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণ) বেদাঃ চ (বেদ) যজ্ঞাঃ চ

(ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্বকালে) বিহিতাঃ (নির্মিত হইয়াছে) ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ (সেই হেতু) 'ওঁ' ইতি ('ওঁ' এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবাদিগণের) বিধানোক্তাঃ (বেদোক্ত) যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কর্ম) সততং (সর্বদা) প্রবর্তন্তে (অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—এখন তাৎপর্য বলিতেছি, শুন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার,—এই সমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ। সগুণ-অবস্থায় ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সগুণ ও অকিঞ্চিৎকর। যখন নির্গুণ-শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল কর্ম কৃত হয়, তখনই উহারা সত্ত্বসংশুদ্ধি-রূপ অভয়লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে সর্বত্রই সেই পরা-শ্রদ্ধার সহিত কর্মানুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে। শাস্ত্রে 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি ব্রহ্ম-নির্দেশক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় ; সেই ব্রহ্ম-নির্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ-সমুদায়ও বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্র-বিধি পরিত্যাগপূর্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে, তাহা সগুণ, অব্রহ্মনির্দেশক এবং কামফলদায়ক হইবে। অতএব শাস্ত্র-বিধানেই পরা-শ্রদ্ধার ব্যবস্থা। তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যে সংশয়, তাহা—কেবল অবিবেকজনিত। এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মোদ্দেশক ওঁ-শব্দ ব্যবহারপূর্বক সমস্তশাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন ॥ ২৩-২৪ ॥

টীকা—তদেবং তপোযজ্ঞাদীনাং ত্রৈবিধ্যং সামান্যতো মনুষ্যমাত্রমধি-কৃত্যোক্তম্। তত্র যে সাত্ত্বিকেষপি মধ্যে ব্রহ্মবাদিনঃ, তেষান্তু ব্রহ্মনির্দেশ-পূর্বকা এব যজ্ঞাদয়ো ভবন্তীত্যাহ—ওঁ তৎ সদিত্যেবং ব্রহ্মণো নির্দেশঃ নাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈর্দর্শিতঃ। তত্র ওমিতি—সর্বশ্রুতিষু প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মণো নাম ; জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধেঃ অতন্নিরসনেন চ প্রসিদ্ধেস্তদিতি

চ; "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ সদিতি চ। যস্মাৎ 'ওঁ তৎ সৎ'-শব্দবাচ্যেন ব্রহ্মণৈব ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ কৃতাঃ, তস্মাৎ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম উদাহৃত্য উচ্চার্য বর্তমানানাং ব্রহ্মবাদিনাং যজ্ঞাদয়ঃ প্রবর্তন্তে ॥ ২৩-২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ ইতি ('তৎ' এই শব্দ) [উদাহৃত্য] [উচ্চারণপূর্বক] ফলম্ (ফল) অনভিসন্ধায় (কামনা না করিয়া) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুগণকর্তৃক) বিবিধাঃ (নানাপ্রকার) যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ ও তপস্যা) দানক্রিয়াঃ চ (এবং দানক্রিয়া) ক্রিয়ন্তে (সম্পাদিত হয়) ॥২৫॥

মর্মানুবাদ—এই জড়-বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য 'অতৎ' বস্তুর অতীত যে 'তৎ' বস্তু, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎফল ত্যাগপূর্বক যজ্ঞ, তপঃ, দানাদি বিবিধ ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥

টীকা—তদিতি উদাহৃত্যেতি পূর্বস্যানুষঙ্গঃ। অনভিসন্ধায় ফলাভিসন্ধি-মকৃত্বা ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) সদ্ভাবে (ব্রহ্মত্বে) সাধুভাবে চ (ও ব্রহ্মজ্ঞত্বে) সৎ ইতি এতৎ ('সৎ' এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) তথা (এবং) প্রশস্তে কর্মণি (উপনয়নাদি-মাঙ্গলিক কর্মে) সৎ-শব্দঃ ('সৎ'-শব্দ) যুজ্যতে (ব্যবহৃত হয়) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—'সৎ'-শব্দে 'ব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্মবাদী'তেই অর্থ-সঙ্গতি হয়; তদ্রূপ তদুদ্দেশক প্রশস্ত কর্মসমূহকে 'সৎ'-শব্দে বুঝাইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

টীকা—ব্রহ্মবাচকঃ সচ্ছব্দঃ প্রশস্তেষপি বর্ততে, তস্মাৎ প্রশস্তমাত্রে

কর্মণি প্রাকৃতেঽপ্রাকৃতেঽপি সচ্ছব্দঃ প্রযোক্তব্যঃ ইত্যাশয়েনাহ—সদ্ভাবে ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে ব্রহ্মত্বে সাধুভাবে ব্রহ্মবাদিত্বে প্রযুজ্যতে সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞে (যজ্ঞে) তপসি (তপস্যায়) দানে চ (ও দানে) স্থিতিঃ (অবস্থান) সৎ ইতি চ ('সৎ' বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হয়); তদর্থীয়ং (ঈশ্বরার্থ) কর্ম চ এব (মন্দিরনির্মাণ ও মন্দিরমার্জনাদি কর্মও) সৎ ইতি এব ('সৎ' বলিয়াই) অভিধীয়তে (কথিত হয়) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানেও 'সৎ'-শব্দের তাৎপর্য; যেহেতু ঐসকল ক্রিয়া তদর্থক অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলে 'সৎ'-শব্দ লাভ করে; ব্রহ্মোদ্দেশক না হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি-ক্রিয়া, সমস্তই 'অসৎ'। সমস্ত জড়ীয়কর্মই জীবের স্বরূপবিরোধী, কিন্তু যে-সময়ে ঐ সকল কর্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পরাভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে, তখন ঐসকল ক্রিয়াও জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিরূপ কৃষ্ণদাস্যের উপযোগী হয় ॥ ২৭ ॥

টীকা—যজ্ঞাদৌ স্থিতিঃ যজ্ঞাদিতাৎপর্যেনাবস্থানমিত্যর্থঃ। তদর্থীয়ং কর্ম ব্রহ্মপরিচর্যোপযোগি যৎ কর্ম ভগবন্মন্দিরমার্জনাদিকং, তদপি ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধায়) হুতং (হোম) দত্তং (দান) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তপঃ (তপস্যা) যৎ চ (ও অন্যান্য যাহা) কৃতং (কৃত হয়) তৎ (সেই সমুদয়) অসৎ ইতি ('অসৎ' বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হয়) ; পার্থ ! (হে পার্থ !) [তৎ] [তাহা] নো চ প্রেত্য (না পরকালে) ন ইহ (না ইহকালে) [ফলতি] [ফলদান করে] ॥ ২৮ ॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, নির্গুণ-শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমুদায়ই 'অসৎ' ; সেই সকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল কোনকালেই উপকার করে না। অতএব শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ-শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন ; শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ-শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। নির্গুণ-শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ ॥ ২৮ ॥

এই অধ্যায়ে শুদ্ধসত্ত্বাশ্রিতা শ্রদ্ধা-সহকারে কৃত ভগবৎকর্মসকলই জীবের মোক্ষ সাধন করে, ইহাই কথিত হইল।

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়ের মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

টীকা—সৎকর্ম শ্রুতং, তথা অসৎকর্ম কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—অশ্রদ্ধয়া ইতি। 'হুতং' হবনং, 'দত্তং' দানং, 'তপঃ' তপ্তম্ ; 'কৃতং' যদন্যচ্চাপি কর্ম কৃতং, তৎ সর্বমসদিতি হুতমপ্যহুতমেব দত্তমপ্যদত্তমেব তপোঽপ্যতপ্তমেব কৃতমপ্যকৃতমেব ; যতস্তৎ ন প্রেত্য ন পরলোকে ফলতি নাপীহলোকে ফলতি ॥ ২৮ ॥

উক্তেষু বিবিধেষেব সাত্ত্বিকং শ্রদ্ধয়া কৃতম্।
যৎ স্যাত্তদেব মোক্ষার্হমিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বয়ং সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষ-যোগঃ

কথাসার। পরমার্থ-নির্ণয়াত্মক এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য, কর্ম-সম্পাদনের পাঁচটী কারণ, কর্মের প্রবর্তক ও আশ্রয়, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ—ইহাদের প্রত্যেকের ত্রিবিধ ভেদ; বর্ণচতুষ্টয়ের স্বাভাবিক কর্ম, বর্ণীদের তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায়, ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির উপায়, ব্রহ্মভাবোপলব্ধির ফল, ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভের উপায়, কর্মের করণ ও অকরণ-সম্বন্ধে জীবের স্বতন্ত্রতা, অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যতর ও গুহ্যতম উপদেশ, গীতোপদেশের অপাত্র, গীতা-কীর্তন ও শ্রবণের ফল প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কাম্য কর্মের পরিত্যাগ—'সন্ন্যাস' এবং সকল কর্মের ফলত্যাগ 'ত্যাগ'-নামে অভিহিত। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাকে, সুতরাং ত্যাজ্য নহে—অবশ্য কর্তব্য, তবে আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্বক এই তিনটী কর্ম করিতে হইবে। **ত্রিবিধ-ত্যাগ**—মোহবশতঃ নিত্য-কর্মের ত্যাগ—'তামস' ত্যাগ। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্মত্যাগ—'রাজস' ত্যাগ এবং আসক্তি ও কর্মফলত্যাগপূর্বক কর্তব্য-বুদ্ধিতে নিত্য-কর্মের অনুষ্ঠান—'সাত্ত্বিক'-ত্যাগ। সত্ত্বগুণসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়রহিত, সাত্ত্বিক ত্যাগী দুঃখপ্রদ কর্মে দ্বেষ করেন না, পক্ষান্তরে সুখপ্রদ কর্মেও আসক্ত হ'ন না। দেহধারী জীবের পক্ষে নিঃশেষে কর্মত্যাগ সম্ভবপর নহে। কর্মফল ত্রিবিধ—ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র; সকাম কর্মিগণের মৃত্যুর পরে তাহা পরকালে সংঘটিত হয়, কিন্তু প্রকৃত ত্যাগিগণের কদাচ তাহা হয় না। বেদান্তশাস্ত্রে কর্মবিষয়ক সিদ্ধান্তে কর্মের সিদ্ধি-বিষয়ে পাঁচটী কারণ—

১। শরীর, ২। অহঙ্কার, ৩। বিবিধ ইন্দ্রিয়গণ, ৪। শারীরিক-মানসিক নানাবিধা চেষ্টা ৫। দৈব, অদৃষ্ট বা অন্তর্যামী। আত্মাকে বা জীবকে কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করা অমার্জিত-বুদ্ধির কার্য ; তাহাতে প্রকৃত দর্শন হয় না। কর্মফলে নির্লিপ্ত ব্যক্তিই যথার্থ সুবুদ্ধি। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটী কর্মপ্রবৃত্তির হেতু ; কর্তা, কর্ম ও করণ—এই তিনটী কর্মের আশ্রয়। জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা—ইহারা গুণভেদানুসারে তিন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। **ত্রিবিধ জ্ঞান**—অখণ্ড, অদ্বয়জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান ; স্বরূপতঃ পৃথক্ বা খণ্ড খণ্ড জ্ঞানই রাজস জ্ঞান, আর খণ্ড বস্তুকে পূর্ণ জ্ঞানই তামস জ্ঞান। **ত্রিবিধ কর্ম**—ফলকামনাশূন্য হইয়া অনাসক্তভাবে নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান সাত্ত্বিক কর্ম ; ফল-কামনায় অতিশয় অহঙ্কারের সহিত কৃত বহুক্লেশপূর্ণ কর্ম—রাজস কর্ম, এবং পরিণাম, ক্ষয়, হিংসা ও শক্তি পর্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ কৃত কর্ম—তামস কর্ম। **ত্রিবিধ কর্তা**—আসক্তি ও অহঙ্কারশূন্য, ধৈর্য ও উৎসাহশীল, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার কর্তা সাত্ত্বিক ; আসক্তিযুক্ত, কর্মফলকামী, লোভী হিংসাপরায়ণ, অনাচারী ও হর্ষশোকাকুল কর্তা রাজস এবং অস্থিরচিত্ত, অবিবেকী, অনম্র, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, অবসন্নভাব ও দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামস। **ত্রিবিধা বুদ্ধি**—যে বুদ্ধিদ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধ ও মোক্ষ জানা যায়, তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ; যে বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্যক্ প্রকারে জানা যায় না, তাহা রাজসী বুদ্ধি এবং যে বুদ্ধিদ্বারা সকল বিষয়ের বিপরীত ধারণা (যথা ধর্মকে অধর্ম-জ্ঞান) হয়, তাহা তামসী বুদ্ধি। **ধৃতিত্রয়**—চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ যে অব্যভিচারিণী ধৃতিদ্বারা দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নিয়মিত করা যায়, তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি ; যে ধৃতিদ্বারা কর্মীর ধর্ম, অর্থ ও কামকে প্রধান বলিয়া ধারণা হয় এবং তৎফলে জনগণ ফলকামী হয়, তাহা রাজসী ধৃতি এবং যে ধৃতিতে

অবিবেকী ব্যক্তি নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষন্নভাব ও গর্ব পরিত্যাগ করে না, তাহা তামসী ধৃতি। **ত্রিবিধ সুখ**—যাহাতে অভ্যাসের ফলে রতি জন্মে ও দুঃখের অবসান হয়, যাহা প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, সেই আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজাত অনির্বচনীয় সুখ সাত্ত্বিক; যাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগে উৎপন্ন, সকলের সুবিদিত, প্রথমে অমৃততুল্য কিন্তু পরিণামে বিষবৎ, তাহা রাজস সুখ। যে সুখ আরম্ভে ও পরিণামে আত্মার মোহকর এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত, তাহা তামস সুখ বলিয়া অভিহিত হয়। পৃথিবীর মনুষ্যাদি এবং স্বর্গের দেববৃন্দ ত্রিগুণাধীন ও ত্রিগুণ-পরিচালিত। বর্ণচতুষ্টয় প্রকৃতির গুণত্রয়দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত। ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষান্তি অর্থাৎ সর্বাবস্থায় অক্ষুব্ধচিত্ততা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম—শৌর্য, তেজঃ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপলায়ন, দানশীলতা ও প্রভুত্ব। বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম—কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য। শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম—ব্রাহ্মণাদি-উচ্চ-বর্ণত্রয়ের সেবা। স্ব-স্ব-অধিকারোচিত কর্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করেন। সংসিদ্ধি-লাভের উপায়—যাঁহা হইতে জীবের কার্যপ্রবৃত্তি এবং যিনি সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান, সেই অন্তর্যামী ভগবানের উপাসনা। সর্ববিষয়ে অনাসক্ত, নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ ব্যক্তি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক নৈষ্কর্ম্যরূপ পরমসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'ন। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি কখনও শোক বা কোন দ্রব্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন এবং তদ্দ্বারা ভগবান্‌কে যথার্থ-স্বরূপে অবগত হইয়া প্রেমভক্তিবলে ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ভগবানের একান্ত আশ্রিত ভক্ত সর্বদা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মসকল করিয়াও ভগবদনুগ্রহে তদীয় নিত্য অব্যয়-ধাম লাভ করেন। ভগবানের স্মরণপর হইলে তদনুগ্রহে সকল দুস্তর

বাধা-বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অন্তর্যামী ভগবান্ সকল জীবকে বিবিধ কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া সর্বজীবের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি ও নিত্যধাম লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যতম উপদেশ—তাঁহাতে ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভগবানে সমর্পিতচিত্ততা, তাঁহার সেবাপরায়ণতা, তাঁহার পাদপদ্মে প্রণতিপরায়ণতায়ই তাঁহাকে লাভ করা যায়। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্ত করেন। গীতার এই সারতত্ত্ব কোন ধর্মানুষ্ঠানহীন, অভক্ত, শ্রবণে অনিচ্ছুক ও ভগবদ্বিদ্বেষীকে প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঐ সকল দোষরহিত ভগবদ্ভক্তগণমধ্যে গীতার এই সর্বোৎকৃষ্ট গুহ্যতত্ত্ব বর্ণন করিলে পরাভক্তিযোগে ভগবান্‌কে লাভ করা যাইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। শ্রদ্ধাবান্ গীতাপাঠী শুদ্ধজ্ঞানযজ্ঞদ্বারা ভগবদারাধনার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হ'ন। শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতাও মুক্ত হইয়া পুণ্যধামসমূহ লাভ করেন।

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন), মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) হৃষীকেশ! (হে হৃষীকেশ!) কেশিনিসূদন! (হে কেশিনিসূদন!) সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাস) ত্যাগস্য চ (এবং ত্যাগের) তত্ত্বং (তত্ত্ব) পৃথক্ (পৃথক্) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

মর্মানুবাদ—সমস্ত কর্মের মঙ্গলময় চরম-ফল যে ভক্তি, ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্যাকার্য-বিবেক, সগুণ-নির্গুণ-বিচারদ্বারা ভক্তির চরম-ফলত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে;

পূর্ব মহাজনগণকর্তৃক গীতা-শাস্ত্রের এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত সমাপ্ত হইল। তাহা শ্রবণ করতঃ অর্জুন মহাশয় উপসংহাররূপে সংক্ষেপে ঐ সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন, 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ', এই দুই শব্দের তাৎপর্য পৃথক্‌রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

টীকা—সন্ন্যাসজ্ঞানকর্মাদেস্ত্রৈবিধ্যং মুক্তিনির্ণয়ঃ।
গুহ্যসারতমা ভক্তিরিত্যষ্টাদশ উচ্যতে ॥

অনন্তরাধ্যায়ে "তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥" ইত্যত্র ভগবদ্বাক্যে মোক্ষকাঙ্ক্ষি-শব্দেন সন্ন্যাসিন এবোচ্যন্তে, অন্যে বা যস্তন্তে এব, তে তর্হি "সর্বকর্মফল-ত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ইতি ত্বদুক্তানাং সর্বকর্মফলত্যাগিনাং তেষাং স ত্যাগঃ কঃ? সন্ন্যাসিনাঞ্চ কো বা সন্ন্যাসঃ? ইতি বিবেকতো জিজ্ঞাসুরাহ—সন্ন্যাসস্যেতি। পৃথগিতি যদি সন্ন্যাসত্যাগশব্দৌ ভিন্নার্থৌ, তদা সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি। যদি ত্বেকার্থৌ, তাবপি ত্বন্মতে অন্যমতে বা তয়োরৈক্যার্থম্ অর্থাৎ একার্থত্বমিতি পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি। হে হৃষীকেশেতি মদ্বুদ্ধেঃ প্রবর্তকত্বাৎ ত্বমেব ইমং সন্দেহমুত্থাপয়সি। 'কেশিনিসূদন' ইতি তঞ্চ সন্দেহং ত্বমেব কেশিনমিব বিদারয়সীতি ভাবঃ। 'মহাবাহো' ইতি ত্বং মহাবাহুর্বলান্বিতোঽহং কিঞ্চিদ্বাহুবলান্বিত ইত্যেতদংশেনৈব ময়া সহ সখ্যং তব, ন তু সার্বজ্ঞাদি-ভিরংশৈঃ, অতস্তদ্দত্তকিঞ্চিৎসখ্যভাবাদেব প্রশ্নে মম নিঃশঙ্কতেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং (কাম্য) কর্মণাং (কর্মসমূহের) ন্যাসং (স্বরূপতঃ পরিত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন); বিচক্ষণাঃ (নিপুণ ব্যক্তিগণ) সর্বকর্মফলত্যাগং (নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য সমুদয় কর্মের ফলমাত্র ত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥ ২ ॥

মর্মানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—কাম্যকর্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্ন্যাস'। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য,—সর্বপ্রকার কর্ম, অনুষ্ঠান করিয়াও সর্বকর্মের ফল ত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ'। বিচক্ষণ কবিসকল সন্ন্যাস ও ত্যাগের এই পার্থক্য বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

টীকা—*প্রথমং প্রাচাং মতমাশ্রিত্য সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োর্ভিন্নজাতীয়ার্থ-ত্বমাহ—কাম্যানামিতি।* "পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবং কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং স্বরূপেণৈব ত্যাগং সন্ন্যাসং বিদুঃ, ন তু নিত্যানামপি সন্ধ্যোপাস্ত্যাদীনামিতি ভাবঃ। সর্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানামপি কর্মণাং ফলত্যাগমেব, ন তু স্বরূপতঃ ত্যাগং কেষামপীতি ভাবঃ। নিত্যানামপি কর্মণাং ফলং "কর্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি, "ধর্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্ত্যেব ইত্যতঃ ত্যাগে ফলাভিসন্ধিরহিতং সর্বকর্মকরণম্। সন্ন্যাসে তু ফলাভিসন্ধিরহিতং নিত্যকর্মকরণম্; কাম্যকর্মণাং তু স্বরূপেণৈব ত্যাগ ইতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২ ॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—একে মনীষিণঃ (সাংখ্যানুসারী কোন কোন মনীষী) কর্ম (কর্মমাত্র) দোষবৎ (দোষযুক্ত) ইতি (এই হেতু) ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য)

প্রাহুঃ (বলেন); অপরে চ (ও অপর মীমাংসকগণ) যজ্ঞদানতপঃক (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (ইহা) [প্রাহুঃ] [বলেন] ॥ ৩ ॥

মর্মানুবাদ—ত্যাগসম্বন্ধে কতকগুলি পণ্ডিত এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কর্মকে 'দোষ' বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে; অপর কতকগুলি পণ্ডিত যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি কর্মসকলকে 'অত্যাজ্য' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥ ৩ ॥

টীকা—ত্যাগে পুনরপি মতভেদমুপক্ষিপতি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবৎ হিংসাদিদোষবত্ত্বাৎ কর্ম স্বরূপত এব ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ। পরে মীমাংসকাঃ যজ্ঞাদিকং কর্মশাস্ত্রে বিহিতত্বাৎ ন ত্যাজ্যমিত্যাহুঃ ॥ ৩ ॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতসত্তম! (হে ভরতসত্তম!) তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর), পুরুষব্যাঘ্র! (হে পুরুষব্যাঘ্র!) ত্যাগঃ হি (ত্যাগও) ত্রিবিধঃ (ত্রিবিধ) সংপ্রকীর্তিতঃ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৪ ॥

মর্মানুবাদ—হে ভরতসত্তম, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগসম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই যে, ত্যাগও ত্রিবিধ ॥ ৪ ॥

টীকা—স্বমতমাহ—নিশ্চয়মিতি। ত্রিবিধঃ—সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি, অত্র ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমুৎক্রম্য "নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥" ইতি তস্য এব তামসভেদৈঃ সন্ন্যাস-শব্দপ্রয়োগাৎ ভগবন্মতে ত্যাগসন্ন্যাস-শব্দয়োরৈক্যার্থমেবেত্যবগম্যতে ॥ ৪ ॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞদানতপঃকর্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে) তৎ (সেই সমস্ত) কার্যম্ এব (করা কর্তব্য); যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) দানং (দান) তপঃ চ (ও তপস্যা) মনীষিণাং (বিবেকিগণের) পাবনানি এব (চিত্তশুদ্ধিকরই) ॥ ৫ ॥

মর্মানুবাদ—যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয়; মানবের সেই সকলই কর্তব্য-কার্য;—সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপেই বদ্ধজীব তাহাদিগকে অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৫ ॥

টীকা—কাম্যানামপি মধ্যে ভগবন্মতে সাত্ত্বিকানি যজ্ঞদানতপাংসি ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ কর্তব্যানি ইত্যাহ—যজ্ঞাদিকং কর্তব্যমেব তত্র হেতুঃ—পাবনানীতি চিত্তশুদ্ধিকরত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) এতানি (এই) কর্মাণি অপি তু (কর্মগুলিই) সঙ্গং (কর্তৃত্বাভিনিবেশ) ফলানি চ (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্তব্যানি (করা কর্তব্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) নিশ্চিতম্ (নিশ্চিত) উত্তমং (উত্তম) মতম্ (মত) ॥ ৬ ॥

মর্মানুবাদ—উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে, আসক্তি ও ফল পরিত্যাগপূর্বক ঐ সমস্ত কর্ম কর্তব্যবোধে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ॥ ৬ ॥

টীকা—যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি, তং প্রকারং দর্শয়তি—এতান্যপীতি। সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিঞ্চ; ফলাভিসন্ধিকর্তৃত্বাভিনিবেশয়োস্ত্যাগ এব ত্যাগঃ সন্ন্যাসশ্চোচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) নিয়তস্য (নিত্যনৈমিত্তিক) কর্মণঃ (কর্মের) সন্ন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে), মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য (তাহার) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগ) তামসঃ (তামসিক) [বলিয়া] পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ৭ ॥

মর্মানুবাদ—নিত্যকর্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয়; ভ্রমক্রমে যাঁহারা নিত্য-কর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই 'তামস' ত্যাগ ॥ ৭ ॥

টীকা—প্রক্রান্তস্য ত্রিবিধত্যাগস্য তামসং ভেদমাহ—নিয়তস্য নিত্যস্য। মোহাৎ শাস্ত্রতাৎপর্যাজ্ঞানাৎ। সন্ন্যাসী কাম্যকর্মণি আবশ্যকত্বাভাবাৎ পরিত্যজতু নাম, নিত্যস্য তু কর্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যতে ইতি তু-শব্দার্থঃ; মোহাৎ অজ্ঞানাৎ; তামস ইতি তামসত্যাগস্য ফলম্ অজ্ঞানপ্রাপ্তিরেব, ন ত্বভীপ্সিতজ্ঞানপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—[যিনি] কর্ম (কর্ম) দুঃখম্ (দুঃখজনক) ইতি এব (এই মনে করিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (শারীরিক ক্লেশের ভয়ে) যৎ ত্যজেৎ (যে ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) রাজসং (রাজসিক) ত্যাগং (ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগফলং (ত্যাগের ফল) ন লভেৎ এব (লাভ করেন না) ॥৮॥

মর্মানুবাদ—যিনি নিত্যকর্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ের সহিত ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই 'রাজস' ত্যাগ; তিনি ত্যাগফল প্রাপ্ত হ'ন না ॥৮॥

টীকা—দুঃখমিত্যেবেতি। যদ্যপি নিত্যকর্মণামাবশ্যকমেব তৎকরণে গুণ এব, ন তু দোষ ইতি জানাম্যেব, তদপি তৈঃ শরীরং ময়া কথং বৃথা ক্লেশয়িতব্যমিতি ভাবঃ। ত্যাগফলং জ্ঞানং ন লভেত ॥ ৮ ॥

কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন! (হে অর্জুন!) সঙ্গং (কর্তৃত্বাভিনিবেশ) ফলং চ এব (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্যম্ (করণীয়) ইতি এব (এই মনে করিয়া) যৎ (যে) কর্ম (কর্ম) নিয়তং (নিত্য) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (সেই) ত্যাগঃ (সঙ্গ ও ফলত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] মতঃ (অভিমত) ॥ ৯ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, যিনি কর্তব্যবোধে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই 'সাত্ত্বিক' ॥ ৯ ॥

টীকা—কার্যমবশ্যকর্তব্যমিতি-বুদ্ধ্যা নিয়তং নিত্যং কর্ম সাত্ত্বিক ইতি ত্যাগাত্যাগফলং জ্ঞানং ন লভেতৈবেতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণবিশিষ্ট) ছিন্নসংশয়ঃ (সন্দেহরহিত) মেধাবী (প্রজ্ঞাসম্পন্ন) ত্যাগী (ত্যাগী ব্যক্তি) অকুশলং (শিশিরে প্রাতঃস্নানাদি দুঃখদ) কর্ম (কর্মের প্রতি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) কুশলে (গ্রীষ্মে মধ্যাহ্ন-স্নানাদি সুখদ) [কর্মে] ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হ'ন না) ॥ ১০ ॥

মর্মানুবাদ—অকুশল-কর্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল-কর্মে আসক্ত হ'ন না,—এরূপ সত্ত্বগুণপরিনিষ্ঠিত মেধাবী ব্যক্তি রকোন সংশয় থাকে না ॥ ১০ ॥

টীকা—এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীতি।

অকুশলমসুখদং শীতে প্রাতঃস্নানাদিকং ন দ্বেষ্টি, কুশলে সুখগ্রীষ্ম-স্নানাদৌ ॥ ১০ ॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—দেহভৃতা (দেহাভিমানী পুরুষকর্তৃক) অশেষতঃ (নিঃশেষ-রূপে) কর্মাণি (কর্মসমূহ) ত্যক্তুং ন শক্যং হি (ত্যাগযোগ্য নহে) তু (কিন্তু যঃ (যিনি) কর্মফলত্যাগী (কর্মফলত্যাগকারী) সঃ (তিনিই) ত্যাগী (ত্যাগী) ইতি (এইরূপ) অভিধীয়তে (কথিত হ'ন) ॥ ১১ ॥

মর্মানুবাদ—দেহধারী জীবের সমস্তকর্ম-পরিত্যাগ সম্ভব নয়; অতএব যিনি সমস্তকর্মফল-ত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক 'ত্যাগী' ॥ ১১ ॥

টীকা—ইতোঽপি শাস্ত্রীয়ং কর্ম ন ত্যাজ্যমিত্যাহ—ন হীতি। ত্যক্তুং ন শক্যং ন শক্যানি; তদুক্তং—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" ॥ ১১ ॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অত্যাগিনাং (উক্ত ত্যাগরহিত ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (দেহ-ত্যাগের পর) অনিষ্টম্ (নারকিত্ব) ইষ্টং (দেবত্ব) মিশ্রং চ (ও মনুষ্যত্ব) [এই] ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কর্মণঃ (কর্মের) ফলং (ফল) ভবতি (হইয়া থাকে) তু (কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং (সন্ন্যাসিগণের) ক্বচিৎ (কখনও) ন (হয় না) ॥ ১২ ॥

মর্মানুবাদ—যাঁহারা কর্মফল ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র, এই তিন প্রকার কর্মফল ঘটিয়া থাকে। সন্ন্যাসিদিগের উক্ত ত্রিবিধ ফল ভোগ করিতে হয় না ॥ ১২ ॥

টীকা—এবম্ভূতত্যাগাভাবে দোষমাহ—অনিষ্টং নরকদুঃখম্ ইষ্টং স্বর্গ-সুখং মিশ্রং মনুষ্যজন্মনি সুখদুঃখম্ অত্যাগিনাম্ এবম্ভূত-ত্যাগরহিতানাম্ এব ভবতি প্রেত্য পরলোকে ॥ ১২ ॥

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) সর্বকর্মণাং (সমস্ত কর্মের) সিদ্ধয়ে (নিষ্পত্তির প্রতি) কৃতান্তে (কর্মপরিসমাপ্তিসূচক) সাংখ্যে (বেদান্তশাস্ত্রে) প্রোক্তানি (কথিত) এতানি (এই) পঞ্চ (পাঁচটী) কারণানি (কারণ) মে (আমার নিকটে) নিবোধ (অবগত হও) ॥১৩॥

মর্মানুবাদ—হে মহাবাহো, বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কর্মসকলের সিদ্ধির উদ্দেশে পাঁচটী কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি, শুন ॥ ১৩ ॥

টীকা—নমু কর্ম কুর্বতঃ কর্মফলং কথং ন ভবেদিতি আশঙ্ক্য নির-হঙ্কারত্বে সতি কর্মলেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চৈতানীতি পঞ্চভিঃ। সর্বকর্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি পঞ্চকারণানি মে মম বচনান্নিবোধ জানীহি—সম্যক্ পরমাত্মানং কথয়তীতি সংখ্যমেব সাংখ্যং বেদান্তশাস্ত্রং তস্মিন্ কীদৃশে—কৃতং কর্ম তস্যান্তো নাশো যস্মাত্তস্মিন্ প্রোক্তানি ॥ ১৩ ॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অধিষ্ঠানং (শরীর) তথা (এবং) কর্তা (চিৎ ও জড়ের গ্রন্থি-অহঙ্কার) পৃথগ্‌বিধং (নানাপ্রকার) করণং চ (ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ চ (নানাবিধ) পৃথক্ চেষ্টা (প্রাণ ও অপানাদির পৃথক্ ব্যাপার) অত্র চ (এবং এই কারণগুলির মধ্যে) পঞ্চমং (পঞ্চম) দৈবম্ এব (অন্তর্যামী) ॥ ১৪ ॥

মর্মানুবাদ—অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্তা অর্থাৎ চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ

অহঙ্কার, করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল, বহুবিধ-চেষ্টা এবং দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার-নিয়ামকের সহায়তা,—এই পাঁচটীই কারণ, এই পাঁচটী কারণ ব্যতীত কোন কর্মই অনুষ্ঠিত হয় না ॥ ১৪ ॥

টীকা—তান্যেব গণয়তি,—'অধিষ্ঠানং' শরীরং, 'কর্তা' চিজ্জড়-গ্রন্থিরহঙ্কারঃ, 'করণং' চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং, 'পৃথক্ চেষ্টা' প্রাণাপানাদীনাং পৃথগ্ ব্যাপারাঃ ; দৈবং সর্বপ্রেরকোঽন্তর্যামী চ ॥ ১৪ ॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে) ন্যায্যং (ন্যায়যুক্ত) বা (বা) বিপরীতং বা (অন্যায়যুক্ত) কর্ম (কর্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করেন) এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটী) তস্য (তাহার) হেতবঃ (কারণ) ॥ ১৫ ॥

মর্মানুবাদ—শরীর, বাক্য ও মনোদ্বারা মনুষ্য যে কার্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণদ্বারাই সাধ্য হয় ॥ ১৫ ॥

টীকা—শরীরাদিভিরিতি শারীরং বাচিকং মানসং চেতি কর্ম ত্রিবিধং, তচ্চ সর্বং দ্বিবিধং—ন্যায্যং ধর্ম্যং, বিপরীতমন্যায্যম্ অধর্ম্যং, তস্য সর্বস্যাপি কর্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (সমস্ত কর্মে) এবং সতি (পাঁচটী হেতু এইরূপ হইলে) যঃ (যে ব্যক্তি) কেবলং তু (কেবলমাত্র) আত্মানং (জীবাত্মাকে) কর্তারং (কর্তা বলিয়া) পশ্যতি (দর্শন করেন) অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃত-

বুদ্ধিবশতঃ) সঃ (সেই) দুর্মতিঃ (দুষ্টবুদ্ধি) ন পশ্যতি (যাথার্থ্য দেখিতে পায় না) ॥ ১৬ ॥

মর্মানুবাদ—এই স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই 'কর্তা' বলিয়া মনে করেন, তিনি—অকৃতবুদ্ধি, অতএব দুর্মতি ; তিনি যাথার্থ্য দেখিতে পান না ॥ ১৬ ॥

টীকা—ততঃ কিমত আহ—তত্র সর্বস্মিন্ কর্মণি পঞ্চৈব হেতবঃ, ইত্যেবং সতি কেবলং বস্তুতো নিঃসঙ্গমেবাত্মানং জীবং যঃ কর্তারং পশ্যতি, সোঽকৃতবুদ্ধিত্বাৎ অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ দুর্মতির্নৈব পশ্যতি, সোঽজ্ঞানী অন্ধ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (যাঁহার) অহঙ্কৃতঃ (অহঙ্কারের) ভাবঃ (ভাব) [কর্তৃত্বাভিনিবেশ] ন (নাই) যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (কর্মে আসক্ত হয় না) সঃ (তিনি) ইমান্ লোকান্ (এই সমস্ত প্রাণীকে) হত্বা অপি (হনন করিয়াও) ন হন্তি (পরমার্থতঃ হনন করেন না) ন নিবধ্যতে [বা কর্মফলে] (বদ্ধ হ'ন না) ॥ ১৭ ॥

মর্মানুবাদ—হে অর্জুন, যুদ্ধবিষয়ে তোমার যে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল অহঙ্কারভাব হইতে উদিত হয়। উক্ত পাঁচটী কারণকেই সকল-কর্মের কারক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে মোহ হইতে পারিত না। অতএব যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত-ভাবে লিপ্ত হ'ন না, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না এবং হনন কর্মফলে আবদ্ধ হ'ন না ॥ ১৭ ॥

টীকা—কস্তর্হি সুমতিশ্চক্ষুষ্মান্? ইত্যত আহ—যস্যেতি।

অহঙ্কৃতোঽহঙ্কারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি ; অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্মসু নাসজ্জতি, স হি কর্মফলং ন প্রাপ্নোতীতি কিং বক্তব্যম্? স হি কর্ম ভদ্রাভদ্রং কুর্বন্নপি নৈব করোতী-ত্যাহ—হত্বাপীতি ॥ স ইমান্ সর্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি স্বদৃষ্ট্যা নৈব হন্তি, নিরভিসন্ধিত্বাদিতি ভাবঃ ; অতো ন বধ্যতে কর্মফলং ন প্রাপ্নোতীতি ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) পরিজ্ঞাতা (ও জ্ঞাতা) [এই] ত্রিবিধা (তিন প্রকার) কর্মচোদনা (কর্মের বিধি); করণং (করণ) কর্ম (কর্ম) কর্তা (ও কর্তা) ইতি (এই) ত্রিবিধ (তিন প্রকার) কর্মসংগ্রহঃ (পূর্বোক্ত জ্ঞানাদির সংগ্রহ) ॥ ১৮ ॥

মর্মানুবাদ—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা,—এই তিনটীই 'কর্মচোদনা'; করণ, কর্ম ও কর্তা,—এই তিনটীই 'কর্মসংগ্রহ'। মানবকর্তৃক যে কর্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা ও সংগ্রহ। কর্ম কৃত হইবার পূর্বে যে বিধি অবলম্বিত হয়, তাহার নাম 'চোদনা'; 'চোদনা'-শব্দের অর্থ—'প্রেরণা'। প্রেরণাই কর্মের সূক্ষ্মাংশ অর্থাৎ কর্মের স্থূলসত্তাপ্রাপ্তির পূর্বে যে বৈজ্ঞানিক সত্তা থাকে, তাহাই 'প্রেরণা'। ক্রিয়ার পূর্ব-অবস্থায় কর্মকরণের জ্ঞান, কর্মের স্বরূপগত জ্ঞেয়ত্ব ও কর্মকর্তার পরিজ্ঞাতৃত্ব,—এই তিন ভাগে তাহা বিভক্ত হয়। ক্রিয়াগত অবস্থার স্থূল-আকারে কর্মের 'করণত্ব', 'কর্মত্ব' ও 'কর্তৃত্ব'—এই তিনটী বিভাগ ॥ ১৮ ॥

টীকা—তদেবং ভগবন্মতে উক্তলক্ষণং সাত্ত্বিকস্ত্যাগ এব সন্ন্যাসো

জ্ঞানিনাং, ভক্তানান্ত কর্মযোগস্য স্বরূপেণৈব ত্যাগোঽবগম্যতে; যদুক্তম্ একাদশে ভগবতৈব—"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥" ইত্যস্যার্থঃ স্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতো যথা—"ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্মান্ সংত্যজ্য যো মাং ভজেৎ স চ সত্তম ইতি কিমজ্ঞানতঃ নাস্তিক্যাদ্বা? ন; ধর্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষান্ প্রত্যবায়াংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্মান্ সংত্যজ্য" ইতি। অত্র ধর্মান্ ধর্মফলানি সংত্যজ্য ইতি তু ব্যাখ্যা ন ঘটতে, ন হি ধর্মফলত্যাগে কশ্চিদত্র প্রত্যবায়ো ভবেদিত্যবধেয়ম্। অয়ং ভাবঃ—ভগবদ্বাক্যানাং তদ্ব্যাখ্যাতৃণাঞ্চ—জ্ঞানং হি চিত্তশুদ্ধিমবশ্যমেবাপেক্ষতে; নিষ্কামকর্মভিঃ চিত্তশুদ্ধিতারতম্যে বৃত্তে এব জ্ঞানোদয়তারতম্যং ভবেন্নান্যথা। অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয়সিদ্ধ্যর্থং সন্ন্যাসিভিরপি নিষ্কামকর্ম কর্তব্যমেব; কর্মভিঃ সম্যক্‌কৃতয়া চিত্তশুদ্ধৌ বৃত্তায়াং তু তৈরপি কর্ম ন কর্তব্যমেব। যদুক্তম্ "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" ইতি, "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥" ইতি। ভক্তিস্তু পরমা স্বতন্ত্রা মহাপ্রবলা চিত্তশুদ্ধিং নৈবাপেক্ষতে, যদুক্তং—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াৎ" ইত্যাদৌ "ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" ইতি। অত্র ক্ত্বাপ্রত্যয়েন হৃদ্‌রোগবত্ত্বে বাধিকারিণি পরমায়া ভক্তেরপি প্রথমমেব প্রবেশঃ ততস্তত্রৈব কামাদীনামপগমশ্চ তথা "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ॥" ইতি চেত্যতো ভক্ত্যৈব যদি তাদৃশী চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ, তদা ভক্তেঃ কথং কর্ম কর্তব্যমিতি। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ—কিঞ্চ,

ন কেবলং দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনো জ্ঞানমেব জ্ঞানং তথাত্মতত্ত্বমপি জ্ঞেয়ং, তাদৃশ-জ্ঞানাশ্রয় এব জ্ঞানী, কিন্ত্বেতত্রিকে কর্মসম্বন্ধঃ বর্ততে, তদপি সন্ন্যাসিভির্জ্ঞেয়মিত্যাহ—জ্ঞানমিতি। অত্র 'চোদনা'-শব্দেন বিধিরুচ্যতে; যদুক্তং ভট্টৈঃ—"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ" ইত্যুক্তং শ্লোকার্ধং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে—করণমিতি যজ্জ্ঞানং তৎ 'করণ'-কারকং জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমিতি ব্যুৎপত্তেঃ; যজ্জ্ঞেয়ং জীবাত্মতত্ত্বং, তদেব 'কর্ম'-কারকম্; যস্তস্য পরিজ্ঞাতা স 'কর্তা' ইতি ত্রিবিধঃ। 'করণং' 'কর্ম' 'কর্তা' ইতি ত্রিবিধং কারকমিত্যর্থঃ। 'কর্ম-সংগ্রহঃ'—কর্মণা নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানেনৈব সংগৃহ্যত ইতি 'কর্মচোদনা'-পদব্যাখ্যা। 'জ্ঞানত্বং', 'জ্ঞেয়ত্বং', 'জ্ঞাতৃত্বং' চ এতত্ত্রয়ং নিষ্কামকর্মানুষ্ঠান-মূলকমিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—গুণসংখ্যানে (গুণনিরূপক শাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কর্ম চ (কর্ম) কর্তা চ (ও কর্তা) গুণভেদতঃ (গুণভেদহেতু) ত্রিধা এব (তিন প্রকারই) প্রোচ্যতে (কথিত আছে) তানি অপি (সেই সমুদয়ও) যথাবৎ (যথাশাস্ত্র) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১৯ ॥

মর্মানুবাদ—এবম্ভূত জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণভেদে ত্রিবিধত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—একং (এক) ভাবং (জীবাত্মাকে) যেন (যদ্দ্বারা) বিভক্তেষু (পরস্পরভিন্ন) সর্বভূতেষু (দেবমনুষ্যাদি সর্বদেহে) [কর্ম-ফলভোগের নিমিত্ত ক্রমে বর্তমান] অবিভক্তম্ (একরূপ) অব্যয়ম্

(অবিনাশী) ঈক্ষতে (উপলব্ধি করা যায়) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২০ ॥

মর্মানুবাদ—এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্বভূতে বর্তমান। তিনি নশ্বর বস্তুমধ্যে থাকিয়াও অনশ্বর। অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ,—এইরূপ জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক জ্ঞান' বলা যায় ॥ ২০ ॥

টীকা—সাত্ত্বিকং জ্ঞানমাহ—সর্বভূতেষ্বিতি। একং ভাবম্ একমেব জীবাত্মানং নানাবিধফলভোগার্থং ক্রমেণ সর্বভূতেষু মনুষ্যদেবতির্যগাদিষু বর্তমানমব্যয়ং নশ্বরেষ্বপি তেম্বনশ্বরং বিভক্তেষু পরস্পরং বিভিন্নেষ্বপি অবিভক্তমেকরূপং যেন কর্মসম্বন্ধিনা জ্ঞানেনেক্ষতে, তৎ সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্ ॥২০॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্ জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বেষু ভূতেষু (দেবমনুষ্যাদি সমস্ত দেহে) পৃথক্ত্বেন তু (পৃথক্-রূপে অর্থাৎ দেহনাশে আত্মার নাশ এইরূপে) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) [যেন চ জ্ঞানেন] [ও যে জ্ঞানের দ্বারা] পৃথগ্ বিধান্ (ভিন্ন জাতীয়) নানাভাবান্ (নানা অভিপ্রায় অর্থাৎ জীব, অণু, বিভু, চেতন, অচেতন ইত্যাদি মতবাদসমূহ) বেত্তি (জানা যায়) তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) রাজসং (রাজসিক) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২১ ॥

মর্মানুবাদ—সর্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্যতির্যগাদি যোনিতে যে-সকল জীব আছেন, তাঁহারা—পৃথগ্ জাতীয় জীব ; তাঁহাদের স্বরূপ-ভাব—পৃথগ্বিধ, এইরূপ জ্ঞান—'রাজসিক' ॥ ২১ ॥

টীকা—রাজসং জ্ঞানমাহ—সর্বভূতেষু জীবাত্মনঃ 'পৃথক্ত্বেন' যজ্-জ্ঞানমিতি দেহনাশঃ এবাত্মনো নাশ ইত্যসুরাণাং মতম্। অতএব পৃথক্পৃথগ্ দেহেষু পৃথক্ পৃথগেবাত্মা ইতি তথা শাস্ত্রকারণাং পৃথগ্

বিধান্ নানাভাবান্ নানাভিপ্রায়ান্ ; আত্মা সুখদুঃখাশ্রয় ইতি, সুখদুঃখাদ্য-নাশ্রয় ইতি, জড় ইতি, চেতন ইতি, ব্যাপক ইতি, অণুস্বরূপ ইতি, অনেক ইতি, ইত্যাদি-কল্পান্ যেন এক ইত্যাদি বেদ তদ্‌রাজসম্ ॥ ২১ ॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ তু (আর যে) [জ্ঞানম্] [জ্ঞান] অহৈতুকম্ (শাস্ত্রাদি-হেতুক নহে), একস্মিন্ কার্যে (স্নান, ভোজনাদি লৌকিক কর্মেই) কৃৎস্নবৎ (পূর্ণজ্ঞানে) সক্তম্ (আসক্তিজনক), অতত্ত্বার্থবৎ (পরমার্থ-শূন্য) অল্পং চ [এবং পশ্বাদির সহিত সমান হেতু] (ক্ষুদ্র), তৎ (সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামসিক) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়) [দেহাদি ভিন্ন আত্মা এইরূপ জ্ঞান সাত্ত্বিক, নানাবাদপ্রতিপাদক ন্যায়াদি-শাস্ত্রজ্ঞান রাজস, স্নান-ভোজনাদি ব্যবহারিক-জ্ঞান তামস] ॥ ২২ ॥

মর্মানুবাদ—স্নান, ভোজন ইত্যাদি দৈহিক-ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য মনে করিয়া তাহাতে যিনি আসক্ত হ'ন, তাঁহার জ্ঞান—অল্প ও তামস ; যেহেতু সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ 'ঔৎপত্তিক' বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাতে তত্ত্বরূপ কোন অর্থলাভ হয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, দেহাদি অতিরিক্ত 'তৎ'-পদার্থজ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক'-জ্ঞান, নানাবাদ-প্রতিপাদক ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানকে 'রাজস'-জ্ঞান এবং স্নান ও ভোজনাদি ব্যবহারিক-জ্ঞানকে 'তামস'-জ্ঞান বলে ॥ ২২ ॥

টীকা—তামসং জ্ঞানমাহ—যত্তু জ্ঞানমহৈতুকমৌৎপত্তিকমেব, অতএবৈকস্মিন্ কার্যে লৌকিকে এব স্নানভোজনপানস্ত্রীসম্ভোগে তৎসাধনে চ কর্মণি সক্তং, ন তু বৈদিকে কর্মণি যজ্ঞদানাদৌ ; অতএব অতত্ত্বার্থবৎ। তত্র তত্ত্বরূপোঽর্থঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ। অল্পং পশূনামিব যৎ ক্ষুদ্রং, তৎ তামসং জ্ঞানম্।

দেহাদ্যতিরিক্তত্বেন 'তৎ'-পদার্থজ্ঞানং—'সাত্ত্বিকম্'; নানাবাদ-প্রতিপাদকং ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানং—'রাজসম্'; স্নানভোজনাদিব্যবহারিক-জ্ঞানং—'তামসম্' ইতি সঙ্ক্ষেপঃ ॥ ২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যে) কর্ম (কর্ম) নিয়তং (নিত্য বলিয়া বিহিত) সঙ্গরহিতম্ (অভিনিবেশবর্জিত) অরাগদ্বেষতঃ (প্রীতি ও বিদ্বেষ-রহিত হইয়া) অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত ব্যক্তিকর্তৃক) কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়), তৎ (তাহা) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক কর্ম বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৩ ॥

মর্মানুবাদ—রাগদ্বেষরহিত, সঙ্গশূন্য, নিষ্কাম নিত্যকর্মই সাত্ত্বিক কর্ম ॥ ২৩ ॥

টীকা—ত্রিবিধং জ্ঞানমুক্ত্বা ত্রিবিধং কর্মাহ—নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতম্ অভিনিবেশশূন্যম্ অতএবারাগদ্বেষতঃ রাগদ্বেষাভ্যাং বিনৈব কৃতম্, অফলপ্রেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষারহিতেনৈব কর্ত্রা কৃতং কর্ম যৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২৩ ॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ (আর) কামেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষী) বা সাহঙ্কারেণ (বা অহঙ্কারী ব্যক্তিকর্তৃক) বহুলায়াসং (অতিক্লেশযুক্ত) যৎ তু (যে) কর্ম (কর্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজসিক বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২৪ ॥

মর্মানুবাদ—কামনা-সহিত ও অহঙ্কার-সহিত, অতিশয় আয়াসসিদ্ধ কর্মই 'রাজস' কর্ম ॥ ২৪ ॥

টীকা—কামেপ্সুনাঽন্নাহঙ্কারবতা ইত্যর্থঃ ; সাহঙ্কারেণাত্যহঙ্কারবতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অনুবন্ধং (কর্মানুষ্ঠানের পর রাজাদিকর্তৃক বন্ধন) ক্ষয়ং (ধর্মাদির বিনাশ) হিংসাং (হিংসা) পৌরুষং চ (ও আত্মসামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (পর্যালোচনা না করিয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্ম (যে কর্ম) আরভ্যতে (আরম্ভ করা হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৫ ॥

মর্মানুবাদ—ভাবী ক্লেশ, ধর্ম-জ্ঞানাদির অপচয়, হিংসা অর্থাৎ আত্মনাশ,—এই সমুদায় আলোচনা না করিয়া মোহবশতঃ কেবল ব্যবহারিক পৌরুষ-কর্মে প্রবৃত্ত হইলে, সে কর্মকে 'তামস কর্ম' বলা যায় ॥ ২৫ ॥

টীকা—'অনু' কর্মানুষ্ঠানানন্তরম্ আয়ত্যাং ভাবিনং 'বন্ধং' রাজদস্যুযমদূতাদিভির্বন্ধনং 'ক্ষয়ং' ধর্মজ্ঞানাদ্যপচয়ং 'হিংসাং' স্বস্য নাশঞ্চ 'অনপেক্ষ্য' অপর্যালোচ্য 'পৌরুষং' ব্যবহারিকপুরুষমাত্রকর্তব্যং কর্ম মোহাদজ্ঞানাদেব যৎ আরভ্যতে, তত্তামসম্ ॥ ২৫ ॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মুক্তসঙ্গঃ (ফলেচ্ছা ও কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিত) অনহংবাদী (গর্বোক্তিশূন্য) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (ফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি-বিষয়ে) নির্বিকারঃ (সুখদুঃখশূন্য) কর্তা (কর্তা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৬ ॥

মর্মানুবাদ—মুক্তসঙ্গ, অহঙ্কারশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার, এরূপ কর্তাই 'সাত্ত্বিক' ॥ ২৬ ॥

টীকা—ত্রিবিধং কর্মোক্তম্ ; ত্রিবিধং কর্তারমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতি ॥২৬॥

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—রাগী (স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত) কর্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্মফলাকাঙ্ক্ষী) লুব্ধঃ (লোভী) হিংসাত্মকঃ (হিংসাপরায়ণ) অশুচিঃ (অশুচি) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষ ও শোকযুক্ত) কর্তা (কর্তা) রাজসঃ (রাজসিক বলিয়া) পরিকীর্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ২৭ ॥

মর্মানুবাদ—কর্মাসক্ত, কর্মফল-লুব্ধ, বিষয়াসক্ত, হিংসাপ্রিয়, অশুচি, হর্ষ-শোকাদির বশীভূত যে কর্তা, সেই 'রাজস' কর্তা ॥ ২৭ ॥

টীকা—'রাগী' কর্মণ্যাসক্তঃ, 'লুব্ধো' বিষয়াসক্তঃ ॥ ২৭ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অযুক্তঃ (অনুচিতকর্মকারী) প্রাকৃতঃ (স্বভাবানুসারী অর্থাৎ জড়চেষ্টাযুক্ত) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (মায়াবী) নৈষ্কৃতিকঃ (পরাবমাননাকারী) অলসঃ (অলস) বিষাদী (বিষাদযুক্ত) দীর্ঘসূত্রী চ (ও দীর্ঘসূত্রী) কর্তা (কর্তা) তামসঃ (তামসিক বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৮ ॥

মর্মানুবাদ—অনুচিত-কার্যপ্রিয়, জড়চেষ্টাযুক্ত, স্তব্ধ, শঠ, পরের অপমান-কার্যে রত, অলস, সর্বদা বিষাদযুক্ত, দীর্ঘসূত্রী যে কর্তা, সেই 'তামস'-কর্তা ॥ ২৮ ॥

টীকা—অযুক্তোঽনৌচিত্যকারী প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্ব-স্বভাবে এব

বর্তমানঃ, যদেব স্বমনসি আয়াতি, তদেবানুতিষ্ঠতি, ন তু গুরোরপি বচঃ প্রমাণয়তীত্যর্থঃ। 'নৈষ্কৃতিকঃ' পরাপমানকর্তা।

তদেবং জ্ঞানিভিরুক্তলক্ষণঃ সাত্ত্বিক এব ত্যাগঃ কর্তব্যঃ, সাত্ত্বিকমেব কর্মনিষ্ঠং জ্ঞানমাশ্রয়ণীয়ং, সাত্ত্বিকমেব কর্ম কর্তব্যং, সাত্ত্বিকেনৈব কর্ত্রা। ভবিতব্যম্,—এষ এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনামিতি মে জ্ঞানং প্রকরণার্থনিষ্কর্ষঃ। ভক্তানাং তু ত্রিগুণাতীতমেব জ্ঞানং, ত্রিগুণাতীতং মে কর্ম ভক্তিযোগাখ্যং, ত্রিগুণাতীতা এব কর্তারঃ; যদুক্তং ভগবতৈব শ্রীমদ্ভাগবতে—"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥" ইতি, "লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্" ইতি, "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥" ইতি। কিঞ্চ, ন কেবলমেতত্ত্রিকমেব ভক্তিমতে গুণাতীতমপি তু ভক্তিসম্বন্ধি সর্বমেব গুণাতীতম্; যদুক্তং তত্রৈব—"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা॥" ইতি, "বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥" ইতি, "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥" ইতি। তদেবং গুণাতীতানাং ভক্তানাং ভক্তিসম্বন্ধীনি জ্ঞানকর্মশ্রদ্ধাদৌ স্ব-সুখাদীনি সর্বাণ্যেব গুণাতীতানি। সাত্ত্বিকানাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানসম্বন্ধীনি তানি সর্বাণি সাত্ত্বিকান্যেব; রাজসানাং কর্মিণাং তানি সর্বাণি রাজসান্যেব; তামসানামুচ্ছৃঙ্খলানাং তানি সর্বাণি তামসান্যেব ইতি শ্রীগীতা-ভাগবতার্থদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ম্। জ্ঞানিনামপি পুনরন্তিমদশায়াং জ্ঞানসন্ন্যাসানন্তরমুর্বরিতয়া কেবলয়া ভক্ত্যৈব গুণাতীতত্বং চতুর্দশাধ্যায়ে উক্তম্॥ ২৮॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ এব (ও ধৃতির) গুণতঃ (গুণানুসারে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ভেদং (ভেদ) পৃথক্‌ত্বেন (পৃথগ্‌ভাবে) অশেষেণ (সম্পূর্ণরূপে) প্রোচ্যমানং (বলা হইতেছে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২৯ ॥

মর্মানুবাদ—বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি ; হে ধনঞ্জয়, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

টীকা—জ্ঞানিভিঃ সর্বমপি বস্তু সাত্ত্বিকমেবোপাদেয়মিতি জ্ঞাপয়িতুং বুদ্ধ্যাদীনামপি ত্রৈবিধ্যমাহ—বুদ্ধেরিতি ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ ! (হে পার্থ !) যা বুদ্ধিঃ (যে বুদ্ধি) প্রবৃত্তিং চ (ধর্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (অধর্ম হইতে নিবৃত্তি) কার্যাকার্যে (কার্য ও অকার্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং (বন্ধন) মোক্ষং চ (ও মোক্ষ) বেত্তি (জানিতে পারে) সা (সেই বুদ্ধি) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী) ॥ ৩০ ॥

মর্মানুবাদ—যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সকলের পার্থক্য নিশ্চিত হয়, সে বুদ্ধিই 'সাত্ত্বিকী' ॥ ৩০ ॥

টীকা—'ভয়াভয়ে' সংসারাসংসার-হেতুকে ॥ ৩০ ॥

যয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যয়া (যে-বুদ্ধিদ্বারা) ধর্মম্ (ধর্ম) অধর্মং চ (ও অধর্ম) কার্যম্ (কার্য) অকার্যম্ এব চ (ও অকার্য) অযথাবৎ (সন্দিগ্ধরূপে) প্রজানাতি (জানিতে পারা যায়) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) রাজসী (রাজসী) ॥ ৩১ ॥

মর্মানুবাদ—যে-বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য, প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্‌রূপে স্থিরীকৃত হয়, সে বুদ্ধিই 'রাজস' ॥ ৩১ ॥

টীকা—'অযথাবৎ' অসম্যক্‌তয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যা (যে বুদ্ধি) অধর্মং (অধর্মকে) ধর্মং (ধর্ম) সর্বার্থান্ চ (ও সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থকে) বিপরীতান্ ইতি (বিপরীত বলিয়া) মন্যতে (মনে করে) সা বুদ্ধিঃ (সেই বুদ্ধি) তমসাবৃতা (মোহাবৃতা) তামসী (তামসী) ॥ ৩২ ॥

মর্মানুবাদ—অধর্মকে ধর্ম এবং অর্থসমুদায়কে বিপরীত-জ্ঞানে যে মোহাবৃতা বুদ্ধি কার্য করে, তাহাকে 'তামসী' বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

টীকা—'যা মন্যত' ইতি—কুঠারশ্ছিনত্তীতিবৎ 'যয়া মন্যতে' ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যোগেন (পরাত্ম-চিন্তনের) অব্যভিচারিণ্যা (অনুগত) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতিদ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ (মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের চেষ্টাকে) [পুরুষ] ধারয়তে (নিয়মিত করে) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী) ॥ ৩৩ ॥

মর্মানুবাদ —হে পার্থ, যে-ধৃতি অব্যভিচারি-যোগদ্বারা মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই 'সাত্ত্বিকী' ॥ ৩৩ ॥

টীকা—ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ॥ ৩৩ ॥

যয়া তু ধর্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ পার্থ! (হে পার্থ!) অর্জুন! (হে অর্জুন!) প্রসঙ্গেন [সকাম-পণ্ডিত ব্যক্তির] (সঙ্গবশতঃ) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলাকাঙ্ক্ষী মানব) যয়া তু ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) ধর্মকামার্থান্ (ধর্ম, অর্থ ও কামকে) ধারয়তে (নিত্যকর্তব্যরূপে অবধারণ করে) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) রাজসী (রাজসী) ॥ ৩৪ ॥

মর্মানুবাদ—যে-ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম, কাম ও অর্থকে ধারণ করে, তাহাই 'রাজসী' ॥ ৩৪ ॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেবচ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্মেধাঃ (দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতিদ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদং (দুঃখ) মদম্ এব চ (ও বিষয়-ভোগজ-গর্বকে) ন বিমুঞ্চতি (ত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতি) তামসী (তামসী) [বলিয়া] মতা (বিদিত) ॥ ৩৫ ॥

মর্মানুবাদ—যে-ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীনা ধৃতিই 'তামসী' ॥ ৩৫ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ !) ইদানীং তু (এক্ষণে) মে (আমার নিকট) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) সুখং (সুখ) শৃণু (শ্রবণ কর) [বদ্ধ জীব] অভ্যাসাৎ (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন-হেতু) যত্র (যে সুখে) রমতে (রতিলাভ করে) দুঃখান্তং চ (ও দুঃখের পারে) নিগচ্ছতি (গমন করে) ॥ ৩৬ ॥

মর্মানুবাদ—হে ভরতর্ষভ, এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধজীব পুনঃ পুনঃ অনুশীলনদ্বারা অভ্যাসক্রমে সেই সুখে রমণ করেন; কোন কোন স্থলে উপরতি লাভ করতঃ সংসার-দুঃখান্তও লব্ধ হয় ॥ ৩৬ ॥

টীকা—সাত্ত্বিকং সুখমাহ সার্দ্ধেন—'অভ্যাসাৎ' পুনরনুশীলনাদেব রমতে, ন তু বিষয়েষ্বিব উৎপত্ত্যৈব রমতে ইত্যর্থঃ। 'দুঃখান্তং নিগচ্ছতি' যস্মিন্ রমমাণঃ সংসারদুঃখং তরতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ তৎ (যে কোনও সুখ) অগ্রে (প্রথমে) বিষম্ ইব (বিষের মত) পরিণামে (অবশেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃতসদৃশ) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং (আর আত্মসম্বন্ধিনী বুদ্ধির নির্মলতা হইতে জাত) তৎ (সেই) সুখং (সুখ) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) প্রোক্তম্ (কথিত) ॥ ৩৭ ॥

মর্মানুবাদ—প্রথমে কষ্টকর এবং পরিণামে অমৃতের ন্যায় আত্মবুদ্ধি-প্রসাদজ সুখই 'সাত্ত্বিক'-সুখ ॥ ৩৭ ॥

টীকা—বিষমিবেতি—ইন্দ্রিয়মনো-নিরোধো হি প্রথমং দুঃখদ এব ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে) যৎ (যে সুখ) [জায়তে] [উৎপন্ন হয়] তৎ (তাহা) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমং (অমৃততুল্য) পরিণামে (শেষে) বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়) তৎ সুখং (সেই সুখ) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত) ॥ ৩৮ ॥

মর্মানুবাদ—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগক্রমে যে সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় এবং পরিণামে বিষের ন্যায় অনুভূত হয়, তাহাকে 'রাজস' সুখ বলা যায় ॥ ৩৮ ॥

টীকা—যদমৃতোপমং পরস্ত্রীসম্ভোগাদিকম্ ॥ ৩৮ ॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যে) সুখম্ (সুখ) অগ্রে চ (আরম্ভে) অনুবন্ধে চ (ও ফলকালে) আত্মনঃ (আত্মার সম্বন্ধে) মোহনং (বস্তুর স্বরূপাবরক) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অবিবেক হইতে উত্থিত) তৎ (সেই) [সুখ] তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥৩৯॥

মর্মানুবাদ—প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক, নিদ্রালস্য-প্রমাদাদি-জনিত যে সুখ, তাহাই 'তামস' ॥ ৩৯ ॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) পুনঃ দেবেষু বা (বা দেবগণের মধ্যে) তৎ (সেই প্রাণী বা বস্তু) ন অস্তি (নাই) যৎ সত্ত্বম্ (যে প্রাণী ও অন্য বস্তু) এভিঃ (এই) প্রকৃতিজৈঃ

(প্রকৃতিসম্ভূত) ত্রিভিঃ (তিন) গুণৈঃ (গুণ হইতে) মুক্তং স্যাৎ (মুক্ত আছে) ॥ ৪০ ॥

মর্মানুবাদ—এই পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমত কোন জীব নাই, যাহা—প্রকৃতিজ-গুণ হইতে স্বরূপতঃ 'মুক্ত'। জ্ঞানী ও কর্মিসকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে ; ভক্তগণ কেবল দেহযাত্রা-নির্বাহের জন্য প্রকৃতিজ গুণকে স্বীকার করেন, বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বসত্তা প্রাকৃতগুণ হইতে পৃথক্ থাকে। অতএব সাক্ষাদ্দৃষ্টিতে সকলকেই প্রাকৃত-গুণাবৃত দেখিবে ॥ ৪০ ॥

টীকা—অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নেতি। তৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতমন্যচ্চ বস্তুমাত্রং ক্বাপি নাস্তি যদেভিঃ প্রকৃতিজৈস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং রহিতং স্যাদতঃ সর্বমেব বস্তুজাতং ত্রিগুণাত্মকং, তত্র সাত্ত্বিকমেবোপাদেয়ং, রাজসতামসে তু নোপাদেয়ে ইতি প্রকরণতাৎপর্যম্ ॥ ৪০॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ ! (হে পরন্তপ !) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) শূদ্রাণাং চ (ও শূদ্রগণের) স্বভাবপ্রভবৈঃ (উৎপত্তি-সহকারে অভিব্যক্ত) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিগুণসমূহদ্বারা) কর্মাণি (কর্মসমূহ) প্রবিভক্তানি (বিভাগ করা হইয়াছে) ॥ ৪১ ॥

মর্মানুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটী গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। হে পরন্তপ, সেই স্বভাবজনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

টীকা—কিঞ্চ, ত্রিগুণাত্মকমপি প্রাণিজাতং স্বাধিকারপ্রাপ্তেন বিহিতকর্মণা পরমেশ্বরমারাধ্য কৃতার্থীভবতীত্যাহ—ব্রাহ্মণেতি ষড়্ভিঃ।

স্বভাবেনোৎপত্ত্যৈব প্রভবন্তি প্রাদুর্ভবন্তি যে গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্তৈঃ প্রকর্ষেণ বিভক্তানি পৃথক্‌কৃতানি কর্মাণি ব্রাহ্মণাদীনাং বিহিতানি সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ) তপঃ (তপস্যা) শৌচং (শৌচ) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জবম্ এব চ (ও সরলতা) জ্ঞানং (জ্ঞান) বিজ্ঞানম্ (অনুভব) আস্তিক্যং (শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস) স্বভাবজং (স্বভাবজাত) ব্রহ্মকর্ম (ব্রাহ্মণের কর্ম) ॥ ৪২ ॥

মর্মানুবাদ—শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য,—এই কয়েকটীই 'ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম' ॥ ৪২ ॥

টীকা—তত্র সত্ত্বপ্রধানানাং ব্রাহ্মণানাং স্বাভাবিকানি কর্মাণ্যাহ—শম ইতি। 'শমঃ' অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ; 'দমো' বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ; 'তপঃ' শারীরাদি; 'জ্ঞানবিজ্ঞানে' শাস্ত্রানুভবোধে; 'আস্তিক্যং' শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসঃ,—এবমাদি ব্রহ্মকর্ম ব্রাহ্মণস্য কর্ম স্বভাবজং স্বাভাবিকম্ ॥ ৪২ ॥

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—শৌর্যং (পরাক্রম) তেজঃ (প্রাগল্ভ্য) ধৃতিঃ (ধৈর্য) দাক্ষ্যং (কর্মকুশলতা) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং (ও যুদ্ধে অপলায়ন) দানম্ (দান) ঈশ্বরভাবঃ চ (ও প্রভুত্বশক্তিপ্রকাশ) স্বভাবজং (স্বাভাবিক) ক্ষাত্রং কর্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম) ॥ ৪৩ ॥

মর্মানুবাদ—শৌর্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব,—এই কয়েকটীই 'ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম' ॥ ৪৩ ॥

টীকা—সত্ত্বোপসর্জনরজঃপ্রধানানাং ক্ষত্রিয়াণাং কর্মাহ—'শৌর্যং'

পরাক্রমঃ, 'তেজঃ' প্রাগল্ভ্যং, 'ধৃতিঃ' ধৈর্যম্, 'ঈশ্বরভাবো' লোক-নিয়ন্তৃত্বম্ ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং (স্বাভাবিক) বৈশ্যকর্ম (বৈশ্যের কর্ম) শূদ্রস্য অপি (ও শূদ্রের) পরিচর্যাত্মকং (সেবারূপ) কর্ম (কর্ম) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ॥ ৪৪ ॥

মর্মানুবাদ—কৃষি, গো-রক্ষণ, বাণিজ্য—এই কয়েকটীই 'বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম'। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পরিচর্যাত্মক কর্মই 'শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম'। এই চারিপ্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয়, কেবল জন্মদ্বারা হয় না ॥ ৪৪ ॥

টীকা—তমউপসর্জনরজঃপ্রধানানাং কর্মাহ—কৃষীতি। গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবঃ গোরক্ষ্যম্। রজউপসর্জনতমঃপ্রধানানাং শূদ্রাণাং কর্মাহ—পরিচর্যাত্মকং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং পরিচর্যারূপম্ ॥ ৪৪ ॥

স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বে স্বে (নিজ নিজ) কর্মণি (অধিকারবিহিত কর্মে) অভিরতঃ (তৎপর) নরঃ (মানব) সংসিদ্ধিং (জ্ঞাননিষ্ঠা-যোগ্যতারূপ-সিদ্ধি) লভতে (লাভ করে); স্বকর্মনিরতঃ (স্বাধিকারবিহিত-কর্মানুষ্ঠানকারী) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে), তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪৫ ॥

মর্মানুবাদ—স্বকর্মনিরত ব্যক্তি স্বকর্মে অভিরত হইয়া যেরূপে সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (জন্মাদি) [হয়] যেন (যৎকর্তৃক) ইদং (এই) সর্বং (সমস্ত বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত) মানবঃ (মানব) স্বকর্মণা (নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমবিহিত কর্মের দ্বারা) তম্ (সেই ঈশ্বরকে) অভ্যর্চ্য (অর্চনা করিয়া) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) ॥ ৪৬ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার ফলদান-স্বভাবপ্রযুক্ত ভূতসকলের পূর্ববাসনারূপ-প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকে স্বকর্মদ্বারা অর্চন করতঃ মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

টীকা—যতঃ পরমেশ্বরাৎ, তমেবাভ্যর্চ্য ইতি অনেন কর্মণা পরমেশ্বর-স্তুষ্যত্বিতি মনসা তদর্পণমেব তদভ্যর্চনম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যগ্ রূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ [উৎকৃষ্ট] (পরধর্ম অপেক্ষা) বিগুণঃ (নিকৃষ্ট ও সম্যক্ অননুষ্ঠিত) স্বধর্মঃ (স্বধর্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ); স্বভাবনিয়তং (স্বভাব-অনুসারে বিহিত) কর্ম (কর্ম) কুর্বন্ (করিয়া) [মানব] কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হ'ন না) ॥ ৪৭ ॥

মর্মানুবাদ—উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্মই শ্রেয়ঃ, যেহেতু স্বভাববিহিত কর্মের নামই 'স্বধর্ম'। কোন সময়ে

তাহা অসম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধর্ম হইতেই সার্বকালিক উপকার হইয়া থাকে। স্বভাববিহিত কর্মানুষ্ঠানদ্বারা কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৪৭ ॥

টীকা—ন চ ক্রিয়াদিভিঃ স্বধর্মং রাজসং চ বীক্ষ্য তত্রানভিরুচ্যা সাত্ত্বিকং কর্ম কর্তব্যমিত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। পরধর্মাৎ শ্রেষ্ঠাদপি স্বনুষ্ঠিতাৎ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি স্বধর্মো বিগুণো নিকৃষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠাতুমশক্যোঽপি শ্রেষ্ঠঃ। তেন বন্ধুবধাদি-দোষবত্ত্বাৎ স্বধর্মং যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনাদিরূপ-পরধর্মস্ত্বয়া নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং (স্বভাববিহিত) কর্ম (কর্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই) হি (যেহেতু) সর্বারম্ভাঃ (সমুদয় কর্মই) ধূমেন (ধূমদ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষেণ (দোষদ্বারা) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত) ॥ ৪৮ ॥

মর্মানুবাদ—হে কৌন্তেয়, সহজকর্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নয়; সকল কর্মের আরম্ভেই দোষ আছে। অগ্নি থাকিলে ধূম যেমত তাহাকে আবরণ করে, তদ্রূপ কর্মমাত্রকেই দোষ আবৃত করে। দোষাংশ পরিত্যাগ-পূর্বক স্বভাব-বিহিত কর্মের গুণাংশকেই সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য আশ্রয় করিবে ॥ ৪৮ ॥

টীকা—ন চ স্বধর্ম এব কেবলং দোষোঽস্তীতি মন্তব্যং, যতঃ পরধর্মেষ্বপি দোষঃ কশ্চিৎ কশ্চিদস্ত্যেবেত্যাহ—সহজং স্বভাববিহিতং, হি যতঃ সর্বেঽপ্যারম্ভাঃ দৃষ্টাদৃষ্টসাধনানি কর্মাণি দোষেণাবৃতা এব, যথা ধূমেন দোষেণাবৃত এব বহ্নির্দৃশ্যতে, ততো ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য তস্য তাপ এব

তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে যথা সেব্যতে, তথা কর্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব তত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বত্র (প্রাকৃত সমস্ত বিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিরহিত-বুদ্ধি) জিতাত্মা (বশীকৃতচিত্ত) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাহীন ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (স্বরূপতঃ কর্মত্যাগের দ্বারা) পরমাং (উৎকৃষ্ট) নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্ (ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-যোগ্যতারূপ-সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৪৯ ॥

মর্মানুবাদ—প্রাকৃত-বস্তুতে আসক্তিশূন্যবুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত, ব্রহ্মলোক-লাভ পর্যন্ত সুখাদিতে নিস্পৃহ হইয়া স্বরূপতঃ কর্মত্যাগপূর্বক নৈষ্কর্ম্যরূপ-পরমসিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

টীকা—এবং সতি কর্মণি দোষাংশান্ কর্তৃত্বাভিনিবেশফলাভিসন্ধি-লক্ষণান্ ত্যক্তবতঃ প্রথমসন্ন্যাসিনস্তস্য কালেন সাধনপরিপাকতো যোগারূঢ়ত্বদশায়াং কর্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগরূপং দ্বিতীয়ং সন্ন্যাসমাহ— অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্রাপি প্রাকৃতবস্তুষু ন সক্তা আসক্তিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য সঃ, অতো জিতাত্মা বশীকৃতচিত্তো বিগতা ব্রহ্মলোকপর্যন্তেষ্বপি সুখেষু স্পৃহা যস্য সঃ ; ততশ্চ সন্ন্যাসেন কর্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগেন নৈষ্কর্ম্যস্য পরমাং শ্রেষ্ঠাং সিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি যোগারূঢ়দশায়াং তস্য নৈষ্কর্ম্যম্ অতিশয়েন সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয় ! (হে কৌন্তেয় !) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যে প্রকারে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) আপ্নোতি (অনুভব করেন) যা (যাহা)

জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি) তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপে) মে (আমার নিকট) নিবোধ (শ্রবণ কর) ॥ ৫০ ॥

মর্ম্মানুবাদ—নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করতঃ যেরূপে জীব জ্ঞানের পরানিষ্ঠা-রূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন, তাহা সংক্ষেপতঃ বলিতেছি ॥ ৫০ ॥

টীকা—ততশ্চ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ব্রহ্মানুভবতি ইত্যর্থঃ। যৈরজ্ঞানস্য নিষ্ঠা পরা পরমোহন্ত ইত্যর্থঃ ;—"নিষ্ঠা নিষ্পত্তিনাশান্তাঃ" ইত্যমরঃ। অবিদ্যায়ামুপরতপ্রায়ায়াং বিদ্যায়া অপ্যুপরমারম্ভে যেন প্রকারেণ জ্ঞানসন্ন্যাসং কৃত্বা ব্রহ্মানুভবেত্তং বুধ্যস্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বিশুদ্ধবুদ্ধি-যুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (তাদৃশী ধৃতির দ্বারা) আত্মানং (মনকে) নিয়ম্য চ (বশীভূত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) রাগদ্বেষৌ চ (ও রাগদ্বেষ) ব্যুদস্য (পরিত্যাগপূর্বক) বিবিক্তসেবী (নির্জননিবাসী) লঘ্বাশী (ও মিতাহারী হইয়া) যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে ধ্যেয়াভিমুখী করিয়া) নিত্যং (নিত্য) ধ্যানযোগপরঃ (হরিচিন্তনপরায়ণ হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক) অহঙ্কারং (দেহাত্মাভিমান) বলং (কামরাগাদিযুক্ত সামর্থ্য) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহং (ভোগ ও সাধন) বিমুচ্য

(ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ (মমতাবিহীন) শান্তঃ (অজ্ঞান ও জ্ঞানের উপরতিমান্) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মানুভবে) কল্পতে (সমর্থ হ'ন) ॥ ৫১-৫৩ ॥

মর্মানুবাদ—বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে ধৃতিদ্বারা নিয়মিত করতঃ শব্দাদি বিষয়সকল পরিত্যাগপূর্বক বিগতরাগদ্বেষ, বিবিক্ত-সেবী, লঘুভোজী, সংযত-কায়বাঙ্মানস, ধ্যানযোগ-বৈরাগ্যাশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ-পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্মম ও শান্ত পুরুষ ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হ'ন ॥ ৫১-৫৩ ॥

টীকা—বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিক্যা আত্মানং মনো নিয়ম্য। ধ্যানেন ভগবচ্চিন্তনেনৈব যঃ পরো যোগঃ তৎপরায়ণঃ ; বলং কামরাগযুক্তং, ন তু সামর্থ্যম্; অহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য ইতি অবিদ্যোপরামঃ শান্তঃ সত্ত্বগুণস্যাপ্যুপশান্তিমান্ ইতি কৃতজ্ঞানসন্ন্যাস ইত্যর্থঃ,—"জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ" ইত্যেকাদশোক্তেঃ। অজ্ঞান-জ্ঞানয়োরুপরামং বিনা ব্রহ্মানুভবানুপপত্তিরিতি ভাবঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মানুভবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ৫১-৫৩ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মরূপ) প্রসন্নাত্মা (নির্মলচিত্ত) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) সর্বেষু ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) সমঃ [বালকবৎ] (সমদর্শী হইয়া) পরাং (জ্ঞান হইতে পৃথক্-ভূমিকা ও উত্তমা) মদ্ভক্তিং (আমার ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ॥ ৫৪ ॥

মর্মানুবাদ—জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অনাবৃত-চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন। এবম্ভূত-ব্রহ্মস্বরূপসংপ্রাপ্ত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪ ॥

টীকা—ততশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ, গুণমালিন্যাপগমাৎ। প্রসন্নশ্চাসাবাত্মা চেতি সঃ, ততশ্চ পূর্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব 'সমঃ' বাহ্যানুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপ্যনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণকীর্তনাদিরূপাং লভতে, তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্মজ্ঞানাদ্যব্যবহিতত্বেন কেবলামিত্যর্থঃ। 'লভতে' ইতি পূর্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্তমানায়া অপি সর্বভূতেষু অন্তর্যামিন ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভত ইতি প্রযুক্তম্,—মাষমুদ্গাদিষু মিলিতাং তেষু নষ্টেষ্বপি অনশ্বরাং কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথক্কৃতয়া কেবলাং লভত ইতিবৎ। সম্পূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি, নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যম্, ইত্যতঃ 'পরা'-শব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—[আমি] যাবান্ (যেরূপ-বিভূতিসম্পন্ন) যঃ চ অস্মি (ও স্বরূপতঃ যাহা হই) মাং (আমাকে) [জ্ঞানী ব্যক্তি] ভক্ত্যা (ভক্তি-দ্বারাই) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) অভিজানাতি (জানিতে পারেন) ততঃ (সেই গুণাতীত-ভক্তিদ্বারা) তদনন্তরং (সাত্ত্বিক-বিদ্যা-নিবৃত্তির পর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (সাক্ষাৎ) জ্ঞাত্বা (অনুভব করিয়া) বিশতে (আমার সহিত যুক্ত হ'ন) ॥ ৫৫ ॥

মর্ম্মানুবাদ—আমি—যৎস্বরূপ, যৎস্বভাব (অর্থাৎ যে স্বরূপ ও স্বভাব-বিশিষ্ট), তাহা নির্গুণা ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষরূপে জানিতে পারে ; আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে,—ইহাই মৎসম্বন্ধীয় 'গুহ্য' জ্ঞান ; ইহাকেই নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগদ্বারা বর্ণিদিগের সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণরূপ-'ব্রহ্মপ্রাপ্তি' বলে। ইহারও চরম ফল—'নির্গুণ-ভক্তি বা প্রেম'। 'বিশতে মাং',—এই শব্দপ্রয়োগদ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ-দুর্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরম-চিত্তরূপ আমার স্বরূপলাভকেই 'বিশতে মাং'-শব্দ-দ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ-লাভকে 'বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম' বলিলেও হয় ॥ ৫৫ ॥

টীকা—নহু তয়া লব্ধয়া ভক্ত্যা তদানীং তস্য কিং স্যাদিত্যতোঽর্থান্তর-ন্যাসেনাহ—ভক্ত্যেতি। অহং যাবান্ যশ্চাস্মি তং মাং তৎ-পদার্থং জ্ঞানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যৈব তত্ত্বতোঽভিজানাতি। "ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তেঃ ; যস্মাদেবং, তস্মাৎ প্রস্তুতঃ স জ্ঞানী ; ততস্তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরং বিদ্যোপরমাদুত্তরকাল এব মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতি মৎসাযুজ্যসুখমনুভবতি, মম মায়াতীতত্বাৎ ; অবিদ্যায়াশ্চ মায়াত্বাৎ বিদ্যয়াপ্যহমবগম্য ইতি ভাবঃ। যত্তু "সাংখ্যযোগৌ চ বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপর্ব্বৈব বিদ্যা" ইতি নারদপঞ্চরাত্রে বিদ্যা-বৃত্তিত্বেন ভক্তিঃ শ্রূয়তে, তৎ খলু হ্লাদিনীশক্তিবৃত্তের্ভক্তেরেব কলা কাচিদ্বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা, কর্ম্মসাফল্যার্থং কর্ম্মযোগেঽপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেঃ। যতো নির্গুণা ভক্তিঃ সদ্গুণময্যা বিদ্যায়া বৃত্তির্বস্তুতো ন ভবতি, অতো হৃজ্ঞাননিবর্ত্তক-ত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণত্বং তৎপদার্থজ্ঞানে তু ভক্তেরেব। কিঞ্চ, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" ইতি স্মৃতেঃ, সত্ত্বজং জ্ঞানং সত্ত্বমেব, তচ্চ সত্ত্বং 'বিদ্যা'-

শব্দেনোচ্যতে যথা, তথা ভক্ত্যুত্থং জ্ঞানং ভক্তিরেব ; সৈব ক্বচিৎ 'ভক্তি'-শব্দেন, ক্বচিৎ 'জ্ঞান'-শব্দেন চোচ্যতে ইতি জ্ঞানমপি দ্বিবিধং দ্রষ্টব্যম্,—তত্র প্রথমং জ্ঞানং সংন্যস্য, দ্বিতীয়েন জ্ঞানেন ব্রহ্মসাযুজ্যমাপ্নুয়াদিত্যেকাদশ-স্কন্ধপঞ্চবিংশত্যধ্যায়দৃষ্ট্যাপি জ্ঞেয়ম্। অত্র কেচিৎ ভক্ত্যা বিনৈব কেবলে-নৈব জ্ঞানেন সাযুজ্যার্থিনস্তে জ্ঞানিমানিনঃ ক্লেশমাত্রফলা অতিবিগীতা এব ; অন্যে তু 'ভক্ত্যা বিনা কেবলেন জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ' ইতি জ্ঞাত্বা ভক্তি-মিশ্রমেব জ্ঞানমভ্যস্যন্তো ভগবাংস্তু মায়োপাধিরেব ইতি ভগবদ্বপুর্গুণ-ময়ং মন্যমানা যোগারূঢ়ত্বদশামপি প্রাপ্তাস্তেঽপি জ্ঞানিনো বিমুক্তমানিনো বিগীতা এব ; যদুক্তং—"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥" ইতি। অস্যার্থঃ—যে ন ভজন্তি যে চ ভজন্তোঽপ্যবজানন্তি, তে সন্ন্যাসিনোঽপি বিনষ্টাবিদ্যা অপ্যধঃপতন্তি ; তথা হ্যুক্তং—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনা-দৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" ইতি,—অত্র 'অঙ্ঘ্রি'-পদং ভক্ত্যৈব প্রযুক্তং বিবক্ষিতম্ ; 'অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ইতি—তনোর্গুণময়ত্ববুদ্ধিরেব তনোরনাদরঃ ; যদুক্তম্—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি ; বস্তুতস্তু মানুষী সা তনুঃ সচ্চিদানন্দময্যেব ; তস্যাঃ দৃশ্যত্বন্তু তুস্তর্ক্যতদীয়কৃপাশক্তিপ্রভাবাদেব, যৎ উক্তং নারায়ণাধ্যাত্মবচনং—"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেত্তমিমং প্রভুম্॥" ইতি। এবঞ্চ ভগবত্তনোঃ সচ্চিদানন্দময়ত্বে "ক্লিপ্তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং শ্রীবৃন্দাবনসুর-ভূরুহতলাসীনম্" ইতি। "শব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধৎ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপর-সহস্রবচনেষু প্রমাণেষু সৎস্বপি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতিদৃষ্ট্যৈব ভগবানপি মায়োপাধিরিতি মন্যন্তে, কিন্তু "স্বরূপভূতয়া

নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্” ॥ ইতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেঃ। ‘মায়ান্তু’ ইত্যত্র ‘মায়া’-শব্দেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরেবাভিধীয়তে, ন তু অস্বরূপভূতা ত্রিগুণময্যেব শক্তিরিতি তস্যাঃ শ্রুতেরর্থং ন মন্যন্তে; যদ্বা, প্রকৃতিং দুর্গাং মায়িনন্তু মহেশ্বরং শম্ভুং বিদ্যাদিত্যর্থমপি নৈব মন্যন্তে। অতো ভগবদপরাধেন জীবন্মুক্তত্বদশায়াং প্রাপ্তা অপি তেঽধঃপতন্তি; যদুক্তং ‘বাসনা’-ভাষ্যধৃতং পরিশিষ্টবচনম্— “জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥” ইতি তে চ ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং অর্থাৎ ‘নাস্তি সাধনোপযোগঃ’ ইতি মত্বা জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানং তত্র গুণীভূতাং ভক্তিমপি সংত্যজ্য মিথ্যৈবাপরোক্ষব্রহ্মানুভবং স্বস্য মন্যন্তে। শ্রীবিগ্রহাপরাধেন ভক্ত্যা অপি জ্ঞানেন সার্ধং অন্তর্ধানাৎ ভক্তিং তে পুনর্নৈব লভন্তে; ভক্ত্যা বিনা চ তৎপদার্থানুভাবামৃষা-সমাধয়ো জীবন্মুক্তমানিন এব তে জ্ঞেয়াঃ; যদুক্তং—“যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ” ইতি। যে তু ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানমভ্যস্যন্তো ভগবন্মূর্তিং সচ্চিদানন্দময়ীমেব মন্যমানাঃ ক্রমেণাবিদ্যা-বিদ্যয়োরুপরামে পরাং ভক্তিং ন লভন্তে, তে জীবন্মুক্তা দ্বিবিধাঃ—একে সাযুজ্যার্থং ভক্তিং কুর্বন্তস্তয়ৈব ‘তৎ’-পদার্থমপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন্ সাযুজ্যং লভন্তে, তে সংগীতা এব; অপরে ভূরিভাগা যাদৃচ্ছিকশান্তমহাভাগবত-সঙ্গপ্রভাবেণ ত্যক্তমুমুক্ষাঃ শুকাদিবদ্ভক্তিরসমাধুর্যাস্বাদে এব নিমজ্জন্তি; তে তু পরমসংগীতা এব; যদুক্তং—“আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥” ইতি। তদেবং চতুর্বিধা জ্ঞানিনঃ, দ্বয়ে বিগীতাঃ পতন্তি, দ্বয়ে সংগীতাস্তরন্তি সংসারমিতি ॥ ৫৫ ॥

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার ভক্ত) সদা (সর্বদা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) কুর্বাণঃ অপি (করিয়াও) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতম্ (নিত্য) অব্যয়ং (অবিনাশী) পদম্ (বৈকুণ্ঠাদিধাম) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হ'ন) ॥ ৫৬ ॥

মর্মানুবাদ—নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানদ্বারা ভক্তিলাভরূপ যে বৈদিক প্রণালী, তাহাকেই মৎপ্রাপ্তির 'গুহ্য' পথ বলিলাম। যে তিনটী প্রণালীর কথা আমি স্পষ্টরূপে বলিতেছি, তন্মধ্যে এইটীই প্রথম প্রণালী। এক্ষণে ঈশোপাসনারূপ দ্বিতীয় প্রণালী বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমাকে বিশেষতঃ অপকর্ষের সহিত আশ্রয় করতঃ সমস্ত কর্ম আমাতে ঈশ্বরবোধে অর্পণ করিলে আমার প্রসাদে চরমে অব্যয় ও শাশ্বত-পদরূপ-নির্গুণ-ভক্তি লাভ হয় ॥ ৫৬ ॥

টীকা—তদেবং জ্ঞানী যথাক্রমেণৈব কর্মফলসন্ন্যাস-কর্মসন্ন্যাস-জ্ঞান-সন্ন্যাসৈর্মৎসাযুজ্যং প্রাপ্নোতীত্যুক্তম্; মদ্ভক্তস্তু মাং যথা প্রাপ্নোতি তদপি শৃণ্বিত্যাহ—সর্বেতি। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মাং বিশেষতোঽপকর্ষেণ সকামতয়াপি য আশ্রয়তে সোঽপি, কিং পুনঃ নিষ্কামভক্ত ইত্যর্থঃ। সর্বকর্মাণ্যপি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যানি পুত্রকলত্রাদি-পোষণলক্ষণানি ব্যবহারিকাণ্যপি সর্বাণি কুর্বাণঃ, কিং পুনস্ত্যক্তকর্মযোগজ্ঞানদেবতান্তরোপাসনান্যকামোঽনন্য-ভক্ত ইত্যর্থঃ। অত্রাশ্রয়তে সম্যক্ সেবতে ইতি আঙুপসর্গেণ সেবায়াঃ প্রধানীভূতত্বম্। কর্মাণ্যপীত্যপি-শব্দেনাপকর্ষবোধকেন কর্মণাং গুণী-ভূতত্বম্; অতোঽয়ং কর্মমিশ্রভক্তিমান্, ন তু ভক্তিমিশ্রকর্মবান্ ইতি প্রথমষট্কোক্তে কর্মণি নাতিব্যাপ্তিঃ। শাশ্বতং মৎপদং মদ্ধাম-বৈকুণ্ঠ-মথুরাদ্বারকাঽযোধ্যাদিকম্ অবাপ্নোতি। নন্বু মহাপ্রলয়ে তত্তদ্ধাম কথং স্থাস্যতি? তত্রাহ—'অব্যয়ং' মহাপ্রলয়ে মদ্ধাম্নঃ কিমপি ন ব্যয়তি, মদতর্ক্য-প্রভাবাদিতি ভাবঃ। নন্বু জ্ঞানী খলু অনেকৈর্জন্মভিরনেকতপ-আদি-ক্লেশৈঃ

সর্ববিষয়েন্দ্রিয়োপরামেণৈব নৈষ্কর্ম্যে সত্যেব মৎ-সাযুজ্যং প্রাপ্নোতি, তস্য তে নিত্যং ধাম সকর্মকত্বে সকামকত্বেঽপি ত্বদাশ্রয়ণমাত্রেণৈব কথং প্রাপ্নোতি ? তত্রাহ—মৎপ্রসাদাদিতি। মৎপ্রসাদস্যাতর্ক্যমেব প্রভাবত্বং জানীহি, ইতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—চেতসা (অন্তঃকরণদ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (অর্পণপূর্বক) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট যোগ) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) সততং (সর্বদা) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) ভব (হও) ॥ ৫৭ ॥

মর্মানুবাদ—আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ —আমারই ত্রিবিধ প্রকাশ। বুদ্ধিযোগকে আশ্রয়পূর্বক—পরমাত্মরূপ আমাতে চিত্ত স্থাপন করতঃ চিত্তদ্বারা সমস্ত কর্ম আমাতে সন্ন্যাস করিয়া মৎপর হও ॥ ৫৭ ॥

টীকা—নন্বু তর্হি মাং প্রতি ত্বং নিশ্চয়েন কিমাজ্ঞাপয়সি ?—কিমহমনন্যভক্তো ভবামি, কিম্বা অনন্তরোক্তলক্ষণঃ সকামভক্ত এব ? তত্র সর্বপ্রকৃষ্টোঽনন্যভক্তো ভবিতুং ত্বং ন প্রভবিষ্যসি, নাপি সর্বভক্তেষপকৃষ্টঃ সকামভক্তো ভব, কিন্তু ত্বং মধ্যমভক্তো ভব ইত্যাহ—চেতসা ইতি। সর্বকর্মাণি স্বাশ্রমধর্মান্ ব্যবহারিককর্মাণি চ ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ ; যদুক্তং পূর্বমেব—'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥" ইতি বুদ্ধিযোগং ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগং, সততং মচ্চিত্তঃ কর্মানুষ্ঠানকালেঽন্যদাপি মাং স্মরন্ ভব ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (তুমি) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত হইলে) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্বদুর্গাণি (সমস্ত দুঃখ) তরিষ্যসি (অতিক্রম করিবে) অথ চেৎ (আর যদি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ন শ্রোষ্যসি (না শুন) [তবে] বিনঙ্ক্ষ্যসি (স্বার্থভ্রষ্ট হইবে) ॥ ৫৮ ॥

মর্মানুবাদ—এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবনযাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক হইতে উত্তীর্ণ হইবে ; তাহা না করিয়া যদি দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কারদ্বারা 'আমিই কর্তা' বলিয়া আপনাকে মনে কর, তবে অমৃতস্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া তুমি সংসাররূপ বিনাশ লাভ করিবে ॥ ৫৮ ॥

টীকা—ততঃ কিমতঃ আহ—মচ্চিত্তঃ ইতি ॥ ৫৮ ॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহঙ্কারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (এইরূপ) যৎ মন্যসে (যে মনে করিতেছ) তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা [এব] (মিথ্যাই) [হইবে] [কেন না] প্রকৃতিঃ (রজোগুণাত্মিকা প্রকৃতি) ত্বাং (তোমাকে) নিযোক্ষ্যতি (প্রবর্তিত করিবে) ॥ ৫৯ ॥

মর্মানুবাদ—যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, 'যুদ্ধ করিব না', মনে কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইবে, কেননা, তোমার ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধকার্যে প্রবর্তিত করিবে ॥ ৫৯ ॥

টীকা—ননু ক্ষত্রিয়স্য মম যুদ্ধমেব পরো ধর্মঃ, তত্র বন্ধুবধপাপাদ্ভীত

এব প্রবর্তিতুং নেচ্ছামীতি। তত্র সতর্জনমাহ—যদহমিতি। 'প্রকৃতিঃ' স্বভাবঃ। অধুনা ত্বং মদ্বচনং ন মানয়সি, যদা তু মহাবীরস্য তব স্বাভাবিকঃ যুদ্ধোৎসাহো দুর্বার এব উদ্ভবিষ্যতি, তদা যুধ্যমানঃ স্বয়মেব ভীষ্মাদীন্ গুরূন্ হনিষ্যন্ ময়া হসিষ্যসে ইতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা।
কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ (যাহা) কর্তুং (করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (ক্ষত্রিয়ত্বের হেতু পূর্বসংস্কার হইতে উৎপন্ন) স্বেন কর্মণা (নিজ শৌর্যাদি-কর্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া) অবশঃ (অবশভাবে) তৎ অপি (তাহাও) করিষ্যসি (করিবে) ॥ ৬০ ॥

মর্মানুবাদ—মোহপূর্বক তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু স্বভাবজাত স্বকর্মদ্বারা তুমি অবশ হইয়া তৎকার্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ৬০ ॥

টীকা—উক্তমেবার্থং বিবৃণোতি—'স্বভাবঃ' ক্ষত্রিয়ত্বে হেতুঃ পূর্বসংস্কারঃ, তস্মাৎ জাতেন স্বীয়েন কর্মণা শৌর্যাদিনা নিবদ্ধো যন্ত্রিতঃ ॥ ৬০ ॥

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুন! (হে অর্জুন!) ঈশ্বরঃ (অন্তর্যামী) সর্বভূতানি (প্রাণিসমূহকে) যন্ত্রারূঢ়ানি [ইব] (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) মায়য়া (মায়াশক্তিদ্বারা) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং (সমস্ত প্রাণীর) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠান করিতেছেন) ॥ ৬১ ॥

মর্মানুবাদ—সর্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মরূপে আমিই অবস্থিত; পরমাত্মাই সর্বজীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে যে কর্ম করেন,

ঈশ্বর তদনুরূপ ফলই দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হ'ন। পূর্বকর্মানুসারে তোমার প্রবৃত্তি ঈশ্বরপ্রেরণাদ্বারা সহজে কার্য করিতে থাকিবে ॥ ৬১ ॥

টীকা—শ্লোকদ্বয়েন স্বভাব-বাদিনাং মতমুক্ত্বা স্বমতমিত্যাহ—ঈশ্বরো নারায়ণঃ সর্বান্তর্যামী "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তীতি।" "যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥" ইত্যাদি-শ্রুতিপাদিত ঈশ্বরোঽন্তর্যামী হৃদি তিষ্ঠতি ; কিং কুর্বন্? সর্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ন্ ভ্রময়ন্ তত্তৎ-কর্মাণি প্রবর্তয়ন্ যথা সূত্র-সঞ্চারাদিযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি পঞ্চালিকারূপাণি সর্বভূতানি মায়া বিভ্রময়তি, তদ্বদিত্যর্থঃ ; যদ্বা, যন্ত্রারূঢ়ানি শরীরারূঢ়ান্ সর্বজীবানিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) সর্বভাবেন (কায়মনোবাক্যে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও) তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার কৃপায়) পরাং (প্রকৃষ্টা) শান্তিং (নিবৃত্তি) শাশ্বতং (ও নিত্য) স্থানং (ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২ ॥

মর্মানুবাদ—হে ভারত, তুমি সর্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও ; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

টীকা—এতজ্জ্ঞাপনপ্রয়োজনমাহ—তমেবেতি। পরাম্ অবিদ্যা-বিদ্যয়োর্নিবৃত্তিম্ ; ততশ্চ শাশ্বতং স্থানং বৈকুণ্ঠম্। যা ইয়মন্তর্যামিশরণা-

পত্তিরন্তর্যাম্যুপাসকানামেব, ভগবদুপাসকানান্তু ভগবচ্চরণাপত্তিরগ্রে বক্ষ্যতে এবেতি কেচিদাহুঃ। অন্যস্তু যো মদিষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, স এব মদ্‌গুরুর্মাং ভক্তিযোগং তদনুকূলং হিতঞ্চোপদেশমুপদিশতি চ, তমহং শরণং প্রপদ্যে। তথা কৃষ্ণ এব মদন্তর্যামী, সোঽপি মাং তত্র তত্র প্রবর্তয়তু, তঞ্চাহং শরণং প্রপদ্যে ইত্যনিশং ভাবয়তি; যদুক্তম্ উদ্ধবেন—"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥" ইতি॥ ৬২॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এই) গুহ্যাৎ (গোপনীয় হইতে) গুহ্যতরং (গোপনীয়তর) জ্ঞানং (জ্ঞানশাস্ত্র) ময়া (মৎকর্তৃক) তে (তোমার নিকট) আখ্যাতম্ (কথিত হইল) এতৎ (ইহা) অশেষেণ (সম্পূর্ণরূপে) বিমৃশ্য (পর্যালোচনা করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা হয়) তথা (সেইরূপ) কুরু (কর)॥ ৬৩॥

মর্মানুবাদ—ইতঃপূর্বে তোমাকে যে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলিয়াছি, তাহা—'গুহ্য'; এখন যে 'পরমাত্মজ্ঞান' তোমাকে বলিলাম, তাহা—'গুহ্যতর'। অশেষরূপে বিচার করতঃ তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। তাৎপর্য এই যে, যদি নিষ্কাম-কর্মযোগদ্বারা জ্ঞানাশ্রয়ে 'ব্রহ্ম' এবং ক্রমপথে আমার নির্গুণা ভক্তি পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কামকর্মরূপ যুদ্ধ কর; আর যদি পরমাত্মার শরণাগত হও, তবে ঈশ্বর-প্রেরিত নিজ-ক্ষাত্র-স্বভাব হইতে উত্থিত-প্রবৃত্তিসহকারে ঈশ্বরে কর্মার্পণপূর্বক যুদ্ধ কর; তাহা হইলেই মদবতাররূপ 'ঈশ্বর' ক্রমশঃ তোমাকে নির্গুণা মদ্ভক্তি প্রদান করিবেন। যে-প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়ঃ॥ ৬৩॥

টীকা—সর্বগীতার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। কর্মযোগস্যাষ্টাঙ্গযোগস্য জ্ঞানযোগস্য চ 'জ্ঞানং' জ্ঞায়তেঽনেন ইতি জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রং গুহ্যাদ্‌-গুহ্যতরমিতি অতিরহস্যত্বাৎ, কৈরপি বশিষ্ঠবাদরায়ণনারদাদ্যৈরপি স্ব-স্ব-কৃত-শাস্ত্রেণাপ্রকাশিতম্ ; যদ্বা, তেষাং সার্বজ্ঞ্যমাপেক্ষিকং মম ত্বাত্যন্তি-কমিত্যতস্তে তু এতদতিগুহ্যত্বান্ন জানন্তি, ময়াপ্যতিগুহ্যত্বাদেব, তে সর্বথৈব নৈতদুপদিষ্টা ইতি ভাবঃ। এতদশেষেণ নিঃশেষত এব বিমৃশ্য যথা যেন প্রকারেণ স্বাভিরুচিতং তৎ কর্তুমিচ্ছসি, তথা তৎ কুরু ইত্যন্তং জ্ঞানষট্‌কং সম্পূর্ণম্। ষট্‌ক-ত্রিকমিদং সর্ববিদ্যাশিরোরত্নং শ্রীগীতাশাস্ত্রং মহানর্ঘরহস্য-তম-ভক্তিসম্পুটং ভবতি—প্রথমং 'কর্ম'-ষট্‌কং যস্যাধারপিধানং কানকং ভবতি, অন্ত্যং 'জ্ঞান'-ষট্‌কং যস্যোত্তরপিধানং মণিজটিতং কানকং ভবতি, তয়োর্মধ্যবর্তি-ষট্‌কগতা ভক্তিস্ত্রিজগদনর্ঘ্যা শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী মহামণি-মতল্লিকা বিরাজতে, যস্যাঃ পরিচারিকা তদুত্তরপিধানার্ধগতা "মন্মনা ভব" ইত্যাদি-পদ্যদ্বয়ী চতুঃষষ্ট্যক্ষরা শুদ্ধা ভবতীতি বুধ্যতে ॥ ৬৩ ॥

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বগুহ্যতমং (সমস্ত গোপনীয় হইতে অতিশয় গোপনীয়) মে (আমার) পরমং (শ্রেষ্ঠ) বচঃ (বাক্য) ভূয়ঃ (পুনরায়) শৃণু (শ্রবণ কর) [তুমি] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অতিশয়) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও) ইতি ততঃ (সেই হেতু) তে (তোমার) হিতং (হিত) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ৬৪ ॥

মর্মানুবাদ—তোমাকে 'গুহ্যব্রহ্মজ্ঞান' ও 'গুহ্যতর ঐশ্বর-জ্ঞান' বলিলাম ; এক্ষণে 'গুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান' উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্রের মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে-সমুদায় অপেক্ষা

ইহাই শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্য আমি বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥

টীকা—ততশ্চাতিগম্ভীরার্থং গীতাশাস্ত্রং পর্যালোচয়িতুং প্রবর্তমানং তূষ্ণীভূয়ৈব স্থিতং স্ব-প্রিয়সখমর্জুনমালক্ষ্য কৃপাদ্রবচ্ছিত্ত-নবনীতো ভগবান্ 'ভোঃ প্রিয়-বয়স্য অর্জুন, সর্বশাস্ত্রসারমহমেব শ্লোকাষ্টকেন ব্রবীমি ; অলং তে তত্তৎ-পর্যালোচনক্লেশেন ইত্যাহ—সর্বেতি। ভূয় ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যাধ্যায়ান্তে পূর্বমুক্তম্—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥" ইতি যত্তদেব বচঃ পরমং সর্বশাস্ত্রার্থসারস্য গীতাশাস্ত্রস্যাপি সারং গুহ্যতমমিতি—নাতঃ পরং কিঞ্চন গুহ্যমস্তি ক্বচিৎ কুতশ্চিৎ কথমপ্যথণ্ডমিতি ভাবঃ। পুনঃ কথনে হেতুমাহ—ইষ্টোঽসি দৃঢ়মতিশয়েন এব প্রিয়ো মে সখা ভবসীতি, তত এব হেতোর্হিতং তে ইতি সখায়ং বিনাতিরহস্যং ন কমপি কশ্চিদপি ব্রূতে ইতি ভাবঃ। "দৃঢ়মতিঃ" ইতি চ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) [হও] মদ্ভক্তঃ (আমাতে শ্রবণ ও কীর্তনাদিভক্তিপরায়ণ) [হও] মদযাজী (আমার পূজক) ভব (হও) মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর) [তাহা হইলে] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) তে (তোমার নিকট) সত্যং (সত্য) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি) [যেহেতু] [তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ অসি (প্রিয় হও) ॥ ৬৫ ॥

মর্মানুবাদ—ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকেই চিত্ত অর্পণ কর ; কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন, সেরূপ করিবে না। সমস্ত কর্মেই আমা রভগবৎস্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা

এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্য-সেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়াই তোমাকে এই নির্গুণ-ভক্তির উপদেশ করিতেছি ॥ ৬৫ ॥

টীকা—"মন্মনা ভব" ইতি মদ্ভক্তঃ সন্নেব মাং চিন্তয়, ন তু জ্ঞানী যোগী বা ভূত্বা মদ্ধ্যানং কুর্বিত্যর্থঃ ; যদ্বা, 'মন্মনা ভব' মহ্যং শ্যামসুন্দরায় সুস্নিগ্ধাকুঞ্চিতকুন্তলকায় সুন্দরভ্রূবল্লি-মধুরকৃপাকটাক্ষামৃতবর্ষিবদনচন্দ্রায় স্বীয়ং দেয়ত্বেন মনো যস্য তথাভূতো ভব অথবা শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি দেহীত্যাহ—'মদ্ভক্তো ভব', শ্রবণকীর্তন-মন্মূর্তিদর্শন-মন্মন্দিরমার্জনলেপন-পুষ্পাহরণ-মন্মালালঙ্কারচ্ছত্রচামরাদিভিঃ সর্বেন্দ্রিয়করণকং মদ্ভজনং কুরু, অথবা মহ্যং গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদীনি দেহীত্যাহ—'মদ্‌যাজী ভব', মৎপূজনং কুরু অথবা মহ্যং নমস্কারমাত্রং দেহীত্যাহ—'মাং নমস্কুরু' ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু ; এষাং চতুর্ণাং মচ্চিন্তনসেবন-পূজনপ্রণামানাং সমুচ্চয়মেকতরং বা ত্বং কুরু। মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি, মনঃ-প্রদানং, শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রদানং, গন্ধপুষ্পাদিপ্রদানং বা ত্বং কুরু ; তুভ্যম-হমাত্মানমেব দাস্যামীতি সত্যং,—তে তবৈব নাত্র সংশয়িষ্ঠা ইতি ভাবঃ ; —"সত্যং শপথ-তথ্যয়োঃ" ইত্যমরঃ। নন্ন মাথুরদেশোদ্ভূতা লোকাঃ প্রতি-বাক্যমেব শপথং কুর্বন্তি সত্যং, তর্হি প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা ব্রবীমি—ত্বং মে প্রিয়োঽসি, ন হি প্রিয়ং কোঽপি বঞ্চয়তীতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—সর্বধর্মান্ (বর্ণ ও আশ্রমবিহিত সমস্ত ধর্ম) পরিত্যজ্য (স্বরূপতঃ ত্যাগ করিয়া) একং (একমাত্র) মাং (আমাকে) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর) অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্বপাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব) মা শুচঃ (শোক করিও না) ॥৬৬॥

মর্মানুবাদ—ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বর-জ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম, যতি-ধর্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি-ধর্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যতপ্রকার ধর্ম বলিয়াছি, সে-সমুদায়ই পরিত্যাগপূর্বক ভগবৎস্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর; তাহা হইলেই আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্বোক্ত-ধর্মপরিত্যাগ-হেতু যে-সকল পাপ হইবে, সে-সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব; তুমি অকৃতকর্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণা ভক্তি আচরণ করিলে জীবের সৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্মাচরণ, কর্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস, কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধ-অবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমস্ত কর্মই করিবে; কিন্তু সেই সেই কর্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ত্যাগ-পূর্বক ভগবৎ-সৌন্দর্য-মাধুর্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য এই যে, শরীরী জীব স্বীয় জীবননির্বাহের জন্য যতপ্রকার কর্ম করে, সে-সমুদায়ই উক্ত তিনপ্রকার উচ্চনিষ্ঠা হইতে করে, অথবা ইন্দ্রিয়সুখনিষ্ঠারূপ-অধমনিষ্ঠা হইতে করে। অধমনিষ্ঠা হইতে 'অকর্ম' ও 'বিকর্মাদি'; তাহা—অনর্থজনক। তিনপ্রকার উত্তম-নিষ্ঠার নাম—ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্মই এক এক প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক এক প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। যখন উহারা ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন, তখন কর্ম ও জ্ঞানভাবের প্রকাশ হয়; যখন ঈশ্বর-নিষ্ঠার অধীন, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম ও ধ্যান-যোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয়; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন, তখন উহারা শুদ্ধা বা কেবলা ভক্তি-রূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই 'গুহ্যতম' তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম-প্রয়োজন;—ইহাই এই গীতা-শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য। 'কর্মী' 'জ্ঞানী' 'যোগী' ও 'ভক্ত',—ইঁহাদের জীবন একই প্রকার হইলেও নিষ্ঠাভেদে ইঁহারা—অত্যন্ত পৃথক্ ॥ ৬৬ ॥

টীকা—নন্থ ত্বদ্ধ্যানাদিকং যৎ করোমি, তৎ কিং স্বাশ্রমধর্মানুষ্ঠান-পূর্বকং বা, কেবলং বা? তত্রাহ—'সর্বধর্মান্' বর্ণাশ্রমধর্মান্ সর্বান্ এব পরিত্যজ্য একং মামেব শরণং ব্রজ; পরিত্যজ্য সংন্যস্য ইতি ন ব্যাখ্যেয়ম্,—অর্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন সন্ন্যাসানধিকারাৎ, ন চ অর্জুনং লক্ষ্যীকৃত্যান্যজন-সমুদায়মেবোপদিদেশ ভগবান্ ইতি বাচ্যম্। লক্ষ্যভূতমর্জুনং প্রতি উপদেশ-যোজয়িতুমৌচিত্যে সত্যেবান্যস্যাপ্যুপদেষ্টব্যত্বং সম্ভবেন্ন ত্বন্যথা, ন চ পরিত্যজ্য ইত্যস্য ফলত্যাগ এব তাৎপর্যমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। অস্য বাক্যস্য "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥" "মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্ত-কর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥" "তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥" "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥" ইত্যাদিভির্ভগবদ্বাক্যৈঃ সহৈকার্থস্যাবশ্যব্যাখ্যেয়ত্বাৎ। অত্র চ 'পরি'-শব্দ-প্রয়োগাচ্চ। অত 'একং মাং' শরণং ব্রজ, ন তু ধর্মজ্ঞানযোগ-দেবতান্তরা-দিকমিত্যর্থঃ। পূর্বং হি মদনন্যভক্তৌ সর্বশ্রেষ্ঠায়াং তবাধিকারো নাস্তীত্যতস্তং 'যৎ করোষি যদশ্নাসি' ইত্যাদি-ব্রুবাণেন ময়া কর্মমিশ্রায়াং ভক্তৌ তবাধিকার উক্তঃ। সম্প্রতি ত্বতিকৃপয়া তুভ্যমনন্যভক্তাবেবাধিকারঃ তস্যাঃ অনন্যভক্তেঃ যাদৃচ্ছিক-মদৈকান্তিক-ভক্তকৃপৈকলভ্যত্বলক্ষণং নিয়মং স্বকৃতমপি ভীষ্মযুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞামিবাপনীয়মিতি ভাবঃ। ন চ মদাজ্ঞয়া নিত্যনৈমিত্তিককর্মত্যাগে তব প্রত্যবায়-শঙ্কা সম্ভবেৎ। বেদরূপেণ ময়ৈব নিত্যকর্মানুষ্ঠানমাদিষ্টম্, অধুনা তু স্বরূপেণৈব তত্ত্যাগ আদিশ্যতে ইতি, অতঃ কথং তে নিত্যকর্মাকরণে পাপানি সম্ভবন্তু? প্রত্যুত অতঃপরং নিত্যকর্মণি কৃতে এব পাপানি ভবিষ্যন্তি সাক্ষান্মদাজ্ঞালঙ্ঘনাদিত্যবধেয়ম্। নন্থ যো হি যচ্ছরণো ভবতি, স হি মূল্যক্রীতঃ পশুরিব তদধীনঃ, সঃ তং যৎ

কারয়তি, তদেব করোতি, যত্র স্থাপয়তি, তত্রৈব তিষ্ঠতি, যদ্ভোজয়তি, তদেব ভুঙ্‌ক্তে, ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য ধর্মস্য তত্ত্বম্; যদুক্তং বায়ুপুরাণে—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো ভর্তৃত্বে বরণং তথা। নিক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" ইতি—ভক্তিশাস্ত্র-বিহিতা স্বাভীষ্টদেবায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ 'আনুকূল্যম্', তদ্বিপরীতং 'প্রাতিকূল্যম্'; 'ভর্তৃত্বে' ইতি—স এব মম রক্ষকো, নান্য ইতি; যঃ 'রক্ষিষ্যতীতি' স্বরক্ষণপ্রাতিকূল্যবস্তুষূপস্থিতেষ্বপি স মাং রক্ষিষ্যতি বেতি দ্রৌপদীগজেন্দ্রাদীনামিব 'বিশ্বাসঃ'; 'নিক্ষেপণম্' স্বীয়স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতস্য এব স্বস্য শ্রীকৃষ্ণার্থ এব বিনিয়োগঃ; 'অকার্পণ্যং' নান্যত্র ক্বাপি স্বদৈন্য-জ্ঞাপনম্ ইতি ষণ্ণাং বস্তূনাং বিধাত্রানুষ্ঠানং যস্যাং সা শরণাগতিরিতি। তদদ্যারভ্য যদ্যহং ত্বাং শরণং গত এব বর্তে, তর্হি ত্বদুক্তং ভদ্রমভদ্রং বা যদ্ভবেত্তদেব মম কর্তব্যম্; তত্র যদি ত্বং মাং ধর্মমেব কারয়সি, তদা ন কাচিচ্চিন্তা; যদি তু ঈশ্বরত্বাৎ স্বৈরাচারস্ত্বং মামধর্মমেব কারয়সি, তদা কা গতিস্তত্রাহ—অহমিতি। প্রাচীনার্বাচীনানি যাবন্তি বর্তন্তে, যাবন্তি বাহং কারয়িষ্যামি,তেভ্যঃ সর্বেভ্য এব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি—নাহমন্যঃ শরণ্য ইব তত্রাসমর্থ ইতি ভাবঃ। ত্বামালম্ব্যৈব শাস্ত্রমিদং লোকমাত্রমেবোপদিষ্ট-বানস্মি। মা শুচঃ—স্বার্থং পরার্থং বা শোকং মা কার্ষীঃ,—যুষ্মদাদিকঃ সর্ব এব লোকঃ স্বপরধর্মান্ সর্বান্ এব পরিত্যজ্য মচ্চিন্তনাদিপরঃ মাং শরণমাপন্ন সুখেনৈব বর্ততাং, তস্য পাপমোচনভারঃ, সংসারমোচনভারঃ, মৎপ্রাপণ-ভারঃ, ময়া প্রতিজ্ঞায়ৈবাঙ্গীকৃতঃ। কিং বহুনা, দেহব্যবহারভারোঽপি ময়াঙ্গীকৃত এব; যদুক্তম্—"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" ইতি। 'হন্ত! এতাবান্ ভারো ময়া স্ব-প্রভৌ নিক্ষিপ্তঃ' ইত্যপি শোকং মা কার্ষীঃ, ভক্তবৎসলস্য সত্যসঙ্কল্পস্য মম ন তত্রায়াসলেশোঽপীতি। নাতঃপরমধিকমুপদেষ্টব্যমস্তীতি শাস্ত্রং সমাপ্তীকৃতম্॥ ৬৬॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং (এই শাস্ত্র) তে (তোমার) কদাচ (কখনও) অতপস্কায় (অসংযতেন্দ্রিয়কে) ন (নহে) অভক্তায় (অভক্তকে) ন (নহে) অশুশ্রূষবে চ (পরিচর্যাবিহীনকেও) ন (নহে) যঃ চ (ও যে) মাম্ [নিত্যগুণবিগ্রহবিশিষ্ট] (আমাকে) অভ্যসূয়তি (মায়িকগুণ-বিগ্রহবিশিষ্ট-জ্ঞানে দোষারোপ করে) [তাহাকে] ন বাচ্যম্ (বলা উচিত নহে) ॥ ৬৭ ॥

মর্মানুবাদ—অতপস্ক (সংযমহীন), অভক্ত, পরিচর্যাহীন এবং সচ্চিদানন্দ-ভগবন্মূর্তির প্রতি অসূয়া-যুক্ত ব্যক্তিগণকে গীতা-শাস্ত্র শ্রবণ করাইবে না ; ইহাদ্বারা গীতার অধিকারী নির্ণীত হইতেছে ॥ ৬৭ ॥

টীকা—এবং গীতাশাস্ত্রমুপদিশ্য সম্প্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। অতপস্কায় অসংযতেন্দ্রিয়ায়,—"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ" ইতি স্মৃতেঃ। সংযতেন্দ্রিয়ত্বে সত্যপি অভক্তায় ন বাচ্যং, সংযতেন্দ্রিয়ত্বেঽপি ভক্তত্বেঽপি চ সতি অশুশ্রূষবে ন বাচ্যং, সংযতেন্দ্রিয়ত্বা-দিধর্মত্রয়বত্ত্বেঽপি যো মামভ্যসূয়তি ময়ি নিরুপাধিপূর্ণব্রহ্মণি মায়া-সাবর্ণ্য-দোষমারোপয়তি, তস্মৈ সর্বথৈব ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭ ॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) ইমং (এই) পরমং (অতি) গুহ্যং (গোপনীয় সংবাদ) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের নিকট) অভিধাস্যতি (বলিবেন) ময়ি (আমাতে) পরাং (পরা) ভক্তিং (ভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) অসংশয়ঃ (সন্দেহ নাই) ॥ ৬৮ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি আমার ভক্তদিগকে এই পরমগুহ্য গীতাবাক্য উপদেশ করিবেন, তিনি আমার নির্গুণ-ভক্তি লাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮ ॥

টীকা—এতদুপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইতি দ্বাভ্যাম্। পরাং ভক্তিং কৃত্বেতি প্রথমং পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ, ততো মৎপ্রাপ্তিঃ, এতদুপদেষ্টুর্ভবতি। ৬৮ ॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়ঃ—মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণমধ্যে) তস্মাৎ (গীতাবক্তা-অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অতিশয় প্রিয়কারী) ন (নাই) ন চ ভবিতা (ও হইবে না) ভুবি চ (এবং পৃথিবীতে) তস্মাৎ অন্যঃ (তদ্ভিন্ন) মে (আমার) প্রিয়তরঃ (প্রিয়তরও) [কেহ] [ন ভবিতা] [হইবে না] ॥ ৬৯ ॥

মর্মানুবাদ—এই নরলোকে তদপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্যসাধক ও আমার প্রিয় কেহ নাই এবং কখনও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

টীকা—তস্মাদুপদেষ্টুঃ সকাশাৎ অন্যোঽতিপ্রিয়ঙ্করঃ অতিপ্রিয়শ্চ নাস্তি ॥ ৬৯ ॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই) ধর্ম্যং (ধর্মযুক্ত) সংবাদম্ (বৃত্তান্ত) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তৎকর্তৃক) অহং (আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (ধারণা) ॥ ৭০ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি আমাদের এই পরমধর্মসম্বন্ধি-কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥ ৭০ ॥

টীকা—এতদধ্যয়নফলমাহ—অধ্যেষ্যতে ইতি ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥৭১॥

অন্বয়ঃ—শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধালু) অনসূয়ঃ চ (পাঠে অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষদৃষ্টিরহিত) যঃ (যে) নরঃ (মানব) শৃণুয়াৎ অপি (কেবল শ্রবণ করেন) সঃ অপি (তিনিও) [পাপ হইতে] মুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্মণাং (পুণ্যকারিগণের) শুভান্ (শুভ) লোকান্ (লোক) প্রাপ্নুয়াৎ (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৭১ ॥

মর্মানুবাদ—যিনি ভক্ত ন'ন, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-রহিত, তিনি গীতা শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

টীকা—এতচ্ছ্রবণফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি ॥ ৭১ ॥

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ ! (হে পার্থ !) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ (ইহা) শ্রুতং (শ্রুত হইল) কচ্চিৎ (কি ?) ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয় !) তে (তোমার) অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞানজন্য-বিপরীতবুদ্ধি) প্রণষ্টঃ কচ্চিৎ (বিনষ্ট হইল কি ?) ॥ ৭২ ॥

মর্মানুবাদ—হে ধনঞ্জয়, তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে ? আর তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে ? ৭২ ॥

টীকা—সম্যগ্‌বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি ॥ ৭২ ॥

অর্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন), অচ্যুত ! (হে অচ্যুত !) ত্বৎপ্রসাদাৎ (আপনার কৃপায়) [আমার] মোহঃ (মোহ) নষ্টঃ (অপগত হইয়াছে), ময়া (অমাকর্তৃক) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) লব্ধা (লাভ হইল), স্থিতঃ অস্মি (আপনার আজ্ঞায় অবস্থিত হইয়াছি), গতসন্দেহঃ (সংশয়হীন আমি) তব (আপনার) বচনং (কথা) করিষ্যে (পালন করিব) ॥ ৭৩ ॥

মর্মানুবাদ—অর্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি। আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার শরণাপত্তিই যে সর্বপ্রধান জৈব-ধর্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব ॥ ৭৩ ॥

টীকা—কিমতঃপরং পৃচ্ছামি, অহন্তু সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য ত্বাং শরণং গতঃ নিশ্চিন্ত এব, ত্বয়ি বিশ্রব্ধবানস্মীত্যাহ—নষ্ট ইতি। করিষ্য ইতি, অতঃপরং শরণ্যস্য তবাজ্ঞায়াং স্থিতিরেব শরণাপন্নস্য মম ধর্মঃ, ন তু স্বাশ্রমধর্মঃ, নাপি জ্ঞানযোগাদয়ঃ ; তে তু অদ্যারভ্য ত্যক্তা এব ; ততশ্চ ভোঃ প্রিয়সখ অর্জুন, মম ভূ-ভারহরণে কিঞ্চিদবশিষ্টং কৃত্যমস্তি, তত্তু ত্বদ্দ্বারৈব চিকীর্ষামীতি ভগবতোক্তে সতি গাণ্ডীবপাণিরর্জুনঃ যোদ্ধুমুদতিষ্ঠৎ ইতি ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সম্বাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন), অহং (আমি) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জুনের) ইমম্ (এই) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) রোমহর্ষণং (রোমাঞ্চকর) সংবাদম্ (কথোপকথন) ইতি (এই প্রকার) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছিলাম) ॥ ৭৪ ॥

মর্মানুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—কৃষ্ণার্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

টীকা—অতঃপরং পঞ্চশ্লোকব্যাখ্যা। সর্বগীতার্থতাৎপর্যনিষ্কর্ষেঽন্তিমশ্লোকাঃ যত্র বর্তন্তে, তাং পত্রদ্বয়ীং বিনায়কঃ স্ববাহনেনাখুনাপহৃতবানিত্যতঃ পুনর্নালিখং তাং তস্মাত্রবাদাম্ ; স প্রসীদতু, তস্মৈ নমঃ। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-টীকা 'সারার্থবর্ষিণী' সমাপ্তীভূতা সতাং প্রীতয়েঽস্তাদিতি॥ ৭৪

সারার্থবর্ষিণী বিশ্বজনীনা ভক্তচাতকান্।
মাধুরী বিন্দুতাদস্যা মাধুরী ভাতু মে হৃদি ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
গীতাস্বষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-ঠক্কুর-গোস্বামি-কৃতা
'সারার্থবর্ষিণী' টীকা সমাপ্তা।

ব্যাস-প্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসের কৃপায়) ইমং (এই) পরং গুহ্যং (পরমগোপ্য) যোগং (কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (স্বমুখে উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত) যোগেশ্বরাৎ (যোগেশ্বর) স্বয়ং (স্বয়ংরূপ) কৃষ্ণাৎ (শ্রীকৃষ্ণ হইতে) শ্রুতবান্ (শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৭৫

মর্ম্মানুবাদ—স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেই গুহ্যতম পরমযোগ ব্যাসপ্রসাদে শুনিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সম্বাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়ঃ—রাজন্ ! (হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র !) কেশবার্জ্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জ্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যম্ (সর্বপাপহর) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) সংবাদং (সংবাদ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মুহুর্মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) হৃষ্যামি চ (রোমাঞ্চিত হইতেছি) ॥ ৭৬ ॥

মর্ম্মানুবাদ—হে রাজন্, কেশবার্জ্জুনের এই অদ্ভুত-সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি বারংবার রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৬ ॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ ! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ঃ—রাজন্ ! (হে রাজন্ !) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অত্যাশ্চর্য) রূপং (বিশ্বরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (অতিশয়) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) [হইতেছে] পুনঃ পুনঃ চ (এবং পুনঃ পুনঃ) হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি) ॥ ৭৭

মর্ম্মানুবাদ—হে রাজন্, হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যে পক্ষে) ধনুর্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্ধর পার্থ) তত্র (সেই পাণ্ডবপক্ষে) শ্রীঃ (রাজ্যলক্ষ্মী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (উত্তরোত্তর রাজ্যলক্ষ্মীর বৃদ্ধি) নীতিঃ (ও ন্যায়প্রবৃত্তি) ধ্রুবা (স্থির) [ইতি] [ইহা] মম (আমার) মতিঃ (নিশ্চিত বাক্য) ॥ ৭৮ ॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্বয় সমাপ্ত।

মর্মানুবাদ—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেইখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় বর্তমান,—ইহাই আমার নিশ্চিত বাক্য ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণভক্তিই যে জীবের একমাত্র ধর্ম,—ইহাই এই অধ্যায়ের, সুতরাং সমস্ত গীতারই তাৎপর্য।

ইতি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃত **'রসিকরঞ্জন'** মর্মানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধরকৃতা সুবোধিনী টীকা

দ্রষ্টব্য। মূষিককর্তৃক ৭৪ হইতে ৭৮ পর্যন্ত শেষ পাঁচটী শ্লোকের টীকা অপহৃত হওয়ায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর পুনরায় তাহা লেখেন নাই। আমরা ঐ পাঁচটী শ্লোকের শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃতা সুবোধিনী টীকা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইত্যহমিতি। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৪ ॥

আত্মনস্তচ্ছ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্, অতো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ অহং শ্রুতবানস্মি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্; পরত্বমাবিষ্করোতি —যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ ॥

কিঞ্চ—রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ ॥

কিঞ্চ—তচ্চেতি। বিশ্বরূপং নির্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥

অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র যেষাং পাণ্ডবানাং পক্ষে যোগেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুর্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীঃ রাজ্যলক্ষ্মীস্তত্রৈব চ বিজয়স্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরো-ত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ নীতির্নয়োঽপি তত্রৈব ধ্রুবা সর্বত্র নিশ্চিতেতি সম্বধ্যতে ইতি মম মতির্নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্বস্বং চ তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুর্বিতি ভাবঃ। "ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥" তথাহি—"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।" "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন" ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপার-মাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে, জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপা-রত্বমেব যুক্তং "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥" "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়ো-পপদ্যতে" ইত্যাদি-বচনাৎ। ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তং, "সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।" ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি" শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য, ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তের্জ্বালা-নামসাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে", "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮ ॥

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতা-মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্ ।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জিতঃ ॥ ১ ॥
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২ ॥
মলনির্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে ।
সকৃদ্‌গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৩
গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥ ৪ ॥
ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্‌বিনিঃসৃতম্ ।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬ ॥
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥৭॥